শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব

মহামহোপদেশক

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব

সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক

অষ্টোত্তরশত বৈভবে গুম্ফিত

ভক্তিবিনোদ-শিক্ষামালা

মহামহোপদেশক

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

উপোদ্ঘাত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা, গ্রন্থ, গীত, পদ্যাবলী প্রভৃতি সাহিত্য-সাগর হইতে বিচিত্র রত্নসমূহ আহরণ-পূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর পরমস্নিগ্ধ অনুকম্পিত সঞ্চারিতশক্তি শিষ্যপ্রবর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বান্তর্গত অষ্টোত্তরশত বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক "শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-বাণী-বৈভব" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী বা সিদ্ধান্তসমূহ শুশ্রূষুর পরিপ্রশ্নের উত্তরাকারে সজ্জিত হওয়ায় তাহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পারমার্থিকগণের যাবতীয় সমস্যারই সদুত্তর স্থাননির্দ্দেশের সহিত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অননুকরণীয়-ভাষায় এই গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাণীরূপেই অকপট সেবোন্মুখগণের নিকট নিত্য প্রকট রহিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে যেরূপ 'শিক্ষাষ্টকে'র মধ্যে, শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-প্রভুকে যেরূপ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থ-মধ্যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে যেরূপ 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' ও 'বৈষ্ণবতোষণী'র মধ্যে, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুকে যেরূপ 'স্তবাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে, শ্রীশ্রীজীব-প্রভুকে যেরূপ 'ষট্‌সন্দর্ভ' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভুকে যেরূপ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমকে যেরূপ 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র মধ্যে, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে যেরূপ 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'গীতা' প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও তদ্‌রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে অকৈতব অনুগত শ্রোতা ও পাঠক দর্শন করেন, তদ্রূপ শরণাগত ও প্রপন্ন জনগণ ঠাকুরের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। ঠাকুরের অপ্রাকৃত বাণীই—শ্রীচৈতন্য-স্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ-নরোত্তমের বাণী।

শ্রীচৈতন্যের সনাতনী ভক্তিবিনোদা দয়াই অভিধেয়-রূপে 'সমদা'। 'ময়া' ('মা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির এক বচন)—স্বরূপশক্ত্যা শ্রীরাধয়া সহ বর্ত্তমানঃ সমঃ শ্রীগোবিন্দঃ, তং দদাতি যা সা 'সমদা'। 'সম' শব্দে চিল্লীলামিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দকে বুঝায়। সেই ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বকে যিনি দান করেন, তিনি 'সমদা'। সেই সমদা দয়াই প্রয়োজনরূপে মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-লক্ষণময়ী অর্থাৎ ইহা

মাধুর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজের পর যে অপ্রাকৃত **কেবল-উন্নত-উজ্জ্বল** রসের মর্য্যাদা অথবা নাস্তিক্য, সগুণ বা নির্গুণ, ক্লীব, একল, মিথুন, স্বকীয়, স্বকীয় বহুবল্লভত্ব ও পারকীয় বহুবল্লভত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বোপরি অপ্রাকৃত পারকীয়ের সর্ব্বোত্তম-মর্য্যাদা যিনি স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীস্বরূপ-দামোদরাভিন্নবিগ্রহ গদাধর-মিত্রবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনবদ্য ভক্তিরসসিদ্ধান্তপূর্ণ বাণীসমূহে তাঁহার আচার-প্রচারময়ী শ্রীমূর্ত্তি সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকটিত রহিয়াছে। শ্রীদামোদর-স্বরূপ-রূপানুগ সম্প্রদায়ই শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়রূপে প্রবহমান রহিয়াছেন ও রহিবেন। এই প্রবাহ বা সম্প্রদায়কেই **"শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা"** বলে। ইহাতে কেবল অপ্রাকৃত চিন্ময়শব্দানুশীলনের আশ্রয়ে আশ্রয় সহিত গৌরকৃষ্ণ-ভজনের সুষ্ঠুতা প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল ঠাকুরের বাণী ও ঠাকুর—অভিন্ন। ভক্তিবিনোদ-বাণীর মধ্যে বিভুতা আছে। 'বিভু' শব্দ 'ষ্ণ' ও 'বিভব' শব্দ 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'বৈভব' শব্দ নিষ্পন্ন। 'বৈভব' শব্দের অর্থ—'বিভুতা', 'সামর্থ্য', 'অবতার', 'বাহুল্য' ইত্যাদি। শ্রীভক্তিবিনোদবাণী শ্রীগৌর-রূপ-রঘুনাথ-কথাময়ী বলিয়া তাঁহার বিভুতা, সামর্থ্য বা মাহাত্ম্য স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তিবিনোদের বাণী মাহাত্ম্যময়ী, সামর্থ্যময়ী, সম্পত্তিময়ী, সর্বব্যাপকতা-ধর্ম্মমণ্ডিতা, অনন্ত শক্তিপূর্ণা, অপরিমিত-বিজ্ঞানানন্দ-ময়ী ও স্বানন্দৈকরসিকতাময়ী। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে **'প্রভু'** এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে **'বিভু'** বলিয়াছেন। 'বিভু' শব্দের একটি অর্থ—**স্বানন্দৈকরসিক**। শ্রীল ঠাকুর স্বানন্দরসরসিক। স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে শ্রীঠাকুরের যে সকল বাণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপরিমিত-বিজ্ঞানা-নন্দদায়িনী।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যের 'সিন্ধু-বৈভব-বিবৃতি'র মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

"ভক্তিবিনোদ-মুখে যাহা পাইয়াছি সুখে,
'বিবৃতি-বৈভব সিন্ধু'-নাম।
ভক্তিসিন্ধু পান কর, হৃদি শুদ্ধভক্তি ধর,
হরিগুণ গাও অবিরাম॥"

এই সিন্ধুবৈভব শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বৈভবাবতার।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বৈভব—একই বস্তু। ঠাকুরের গীতিতেও শুনিতে পাই—

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি যাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে **'বৈভব'**।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীই শ্রীভক্তিবিনোদের বাণীর বৈভব। সেই সরস্বতীর হৃদয় —কৃষ্ণভক্তিময় ; ভক্তিবিনোদ-বিনোদনই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কার্য্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীর 'বৈভব' অর্থাৎ মহিম-জ্ঞান হইতে একান্ত প্রপন্ন জীবের চিত্ত যাহাতে গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামে পরিনিষ্ঠিত হয়, সেই বিচারেই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"চৈতন্য মহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমজ্ঞান হৈতে॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভেই মহাপ্রভুর মহিমা, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রথমেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাই কীর্ত্তনকারিগণের ধর্ম্ম। নামের মহিমা কীর্ত্তন করিলে ভাগ্যবন্ত শ্রোতৃবর্গের নামানুশীলনে রুচি হয়। এই গ্রন্থে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর বৈভব বা মহিমা তাঁহার বাণীর দ্বারাই সংপ্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর যে বৈভব বা মহিমা, তাহা জড় বৈভবের ন্যায় অনিত্য নহে। শ্রীল প্রভুপাদ মনঃশিক্ষায় গাহিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য **বৈভব**।"

বৈষ্ণবের কীর্ত্তি, প্রতিষ্ঠা বা বৈভবের আরতি করিলেই জীবের মঙ্গল হয়। বৈষ্ণবের বৈভব, মহিমা বা প্রতিষ্ঠাকে অসূয়া করিলে কোনদিন মঙ্গল লাভ করা যায় না—

"প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।"

একান্ত প্রপন্ন শ্রদ্ধালু জীবজগৎকে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসে আকর্ষণের জন্য এ-জগতে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব প্রকটিত হইয়াছেন। এই বাণী-

বৈভবসিন্ধুর একটি মাত্র বিন্দু অকপটভাবে আস্বাদন করিলে জীবের সুপ্ত কৃষ্ণানুশীলন-প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই জাগরূক হইবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভবের সম্পাদক মহাশয় তাঁহার আরাধ্য দেবতার বিলাসার্থ অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের যে অপূর্ব্ব শৃঙ্গার রচনা করিয়াছেন, আমরা যেন জগতের অহঙ্কার-বিমূঢ় সাধারণ স্থূলদর্শী শ্রীবিগ্রহ-দর্শনকারিগণের ন্যায় কেবল প্রণামী-স্বরূপ গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা-দান বা শৃঙ্গারের কিছু প্রশংসামাত্র করিয়াই ক্ষান্ত না হই। যাহাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমাদের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবিত হন, তজ্জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর চরণে অকপট-বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপনই একমাত্র কর্ত্তব্য।

উপসংহারে শ্রীভক্তিবিনোদ-পাদপঙ্কজান্তে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তাঁহার বাণী ভক্তিলতার উপশাখা-সমূহ ছেদন করিয়া আমাদিগকে গৌরসঙ্কীর্ত্তন-রাসে তাঁহার গণের মধ্যে প্রবেশে অধিকার প্রদান করুন। আমরা যেন অকপটভাবে শ্রীল ঠাকুরের নিকট এই সকাকু নিবেদন জ্ঞাপন করিতে পারি—

"শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি'
পুরাও হে আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদের দাস॥"

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদ-পাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা
শ্রীরাধাষ্টমী, গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-
কিঙ্করানুকিঙ্করাভাস
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ

——::*::——

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথি-পূজা-বাসরে "শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব" গ্রন্থ বিপুল আকারে জগতে প্রকটিত হইলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইহা দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেছেন, ইহা যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি।

প্রচার-প্রমোদ, অতুলনীয় জীবদুঃখকাতর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববাসী দুর্গত জীব ও সজ্জনগণের জন্য তাঁহার বিপুল সাহিত্যের মধ্যে অগণিত রত্ন অকাতরে ও অহৈতুকভাবে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কতিপয় নিত্যসঙ্গীর নিকট শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল যে, ঠাকুর তাঁহার বাণী যাহাতে বিশ্বের সর্ব্বত্র নানা ভাবে ও নানা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য শ্রৌতপথাবলম্বিগণকে আদেশ ও উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদাভিন্নবিগ্রহ মদীশ্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও এই জীবকীটকে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশরত্নাবলী আহরণ-পূর্ব্বক বিশ্ববাসীকে দান করিবার জন্য সাক্ষাদ্ভাবে বহুবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 'শ্রীআজ্ঞা-টহল' শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের আনুগত্যে পালন-পূর্ব্বক আত্মশোধনার্থ এই গ্রন্থ-রচনায় প্রয়াসী হইয়াছি।

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু এই গ্রন্থের "শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব" নামকরণ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত উপোদ্‌ঘাতে এই গ্রন্থকে উক্ত নামে অভিহিত করিবার তাৎপর্য্য সুধী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে-সকল অতিমর্ত্ত্য রত্ন আহৃত হইয়াছে, উহাদিগকে শুশ্রূষু জীবের পরিপ্রশ্নের উত্তর-মীমাংসারূপে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক অষ্টোত্তরশত মালিকায় গ্রথিত করা হইয়াছে। অহৈতুক কৃপাময় পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার শতসহস্র সেবার মধ্যেও এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধনাদি করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকজন স্নেহশীল সতীর্থ ভ্রাতা অহৈতুকভাবে এই সেবায় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

খুব দ্রুতবেগে এই গ্রন্থের সঙ্কলন, সম্পাদন ও মুদ্রণ-কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় ইহাতে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রমাদ সংঘটিত হইয়া থাকিবে। সহৃদয় পাঠকগণ তাহা কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া এই গ্রন্থের অনুশীলন করিবেন।

ভবিষ্যতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে সুবিস্তৃত চরিত-গাথা

লিখিত হইবে, তাহাতে, তথা বৈষ্ণব-মঞ্জুষার কার্য্যে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হইবে। "শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভবে"র ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের রচনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই জাতীয় আর একটি গ্রন্থ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সজ্জন-সমাজে প্রকাশ করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিল।

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। সকল যুগেই পরমেশ্বরের আরাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য অদৈবকুলের স্বর্গ-মর্ত্ত্যালোড়নরূপ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার বিঘ্ন ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইলেও অনুক্ষণই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর প্রেরণা ও কৃপা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শ চরিত্র ও তাঁহার এই উপদেশ-বাণীটি আমাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সেবা-পথে সংরক্ষণ করিয়াছে—

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুখণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তরূপং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে সজ্জনানাম্॥

চন্দনকে যতই ঘর্ষণ করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার সৌরভের ক্ষয় না হইয়া বরং প্রসারই হয়, ইক্ষু-খণ্ডকে যতই ছেদন করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার মাধুর্য্যের হ্রাস না হইয়া প্রকাশই হয়, আর সুবর্ণকে যতই দগ্ধ করা হউক না কেন, তাহাতে দীপ্তির হানি না হইয়া বরং উজ্জ্বলতার বৃদ্ধিই হয়। এইরূপ সজ্জনগণের যে সৎস্বভাব, তাহা প্রাণান্তকর বিপত্তিকালেও বিকৃত না হইয়া বরং উৎকর্ষ-প্রাপ্তই হইয়া থাকে।

উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের নিকট সকাকু প্রার্থনা যেন শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর বৈভব অর্থাৎ মহিমা নিরন্তর হৃদয়ে সম্প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদাদর্শে আচার ও প্রচারময় জীবন যাপন করিবার উপযোগিবল লাভ করিতে পারি। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর বৈভব স্ববিক্রমে বিশ্বে প্রসারিত হউক, আমাদের অচেতনতা, অপরাধ ও অনর্থসমূহের মূলোৎপাটন করুক।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবশতবর্ষ-পূর্ত্তিতিথি
২৭ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫২;
২১শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৫;
৭ই সেপ্টেম্বর, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৮;
গৌর-ত্রয়োদশী, বুধবার

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-
কিঙ্করাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

——::*::——

প্রকাশকের নিবেদন

"শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব" গ্রন্থ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতবার্ষিক আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষ্যে প্রণয়ণ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্য ও প্রচার যে সমগ্র বিশ্বের হিতের জন্য—ইহা ঠাকুর সর্ব্বত্রই জানাইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার "নামপ্রচার" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি তোমার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, তুমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণভজন কর ও কৃষ্ণশিক্ষা কর।"

শ্রীল ঠাকুরের সম্পাদিত প্রাচীন 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকা প্রভৃতি বর্ত্তমানে একরূপ লুপ্ত। তাঁহার রচিত বহুগ্রন্থও—যথা, 'বেদান্তাধিকরণমালা', 'দত্তকৌস্তুভঃ', 'দশোপনিষৎচূর্ণিকা', 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা', 'ভাবাবলী', 'প্রেমপ্রদীপ', 'তত্ত্বসূত্র', 'ভাগবতার্কমরীচিমালা' প্রভৃতিও পুনঃ মুদ্রণের অভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। 'শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব-গ্রন্থের রচয়িতা সেই সকল লুপ্ত সাহিত্য ও ঠাকুরের প্রকাশিত বিভিন্ন লেখনী হইতে সাধক জীবনের তথা বিশ্ব সমস্যার সমাধানরূপে বিভিন্ন উপদেশসমূহ চয়ন করিয়া এক মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের বিপুল উপদেশরাজি কেবল পুনর্মুদ্রণ না করিয়া উহাদিগের প্রত্যেকটিকে জিজ্ঞাসুর এক একটি সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান বা উত্তররূপে ১০৮টি বিষয়ের অন্তর্গত করিয়া সাজাইয়াছেন। আবার সেইসকল বিষয়কে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন। উপদেশসমূহের যে-সকল স্থান তাঁহার কোন বিশেষ প্রশ্নের মীমাংসার পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, তিনি সেই সকল স্থানে তারকা-চিহ্ন প্রদান করিয়া তাহাও যথাযথভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঠাকুরের কোন্ উপদেশ কোন্ স্থান হইতে তিনি চয়ন করিয়াছেন, তাহাও তিনি পূর্ণ-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মোট কথা এই,—গ্রন্থ-রচয়িতা সর্বসাধারণের জন্য মহা-মহাবদান্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিপুল অপ্রাকৃত সাহিত্যের যে মহামহোৎসব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

ইচ্ছানুসারে প্রকট করিয়া সজ্জন-সমাজে বিচিত্র প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছেন। তাহাতে এই গ্রন্থ-সম্পাদকের যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালের অভিলাষানুসারে এই গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণের যাবতীয় আয় ঠাকুরের প্রকৃত শিক্ষা ও মনোঽভীষ্ট-প্রচারে নিযুক্ত হইবে। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষা সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হউক, তাঁহারই অভীষ্টানুসারে নানা ভাষায় অনূদিত হউক, সকল জীব আত্মমঙ্গল লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হউক, বিশ্ব শ্রীচৈতন্যের বাণীতে ও প্রেমে পরিপ্লাবিত হউক—একমাত্র এই উদ্দেশ্য লইয়াই গ্রন্থকার তাঁহার এই উপায়ন সজ্জিত করিয়াছেন। আশা করি, সহৃদয় স্বজ্জনবৃন্দ এই গ্রন্থকে বিশ্ব-সমস্যার একটি সার্ব্বভৌমিক-সমাধান গ্রন্থ ও নিত্যসঙ্গীরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন।

বিনীত নিবেদক

শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ

——::*::——

বর্তমান প্রকাশকের নিবেদন

গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে তাঁরই কৃপাধন্য 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কর্তৃক এই গ্রন্থ সম্পাদিত এবং গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শততম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিতে ঢাকা হতে মিশনের প্রাক্তন অপর সেবাসচিব শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ কর্ত্তৃক ১৯৩৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, গীত, পদ্যাবলী আদি হইতে সংগৃহীত সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তর আকারে পরমার্থ জিজ্ঞাসু সাধকগণের পরম আদরণীয়। এই দুর্লভ গ্রন্থটি বহুকাল যাবৎ পুনঃ মুদ্রণ না হওয়ায় ভক্তগণের ইচ্ছায় গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের আশীর্ব্বাদে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হ'ল। প্রতিটি পরমার্থ জিজ্ঞাসু সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় এই অমূল্য গ্রন্থ মিশন কর্তৃপক্ষ বহু অসুবিধার মধ্যে প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। সহৃদয় পাঠক মহোদয় এই গ্রন্থ মুদ্রন জনিত ভুল-ত্রুটির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে গ্রন্থের বিষয় বস্তুর প্রতি যত্নবান হবেন—এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা
১৯ শ্রাবণ ১৪০৫, ৪ আগষ্ট ১৯৯৮

সেবাসচিব
গৌড়ীয় মিশন

বিষয়-সূচী

(সম্বন্ধ)

অধ্যায় ও বিষয় — পৃষ্ঠা

১। প্রথম বৈভব
সম্বন্ধতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৩—৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২)

২। দ্বিতীয় বৈভব
আম্নায়-বাক্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫—৭
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১০)

৩। তৃতীয় বৈভব
গুরু বা আচার্য্য-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৮—১৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৪)

৪। চতুর্থ বৈভব
পূর্ব্বাচার্য্যবৃন্দ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ১৫—২৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৬)

৫। পঞ্চম বৈভব
বিদ্ধোপদেশক বা আচার্য্যব্রুব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ২৭—২৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৫)

৬। ষষ্ঠ বৈভব
সম্প্রদায় ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ২৯—৩৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৫)

৭। সপ্তম বৈভব
অসৎসম্প্রদায় ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৪—৫৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৭১)

৮। অষ্টম বৈভব
শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৯—৬১
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৯)

অধ্যায় ও বিষয় — পৃষ্ঠা

৯। নবম বৈভব
শ্রীগৌরশক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৬২—৬৫
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৩)

১০। দশম বৈভব
শ্রীগৌরধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৬৬—৬৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১২)

১১। একাদশ বৈভব
শ্রীমায়াপুর ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৭০—৭৫
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৫)

১২। দ্বাদশ বৈভব
কৃষ্ণধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৭৬—৭৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১১)

১৩। ত্রয়োদশ বৈভব
শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৭৯—৮৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪

১৪। চতুর্দ্দশ বৈভব
মহাপ্রসাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৮৫—৮৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

১৫। পঞ্চদশ বৈভব
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৯০—১০৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৫০)

১৬। ষোড়শ বৈভব
অবতার-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ১০৪—১১০
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১২)

১৭। সপ্তদশ বৈভব
ভগবদ্রসতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ১১১—১১২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪)

অধ্যায় ও বিষয় পৃষ্ঠা

১৮। অষ্টাদশ বৈভব
শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১১৩—১১৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৬)

১৯। ঊনবিংশ বৈভব
শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ১২০
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪)

২০। বিংশ বৈভব
শক্তিতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১২১—১২৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৭)

২১। একবিংশ বৈভব
মায়াতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৩০—১৩২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

২২। দ্বাবিংশ বৈভব
জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৩৩—১৫৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮০)

২৩। ত্রয়োবিংশ বৈভব
জড়জগৎ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৫৪—১৫৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

২৪। চতুর্ব্বিংশ বৈভব
চিজ্জগৎ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৫৭—১৬০
(প্রশ্নোত্ত-রসংখ্যা—১২)

২৫। পঞ্চবিংশ বৈভব
বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৬১—১৬৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪২)

২৬। ষড়্‌বিংশ বৈভব
শুদ্ধবৈষ্ণব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৭০—১৭৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৮)

অধ্যায় ও বিষয় — পৃষ্ঠা

২৭। সপ্তবিংশ বৈভব

বিদ্ধবৈষ্ণব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৭৫—১৭৬

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৫)

২৮। অষ্টাবিংশ বৈভব

বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ১৭৭—১৮১

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৯)

২৯। উনত্রিংশ বৈভব

পরমহংস ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৮২—১৮৩

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

৩০। ত্রিংশ বৈভব

প্রচারক ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৮৪—১৮৭

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১০)

৩১। একত্রিংশ বৈভব

বিজ্ঞান ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৮৮—১৯১

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৭)

৩২। দ্বাত্রিংশ বৈভব

দর্শন ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৯২—১৯৮

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৭)

৩৩। ত্রয়স্ত্রিংশ বৈভব

ঐতিহ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ১৯৯—২১৮

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৫)

৩৪। চতুস্ত্রিংশ বৈভব

শ্রুতি-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২১৯—২২০

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪)

৩৫। পঞ্চত্রিংশ বৈভব

ন্যায়-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২২১—২২৫

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৭)

অধ্যায় ও বিষয় পৃষ্ঠা

৩৬। ষট্ত্রিংশ বৈভব

স্মৃতি-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২২৬—২২৮

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১১)

৩৭। সপ্তত্রিংশ বৈভব

প্রকরণ-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২২৯—২৩৯

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৪)

৩৮। অষ্টাত্রিংশ বৈভব

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২৪০—২৪৮

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২০)

৩৯। উনচত্বারিংশ বৈভব

পারমার্থিক সাহিত্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২৪৯—২৫৩

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৯)

৪০। চত্বারিংশ বৈভব

সজ্জনতোষণী ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২৫৪—২৫৭

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৯)

(অভিধেয়)

৪১। একচত্বারিংশ বৈভব

অভিধেয়তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২৫৯—২৬৬

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩৭)

৪২। দ্বিচত্বারিংশ বৈভব

বৈধী ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২৬৭—২৭৮

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪৬)

৪৩। ত্রিচত্বারিংশ বৈভব

শ্রদ্ধা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ২৭৯—২৮১

(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৪)

অধ্যায় ও বিষয় | পৃষ্ঠা

৪৪। চতুশ্চত্বারিংশ বৈভব
সাধুসঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ২৮২—২৮৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৫)

৪৫। পঞ্চচত্বারিংশ বৈভব
ভজনক্রিয়া ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ২৮৯—২৯১
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৩)

৪৬। ষট্‌চত্বারিংশ বৈভব
অনর্থ-নিবৃত্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২৯২—২৯৭
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩৫)

৪৭। সপ্তচত্বারিংশ বৈভব
নিষ্ঠা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ২৯৮—৩০৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৯)

৪৮। অষ্টচত্বারিংশ বৈভব
রুচি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩০৫—৩০৭
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৯)

৪৯। ঊনপঞ্চাশত্তম বৈভব
আসক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩০৮—৩১০
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৪)

৫০। পঞ্চাশত্তম বৈভব
ভাব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩১১—৩১৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৪)

৫১। একপঞ্চাশত্তম বৈভব
ভক্ত্যঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩১৫—৩১৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

৫২। দ্বিপঞ্চাশত্তম বৈভব
নবধা ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩১৭—৩২৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৮)

অধ্যায় ও বিষয় পৃষ্ঠা

৫৩। ত্রিপঞ্চাশত্তম বৈভব
আত্মধর্ম্ম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৩২৪—৩৩১
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৮)

৫৪। চতুঃপঞ্চাশত্তম বৈভব
শরণাগতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৩২—৩৪০
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩৩)

৫৫। পঞ্চপঞ্চাশত্তম বৈভব
নামকীর্ত্তন ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৪১—৩৪৫
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১১)

৫৬। ষট্‌পঞ্চাশত্তম বৈভব
নামাভাস ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৪৬—৩৪৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৫)

৫৭। সপ্তপঞ্চাশত্তম বৈভব
নামাপরাধ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৫০—৩৫৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩১)

৫৮। অষ্টপঞ্চাশত্তম বৈভব
জীবে দয়া ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৬০—৩৬২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১০)

৫৯। ঊনষষ্টিতম বৈভব
নামে রুচি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ৩৬৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩)

৬০। ষষ্টিতম বৈভব
বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৬৪—৩৬৭
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৩)

৬১। একষষ্টিতম বৈভব
ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীভক্তিবিনোদ ৩৬৮—৩৬৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

অধ্যায় ও বিষয় পৃষ্ঠা

৬২। **দ্বিষষ্টিতম বৈভব**
প্রচার ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৭০—৩৭৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৬)

৬৩। **ত্রিষষ্টিতম বৈভব**
রসকীর্ত্তন ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৭৭—৩৭৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

৬৪। **চতুঃষষ্টিতম বৈভব**
ভক্তি-প্রাতিকূল্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৩৮০—৩৯৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮৯)

৬৫। **পঞ্চষষ্টিতম বৈভব**
অন্যাভিলাষ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪০০—৪০২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১০)

৬৬। **ষট্‌ষষ্টিতম বৈভব**
কর্ম্ম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪০৩—৪১০
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৭)

৬৭। **সপ্তষষ্টিতম বৈভব**
জ্ঞান ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৪১১—৪১৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১২)

৬৮। **অষ্টষষ্টিতম বৈভব**
যোগ-ব্রতাদি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪১৪—৪১৭
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৬)

৬৯। **ঊনসপ্ততিতম বৈভব**
মর্কট-বৈরাগ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪১৮—৪২১
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৮)

৭০। **সপ্ততিতম বৈভব**
যোষিৎসঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪২২—৪২৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১২)

অধ্যায় ও বিষয় পৃষ্ঠা

৭১। **একসপ্ততিতম বৈভব**
প্রতিষ্ঠাশা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪২৫—৪২৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

৭২। **দ্বিসপ্ততিতম বৈভব**
কুটীনাটী ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৪২৭—৪২৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৯)

৭৩। **ত্রিসপ্ততিতম বৈভব**
জীবহিংসা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৩০—৪৩২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৯)

৭৪। **চতুঃসপ্ততিতম বৈভব**
অপরাধ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৩৩—৪৩৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২২)

৭৫। **পঞ্চসপ্ততিতম বৈভব**
বৈষ্ণবনিন্দা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৪০—৪৪৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৩)

৭৬। **ষট্সপ্ততিতম বৈভব**
মনোধর্ম্ম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৪৪৪—৪৪৫
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪)

৭৭। **সপ্তসপ্ততিতম বৈভব**
মায়াবাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৪৬—৪৫০
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৩)

৭৮। **অষ্টসপ্ততিতম বৈভব**
পৌত্তলিকতা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৫১—৪৫২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

৭৯। **ঊনাশীতিতম বৈভব**
সমন্বয়বাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৫৩—৪৫৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৫)

অধ্যায় ও বিষয় পৃষ্ঠা

৮০। অশীতিতম বৈভব
সভ্যতা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৫৫
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৫)

৮১। একাশীতিতম বৈভব
রাজনীতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৫৬—৪৫৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৫)

৮২। দ্ব্যশীতিতম বৈভব
সমাজনীতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৫৯—৪৬৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

৮৩। ত্র্যশীতিতম বৈভব
জীবের অধিকার ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৬৪—৪৬৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১০)

৮৪। চতুরশীতিতম বৈভব
দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৬৭—৪৬৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

৮৫। পঞ্চাশীতিতম বৈভব
ভক্ত্যানুকূল্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৭০—৪৮১
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৫১)

৮৬। ষড়শীতিতম বৈভব
পঞ্চসংস্কার ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৮২—৪৮৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

৮৭। সপ্তাশীতিতম বৈভব
দৈব-বর্ণাশ্রম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৮৫—৪৯২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৬)

৮৮। অষ্টাশীতিতম বৈভব
বৈষ্ণব-সদাচার ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৯৩—৪৯৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৬)

অধ্যায় ও বিষয় — পৃষ্ঠা

৮৯। **উননবতিতম বৈভব**
যুক্তবৈরাগ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৯৭—৪৯৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

৯০। **নবতিতম বৈভব**
দৈন্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৪৯৯—৫০০
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৮)

৯১। **একনবতিতম বৈভব**
সহিষ্ণুতা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫০১—৫০২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

৯২। **দ্বিনবতিতম বৈভব**
অমানিত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৫০৩—৫০৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

৯৩। **ত্রিনবতিতম বৈভব**
মানদত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ৫০৫
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

৯৪। **চতুর্নবতিতম বৈভব**
ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫০৬—৫০৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১২)

৯৫। **পঞ্চনবতিতম বৈভব**
রাগাত্মিকা ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ৫০৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২)

৯৬। **ষণ্ণবতিতম বৈভব**
রাগানুগা ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৫১০—৫১৪
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১৪)

৯৭। **সপ্তনবতিতম বৈভব**
চৈতন্যের শিক্ষা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৫১৫—৫১৭
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৯)

অধ্যায় ও বিষয় | পৃষ্ঠা

৯৮। অষ্টনবতিতম বৈভব
জীবের প্রতি উক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫১৮—৫২৭
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৮)

৯৯। একোন-শততম বৈভব
নানাকথা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫২৮—৫৪২
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৪৮)

১০০। শততম বৈভব
আশীর্ব্বচন ও শ্রীভক্তিবিনোদ ৫৪৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩)

——∞*∞——

(প্রয়োজন)

১০১। একাধিক শততম বৈভব
প্রয়োজনতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৪৪—৫৪৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬)

১০২। দ্ব্যধিকশততম বৈভব
চতুর্ব্বর্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৪৭—৫৪৯
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৭)

১০৩। ত্র্যধিকশততম বৈভব
স্থায়িভাব রতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ... ৫৫০—৫৫৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২৩)

১০৪। চতুরধিক শততম বৈভব
রসতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৫৭—৫৭৫
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৬৪)

১০৫। পঞ্চাধিকশততম বৈভব
প্রেম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৭৬—৫৮৬
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩৩)

অধ্যায় ও বিষয় পৃষ্ঠা

১০৬। ষড়ধিক-শততম বৈভব
সমাধি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৮৭—৫৮৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—৩)

১০৭। সপ্তাধিক-শততম বৈভব
স্বরূপসিদ্ধি-বস্তুসিদ্ধি ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৮৯—৫৯৩
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—২০)

১০৮। অষ্টাধিকশততম বৈভব
বিশ্বমঙ্গল ও শ্রীভক্তিবিনোদ ... ৫৯৪—৫৯৮
(প্রশ্নোত্তর-সংখ্যা—১০)

———

গ্রন্থে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নের তালিকা

অ—অন্ত্যলীলা

অঃ—অধ্যায়

অনুঃ—অনুভবঃ

অঃ প্রঃ ভাঃ—অমৃতপ্রবাহভাষ্য (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আ—আদিলীলা

আঃ সূঃ—আম্নায়সূত্রম্

আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ—আস্বাদবিস্তারিণী ভাষাটীকা (শ্রীমন্নরহরিঠক্কুরকৃতং ভজনামৃতম্)

কঃ কঃ—কল্যাণকল্পতরু

কৃঃ কঃ—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

কৃঃ সং—শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

খঃ—খণ্ড

গীঃ—গীতাবলী বা শ্রীগীতা

গীঃ মাঃ—গীতমালা

গোঃ স্মঃ স্তোঃ—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্

চৈঃ চঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

চৈঃ চঃ ভাঃ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণামৃতং ভাষ্যম্ (শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ)

চৈঃ শিঃ—শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

জৈঃ ধঃ—জৈবধর্ম্ম

তঃ বিঃ—তত্ত্ববিবেক

তঃ মুঃ—তত্ত্বমুক্তাবলী

তঃ সূঃ—তত্ত্বসূত্রম্

দঃ কৌঃ—দত্তকৌস্তুভঃ

নঃ ভাঃ তঃ—শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

নঃ মাঃ—শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

নঃ শঃ—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক

পঃ—পরিচ্ছেদ

পীঃ পঃ বৃঃ—পীযূষপরিবেশনী বা পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি (উপদেশামৃতম্)

প্রঃ—প্রভা

প্রেঃ প্রঃ—প্রেমপ্রদীপ

বিঃ পঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (পত্রিকা)

বিঃ ভাঃ—বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষ্য-(শ্রীগীতা)

বৃঃ ভাঃ—বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (তাৎপর্য্যানুবাদ)

বেঃ দীঃ—বেদার্কদীধিতিঃ (ঈশোপনিষৎ)

বৈঃ সিঃ মাঃ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা

ব্রঃ সং—ব্রহ্মসংহিতা

ব্রঃ সং প্রঃ—ব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশিনী (ব্রহ্মসংহিতা টীকা)

ভঃ র—ভজনরহস্য

ম—মধ্যলীলা

রঃ রঃ ভাঃ (বা রঃ ভাঃ)—রসিকরঞ্জন ভাষ্য (শ্রীগীতা)

শঃ—শরণাগতি

শ্রীমঃ শিঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীভাঃ মঃ মাঃ (বা শ্রীভাঃ মাঃ,

ভাঃ মঃ)—শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা
শ্রীকৃঃ বিঃ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়
শ্রীশিঃ—শ্রীশিক্ষাষ্টকম্
সঃ—সজ্জিনী (পত্রিকা)
সঃ তোঃ—সজ্জনতোষণী (পত্রিকা)
সঃ ভাঃ—সন্মোদনভাষ্যম্
(শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)
সঃ সাঃ দীঃ—সৎক্রিয়াসারদীপিকা
সূঃ—সূত্র
হঃ চি—শ্রীহরিনামচিন্তামণি

——ঃঃ*ঃঃ——

সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথম বৈভব

সম্বন্ধতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সম্বন্ধতত্ত্ব ও সম্বন্ধজ্ঞান কি ?

"সম্বন্ধতত্ত্বে তিনটি বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে—জড়জগৎ বা মায়িক তত্ত্ব, জীব বা অধীনতত্ত্ব ও ভগবান্ বা প্রভুতত্ত্ব। ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বদা সুন্দররূপে একটি স্বতন্ত্র-স্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশীশক্তি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া অংশে পরমাত্ম-স্বরূপে জগৎ-প্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব। ঐশ্বর্য্য-প্রধান-প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য্য-প্রকাশে তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার প্রকাশ ও বিলাস-সমুদয় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার অধিকের ত' কথাই নাই। তাঁহার পরা শক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। পরা শক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটি বিক্রমের পরিচয়মাত্র আছে। একটির নাম চিদ্বিক্রম—যদ্দ্বারা তাঁহার লীলা-সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটির নাম জীব-বিক্রম বা তটস্থ-বিক্রম—যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের নাম মায়া-বিক্রম—যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। **জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ** এবং **জড়ের সহিত ভগবান্ ও জীবের যে সম্বন্ধ**—এই সম্বন্ধের নাম **সম্বন্ধতত্ত্ব**। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারিলে

সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোনপ্রকারেই শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন না।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত 'অহংতা মমতা' হেয় কি ?

"এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-অভিমানে ।
সেবার সম্বন্ধ ধরি, অহংতা মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥"

—'যামুনভাবাবলী', গীঃ মাঃ

——ঃঃ*ঃঃ——

দ্বিতীয় বৈভব

আম্নায়-ৰাক্য ও শ্রীভক্তিৰিনোদ

১। আম্নায় কি ?

"বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নামক শ্রুতিসকলকে 'আম্নায়' বলা যায়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ২য় পঃ

২। শ্রীচৈতন্যদেবের মূল-শিক্ষা কি ?

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতাং তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

—'দশমূলনির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩। দশমূল কি ?

"দশমূল এই—প্রমাণ একটি অর্থাৎ আম্মায়-বাক্য এবং প্রমেয় নয়টি—(১) হরিই পরতত্ত্ব ; (২) তিনি (শ্যামসুন্দর)—সর্ব্ব-শক্তিমান্ ; (৩) সেই শ্যামসুন্দর—পরম-রসময়, সংব্যোম বা পর-ব্যোমই তাঁহার ধাম ; (৪) জীব অনন্ত, চিৎপরমাণু ও কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ এবং নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত-ভেদে জীব দুই প্রকার ; (৫) কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ—মায়াবদ্ধ ; (৬) শুদ্ধভক্তগণ—মায়ামুক্ত : (৭) জীব ও জড়ময় সমস্ত জগৎ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রসূত নিত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ ; (৮) নববিধ কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব ; (৯) কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব।"

—'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা', হঃ চিঃ

৪। তত্ত্ববস্তু এক,—না বহু ?

"তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
তত্ত্ববস্তু এক বই দুই নয়।"

—'শক্তিমত্তত্ত্ব-প্রকরণ" আঃ সূঃ ২

৫। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে ?

"শ্রীমহাপ্রভুর যে শিক্ষা, তাহা দুই গ্রন্থে সুষ্ঠু লিখিত হইয়াছে; তত্ত্ব-শিক্ষাটি—শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজন-শিক্ষাটি—শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে।"

—'বিজ্ঞপ্তি', কৃঃ কঃ

৬। একমাত্র প্রমাণ কি ? বেদের প্রতিপাদ্য কি ?

"বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধ-ভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতি-দোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।"

—'প্রমাণ-নির্দ্দেশ', ভাঃ মঃ ১।৬

৭। সচ্ছাস্ত্র কি ?

"এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয়; তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোকসকল কুমার্গগত ও শোচনীয়। 'সচ্ছাস্ত্র' বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

৮। বেদ কি ?

"যে-সে-স্থানে একখানি বেদ-গ্রন্থ পাইলেই সব স্থানে মানা যাইবে, তাহা নয়। কালে-কালে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই 'বেদ' এবং যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অস্বীকার্য্য।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

৯। গীতা, ভাগবত, সাত্বত-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র ও বেদের সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণীর পার্থক্য কি ?

"গীতা শ্রীমুখ-বাক্য বলিয়া তাঁহাকে 'গীতোপনিষদ্' বলা যায়, অতএব তাহা 'বেদ'। শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষিত দশমূলতত্ত্ব—শ্রীমুখ-বাক্য, সুতরাং তাহাও 'বেদ'। সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ-চূড়ামণি। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগা হয়, তাহাও সুতরাং প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; তন্মধ্যে 'পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসকল গূঢ় বেদার্থ বিস্তার করায় 'তন্—বিস্তারে' এই ধাতু-ক্রমে তাহারাও প্রমাণ-মধ্যে গণিত।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

১০। আম্নায়-ধারার নিত্যত্বের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"No book is without its errors. God's Revelation is Absolute Truth, but It is scarcely received and preserved in Its natural purity. * * * Truth when revealed is Absolute, but it gets the tincture of the nature of the receiver in course of time and is converted into error by continual exchange of hands from age to age. Now **Revelations**, therefore, are **continually necessary in order to keep Truth in Its original purity.**"

The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

তৃতীয় বৈভব

গুরু বা আচার্য্য-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি ? কুলগুরু স্বীকার করিলে কি সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ হয় না ?

"কালদোষে গুরু-সম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। আজকাল হয় কুলগুরুর নিকট অথবা যে-সে ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়-প্রাপ্ত গুরুর নিকট আত্মার সেবা-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবেন।"

—'পঞ্চ সংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

২। কে গুরু-পদের যোগ্য ?

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

৩। উচ্চবর্ণ দেখিয়া কি গুরু করা উচিত নহে ? হরিভক্তি-বিলাসে ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থকে গুরু পদে বরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে কেন ?

"কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য-পুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়,—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর ; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধি-মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য

জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-বর্ণে বা যে-আশ্রমে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করা বিধি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১২৭

৪। ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব—এই দুইটি কি গুরুর মুখ্য লক্ষণ নহে?

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

যাঁহার এই স্বরূপ-লক্ষণ আছে, তাঁহার দুই একটা তটস্থ-লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরু হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব—এই দুইটি তটস্থ-লক্ষণ-মধ্যে গণ্য। স্বরূপযোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটি তটস্থ-লক্ষণ থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বরূপ-লক্ষণে যাঁহাদের দোষ থাকে, তাঁহাদের এই দুই লক্ষণের দ্বারা গুরুযোগ্যত্ব হয় না।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫। দুষ্ট গুরু ও সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় কি?

"গুরু দুই প্রকার অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। যিনি যুক্তিকে 'গুরু' বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্টগুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থ-তত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-সমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনা-তত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচার-পূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু।"

—কৃঃ সং ৮।১৪

৬। বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে কে জগদ্‌গুরু হইতে পারেন?

"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব-

জীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৫।৮৪-৮৫

৭। গুরুর একমাত্র স্বরূপ-লক্ষণ কি?

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৮। সদ্গুরু শিষ্যকে কি উপদেশ প্রদান করেন?

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটি কথা—সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ জ্ঞান। তিনিই **সদ্গুরু,** যিনি এই **সম্বন্ধ-জ্ঞান** শিষ্যকে ভাল করিয়া **উপদেশ** দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যতপ্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

৯। দীক্ষামন্ত্র-দাতা গুরু ও হরিনাম-প্রদাতা গুরুতে পার্থক্য কি?

"যিনি নাম-তত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন-পূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন, তিনিই নাম-গুরু। **দীক্ষা-গুরুই নাম-গুরু।** মন্ত্রই নাম। **মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক্ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না।** পক্ষান্তরে কেবল নাম-উচ্চারণেও মন্ত্র-উচ্চারণ হয়।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

১০। শিষ্য গুরুকে কিরূপ বিচারে দর্শন করিবেন?

"গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে, গুরুতে সামান্য-বুদ্ধি করিবে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ১।৪৬

১১। গুরুবর্গ তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় জীবের প্রতি কি কৃপা বিতরণ করেন ?

"The souls of the great thinkers of the by.gone ages, who now live spiritually, often approach our enquiring spirit and assist it in its development."

The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১২। কাহাকে 'আচার্য্য' বলা যায় ? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের কৃত্য কি ?

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থ-সকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ, ৪।১

১৩। আচার্য্যান্বয়গণের প্রধান কার্য্য কি ?

"গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে চারিশত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থ উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্য্য-সন্তানদিগের প্রধান কার্য্য।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

১৪। আচার্য্য কিরূপে জীবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন ?

"যাঁহারা আচার্য্য-পদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় সচ্চরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। আচার্য্য-পুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

১৫। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা কপট ব্যক্তিকে কি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তান বলা যাইবে ?

"বৈষ্ণব-মাত্রেই আমাদের প্রভু। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই প্রভুতা (গুরুত্ব)। বংশ-মর্য্যাদা ভক্তি-তত্ত্বের অঙ্গ নয়। কোন সময়ে এক

ব্যক্তি আমাদিগকে এরূপ বলেন যে, শ্রীশ্রীসীতানাথের পুত্র অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আর কেহ গোস্বামি-পদবাচ্য ন'ন, যেহেতু স্বয়ং সীতানাথ তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে গৌর-বিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি বলেন যে, শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ঔরসজাত সন্তান না থাকায় কাহাকেও নিত্যানন্দ-সন্তান বলা যায় না এবং খড়দহের গোস্বামীদিগকে প্রভু বলা উচিত নয়। আবার শুনিতেছি যে, বাঘ্‌নাপাড়ার গোস্বামীদিগকেও প্রভু বলিতে নাই, যেহেতু তাঁহারা শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতার শিষ্য-মাত্র। এইরূপ কুতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমরা সকল বৈষ্ণবকেই কৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া পূজা করি এবং আবশ্যকমত আচার্য্য-বংশের যথাযোগ্য মর্য্যাদা করি। **কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা ধর্মান্তরগ্রাহী হইলে বংশ-মর্য্যাদা কোন ক্রমেই দিতে পারি না।** খ্রীষ্টান বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি ব্রাহ্মণ-বংশ-মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য হয়? তদ্রূপ প্রভু-সন্তান যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে তিনি আর বংশ-মর্য্যাদার আশা করিতে পারেন না।"

—'শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

১৬। ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানহীন পণ্ডিত কি আচার্য্য?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে 'আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তি-প্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করতঃ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

১৭। ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা কি ক্ষতি হয়?

"বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী আচরণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের অনর্থের মূল।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

১৮। আচার্য্য বা গুরুদেব অসৎসিদ্ধান্তের সমালোচনা করিলে কি তিনি 'প্রজল্পী' বলিয়া গণিত হইবেন না?

"শুকদেব শিষ্যোপদেশ-জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসৎ বৈরাগীর বিষয় বলিয়াছেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

১৯। আচার্য্যগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে?

"স্বস্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্বস্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তরকেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন; কেননা, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্র-গুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২

২০। আচার্য্য কি নির্ব্বিচারে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন?

"পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ যথাশাস্ত্র সৎপাত্র থাকিয়া উপযুক্ত পাত্রকে মন্ত্র দান করিবেন। এতৎসম্বন্ধে পরস্পর পরীক্ষা-বিধি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উল্লিখিত হইলেও কার্য্যে প্রচলিত হয় না। তন্নিবন্ধন গুরু-শিষ্যের উভয়েরই পতন ও তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

২১। গৃহস্থ-বেষ-ধৃক্ পুরুষ কি আচার্য্য হইতে পারেন?

"গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

২২। গৃহস্থবেষী আচার্য্য কি সন্ন্যাস-প্রদানের আদর্শ দেখাইবেন?

"গৃহস্থ ভক্তগণ যে-স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসের লিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন, সে-স্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

২৩। আচার্য্যের কি কোন দোষ আছে ?

"মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

২৪। একান্ত সদাচারী আচার্য্যকেও লোকে দোষারোপ করে কেন ?

"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজ-চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল চরিত্র প্রভুকে যাহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা-দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন! হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিক মধ্যে গণন করেন! নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা-স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৭

——ঃঃ✽ঃঃ

চতুর্থ বৈভব

পূর্বাচার্য্যবৃন্দ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য কেন ?

"শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারি জন বৈষ্ণবাচার্য্য। আরও যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন-না-কোন আচার্য্যের অনুগত। রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্ব—শুদ্ধদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং নিম্বাদিত্য—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।"

—'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭।৭

২। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দকে কি কি প্রচারের ভার দিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীশ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৩। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর উপর কি ভার ছিল ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন ; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ

করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে ; বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৪। রায় রামানন্দের প্রতি রস-বিস্তারের ভাবটি কে সম্পন্ন করিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে যে রস-বিস্তারের ভার দিয়াছিলেন, তিনি সে-কার্য্য শ্রীরূপের দ্বারাই করিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৫। গৌড়ীয়াচার্য্যগণের সেনাপতি কে ?

"শ্রীসনাতন গোস্বামী আমাদের গৌড়ীয়াচার্য্যদিগের মধ্যে সেনাপতি।"

—'তাৎপর্য্যানুবাদ', বৃঃ ভাঃ ২।১।১৪

৬। শ্রীসনাতনের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ চিরবিক্রীত কেন ?

"শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার-জন্য কাশী হইতে তথায় প্রেরণ করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারে প্রেমানন্দে বৃন্দাবনে গমন-পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা শ্রীরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ-উদ্ধার, শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ও মহাপ্রভুর আদিষ্ট ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদ্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। পাঠক! সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ সম্পূর্ণ ঋণী হইয়া আছেন।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৭। শ্রীরূপের আচার-প্রচার কি ?

"শ্রীরূপ যে-দিবস নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুর নাম কর্ণে শ্রবণ করেন, সেই দিন হইতেই মহাপ্রভুর দর্শন-লালসা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করে। স্বভক্ত-তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপের অন্তর জানিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালীন রামকেলী-গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপকে দর্শন দেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর দর্শনে আপনাকে সফল-জীবন

মনে করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিত্যমুক্ত কৃষ্ণভক্তগণকে মায়া কখনই আবদ্ধ করিতে পারে না। অল্পদিন-মধ্যেই শ্রীরূপ বিষয়াদি-সুখের মুখে শতমুখী (অর্থাৎ ঝাঁটা) মারিয়া মহা বৈরাগ্যের সহিত প্রয়াগ-তীর্থে গিয়া মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে যথোচিত কৃপা-পূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করিয়া রসতত্ত্ব-উপদেশ-প্রদানানন্তর শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ-সকল উদ্ধার করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য করতঃ ব্রজধামে গমন করিয়া, অন্যান্য ভক্তগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রজস্থ লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার এবং শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি পাপ-তাপাচ্ছন্ন কলি-জীবের হিত-কামনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বপূর্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণ-জন্মতিথি-বিধি, লঘু ও বৃহদ্-গণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলি-কৌমুদী, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্য (আখ্যাত) চন্দ্রিকা, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটক-চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্হ প্রণয়ন করেন। পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব রূপ-সনাতন-দ্বারা—দৈন্য, স্বরূপ-দামোদরের দ্বারা—নিরপেক্ষতা, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা—সহিষ্ণুতা ও রায় রামানন্দের দ্বারা—জিতেন্দ্রিয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করেন। কোন কোন ভক্তের বাক্যে প্রকাশ আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীরূপের দ্বারা লীলা-তত্ত্ব, শ্রীসনাতনের দ্বারা ভক্তি-তত্ত্ব. ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা নাম-তত্ত্ব ও রায় রামানন্দের দ্বারা প্রেম-তত্ত্ব প্রচার করেন। যাহা হউক, ঐ সম্বন্ধে আমাদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ন্যাড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, রসিকশেখর, সহজিয়া প্রভৃতিরা মিথ্যা করিয়া ঐ মহাত্মাদিগকে স্বীয় স্বীয় মতের আচার্য্য বলিয়া প্রকাশ করায় মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অধিকাংশ ভদ্র ব্যক্তির অশ্রদ্ধা দেখা যায়।"

—'শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৮

৮। **শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত কি সর্ব্বত্র আদরণীয় ?**

"শ্রীরূপ সর্ব্বত্র শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়া তাঁহার সযুক্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্থাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মনে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ভাল লাগে না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব পাইবার উদ্দেশে উপাসনা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তগুলি বড় ভাল লাগে।"

—'শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।৩

৯। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুগবর কেন ?

"সন্ন্যাসের ছল করি', নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর ॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপসহ কৃষ্ণ ভজে,
মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে ॥"

—'শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা', ৫

১০। শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি মহাপ্রভুর কি ভার ছিল ?

"শ্রীভ গবত-মাহাত্ম্য প্রচার করাই শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি ভার ছিল।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১১। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি কি ভার ছিল ?

"শুদ্ধ-শৃঙ্গার-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীভট্ট গোস্বামীর প্রতি ছিল।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১২। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর উপর কি ভার ছিল ?

"ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্ব্বোপরি, তাহা জগৎকে বুঝাইবার ভার শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৩। সার্ব্বভৌমের উপর কি প্রচার-ভার ছিল ?

"তত্ত্ব-প্রচার-ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল ; তিনি সে-কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৪। গৌড়ীয়-মহান্তদিগের উপর কি ভার ছিল ?

"শ্রীগৌর-তত্ত্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণরসে শ্রদ্ধা জন্মাইবার ভার গৌড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে রস-কীর্ত্তন-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিবার ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৫। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য কে ?

"শ্রীজীব গোস্বামিপাদ আমাদের তত্ত্বাচার্য্য ; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১৬। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বৈশিষ্ট্য কি ?

"শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবা-মাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। * * শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপের নিকট সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিনের মধ্যে তত্ত্ব-শাস্ত্রে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী একমাত্র আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইলেন। তদবধি শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পরিত্যাগ করেন নাই। সেই দীর্ঘকালের মধ্যেই শ্রীজীব গোস্বামী পঞ্চবিংশতি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। * * বেদান্ত-দর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ নিজ-কৃত তত্ত্বদীপ-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে

শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করতঃ তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করান। বল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শ-মতে ঐ গ্রন্হের অনেকটা সংশোধন করেন। * * শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্হ জগতে একটি রত্নবিশেষ। ষট্‌সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।"

—'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

১৭। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি ?

"গোপাল ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় খুল্লতাত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট যথানিয়মে বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যৎকালে শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য গমন করেন, সেই সময় গোপাল ভট্টের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃপাময় মহাপ্রভু গোপাল ভট্টকে বিশেষ কৃপা-পূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করেন। সেই শক্তি-গুণে গোপাল ভট্ট গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীমদ্‌রূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার ও ভক্তি-স্মৃতি প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্হ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন।"

—'শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু' সঃ তোঃ ২।৭

১৮। শ্রীজাহ্নবাদেবী কি তত্ত্ব ? তিনি বৈষ্ণব-জগতের কি কার্য্য করিয়াছেন ?

"শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর জন্মোৎসব। ঐ দিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণ-পরায়ণ মহাভাগবতদিগের আনন্দের দিন। আনুমানিক ১৪০৯-১০ শকে জাহ্নবাদেবী অম্বিকা কাল্‌নাস্থ মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্যশালিনী ভদ্রাবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হয়েন। উপযুক্ত সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বগুণসম্পন্না জাহ্নবার

ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বসুধাদেবীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করেন। * * * জাহ্নবাদেবী আনুমানিক ১৪৬৫ শকে শ্রীবংশী-বদনানন্দ-পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ রামচন্দ্রকে পাল্যপুত্র গ্রহণানন্তর দীক্ষা প্রদান করেন। প্রভু-নিত্যানন্দ-শক্তি সাক্ষাৎ অনঙ্গমঞ্জরী জাহ্নবাদেবী যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রায় অবিদিত নাই।"

—'শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবী', সঃ তোঃ ২।৪

১৯। শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের আদি-কবি-সম্রাট্ কে?

"ঠাকুর বৃন্দাবনদাস কেবল বৈষ্ণব-জগতের রত্ন ন'ন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের একটি অলঙ্কার-স্বরূপ। ইংরাজী ভাষায় যেরূপ চসার (Chaucer) নামক কবির সম্মান আছে, বঙ্গীয় ভাষায় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় শুদ্ধভক্তির পদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। * * * বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে ব্যাসদেবের অবতার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সাধ্বী জননী সমস্ত বৈষ্ণবেরই পূজনীয়া।"

—'শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর', সঃ তোঃ ২।২

২০। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কি জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন?

"কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহা তৎকৃত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত', 'শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত' ও 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র "সারঙ্গ-রঙ্গদা" টীকা পাঠে সুন্দররূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। * * শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ছিলেন। এই বাক্য সপ্রমাণ করিতে আমাদিগের চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা করে না। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থাবলীই তাহার সুন্দর প্রমাণ। অপার-মহিম কবিরাজের দয়া দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন জনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কি সুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায় যদি কবিরাজ-প্রভু ঐ প্রকার করুণা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে দর্শনাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য মনুষ্যগণ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন-বৈষ্ণব-মত জানিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের গতি যে কি হইত, তাহাও বলা যায় না। ধন্য কবিরাজ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার গুণ আমরা একমুখে কত গান করিব? শুদ্ধ বৈষ্ণব-জগৎ তোমার গুণ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন। কবিরাজ! তোমার সিদ্ধ-বাক্য স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড তোমার চরণ আশ্রয় করিতে না চাহে? তুমি চরিতামৃতে বলিয়াছ যে, "যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ" ইত্যাদি তোমার এই সিদ্ধ-বাক্য-গুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত (তথা-কথিত) বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।"

—'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ', সঃ তোঃ ২।১০-১১

২১। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের কি উপকার করিয়াছেন?

"শ্রীনিবাস বাল্যকালে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত স্বীয় পিতার মুখে মহাপ্রভুর গুণ-গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং যৌবনাবস্থা প্রাপ্তিতেই তিনি পিতা-মাতার আদেশ লইয়া বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈরাগ্য-পথে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে মহাপ্রভুর শক্তি শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে ও তাঁহার রক্ষক মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুকে এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থান-সকল দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আগমন করেন। শ্রীনিবাস নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার মন্দিরে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া বংশীবদনানন্দের নিকট মহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ ও তাঁহার লীলা-স্থান সমস্ত দর্শন করেন। তদনন্তর বিষ্ণুপ্রিয়া ও বংশীর নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বাদশ পাট এবং চৈতন্য-ভক্ত-বিরাজিত অন্যান্য পাটসকল দর্শন করেন। এইরূপ কিছুদিন ভক্তমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎকারাদি

করিয়া তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম গমন করেন। * * * শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম হইতে গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম-দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। শ্রীনিবাস ব্রজধামে উত্তীর্ণ হইয়া গোস্বামী প্রভুদিগের সংযোগে ব্রজপুর-দর্শন ও নিত্য নব-নব ভাবোপভোগ করিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বহুদিন ব্রজে অবস্থান করিয়া চিন্তামণি-ভূমি গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুর্ম্মতি লোকসকলকে উদ্ধার করেন।"

—সঃ তোঃ ১০-১১

২২। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু বৈষ্ণব-জগতের কি করিয়াছেন?

"শ্যামানন্দ উৎকল-প্রদেশে দণ্ডকেশ্বর গ্রামস্থিত করণ-বংশে চৈত্র-মাসের পূর্ণিমার দিন জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তিতেই গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে "দুঃখী কৃষ্ণদাস" নাম প্রদান করেন। দীক্ষা-গ্রহণ-ব্যতীত ভজন নিষ্ফল জানিয়া তিনি প্রভু-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা যথাবিধি গুরুসেবা কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি কিছুদিন গুরুর সন্নিধানে থাকিয়া সেবা করণানন্তর গুরুর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাদি দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদদিগের বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের বৈরাগ্য-চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থিতি-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া অনেকানেক মূঢ়মতি পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ সকল কথা বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীতে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, ঐসকল মহাপুরুষের মহিমা বিস্তাররূপে প্রকাশ করি।"

—'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী', সঃ তোঃ ২।৬

২৩। শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে কেন 'গীতাচার্য্য' বলা হয় ?

"শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তমদাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতী-বিদ্যায় তিনজনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। * * * শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া গীতাচার্য্যত্রয় আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত-বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না ; কেন না, তাঁহাদের বিরচিত কোন সংস্কৃত-গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজরস-জ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্রস্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্হা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীনরোত্তম দাস, ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক

আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথি-মধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নির্গ্রন্থ হইয়া নিজ-নিজ-ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।"

—'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

২৪। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কে? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

"বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটি নক্ষত্রবিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদদিগের মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র—যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্র-ভাষ্য শ্রবণ করিয়া-ছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। বৈষ্ণব-বাক্য—সকলই সত্য হইতে পারে এবং এই কথাটি সত্য বলিয়াও অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামী-দিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর মত এক—কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দজাত ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে, দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

—'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপীঠক', সঃ তোঃ ৭।১০

২৫। শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ কি বলিয়াছেন?

"হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গ-প্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থান **নির্দ্দেশ করুন।** এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু ; আর কাহাকে জানাইব ?"

—বিঃ পঃ ১।৪

২৬। যুগে যুগে নবোদিত আচার্য্যবৃন্দ পূর্ব্বাচার্য্যগণের কি উদ্দেশ্য সফল করেন ?

"The great reformers will always assert that they have come out **not to destroy the old law, but to fulfil it.** Valmiki, Vyasa, * * and Chaitanya Mahaprabhu assert the fact either expressly or by their conduct."

—*The Bhagabat : Its Philosophy , Its Ethics & Its Theology.*

——::O::——

পঞ্চম বৈভব

বিদ্ধোপদেশক বা আচার্য্যব্রুব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতগণের বিচার ও ব্যবহার কি?

"সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে; তাহা হইলে তুমি বা জগৎ কেহ সুখী হইতে পারিবে না। বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

২। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনাম বা দীক্ষা-দান কি সদ্‌গুরুর কার্য্য?

"যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম-বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।"

— চৈঃ শিঃ ৩।৪

৩। বুজ্‌রুক কি গুরু নহেন?

"বুজ্‌রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর-বেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায়॥"

—'উপদেশ' ১৬, কঃ কঃ

৪। গুরুত্যক্ত সন্ন্যাসিব্রুব কি আচার্য্য?

"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায়

সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্ম-উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্ক-জ্ঞানোপদেশ—এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৮

৫। বিদ্ধ ও শুদ্ধ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত কি এক ?

"বেদ ও বেদান্ত আলোচনা-পূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

ষষ্ঠ বৈভব

সম্প্রদায় ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সৎসম্প্রদায়-প্রণালী কি সনাতন,—না অর্ব্বাচীন ?

"সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধু লোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

২। কাঁহারা বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন ?

"যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৩। শ্রীচৈতন্য-দাসগণের গুরু-প্রণালী কি ? কাহারা তাঁহাদের প্রধান শত্রু ?

"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৪। কলির গুপ্তচর কাহারা ?

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যাঁহারা গোপনে **গুরুপরম্পরাসিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।"**

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৫। ভাবী কালে ভক্তি-তত্ত্বে একমাত্র কোন্ সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকিবে ?

"স্বল্প দিনের মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৬। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কেন ?

"সকল সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের এক মত। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবই জীবকে তত্ত্বতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

৭। সম্প্রদায়-প্রণালী কি জীবের পক্ষে অহিতকর ?

"সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। * * সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকেরই কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজারের সংস্কার করাই বিধেয় ; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য যিনি বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে আমরা কোনপ্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী' সঃ তোঃ, ৪।৪

৮। সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ-মত কোন্ সময় সৃষ্ট হইয়াছে ?

"ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ, ৪।৪

৯। সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অধিক,—না গুণ অধিক ?

"নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী' সঃ তোঃ, ৪।৪

১০। অসাম্প্রদায়িকগণ কি স্বকপোল-কল্পিত অসৎসাম্প্রদায়িক নহে ?

"সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটি মত লইয়া আপনাদিগকে 'অসম্প্রদায়ী' মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটি নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

১১। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার প্রমাণ কি ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাই প্রথম বৈষ্ণব ; শ্রীমন্মহাদেবও বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামীও বৈষ্ণব। ✻ ✻ যে-সকল ব্যক্তি বিশেষ যশস্বী, তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ✻ ✻ পরে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি-ঋষিগণ অনেকেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১২। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিস্ফুটাবস্থার ইতিহাস কি ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম—পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল-সহকারে উহা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম—কলিকা ; পরে একটু বিকচিত-ভাবে লক্ষিত ; ক্রমশঃ পূর্ণবিকচিতভাব-প্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী-সম্মত ভগবজ্‌জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি-সাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নামপ্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১৩। পরমার্থ-তত্ত্ব কিরূপে ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত ও পরিপক্ব হইয়াছে ?

"পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে এ-পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। দেশ-কাল-জনিত মলিনতা যতই উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতী-তীরে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়-দেশে কাবেরী-স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার যৌবন-কার্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৪। সৎসম্প্রদায়-বিশেষের আনুগত্য কিভাবে সূচিত হয়?

"শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন; কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্কর-প্রদত্ত-বিচার-বলে ও ভগবৎ কৃপায় শারীরিক-সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করতঃ পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে বিষ্ণু-স্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণব-মতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করতঃ স্ব স্ব মতে শারীরিক-ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্তু সকলেই শঙ্করের অনুকারক। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটি একটি গীতা-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়া-ছিলেন। এইরূপ একটি মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটি সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি-উক্ত চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটি সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৫। পরমার্থ-তত্ত্বের উন্নতির পরাকাষ্ঠা কোথায় হইয়াছে?

"সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপেই পরমার্থ-তত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে ভজন না করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াস-লভ্য নহেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

——::০::——

সপ্তম বৈভব

অসৎসম্প্রদায় ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভারতীয় বেদানুগব্রুব বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ, বিদেশীয় তৎ-সমকক্ষ আধ্যক্ষিক মতবাদ ও ঈশানুগতিবাদ কি কি ?

"অস্মদ্দেশে সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্ত-শাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত-মত-প্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্র-নিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ-মত, চার্ব্বাক-মত ইত্যাদি নানা মত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী ও ইতালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরত্ববাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈত (সর্ব্বব্রহ্ম) বাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism) রূপ নানাপ্রকার বাদ (Ism) প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থান-পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটি কোন কোন স্থানে কেবল শ্রদ্ধা-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ বা (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র-মত অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম (Christianity), মুসলমান-ধর্ম্ম (Mahomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৩

২। কোন্ কোন্ ধর্ম্মকে প্রকৃত-প্রস্তাবে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলা যায় ?

"যে ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ

ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থ-সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করিবেন না; সে-ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছল-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।"

—চৈঃ শিঃ, ১।১

৩। জড়বাদিগণের ধর্ম্ম কিরূপ ?

"জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ৯।১২

৪। ভারতীয় ও অপরদেশীয় স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ও তাহাদের স্বরূপ কি ?

"জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী। স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন,—'যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কালযাপন করিব।' * * * ভারতবর্ষে চার্ব্বাক্ ব্রাহ্মণ, চীনদেশে নাস্তিক ইয়াংচূ (Yangchoo), গ্রীসদেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এসিয়া-খণ্ডে সর্ডনাপেলাস্ (Sardanapalus), রোমদেশে লুক্রিসিয়স্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান্ হলবাক্ (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ-নিজ সুখ-বর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে 'ধর্ম্ম' বলা যায়। * * * * গ্রীসদেশীয় পেলটো (Plato) ও আরিষ্টটল্ (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কণাদ-মতস্থ দোষ-সমূহই এই সকল পণ্ডিতের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্স্ দেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (La Mettrie) ইঁহারা নিঃস্বার্থ-

জড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্স দেশের কোঁৎ (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। * * * তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটিকে তিনি স্থিরত্ববাদ (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটি নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞানদ্বার নাই। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্টি করিতে হইলে কাল্পনিক একটি বিষয় অবলম্বন-পূর্ব্বক একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টি মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium): মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্তা (Supreme Being)। হস্তে শিশু, এরূপ একটি স্ত্রী-মূর্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। * * ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল্ (Mill) জড়বাদকে ভাববাদরূপে বিচার করতঃ অবশেষে অনেক বিষয়ে কোঁৎ-এর সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। একপ্রকার নিরীশ্বর সংসারবাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস্ (Lewis), পেন্ (Paine), কারলাইল্ (Carlyle), বেন্থাম্ (Bentham), কোম (Combe) প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক্ (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তা-বিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৫-৮

৫। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

"স্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু

বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৬। নিঃস্বার্থবাদীর মত কি অপস্বার্থ-রহিত?

"ঈশ্বর-সংস্রব-চাতুর্য্য-বশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত-গণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে। অতএব সামান্য-বুদ্ধি-লোক নিঃস্বার্থ নামটি শুনিবা-মাত্র নিজ-স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থ-বাদীর মতটী আদর করে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৭। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের কতটুকু মৌলিক-পাণ্ডিত্য আছে?

"পাশ্চাত্ত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে সুতরাং টিণ্ডল্, হাক্সলি, ডার্‌উইন্, প্রভৃতি পণ্ডিত-মধ্যে পরিগণিত। **পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী** করা যায়, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আসুর-প্রবৃত্তি-বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরম্", "অপরস্পরসম্ভূতং" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ—এই সকল যে আসুর-প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইয়াছে।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ, ৭।৭

৮। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কি কপটতা-রহিত?

"কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি কহিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাকড় বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত' চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ্ ; তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—'ওহে, আমার ভুল হইয়াছে ; আমি দেখিতেছি,—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়—এরূপ শাস্ত্রে আছে ; তোমার কিছুই করিতে হইবে না।' নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৯। সন্দেহবাদের গতি কি ?

"সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে ; যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে।"

তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৬

১০। নবীন নাস্তিকগণের মৌলিকতা কতটুকু ?

"নবীন নাস্তিকেরা যে-সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতনমত-প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে-সকল ভ্রম-মাত্র ; নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৭

১১। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের বিচার কি ?

"অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধি-বলে ও বিদ্যা-বলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেই ভক্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের দম্ভ এতদূর যে, যদি চরিতামৃতের অর্থও শুনেন, তবে বলেন যে, সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন। চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি ? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সদ্ধর্ম্মের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই হয় যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন-প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।"

—তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১১৬

১২। ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতির মূল্য আছে কি ?

'কোন কোন ব্যক্তি নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতি সর্ব্বদা ভয়শূন্য ও কর্ত্তব্যপূর্ণ। * * * ঈশ্বর না মানিলে নৈতিক-বিধান সকল অকর্ম্মণ্য হয়।"

—চৈঃ শিঃ, ৩।৩

১৩। অক্ষজ মনোবৈজ্ঞানিক বা প্রীতি-বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ জগতের কোন উপকার করিয়াছেন কি ?

"প্রীতি স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন, দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র ; জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন।"

—'প্রীতি', সঃ তোঃ, ৮।৯

১৪। শঙ্করাচার্য্য কিরূপে কর্ম্মকাণ্ডী ও বৌদ্ধগণকে নিজ-মতান্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন ?

"শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ-দলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পদ সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসীর বাহুবলে ও বিচার-বলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ কয়িরা বৌদ্ধ-বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে পারিলেন না, সে-স্থলে নাগা সন্ন্যাসি-দল নিয়োগ-পূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্ত-ভাষ্য রচনা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন। তৎপরে বৌদ্ধদিগের যেসকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে-সকল নামান্তর করিয়া বৈদিকধর্ম্মের অনুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থান দৃষ্টি

করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন। যে-সকল বৌদ্ধ এরূপ কার্য্যে ঘৃণা বোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্ন-সমুদয় লইয়া হয় সিংহল-দ্বীপে, নয় ব্রহ্ম-রাজ্যে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধাবতারের দন্ত লইয়া ঐ সময়ে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সিংহল-দেশে গমন করেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৫। সন্ন্যাসী বা জীবকে কি 'নারায়ণ' মনে করা উচিত ?

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মুখে 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত-প্রথা এই যে, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-পূর্ণ প্রথার নিবারণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন— সন্ন্যাসী জীবমাত্র, কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হইতে পারেন না। তিনি চিৎকণ-মাত্র, অতএব জীব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণ-কণ-সম। তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৮।১১২-১১৬

১৬। দেবতা কি মায়াবাদীর পূজা গ্রহণ করেন ?

"মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও যে দেবতাকেই অন্নাদি অর্পণ করুন, মায়াবাদীর মায়াবাদ-নিষ্ঠাদোষে সেই দেবতাটি তাঁহার সেই সেই পূজা ও খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন না।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

১৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্তব-স্তুতি কি কৃষ্ণের সন্তোষ-জনক ?

"ভক্তির স্বরূপ আর 'বিষয়-আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥" —শঃ

১৮। পশুতে ঈশ্বরারোপ করিবার মতবাদটী কি শুদ্ধধর্ম্ম ?

"যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, সেও অদ্বৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়।"

—চৈঃ শিঃ, ৫।৩

১৯। একমাত্র কাহার উপাসনা করা উচিত ?

"শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চপ্রকার ভগবদ্-উপাসনা সাধকের সংস্কারক্রমে হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথমে জড়শক্তি-মাত্র, তদন্তে জড়শক্তির আধারে যে ক্রিয়াশক্তি উত্তাপরূপী সূর্য্য, তদন্তে চেতনাধিষ্ঠান নর-গজ-বিশেষ গণেশ-দেবতা, তদন্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাপক আত্মারূপী শিব এবং সর্ব্বাবশেষে জীব ও অজীবের অতীত অতুল্য সচ্চিদানন্দ-রূপ পরমাত্মা বিষ্ণু সেবিত হন। সন্দিহান ব্যক্তি হইতে পরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই পরব্রহ্ম-ভজনে অধিকারী। রাগের নির্ম্মলতা ও উন্নতিই উপাসনার লক্ষণ। অতএব সর্ব্বজীবের স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। অন্য প্রকার উপাসনায় আবদ্ধ থাকিলে কখনই শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না।"

—তঃ সূঃ, ৪৭ সূঃ

২০। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বটি কিরূপ ?

"অদূরদর্শিগণ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দ্দন, চণ্ডমুণ্ড-বিনাশ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ ইত্যাদি যে কর্ত্তৃক-সূচক বাক্য আছে, তাহার সদর্থ পণ্ডিতেরা এইরূপ করিয়া থাকেন—যে জড়ের দ্বারা যে-কার্য্য সাধন হয়, সেই জড়কে স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করতঃ কর্ত্তৃত্বারোপ করা যায়। গঙ্গাজলকে—পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উল্লাসিনী, কলিকে—ধর্ম্মোচ্ছেদক এবং বিদ্যাকে—অর্থদায়িনী বলাতে তাহাদের কর্ত্তৃত্বটি যেরূপ রূপক-বোধক-মাত্র হয়, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বও তদ্রূপ জানিতে হইবে।"

—তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

২১। পঞ্চোপাসনার বিষ্ণুপাসনা কি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম নহে ?

"পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা,

পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম নয়।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২২। কেবল কাশীবাসী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণই কি মায়াবাদী?

"বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। * * তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থ-সকলও মায়াবাদী। * * বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি, মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল-দরবেশের মতও মায়াবাদ।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলে'? সঃ তোঃ ৫।১২

২৩। শঙ্করাচার্য্য মুক্তির পরে জীবের গতি-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

"কেবল-মুক্তি-লাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। * * যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য-অংশ লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবধর্ম হইতে বিদূরিত হন।"

—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

২৪। রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ কি?

"রামমোহনরায়-প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্মটি খ্রীষ্টিয়ান্ ও হিন্দুধর্মের জোড় কলম। এরূপ ধর্মে যে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ান্ ও বিলাতী তার্কিকদের নিকট শান্তরসের উত্তমতা শিক্ষা করিয়া তদুচ্চোচ্চ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত। * * এক্সিয়ম্ ও পষ্টুলেটের জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই যিনি জিওমেট্রি (জ্যামিতি) শিক্ষা করিতে যান, তাঁহার যেরূপ দুর্গতি, প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যিনি রস বিচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্তেরও সেইরূপ দুর্গতি হয়।"

—'সমালোচনা', সসজ্জিনী সঃ তোঃ ৮।৪

২৫। রামমোহন রায়ের মতবাদের ভিত্তি কোথায়?

"Raja Rammohan Roy crossed the gate of the Vedanta, as set up by the Mayabad construction of the designing Shankaracharyya, the chosen enemy of the Buddhists and Jains and chalked his way out to the unitarian form of the Christian faith, converted into an Indian appearance."

The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

২৬। রামমোহন রায়ের আরোহবাদের বিচার-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বলিয়াছেন ?

"Rammohan Roy was an able man. He could not be satisfied with the theory of illusion contained in the Mayabad philosophy of Shankar. His heart was full of love to Nature. He saw through the eye of his mind that he could not believe in his identity with God. He ran furious from the bounds of Shankar to those of the Koran. There even he was not satisfied. He then studied the pre-eminently beautiful precepts and history of Jesus, first in the English translations and at last in the original Greek, and took shelter under the holy banners of the Jewish Reformer. But Ram-mohan Roy was also a patriot. He wanted to reform his country in the same way as he reformed himself. He knew it fully that truth does not belong exclusively to any individual man or to any nation or particular race. It belongs to God, and man whether in the Poles or on the Equator, has a right to claim it as the property of his Father. On these grounds he claimed the truths inculcated by the Western Saviour as also the property of himself and his country-men, and thus he established the Samaj of the Brahmos independently of what was in his own country in the Beautiful Bhagabat. His noble deeds will certainly secure him a high position in the history of reformers. But then,

পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম নয়।”

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২২। কেবল কাশীবাসী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণই কি মায়াবাদী ?

“বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। * * তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থ-সকলও মায়াবাদী। * * বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি, মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল-দরবেশের মতও মায়াবাদ।”

—‘মায়াবাদী কাহাকে বলে’ ? সঃ তোঃ ৫।১২

২৩। শঙ্করাচার্য্য মুক্তির পরে জীবের গতি-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

“কেবল-মুক্তি-লাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। * * যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য-অংশ লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবধর্ম হইতে বিদূরিত হন।”

—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

২৪। রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ কি ?

“রামমোহনরায়-প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্মটি খ্রীষ্টিয়ান্ ও হিন্দুধর্মের জোড় কলম। এরূপ ধর্মে যে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ান্ ও বিলাতী তার্কিকদের নিকট শান্তরসের উত্তমতা শিক্ষা করিয়া তদুচ্চোচ্চ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত। * * এক্সিয়ম্ ও পস্টুলেটের জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই যিনি জিওমেট্রি (জ্যামিতি) শিক্ষা করিতে যান, তাঁহার যেরূপ দুর্গতি, প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যিনি রস বিচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্তেরও সেইরূপ দুর্গতি হয়।”

—‘সমালোচনা’, সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

২৫। রামমোহন রায়ের মতবাদের ভিত্তি কোথায় ?

"Raja Rammohan Roy crossed the gate of the Vedanta, as set up by the Mayabad construction of the designing Shankaracharyya, the chosen enemy of the Buddhists and Jains and chalked his way out to the unitarian form of the Christian faith, converted into an Indian appearance."

The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

২৬। রামমোহন রায়ের আরোহবাদের বিচার-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বলিয়াছেন ?

"Rammohan Roy was an able man. He could not be satisfied with the theory of illusion contained in the Mayabad philosophy of Shankar. His heart was full of love to Nature. He saw through the eye of his mind that he could not believe in his identity with God. He ran furious from the bounds of Shankar to those of the Koran. There even he was not satisfied. He then studied the pre-eminently beautiful precepts and history of Jesus, first in the English translations and at last in the original Greek, and took shelter under the holy banners of the Jewish Reformer. But Ram-mohan Roy was also a patriot. He wanted to reform his country in the same way as he reformed himself. He knew it fully that truth does not belong exclusively to any individual man or to any nation or particular race. It belongs to God, and man whether in the Poles or on the Equator, has a right to claim it as the property of his Father. On these grounds he claimed the truths inculcated by the Western Saviour as also the property of himself and his country-men, and thus he established the Samaj of the Brahmos independently of what was in his own country in the Beautiful Bhagabat. His noble deeds will certainly secure him a high position in the history of reformers. But then,

to speak the truth, he would have done more if he had commenced his work of reformation from the point where the last reformer in India left it."

The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

২৭। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধ-মত থাকিবার মূল কারণ কি ?

"The Bhagabat did not attract the genius of Rammohan Roy. His thought, mighty though it was, unfortunately branched like the Ranigunj line of the Railway, from the barren station of Shankaracharyya, and did not attempt to be an extension from the Delhi Terminus of the great Bhagabat-expounder of Nadia."

—*The Bhagabat : Its Philosophy , Its Ethics & Its Theology.*

২৮। জড় ভজন কি ?

"জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার ; ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

২৯। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিগণ গুরুপদাশ্রয়ের বিরোধী কেন ?

"গুরুপদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরু-লাভের যত্ন এবং তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্-গুরুগণ শিষ্যগণকে কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইহাদের পরিত্যাজ্য হয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

৩০। আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কি এক ?

"আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব, এই দুইয়ের বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম-ভেদ যতদিন হৃদয়ে উদিত না হয়, ততদিন উক্ত দুইটী শব্দের ব্যবহারে বিচার থাকে না। শুষ্কবাদীদিগের অপ্রাকৃত ভাবোদয় হওয়া কঠিন। অতিশয় সুকৃতিবলে অপ্রাকৃত তত্ত্বে রতি হয় ; নতুবা আধ্যাত্মিক

বিতর্করূপ প্রাচীরের এপারে থাকিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য দর্শন করিতে পারে না।”

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

৩১। Trinity মতবাদ কিরূপে উৎপন্ন হইল?

“জরদ্বস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত-প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটি সংক্রামক হইয়া জু (ইহুদি) দিগের ধর্ম্মে এবং শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটি সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরদ্বস্ত্র দুই ঈশ্বর-বিষয়ক-মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই জুদিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

৩২। Trinity মত-বিস্তারের ইতিহাস কি?

“আদৌ Trinity মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন গড্, হোলিঘোষ্ট্, ও ক্রাইষ্ট্—এই তিনটী তত্ত্ব-বিচার-দ্বারা তাহার যুক্ত-মীমাংসা বাহির করিলেন। যে-কালে বা যে-সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে-সময় ভারতেও তিনটি ঈশ্বর-বিশ্বাস-রূপ একটি অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেকস্থলে ভেদ-নিষেধক উপদেশ করিয়াছেন।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

৩৩। খৃষ্টমতাবলম্বিগণ সনাতন ধর্ম্মের যে নিন্দা করেন, ইহা কি যুক্তিযুক্ত?

“One, who is at heart the follower of Mohamad will certainly find the doctrines of the New Testament to be a forgery by the fallen angel. A Trinitarian Christian, on the other hand, will denounce the precepts of Mohamad as

those of an ambitious reformer. The reason simply is, that the critic should be of the same disposition of mind as that of the author, whose merits he is required to judge. Thoughts have different ways. One, who is trained up in the thoughts of the Unitarian Society or of the Vedanta of the Benares School, will scarcely find piety in the faith of the Vaishnabs. An ignorant Vaishnab, on the other hand, whose business it is to beg from door to door in the name of Nityananda will find no piety in the Christian. This is because the Vaishnab does not think in the way in which the Christian thinks of his own religion. It may be, that both the Christian and the Vaishnab will utter the same sentiment, but they will never stop their fight with each other only because they have arrived at their common conclusion by different ways of thoughts. Thus it is, that a great deal of ungenerousness enters into the arguments of pious Christians when they pass their imperfect opinion on the religion of the Vaishnabs.''

The Bhagabat : ''Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

৩৪। তান্ত্রিক শক্তিবাদ কোন্ দর্শন হইতে উদ্ভূত ?

"তন্ত্র-সকলের মত নানা প্রকার ; কোন একটি বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক স্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে 'মিথ্যা', কোন স্থলে 'সত্য' বলা হইয়াছে। কোন স্থলে 'নাদবিন্দু'কে, কোন স্থলে 'প্রকৃতি-পুরুষ'কে ও কোন্ স্থলে 'কেবলা প্রকৃতি'কে সমস্ত কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৫। তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

"তন্ত্র-সকলে যে-সকল লতা-সাধন, পঞ্চমকার-সাধন, সুরা-সাধন-প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কমৎটী (কোঁৎ) প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি-পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৬। মায়াবাদের জন্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কি ?

"ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটি বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে বৌদ্ধনামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধ-মতের অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত-রূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৭। মায়াবাদিগণ কি আস্তিক নহেন ?

"মায়াবাদিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে নাস্তিক।"

—'কথাসার', চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ

৩৮। শৈব-মত কোথা হইতে উদ্ভূত ?

"আমাদের বিবেচনায় শৈব-মত কপিল-সাংখ্য-নিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক-মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্র-মতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফল-কালে প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৯। বৌদ্ধ-মত ও জৈন-মত কেন প্রচারিত হইল ?

"ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ-মত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈন-মত প্রচার করেন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৪০। বৌদ্ধ ও জৈন-মতের সংক্ষিপ্ত কথা কি ?

"বৌদ্ধ-মতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্য-সিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—অন্য সমস্ত সদ্গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, পর-বাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়। উভয় মতেই জড়-জগৎ নিত্য ; কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু অন্তবিশিষ্ট ; অস্তিত্বই ক্লেশ ; পরিনির্ব্বাণই সুখ ; জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল ; পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক ; ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্মবাদের প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর সেবক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৪১। পাশ্চাত্ত্যদেশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ন্যায় কোন নির্ব্বাণবাদধর্ম আছে কি ?

"বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সদৃশ একটী নির্ব্বাণবাদ-ধর্ম ইউরোপ খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম্ ও বৌদ্ধধর্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটি বিষয়ের প্রভেদ আছে--বৌদ্ধধর্মে জীব জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ; কোন জন্মে নির্ব্বাণ-বিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে ; কিন্তু পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্ম-জন্মান্তর নাই।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৪২। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোন আনুকরণিক অবতারবাদ সমর্থন করিয়াছেন কি ?

"কতকগুলি লোক স্থানে-স্থানে নূতন গৌরাঙ্গ হইবার জন্য চেষ্টা

করিতেছিলেন। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই 'মায়াবাদী'। ছদ্মবেশে হরিকীর্ত্তনাদি (?) দ্বারা অনেকের মোহ-উৎপত্তি করিয়াছিলেন। কেহ গৌরাঙ্গ, কেহ নিত্যানন্দ, কেহ বা অদ্বৈত হইয়া দলবল সংগ্রহ করতঃ হরিকীর্ত্তন (?) করিতে লাগিলেন। লোকের ভ্রমোৎপত্তি করাই তাঁহাদের তাৎপর্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা কীর্ত্তন-সময়ে এতদূর হাবভাব প্রকাশ করিতেন যে, অনেকেই তাঁহাদের গতিক দেখিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় উদয় হইতেছেন, এরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী-ভাষায় শিক্ষিত এবং থিওসফি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রে বেশ নিপুণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন—'যখন গৌরচন্দ্র স্বয়ং উদিত হইতেছেন, তখন তৎপার্ষদ হইয়া আপনারা কেন নিশ্চিন্ত থাকেন ?"

—'নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

৪৩। 'সমন্বয়বাদী' বা 'খড়-জাঠিয়া বেটা' কি শুদ্ধভক্ত ?

"ভক্ত দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয়; কখনও কখনও কথার আলোচনায় দশা (?) প্রাপ্ত হন; আবার আধ্যাত্মিক-সভায় আধ্যাত্মিক-মতের সহায়তা করেন, বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। * * * তাঁহারা জগৎকে ঐপ্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

৪৪। আত্মবঞ্চক কাহারা ?

"যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট কীর্ত্তনাদির রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্মবঞ্চক।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন' সঃ তোঃ ১১।৬

৪৫। বৈড়াল-ব্রতিক কাহারা ?

"বৈড়াল-ব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু বাহ্যে তচ্চিহ্নসকল সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে ; কোন দূর-উদ্দেশ্য-সাধনই তাহাদের প্রয়োজন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪৬। মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলনায় কপট পাপী কাহারা ?

"ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল-ব্রতিগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপ-কার্য্য করেন।"

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

৪৭। ধর্ম্মধ্বজী কাহারা ও কয় প্রকার ?

"যাহারা ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন-সকল ধারণ করে, অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্মধ্বজী। ধর্মধ্বজী—দুইপ্রকার অর্থাৎ কপট ও মূঢ়, বঞ্চক ও বঞ্চিত।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৮। পক্বযোগীর আনুকরণিক কপট ব্যক্তিগণের স্বভাব কি ?

"কেবল বেশধারিগণ কপট পক্বযোগীর বেশ ধারণ করিয়া জগত বঞ্চনা করে। পক্বযোগীর দৃষ্টান্তেই তাহারা জীবন-ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করে। হরি-কীর্ত্তনই কৃষ্ণ-ধর্ম। অতএব কপটভাবে কীর্তন-ধর্মের প্রকটন দ্বারা পক্ব-যোগীদিগের ন্যায় কর্ম-ধর্মাদির প্রতি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখ-বিলাস-বিহারাদি প্রকাশপূর্ব্বক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ভ্রম উৎপত্তি করে। তাহাতে ফল এই হয় যে, যে-সকল সুখ-বিলাস-বিনোদদ্বারা তাহারা লোক-দিগের ভ্রম উৎপত্তি করে, সেই সকল বিলাস-দ্বারা ঐসকল বেশধারী-দিগের অধঃপতন হইতে থাকে। কীর্ত্তনাদিতে কপট রোদন ও মূর্চ্ছাদি ঐ সকল বিলাস। তদ্দারা তাহারা বিষয়ীদিগের বিষয়ী হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-বেশ ও ভিক্ষাশ্রমাদি লক্ষণের গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণবাভিজাত্য জন্মিয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহারা আর শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট যাইতে

পারে না। কুগ্রামবাসী নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রাকৃত-জনের সঙ্গ করে। সময়ে সময়ে কৃষ্ণগুণ-মহিমা-শূন্য হইয়াও কপট অনুরাগের লক্ষণ নর্ত্তকদিগের ন্যায় পুলক-প্রেমাদি বাহ্য রসের দ্বারা প্রকাশ করে। দিনে দিনে সেইগুলি তাহাদের বিলাস-স্বরূপ হয়।"

—ভজনামৃতম্

৪৯। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কুসঙ্গ কি?

"বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্মধ্বজী অপেক্ষা আর কুসঙ্গ জগতে নাই। কপট ধর্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্বীয় দুষ্টাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করতঃ সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ 'গুরু' হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এইসকল কপট, কুটীল-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫০। অনর্থযুক্ত জীবের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টা কি হিতকর?

"ভক্তি সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম-প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভক্তি ও ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ-চেষ্টা-সকল—অত্যন্ত অহিতকর।"

—চৈঃ শিঃ, ২।৫

৫১। উপধর্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের 'ব্রহ্মচারী', 'সন্ন্যাসী', 'পরমহংসা'দি পরিচয়-প্রদান-দ্বারা কি অপকার হয়?

"আজকাল নানাপ্রকার উপধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহুতর ব্যক্তি আপনাদিগকে 'ব্রহ্মচারী', 'সন্ন্যাসী' ও 'পরমহংস' পরিচয় দিয়া প্রকৃত আর্য্যধর্মের উৎসাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

—'ব্রহ্মচারি-আশ্রম', সঃ তোঃ ১০।৭

৫২। যে-কোন মতকে 'মহাপ্রভুর মত' বলিলেই কি প্রভুর শিক্ষা লাভ হইবে?

"অনেক স্থলে বিধর্ম, ছলধর্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্ম-বিপাকে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তি-রহিত বিষয়াবিষ্ট অনেকেই সেইসকল দুষ্ট মতকে প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর মত বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন।"

—'বিবোধন', চৈঃ শিঃ

৫৩। বাউলাদির মত কি বৈষ্ণব-মত ?

"বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে-সকল মত আছে, সে-সমুদয়ই অবৈষ্ণব-মত। তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাঁহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম ঐ সকল ধর্ম-ধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫৪। বাউল-মত কি শ্রীসনাতন গোস্বামী বা শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীর প্রবর্ত্তিত ?

"বাউল-ধর্ম যে আকারে বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা—দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলেরা কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করে না ; রাগানুগা ভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকে। * * ঐ প্রথার প্রবর্ত্তক যে কে, তাহা বলা যায় না। বাউলেরা কখনও শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং কখনও শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুকে তাহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কু-প্রথা শিক্ষা দেন নাই।"

—'বাউল-মতের বিচার', সঃ তোঃ ৪।৪

৫৫। অভদ্রবেশ কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত ?

"মহাপ্রভুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী শ্রীসনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেই দাড়ি-গোঁফই বাউল

বৈষ্ণবগণের গোঁফ-দাড়ির একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অবলোকন-পূর্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া দিলেন। অতএব বাউল বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেইকালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫৬। বাউলগণ কি শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায় ?

"বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু' সঃ তোঃ ২।৭

৫৭। সাঁই, দরবেশাদি সম্প্রদায় কি শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায় ? যদি না হয়, তবে তাহারা কি ?

"সনাতনকে 'ফকিরা' বলিয়া উল্লেখ করাতেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মুসলমানের ফকির-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক তদ্বৎ আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে এবং আপনা-দিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা মুসলমান ফকিরের বেশ-ধারণ ও তাহাদের ন্যায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে, 'ইহার প্রমাণ—গোঁসাই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন।' কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গোঁফ-দাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ কারণ সাঁই, দরবেশ প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে একপ্রকার মহম্মদী সম্প্রদায়ী বলিতে হইবে।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫৮। 'বৈষ্ণব-বংশ', 'বৈষ্ণব-জাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ' প্রভৃতি কথা কি ঠিক ও বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরবজনক ?

"বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ 'বৈষ্ণব' হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে 'বৈষ্ণব' হইয়াছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়! আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশে অনেক 'বৈষ্ণব' উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব-জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।"

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

৫৯। 'সহজিয়া' ধর্ম্ম কি বৈষ্ণবধর্ম্ম ?

"বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই 'সহজিয়া' বলিয়া একটি ঘৃণিত মত গোপনে গোপনে চলিতেছে, ঐ মতের কার্য্যসকল অত্যন্ত হেয়। 'সহজ-ধর্ম্ম' বলিয়া যাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহা পৃথক্। চিন্ময় জীবের চিন্ময় কৃষ্ণসেবাই সহজধর্ম্ম। যদিও এই ধর্ম্ম আত্মার পক্ষে সহজ অর্থাৎ আত্মার সহিত জাত হইয়াছে, তথাপি জড়বদ্ধাবস্থায় তাহা সহজ নয়। সেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণরতিকে বঞ্চিত ও বঞ্চকগণ জড়ের সহজ-ধর্ম্ম যে স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ, তাহাতেই পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা সেরূপ নয়। আত্মার সহজধর্মে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-শরীরের সংযোগ নিতান্ত হেয় ও অনুপযুক্ত। সম্প্রতি যে ধর্মকে 'সহজিয়া'-ধর্ম্ম বলে, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ।"

—'সহজিয়া মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৬০। মুষ্টি-ভিক্ষা কি উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হয় ? বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা কি ?

"আদৌ শুদ্ধবৈষ্ণবের উপকারার্থ মুষ্টি-ভিক্ষার সৃষ্টি হয়। এখন উহা একটা ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। * * ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণব-

বৈষ্ণবীগণ জগতের কোন কার্য্যদ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিবে না মনে করিয়া মুষ্টি-ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছে।"

—'মুষ্টি ভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

৬১। কেন মুষ্টি-ভিক্ষা-প্রথার ব্যভিচার হইল ?

"বৈষ্ণবগণ মুষ্টি ভিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া এই অযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ-দল মুষ্টি-ভিক্ষা-প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন।"

—'মুষ্টি ভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

৬২। ব্যবসায়ী-গায়কগণের মুখে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কি আদর করেন ?

"ব্যবসায়ী-গায়কগণ প্রকৃত-সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬৩। অখ্ড়াধারী-মহান্তগণের অবৈধ-যোষিৎসঙ্গ কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমোদিত ?

"গোবিন্দদাস বাবাজীর ন্যায় মহান্তদিগের জন্য গৌড়ভূমির দেবালয়সকল দূষিত হইয়া গেল। আমাদের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই প্রকার দোষ আশঙ্কা করিয়াই ছোট হরিদাসকে বৈষ্ণব-সমাজ হইতে চ্যুত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়াও কি ধর্ম্মধ্বজীদিগের ভয় হয় না ?"

—'শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর পাট', বিঃ পঃ, ১ম বর্ষ

৬৪। শ্রীভক্তিবিনোদের সমসাময়িক গৌড়মণ্ডলের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ?

"বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা নিরীহ, তাঁহারা "অর্চ্চয়ামেব

হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"—এই ন্যায়ানুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬৫। শ্রীভক্তিবিনোদের সময় শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কিরূপ আদৃত হইয়াছিল ?

"কলিকাল এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না। উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দদাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরম ধর্ম্ম পুনরায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল। গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন, বা কর্ম্মকাণ্ডী হউন, আচার্য্য-বংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায্য (?) প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। একদিকে এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব ; আবার বাউল-সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্দ্দশা এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতের কিরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছিল ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র স্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ ও সাঁই প্রভৃতি

কুপন্থার প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ-নামে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের এরূপ শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম-দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্মসংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সকল গ্রন্থ পথ-মধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নির্গ্রন্থ হইয়া নিজ-নিজ ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর কাহারা শুদ্ধভক্তির উৎসাদন-চেষ্টা করিয়াছিল ?

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত্ত-কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, তৎ-পক্ষে সহায়তা করিবার ছলে তৎপক্ষে কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে 'ব্রাহ্মণ' করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে 'শূদ্র' বা 'ব্রাহ্মণ' বর্ণাভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা-প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপন নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এইসকল উদ্দেশ্য ভক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই। অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এই সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

৬৮। অবতারের অপ্রকট-লীলার পর বঞ্চনার উদয়ে ভজন-প্রয়াসীর কর্ত্তব্য কি ?

"অবতার অপ্রকট হইলে যে-সকল বঞ্চনা জগতে উদিত হইবে, তাহাতে সাধকের নিশ্চয় পতন হইবে। সেই সকল বঞ্চনা হইতে ভজন-প্রয়াসীর সতর্ক হওয়াও ভজনাঙ্গ।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৬৯। কলির দাস কে ?

"কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা—সকলই এক। ইহাতে যে ভেদবুদ্ধি করে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৭০। অনেকেই বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্মকে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম বলেন কেন ?

"কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৭১। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে কি কোন প্রকার প্রকৃতি-সঙ্গের সমর্থন আছে ?

"ছোট হরিদাস স্বয়ং প্রকৃতি হইয়া পুরুষভাবে অপর প্রকৃতির সম্ভাষণ-অপরাধে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। ধূর্ত্ত লোকেরা "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ"—এই পদ্যের দুষ্ট অর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পন্হা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধু-বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৫।৬

——ঃঃ০ঃঃ——

অষ্টম বৈভব

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। অন্যান্য লোক-শিক্ষক হইতে শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য কি ?

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্নসহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন,— এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্ত্য-গুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন; অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্ম-মধু পান করিতে থাকুন।"

—তঃ সূঃ ৪৯ সূঃ

২। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে,—না শ্রীচৈতন্য অগ্রে ?

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্য-প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে চৈতন্য ছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন,—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। কৃষ্ণ ও গৌর কি পৃথক্ তত্ত্ব ? উভয়ের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে ?

"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন, উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটি প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণ-স্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

৪। গৌরাবতার প্রচ্ছন্ন কেন ?

"কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন' তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়।"

—রঃ ভঃ ৪।৮

৫। অর্চ্চন ও ভজনমার্গে যথাক্রমে গৌরাঙ্গের যুগল কি কি ?

"গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজন-মার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন ; ভজন-মার্গে শ্রীগৌর-গদাধর।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৬। শ্রীগৌর কি 'নাগর' নহেন ?

"প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোনক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ-নাগর মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৭। গৌরানুগ না হইয়া কৃষ্ণভজন ও গৌরানুগ হইয়া কৃষ্ণভজনে পার্থক্য কি ?

"গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায়॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৮। শ্রীগৌরানুগ না হইলে যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন সুষ্ঠু না হয়, তবে কি পূর্ব্বাচার্য্যগণের ভজন হয় নাই ?

"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করতঃ কৃষ্ণভজন না করিলে পরম পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্

মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।"

—'গৌরকৃষ্ণ অভেদ', সঃ তোঃ ১১।৬

৯। কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌর অথবা গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণ-ভজন উৎপাত কেন?

"দুর্ভাগ্যের বিষয় এই—'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণ-লীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গ-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, কৃষ্ণলীলার ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণস্মরণ করিব না'—এ কথা একটি দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।"

—'গৌর-কৃষ্ণ-অভেদ', সঃ তোঃ ১১।৬

——ঃঃ০ঃঃ——

নবম বৈভব

শ্রীগৌরশক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতি কিরূপ ?

"লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্যপত্নী ও ভগবান্—লক্ষ্মীর নিত্যপতি ; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্য-প্রীতি আছে, তাহা সাহজিক (সহজাত)।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, আঃ ১৪।৬৪

২। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কি তত্ত্ব ?

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী —শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন না করিলে ক্ষতি কি ?

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্ত (গৌর-ভক্ত) বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে পারেন না।"

—'সমালোচনা', সঃ তো ৪।৪

৪। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে যাঁহারা অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের লক্ষণ কিরূপ ?

"যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি করেন, তাঁহাদের ভক্তির সহিত দলাদলি। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের যেরূপ সরস্বতীর সহিত দলাদলি, ভক্তিশূন্য বৈষ্ণবনামাভিমানী ব্যক্তিদিগেরও সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৪।৪

৫। শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীগৌর-গদাধরে শ্রীরাধা-মাধব-দর্শন কিরূপ ?

"হা হা মোর গৌরকিশোর !
কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুম বনে,
দেখা দিবে মনচোর ॥
আনন্দ-সুখদ কুঞ্জের ভিতরে,
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চন বরণ, চাঁচর-চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি' ॥
দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব,
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন,
গলেতে মোহন মালা ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী, সদয় হইয়া,
এ দাসী-করেতে ধরি'।
দু'হে নিবেদিবে, দু'হার মাধুরী,
হেরিব নয়ন ভরি' ॥"

—'প্রার্থনা লালসাময়ী', কঃ কঃ

৬। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীস্বরূপ ও 'শ্রীস্বরূপের রঘু'র স্বরূপ ও সেবা কি?

"স্বরূপগোস্বামী—ললিতাদেবী, তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীদাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ৬।২৪১

৭। শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরের কি অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন ?

"স্বরূপ গোস্বামী গীত-শাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গান-বিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই 'দামোদর' নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর' নাম-সহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'দামোদর-স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১০।১১৬

৮। মধুর রসের ঐকান্তিক নামাশ্রিতগণের গুরুপাদপদ্ম কে?

"হরি হে!

"শ্রীরূপ গোঁসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিল মোর কানে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পাবে নাম-গানে॥"

—'ভজনলালসা' ৯, শঃ

৯। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীরূপ কি তত্ত্ব?

"শ্রীরূপ মঞ্জরী, সঙ্গে যাব কবে,
রসসেবা-শিক্ষা তরে।
তদনুগা হ'য়ে, রাধাকুণ্ড-তটে,
রহিব হর্ষিতান্তরে॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ', গীঃ

১০। শ্রীগৌরলীলার ও শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিকরগণ পরস্পর কোন্ লোকে অবস্থান করেন?

"মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয় পীঠে স্বরূপ-ব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বন-পূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম রহস্য।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

১১। শ্রীমহাপ্রভু কিরূপভাবে নিজ-শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি সেই বিষয়ে নিজ-শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

১২। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কোন্ পার্ষদের উপর কি সেবা-ভার অর্পণ করিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন ; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামী-প্রভুর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃ-পন্হা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করে। * * শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৩। শ্রীগৌরভক্তগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-রসের বৈশিষ্ট্য কি অবগত আছেন ?

"ঐশ্বর্য্যমিশ্র শ্রীনারায়ণ-দাস্যরস ও মাধুর্য্য-মূলক কৃষ্ণদাস্য-রসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন।"

—'শ্রীঅর্থপঞ্চক', সঃ তোঃ ৭।৩

——::০::——

দশম বৈভব

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল কি ভিন্ন তত্ত্ব ?

"গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥"

—শঃ

২। নবদ্বীপ, ব্রজ ও গোলোক এক তত্ত্ব হইয়াও কেন বিচিত্র স্বরূপ হইয়াছেন ?

"নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড-তত্ত্ব ; কেবল প্রেমবৈচিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

৩। গোলোক, ব্রজ ও শ্বেতদ্বীপে কৃষ্ণের যথাক্রমে কি কি লীলা।

" 'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। **গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলায় পরিশিষ্ট।** গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেত-দ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্দ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৪। নবদ্দ্বীপ ঔদার্য্যধাম কেন ?

"নবদ্দ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্দ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয় ॥
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্দ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন ॥

তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই ॥"

—নঃ মাঃ ১ম অঃ

৫। ধামের চিন্ময়ত্ব কোন্ সময় দর্শন হয় ?

"মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর ॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১১

৬। গোদ্রুম-অভিন্ন-নন্দীশ্বর কেন ?

"গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ-বিলাস ॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই'
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৪৪

৭। গৌরজনের শ্রীগোদ্রুমবাস-লালসা কিরূপ ?

"নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান।
মুক্তি শুক্তিসম ত্যজি, কিবা বর্গ আন ॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে ?
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে ॥"

—নঃ শঃ ১০০

৮। কোলদ্বীপের নিকট গৌরজনের কি প্রার্থনা ?

"কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে।
দেহ' নবদ্বীপবাস ভক্তজন-সনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ' অধিকার।
জীবনে-মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৭৫

৯। কোলদ্বীপ বা অপরাধ-ভঞ্জন-পাট কোথায় ?

"বর্ত্তমান নবদ্বীপ বলিয়া যে স্থানটি পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারস্থ তৎকালের কুলিয়া-গ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপি ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তখনকার কুলিয়া-গ্রামে চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি পল্লী এবং কুলিয়ার গঞ্জ যাহাকে 'কোলের গঞ্জ' এখনও বলে, সেই সমস্ত ভূমিতে তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশ আছে।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১।১৫১

১০। শ্রীভক্তিবিনোদ চম্পাহট্টকে ব্রজের কোন্ বনরূপে দর্শন করিয়াছেন ?

"**চম্পাহট্ট** গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পকলতা করে যথা কুসুম চয়ন ॥
নবদ্বীপে **শ্রীখদিরবন** সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৭৮

১১। মোদদ্রুম দ্বীপকে কোন্ বনরূপে দর্শন করিয়াছেন ?

"মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডির হয় একতত্ত্ব।
যথা পশু-পক্ষিগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১১০

১২। "কলির ব্রহ্মাণ্ড" কলিকাতার অধিবাসীর প্রতি শ্রীভক্তি-বিনোদের কিরূপ পরমাশীর্ব্বাদ-ধারা বর্ষিত হইয়াছে ?

"হে কলিকাতা-মহানগরী-নিবাসী ভাইসকল! তোমরা ধন্য! তোমরা যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশে বলিলেও

হয়--বরাহনগর গ্রাম। যেখানে গৌরলীলা, সে-স্থান সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অন্তরঙ্গ ভাগবতাচার্য্যের সেবাভূমি পরম আদরের স্থান। * * হে কলিকাতাবাসী ভক্তগণ! কবে আমরা একত্রে শ্যাম-মঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মগ্ন হইব? আমরা আঁচলের স্বর্ণ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশে বেড়াই, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

——ঃঃ০ঃঃ——

একাদশ বৈভব

শ্রীমায়াপুর ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রীমায়াপুরের বৈশিষ্ট্য কি ?

"শ্রীগোকুলের অপর প্রকাশ-স্বরূপ এই মায়াপুর-মহাতীর্থ কলিকালে অতিশয় প্রবল। শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ পৌর্ণমাসী, মায়াপুরে সেইরূপ শ্রীপ্রৌঢ়মায়া (যাঁহাকে লোকে 'পোড়ামা' বলিয়া বলে) সর্ব্বাধিকারিণী। অযোধ্যা, মথুরা ও মায়া প্রভৃতি সপ্ত মহাতীর্থের মধ্যে মায়াতীর্থ এক স্বরূপে হরিদ্বারে ও দ্বিতীয় স্বরূপে গৌড়ে বিরাজমান। মায়াতীর্থের এরূপ প্রভাব যে, তথায় অপতিত যে কয়েকটি মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাণনাথ গৌরাঙ্গকে স্বীয় প্রভু বলিয়া অভিমান করেন এবং গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে বান্ধবের ন্যায় যত্ন করেন।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

২। শ্রীভক্তিবিনোদ লুপ্ত গৌরজন্মভূমি আবিষ্কারের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন ?

"প্রভু ও প্রভুপার্ষদগণের লীলাস্থান দেখিবার জন্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন পামরগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্রজভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন দয়া-সমুদ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুতে শক্তিসঞ্চার-পূর্ব্বক দুই ধান্যক্ষেত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু, আর কাহাকে জানাইব ?"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৩। তিনি কি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন ?

"মনে হইল, আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। * * * মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। * * আমি কার্য্য উপলক্ষ্যে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন,—"তুমি বৃন্দাবন যাইবে ? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে ?"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪। কিরূপভাবে শ্রীমায়াপুর আত্মপ্রকাশ করেন ?

"আমি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়াও কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখনকার নবদ্বীপের লোকেরা কেবল নিজ-নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। গঙ্গাপার উত্তর দিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। * * প্রাতে সেই রাণীর বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটি ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, তথায় একটি তালগাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল— ঐ স্থান বল্লাল-দীঘি, তথায় লক্ষ্মণ সেনের দুর্গ চিহ্ন ইত্যাদি আছে। সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমা-পদ্ধতি', 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' যে-সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম।

কৃষ্ণনগরে বসিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপাইতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারিক

বাবুকে সমস্ত কথা বুঝাইলে তিনি স্বীয় বুদ্ধি-বলে সকল বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপ-মণ্ডলের নক্সা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধাম-মাহাত্ম্যে স্বল্পাকারে ছাপা হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৫। শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট কি ?

"বল্লালদীঘির দক্ষিণ কোণে একটি অপূর্ব্ব স্থান আছে, সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা প্রভৃতি **শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রকাশ** করা যাইতে পারে। সেই সেবার অধীনে **জন্মস্থান-নির্দ্দেশক স্তম্ভ-রক্ষা,** মাঘ ফাল্গুন মাসে মেলা ও যাত্রী-নিবাসের স্থান নির্ম্মাণাদি কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃপ্রবর্ত্তনের অভিলাষ কাহার হৃদয়ে প্রথম উদিত হয় ?

"বিধি আছে যে, শ্রীমায়াপুর হইতে নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। মায়াপুরে সম্প্রতি এমন স্থান নাই, যেখানে যাত্রিগণ রাত্রিবাস করিতে পারেন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। * * * জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ-নির্দেশক স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও একটি আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৭। শ্রীমায়াপুরের ইতিবৃত্ত কি কি ?

"শ্রীগঙ্গানগর, ভরদ্বাজটিলা (ভারুইডাঙ্গা) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গানগর গ্রামেই শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে যে পতিত ভূমি আছে, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে—ইহা 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখা যায়। সেই স্থান হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। ঐ ভূমি জগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মার তপস্যা-স্থল বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত আছে।

অতি পূর্ব্বে মায়াপুরের পূর্ব্ব-অংশে ও অন্তর্দ্বীপের মধ্য দিয়া বাগ্দেবীর একটি ক্ষুদ্র প্রবাহ ভাগীরথী পর্য্যন্ত ছিল। শিবের ডোবার কিছু দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে সেই প্রণালীর মুখ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বাগ্দেবীর তীরে তৎকালে প্রৌঢ়া মায়ার মন্দির ছিল। বিদ্যার্থিগণ বাগ্দেবীর প্রণালীতে স্নান করতঃ প্রৌঢ়া মায়ার মন্দিরে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া উপাধি গ্রহণ করিতেন।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৮। লুপ্ত গৌর-লীলাস্থলী আবিষ্কারের জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপ ব্যাকুল আহ্বান করিয়াছিলেন?

"হে ভক্তবৃন্দ, আজকাল অন্য আশা, অন্য চিন্তা দূরে রাখিয়া এই লুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের গ্রহ-নক্ষত্রস্বরূপ ও গতি-সম্বন্ধীয় গবেষণার ন্যায় আপনাদের গবেষণা কঠিন নয়। তাঁহারা জড়বিদ্ পণ্ডিত, সুতরাং জড়বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে জড়ীয় যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণরূপ বহু কণ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু হে নিত্যানন্দের বাতুলসকল, তোমাদের স্থিতি জড়জগতে নয়; তোমরা মনে করিলে অনায়াসে সকলই করিতে পার। প্রভু নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আব্দার কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্বেতদ্বীপকেও হস্তামলকবৎ সংগ্রহ করিতে পার। তোমরা যদি হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া! হা প্রভু নিত্যানন্দ! হা প্রভু অদ্বৈত! হা গদাধর! হা শ্রীনিবাস! বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের চিন্ময় ধামে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে থাক, তাহা হইলে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া সমস্ত স্থানই দেখাইয়া দিবেন। হে বৈষ্ণবগণ, আর বিলম্ব করিও না।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ, ১ম বর্ষ

৯। লুপ্ত-গৌর-জন্মস্থানের উদ্ধার হইলে ধর্ম্মব্যবসায়িগণের কিরূপ মাৎসর্য্যের উদয় হইয়াছিল?

"প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকাশ হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে অনেকপ্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

১০। শ্রীমায়াপুরের প্রথম শ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসবকে খেতুরীর মহোৎসবের সহিত তুলনা করা যায় কেন?

"শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ন্যায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের পর বোধ হয়, কুত্রাপি আর হয় নাই। * * * প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক এই মহোৎসব-সন্দর্শনার্থ বহুদূর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নবীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের উন্নতির বিরোধে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বাধাসকল তিরস্কার করতঃ শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

—'শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহামহোৎসব', সঃ তোঃ ৬।১

১১। শ্রীমায়াপুরে ধুমধাম করা কি মহাপ্রভুর অভিপ্রেত?

"শ্রীমায়াপুরে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া বড় ধুমধাম করা প্রভুর অভিপ্রেত নহে।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

১২। শ্রীযোগপীঠে শ্রীমহাপ্রভুর ভাবি-মন্দির সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবিষ্যদ্‌বাণীটী কি?

"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ ॥"

—নঃ মাঃ, ৫ম অঃ

১৩। কাহারা ভাবি-বৈষ্ণব-জগতের প্রধান উপকারী ?

"যাঁহারা সেই মায়াপুরের সেবাস্রোতঃ প্রবল রাখিবার যত্ন পাইতেছেন, তাঁহারা ভাবি-বৈষ্ণব-জগতের প্রধান-উপকারি-জনের মধ্যে পরিগণিত হইবেন।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

১৪। শ্রীমায়াপুর যে ভাবি-কালে বিশ্ববিখ্যাত হইবেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্-বাণীটী কি ?

"জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে যাঁহারা ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা একদিন বহু বহু দূরদেশ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিতে আসিবার আশা করিবেন।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

১৫। শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরকে লইয়া যাইবার জন্য রূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদের বিচারটা কি ?

"আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে ॥
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছ-বসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে ॥
সেই বটে এই যতি, আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস ॥
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৭০-৭১

——::০::——

দ্বাদশ বৈভব

কৃষ্ণধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। দেবীধাম হইতে হরিধাম-পর্য্যন্ত ক্রম কি ?

"প্রথমে 'দেবীধাম অর্থাৎ এই জড়-জগৎ ; ইহাতেই 'সত্যলোক' প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে। তদুপরি শিবধাম, সেই ধাম 'মহাকাল-ধাম' নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা আলোকময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠ-লোক।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৩

২। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ-ধর্ম্ম নাই, ইহা কি বেদ বলিয়াছেন ?

"উপনিষদ্‌গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। সে-সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জড়জগতে জলীয় পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু,—ইহারা যে জড়ীয় বিশেষধর্ম্ম দ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ জড়ীয়বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই, এরূপও কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ—ইহারা যুগপৎ সর্ব্বত্র অবস্থান করে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৩। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের বিশেষ-ধর্ম্মে পার্থক্য কোথায় ?

"চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত ; কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি বিশদ ও চিদানন্দময়।"

—ব্রঃ সং ৫।৫৬

৪। গোকুলে কি বৈকুণ্ঠের মোক্ষ ও চতুর্দ্দশ লোকের ধর্ম্মার্থ-কাম আছে ?

"বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মূল-

বীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর।"

—ব্রঃ সং।৫।৫

৫। গোলোক ও গোকুলে পার্থক্য কি ?

"গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এই মাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান।"

—ব্রঃ সং ৫।২

৬। মাথুরমণ্ডল ও গোলোকে পার্থক্য কি ?

"যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তবর্ত্তী মথুরাধাম, অপ্রকট-লীলার গোলোক।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৭। প্রকট ও অপ্রকট-লীলার ব্রজ কিরূপ ?

"নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজে সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয় রসের নিত্যাবস্থান। কবিরাজ গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন—"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥" 'ব্রজের সহিতে' এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটী চিন্ময় ধামের অচিন্ত্য পীঠ আছে। সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই ; কেন না, তথায় গোলোক অপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকট-ব্রজে অপ্রকট-ব্রজেরই বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আঃ ৪।৪৬-৫০

৮। গোকুলে গোলোক-দর্শন কিরূপ ?

"কৃষ্ণের চিন্ময়ী-লীলা নিত্য। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু-দর্শনে

অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন ; এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়িত, তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক-বিশ্ব দর্শন করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৯। কৃষ্ণধামের স্বরূপ কি ?

"কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই, সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ ; ফল, ফুল, কিশলয়ই তথাকার সম্পত্তি ; গোধন-সমূহই প্রজা ; রাখালগণ সখা ; গোপীগণই সঙ্গিনী ; নবনীত, দধি, দুগ্ধই খাদ্য-দ্রব্য ; সমস্ত কানন ও উপবনই কৃষ্ণ-প্রেমময় ; যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্তা ; সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণ-পরিচারিকা। যে বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখনও উপাসকের তুল্য, কখনও তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

১০। গোলোকে কি অসুর-মারণাদি লীলা আছে ?

"গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান-মাত্রেই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১১। ধাম-দর্শনে অধিকারী কে ?

"ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্ম্মুখ-চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

——:০:——

ত্রয়োদশ বৈভব

শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে কৃষ্ণানুশীলন করেন ?

"পুরীতে * * * আমি গোপীনাথ পণ্ডিতকে আমার পাঠের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিলাম। প্রথমে সমস্ত দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত শ্রীধরস্বামীর টীকার সহিত আমি তাঁহার নিকট পড়িলাম। আমার সঙ্গে তখন হরিহরদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করেন : কিন্তু ৫।৭ দিনের মধ্যে উঁহারা এত পশ্চাৎপদ হইলেন যে, শেষে আমার নিকট পড়িতে লাগিলেন। উঁহারা তৎপূর্ব্বে নদীয়া ও কাশীতে ন্যায়-বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছিলেন। * * * পুরীতে রীতিমত গ্রন্থ পাঠ করিলাম। ভাগবত শেষ করিয়া 'ষট্সন্দর্ভ' নকল করিয়া লইয়া পড়িলাম। বেদান্তের বলদেব-কৃত গোবিন্দভাষ্য লিখিয়া লইয়া পড়িলাম। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পড়িলাম। 'হরিভক্তিকল্প-লতিকা' লিখিয়া লইলাম। নিজে কিছু কিছু সংস্কৃত রচনা করিতে লাগিলাম। 'দত্তকৌস্তুভ' নামক সংস্কৃত-গ্রন্থ পুরীতেই রচনা করি। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'র অনেক শ্লোকই সেই সময়ে রচনা করি। * * * পরমানন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন আমার নিকট ভাগবত পড়েন। ঐ সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের বাটীতে আমাদের ভাগবত-সংসদ্ হয়। মহান্ত নারায়ণদাস, মোহনদাস, উত্তর পার্শ্বের মহান্ত হরিহর-দাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই সেই সভায় যান। কান্থাধারী রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় আমাদের সে সভার বিরোধী হইয়া অনেকগুলি লোককে সে সভায় যাইতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথ দাস বাবাজী তখন হাতী আখড়ায় থাকেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং সকল কথা জানিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা করিয়া কহিলেন,—'আপনাকে তিলক-মালা না দেখিয়া আমার অবজ্ঞা করা অপরাধ হইয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন।' আমি বলিলাম,

—'বাবাজী মহাশয় ! আমার দোষ কি ? তিলক-মালা দীক্ষাগুরু দিয়া থাকেন, প্রভু আমাকে এখন পর্য্যন্ত দীক্ষাগুরু দেন নাই। আমি কেবল মালায় হরিনাম জপ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক-মালা লওয়া কি ভাল ?' বাবাজী মহাশয় সকল কথা বুঝিয়া আমার প্রশংসা করিলেন। আমাকে কৃপা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার অনুগত থাকিলাম।

টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাটী যাইতে পথে সাতাসন-ভজনকুটী। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ অণুক্ষণ ভজন করিতেন। স্বরূপদাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। তিনি সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গনে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নাম-গান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার রাত্রি ১০টার সময়ে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্টবাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন। আমাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—'তুমি কৃষ্ণনাম ভুলিবে না'।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২। পুরীতে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপভাবে ভজন করিয়াছেন ?

"পুরীতে থাকায় * * * আমরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে দর্শন, নাম-কীর্ত্তন, শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের জন্য যাইতাম। মহাপ্রসাদ অরহর ডাল না খাইলে একদিনও তৃপ্তিলাভ করিতাম না। আমি মন্দিরে প্রবেশ করিবা-মাত্র কে যেন আমাকে প্রত্যহই ডাল আনিয়া দিত।

মন্দিরের এক পার্শ্বে মুক্তিমণ্ডপ ; সেখানে শাসন-ব্রাহ্মণ-মাত্র বসিতে পান, তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী। সেদিকে গেলে আমার মন তুষ্টি লাভ করিত না। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে অথবা শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট বসিতাম। আমরা বসিলে মুক্তিমণ্ডপের অনেক পণ্ডিত আসিয়া তথায় বসিতেন। আমি ঐ স্থানটিকে ভক্ত-প্রাঙ্গণ বলিয়া নাম দিয়াছিলাম ; সেইখানেই ক্রমশঃ আমাদের বিদ্বৎসভার উন্নতি হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির যেরূপ উচ্চ ও মনোহারী, সেবাও তদ্রূপ অপরূপ। যে লীলাই দর্শন করা যায়, তাহাই চিত্তকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যা-আরত্রিক প্রভৃতি দৈনন্দিন উৎসব দেখিতে প্রত্যহই ৫।৭ শত লোক উপস্থিত থাকেন, কি আনন্দ! পর্ব্বযাত্রায় নানাবিধ যাত্রী সমস্ত ভারত হইতে আসিতে থাকে ; দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। * * * দোল-যাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতিতে অনেক যাত্রী হয়। আমার প্রতি তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল। * * পূর্ব্বকালে যাত্রীদিগকে যে পরিশ্রমের সহিত দর্শন করাইতাম, তাহা আমি আর নিজে কি লিখিব। যাত্রী-দিগের দর্শন-সুবিধা ও শীঘ্র প্রসাদ-সেবনের সুবিধা করিতে গিয়া অনেক লোকের বিরাগ-ভাজন হইতাম। রাজা প্রভৃতি মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ কখনও কখনও স্বার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে অন্যায় কার্য্য করিতেন। আমি সেই সকল নিবারণ করিতে গিয়া রাজা ও রাজার লোকদিগের শত্রুতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রভু জগন্নাথদেব আমার সহায় থাকায় কেহ আমার কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। আমি স্বচ্ছন্দে প্রায় পাঁচ বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় কাটাইয়া-

ছিলাম। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি বাসা বদল করি।
* * * ১২৮০ সালের ২৫শে মাঘ বিমল রামচাঁদ আঢ্যের দরুণ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের অন্নপ্রাশনাদি সকল শুভকর্ম্ম শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। সকল কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া আমরা প্রসাদনিষ্ঠ হইয়াছিলাম।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৩। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা কি তত্ত্ব ?

"*Jagannath* is the emblem of God having no other form than the eyes and hands. They mean to show that God sees and knows and creates. *Balaram* is the source of *Jiva Shakti* of God; *Shubhadra* is the *Maya-Shakti, Sudarsan* is the energy of Will."

The Temple of Jagannath at Puri

৪। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ 'ভজনকুটী' কেন আশ্রয় করিলেন ?

"আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভজন-কুটীরে উপবিষ্ট। বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিসেবিত বহুজনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করতঃ কেনই বা আমরা এই সুদূর প্রদেশে পলাইয়া আছি ? বহু দিবস পূর্ব্বে যখন আমরা এই সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটি আশা ছিল যে, এই পত্রিকা দ্বারা জগতে যতই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বঙ্গভূমির বহু প্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন নিরাকারবাদী কৃতবিদ্য ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করতঃ বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সংসার-সেবিগণও বৈষ্ণবধর্ম্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করতঃ তাহাতে আকৃষ্টমনাঃ হইলেন। বহির্ম্মুখ গীতবাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের স্রোতে প্রাণ মন ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ

মনে করিতে লাগিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে ক্রমে ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের গরিমা যখন প্রায় সমুদয় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিলেন, বঙ্গভূমির ঈদৃশ আশাতিরিক্ত ভাব-দর্শনে যখন আমরা দিন দিন নবোৎসাহে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রচার করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম-তপনের প্রখর তাপে যে-সমুদয় খদ্যোতিকাপ্রায় উপধর্ম্মসমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করতঃ উপস্থিত হইল। কিয়ৎকালের জন্য বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত মায়াবাদরূপ আসুরিক ধর্ম্ম কতকগুলি স্মৃতি-বচনের আবরণে নৈয়ায়িক-স্মার্ত্ত-অধ্যাপক-তরণীর আশ্রয়ে বক্তৃতা-ছলে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোগীও তাহাদের সহযোগি-স্বরূপে উদিত হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-বিলাসী কতকগুলি জগজ্জঞ্জাল পুনরায় কতকগুলি উপধর্ম্ম আশ্রয় করতঃ আপনাদিগকে সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জনসমাজে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠার কতিপয় কীট স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' (?) বলিয়া মূর্খ-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় নামে আপনা-আপনকে নানারূপ আচার্য্য-পদোচিত প্রতিষ্ঠা-ভূষায় ভূষিত করতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মত-নিচয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থার দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। আমরা ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ গাঢ়রূপে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের এই শ্লোকটী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিল—

'কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কন্টককোটিরুদ্ধঃ

হা হা ক্বযামি বিকলঃ কিমহং করোমি ।
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥

কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয় নিচয় ।
ভক্তিপথ এবে কোটি কন্টকাদিময় ॥
কোথা যাব, কি করিব, হ'য়েছি বিকল ।
না পাইলে গৌরচন্দ্র তব কৃপা-বল ॥'

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্হান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকট-স্হান শ্রীক্ষেত্রে স্বর্ণ-বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু হৃদয়ে জানাইলেন—

'অয়ি সজ্জনতোষণি ! তুমি শান্তি লাভ কর। এই সংসারে জীবগণ জন্মজন্মান্তরীণ স্ব-স্ব-কর্ম্মানুরূপ যে স্বভাব লাভ করে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা করিবে, তাহা তাহাদিগের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না ; সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা-আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিয়াছি, তথায় অবস্হান করতঃ দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অণুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমা শ্রবণে তাহাদের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে, তৎকৃপাক্রমে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।' হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা তখন উত্তালতরঙ্গমালা-পরিসেবিত বেলাভূমে ভজন-কুটীর বাঁধিলাম।"

—'নববর্ষ আর্ত্তি-নিবেদন', সঃ তোঃ ১৫।১

চতুর্দ্দশ বৈভব

মহাপ্রসাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। মহাপ্রসাদ কি জড়বস্তু নহে ?

"মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধবৈষ্ণব—এই চারিটি এ জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎপ্রকাশক।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

২। কেন জগতে মহাপ্রসাদের অবতার হইল ?

"কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥"

—'প্রসাদ সেবায়', গীঃ

৩। প্রসাদ-সেবার ফল কি ?

"প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ-জয়।"

—'প্রসাদ সেবায়', শঃ

৪। মহাপ্রসাদের কৃপায় কি লাভ হয় ?

"মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি তা'র মিলিবে নিশ্চয় ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১৩১

৫। প্রসাদে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে কি হয় ?

"যে-সময়ে আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলাম, সে সময়েও অনেক স্মার্ত্ত-পণ্ডিতকে মহাপ্রসাদ-বিষয়ে কুতর্ক করিতে শুনিয়াছি। কেহ বলিতেন,—মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ সেবন করা কর্ত্তব্য; কেহ বলিতেন, মন্দিরের বাহিরে পঞ্চ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসাদ-সেবন কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বা বলিতেন, মহাপ্রসাদ সর্ব্বদা শূদ্রস্পৃষ্ট, মন্দিরের ভিতরে বা মন্দিরের বাহিরে কোথাও সেবন করা উচিত নয়। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের প্রতি যে-সকল দৈবদণ্ড হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।"

—'শ্রীমহাপ্রসাদে বিতর্ক', সঃ তোঃ ১০।৮

৬। ভগবানকে নৈবেদ্য বা ভোগ প্রদান করার আবশ্যকতা কি? মহাপ্রসাদ গ্রহণেরই বা সার্থকতা কি?

"The system of *Mahaprasad* is not only emblamatic of the superior life of the *Vaishnavas*, but it is a part of the worship which ordinary theists cannot fully understand. The ordinary men are very much inclined to preserve the superiority of Reason over the intuitive feelings of man towards the God of Love. We must now proceed to show with healthy arguments that our intuitive feelings want us to offer everything we eat to the God of our heart.

We must first examine the arguments of the antagonists. The Rationalist holds that God is Infinite and without wants, and consequently it is foolish to offer eatables to such a Being. It is a sacrilege to offer created things to the Creator and thereby to degrade the Divinity of God into humanity. These are reasonable arguments indeed, and one who has heard them will be certainly inclined to declare to others "Down with the *Mahaprasad*." These conclusions, however reasonable, are dry and destructive. They tend to separate us from all connections with God in the form of worship. When you say that the Infinite wants nothing, you forbid all contemplation and prayer. The Infinite does not want your grateful expressions or, in other words, flattery. Utter a word to the Unconditioned and you are sure to degrade Him into a conditioned Being. Hymns, prayers and

sermons are all over! shut your temple-door and the church-gates, because our Rationalist has advised you to do so. Believe a creating principle and you have done your duty! Oh! What a shame! What a dreadful fall! Theists, beware of these degrading principles!

Now the Rationalist appears in another shape and admits prayers, sermons, psalms and church-going, saying that these things are wanted for the improvement of the soul, but God does not want them at all. We are glad that the Rationalist has come towards us and will make further approaches in course of time.

Yes, the progressive Rationalist has admitted a very broad principle in Theology, viz, whatever we do towards God is for our own benefit and not for the benefit of God, who is not in want of any such thing. But the Rationalist is a Rationalist still and will continue to be so, as long as he will seek self-interest. We know for certain that Religion promises to give eternal felicity to man and it is impossible to conceive of any Religion which has not at its bottom self-interest. This view, however, smells of Utilitarianism and can never claim to be Theistic. We must love God for God's sake however unreasonable our action may be. Our love must be without any object whatever that concerns ourselves. This love must be a natural emotion to the Deity as our Lover without inference or experience. Salvation, dear as it is, should not be the object of this love: what then about other shapes of felicity? "Love to God" is its own reward. Salvation as a concomitant consequence, must be a hand-maid of Love, but we must not look on it as its main object. If the Rationalist be prepared to believe this, he becomes a Theist of the *Vaishnava* class; but the mere

assuming of the name is of no consequer.cc. Though fully aware that the Unconditioned has no conditions whatever, yet our holy and sweet principle of love takes a quite different view of the matter. Reason says one thing but Love prescribes its contrary. Reason tells me that God has no sorrow, but Love sees God in tears for those of His sons that are misled to evil. Reason tells me that the strict laws of God reward and punish me in a cold manner but Love reveals that God slackens His laws to the Repentant soul! Reason tells me that with all his improvements, man will never touch the Absolute God; but Love preaches that on the conversion of the soul into a state of spiritual womanhood, God, Unconditioned as He is, accepts an eternal marriage with the conditioned soul of man! Reason tells me that God is in Infinite space and time, but Love describes that the All Beautiful God is sitting before us like a respected relative and enjoying all the pleasures of society. As a father in his amusements with his young children, God is spreading all sorts of delicious food all over the earth and expecting that His sons would gather them for their own benefit; but the loving children out of their holy and unmixed love, gather all the scattered blessings and, without the exercise of reason in consequence of a strong feeling of love, offer all the blessings to the Father whom they love more than their lives. The Father again, in reply to their kind feelings, gives back the blessings to the children an tells them these kindlier words. "O! My children! These are blessings intended for you !Out of your natural love you bring themto me for my enjoyment; but I have naturally no wants to supply. But then I have accepted that part of your offering which corresponds with me viz. your unmixed love and disinterested

affections for which alone I am exceedingly anxious. Take back these sweet things and enjoy them." This process of disinterested love, which dry reason can never brook, sanctifies the food we take, and leaves us to harmless enjoyment for all the days of our natural life ! This is a system of sincere worship which Theists of a higher class alone can act upon. We cannot express the joy we often felt when we took the holy *Mahaprasad* in the temple ! The holiness we attach to it is its sweetness and often pray that all men may enjoy it."

—The Temple of Jagannath at Puri

——::O::——

পঞ্চদশ বৈভব

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কৃষ্ণস্বরূপ বিমল প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী কেন?

"পরম তত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে-সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটিই বিমল প্রেমের একমাত্র অধিকতম উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে 'আল্লা'র ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না; অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্য-তত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্য-বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম যে 'গডে'র ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত-তত্ত্ব। ব্রহ্মের ত' কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ-প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না; পরন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিমল-প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপে চিন্ময় ব্রজ-ধামে নিত্য-বিরাজমান আছেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২। কৃষ্ণ ব্যতীত কি বিশুদ্ধ-প্রেমের বিষয়ান্তর নাই?

"যদিও ভাষাভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব, প্রভৃতি শব্দসকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তল্লক্ষণ লক্ষিত নাম, ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৩। বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ কি?

"শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে কৃষ্ণতত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হন।

—তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৪। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ কি পৃথক্ তত্ত্ব?

"ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব, যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।

—চৈঃ শিঃ ১৷৩

৫। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কি?

"শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

৬। ব্রহ্ম ও ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহাদের উপাসনাগত ফলের তারতম্য কি?

"ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন। ব্রহ্ম সেই ভগবানের মহা-বিভূতি; ব্রহ্ম—ব্যতিরেক-গুণ অর্থাৎ অপ্রকটিত-শক্তিসম্পন্নতা-ভাব-মাত্র। প্রকটিত-অবিচিন্ত্য-অদ্ভুত-বিচিত্র-শক্তিবিশিষ্ট সেই বস্তুই ভগবান্; এইজন্যই সগুণ-নির্গুণাদি বিরুদ্ধ গুণ-সমূহ তাঁহাতে সামঞ্জস্যরূপে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং ব্রহ্মে কেবল শুষ্কজ্ঞান সংযোগ দ্বারা জীবের মোক্ষমাত্র তুচ্ছ-সুখ-লাভ। ভগবানে নির্ম্মল ভক্তিরসাস্বাদনরূপ ভূমা-সুখের সম্ভব।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৭। ব্রহ্ম ও ভগবৎস্বরূপের বৈশিষ্ট্য কি?

"শর্করা-পিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণপাদপদ্মই সুখরূপ ও সুখাধার। ব্রহ্ম কেবল সেই সুখ-মাত্র, কিন্তু সুখাধার ন'ন। ভগবান্ ও ব্রহ্মে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শক্তি হইতে পর্য্যবসিত হয়।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৮। শ্রীকৃষ্ণে কি দেহ-দেহি-ভেদ আছে?

"শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয়-শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মী-ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে

যে দেহ, সেই দেহী ; যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মী। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

৯। পরব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা অযৌক্তিক কেন ?

"যাহা কিছু আছে, তাহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা সে বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। পরব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে সৃষ্ট-বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন ? যদি সৃষ্ট-বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎ এক হইয়া যায় ! আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

১০। পরমেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব সম্ভব নহে কেন ?

"পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যে-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন।

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

১১। ব্রহ্মকে কেন ভগবত্তত্ত্বের অঙ্গকান্তি বলা হয় ?

"ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ-স্বরূপ ; যেহেতু তাহাই বিশেষ্য-তত্ত্ব ; ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণ-দ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না, তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'—এইভাবে ভগবানের একটি বিশ্ব-সম্বন্ধী আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটি—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ; দ্বিতীয়টী—সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক-চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্ব-সম্বন্ধী ভাব। অতএব

ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থই হইয়া থাকে।”

—‘বস্তুনির্দ্দেশ’, সঃ তোঃ ২।৬

১২। ব্রহ্ম কি বস্তু? তিনি পূর্ণ-সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রকাশ?

“শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতিরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া ‘ব্রহ্ম’ নামে অভিহিত হয়।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

১৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যে ব্রহ্মের আশ্রয়, তৎসম্বন্ধে গীতা-প্রমাণ কি?

“নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস,—এই সমুদয়ই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।”

—রঃ ভাঃ ১৪।২৭

১৪। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পার্থক্য কি?

“পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। নিঃশক্তিক-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই একদেশ-মাত্র।”

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ, ৩২

১৫। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ কি কি?

“পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ—অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি বিরাট্—ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ। ব্যষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎহৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ-বিশেষ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

১৬। ব্রহ্ম-দর্শন, পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবদ্-দর্শনে পার্থক্য কি?

“ব্রহ্ম-দর্শন ও পরমাত্ম-দর্শন—সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্ম-দর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-

দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষু দ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপমাত্র লক্ষিত হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৭। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ কি?

"নিঃশক্তি নির্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ-ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবান্ই স্বরূপতত্ত্ব, ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাবরূপ জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাও তাঁহারই জগৎ-প্রবিষ্ট অংশ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৮। অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণে কোন্ সময় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার উপস্থিত হয়?

"অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। জ্ঞান-চর্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১৯। কৃষ্ণলীলার স্বরূপ কি?

"কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে॥
সেই-ত' আনন্দ-লীলা যা'র নাহি অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড-অনন্ত॥"

—'সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

২০। কৃষ্ণের স্বকীয় ও পারকীয় রসের বিচার কিরূপ?

"কৃষ্ণের আত্মারামতা-ধর্ম্ম নিত্য হইলেও লীলারামতা-ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

২১। আশ্রয় ও বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা কোন্ কোন্ তত্ত্ব ?

"শ্রীরাধিকার অনুরাগরূপে আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

২২। কৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট-লীলার স্বরূপ কি ?

"কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানুষের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবন-লীলা. তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট-লীলা। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন।"

—ব্রঃ সং ৫।৩

২৩। 'মথুরা', 'বসুদেব', 'দেবকী', 'কংস', 'কংসকারাগার'—এ সকল তত্ত্বতঃ কি ?

"মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞান-বিভাগরূপ মথুরায় বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্ত্বতদিগের বংশ-সম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতী হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন।"

—কৃঃ সং ৪।১

২৪। দেবকীর ষট্‌পুত্র ও সপ্তম পুত্র বলদেব কি তত্ত্ব ? দেবকী-নন্দনকে কংসভয়ে ব্রজে আনয়নের রহস্য কি ?

"সেই দম্পতীর যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয় : কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে। ভগবদ্‌দাস্য-ভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধজীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজ-মন্দিরে গমন করিলেন।

তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন।"

—কৃঃ সং ৪।৫-৮

২৫। কৃষ্ণলীলা কি নরচরিত্র হইতে গৃহীত কোন কল্পনা ?

"নির্ম্মল কৃষ্ণ-চরিত্র শ্রীব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব-চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই; অথবা নর-চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ-পূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই।"

—কৃঃ সং ৩।১৬

২৬। কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য কেন ?

"অধিকার-ভেদে কোন ভক্ত-হৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-জন্ম হইতেছে, কোন ভক্ত-হৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনা-বধ, কোন হৃদয়ে কংস-বধ, কোন হৃদয়ে কুব্জা-প্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ-সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীব-সকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত; এক জগতে এক লীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বদ্‌রূপে বর্ত্তমান আছেন। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী।"

—কৃঃ সং ৭।১

২৭। বস্ত্রহরণ-লীলাটি কি ?

"যে-সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। ভক্তদিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিলেন।"

—কৃঃ সং ৫।৩-৪

২৮। রাসাদি-লীলা কি অশ্লীল নহে ?

"চিদ্গত মহারাস-লীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবই

নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতি-সূত্রে সমস্ত চিৎ-স্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব, চিদ্গত ভোক্তা-ভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটি বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ-সম্বন্ধীয় বাক্য সকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই।"

—কৃঃ সং ৫।১৯

২৯। উগ্রসেন কংস, কংস-ভার্য্যা ও জরাসন্ধ কি তত্ত্ব ?

"নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তজ্জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি-নামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপ জরাসন্ধকে আপন-আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন।"

—কৃঃ সং ৫।২৫-২৬

৩০। কৃষ্ণলীলা কি মানব-কল্পিত ব্যাপার নহে ?

"কৃষ্ণলীলা কোন নরকল্পনার বিষয় নয়, অথবা বঞ্চিত লোকের অধম ও অন্ধ বিশ্বাস নয়, ইহা কেবল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। * * তার্কিক ও নৈতিকবুদ্ধি কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারে না। * * তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অন্যদিকে দেদীপ্যমান হইয়া চিদালোক বিতরণ করে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

৩১। কৃষ্ণলীলা কি আধ্যাত্মিক বা রূপক ?

"আমরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে অপ্রাকৃত মনে করি,

আধ্যাত্মিক মনে করি না। রূপক-বর্ণন দ্বারা শুষ্ক অভেদবাদকে বুঝাইবার জন্য যে-সকল চেষ্টা হয়, তাহা আধ্যাত্মিক ; কেন না, তাহাতে প্রাকৃত-বৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক তন্নিরসনদ্বারা অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কিন্তু ব্রজলীলা বর্ণন সেরূপ নয়। প্রাকৃত-বৈচিত্র্যের আদর্শ-স্থলীয় অপ্রাকৃত-চিন্ময়-বৈচিত্র্য আছে। যে-সকল বর্ণন পাঠ করিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে অপ্রাকৃত বর্ণন বলে।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

৩২। কৃষ্ণলীলা কেন আধ্যাত্মিক নহে ?

"কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিকী নয়। যে-স্থলে সকল তত্ত্বই একমাত্র ব্রহ্মাত্মায় পর্য্যবসিত করা যায়, সেই স্থলে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উদয় হয় ; মায়াবাদই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক অর্থের ও ভাবের যেখানে প্রবলতা, সেখানে কৃষ্ণলীলা ও চিন্ময় বৃন্দাবন-লীলার নির্ব্বাণ হয়। কৃষ্ণলীলা বিচিত্র। আধ্যাত্মিক-ভাব ও বৈচিত্র্য-ভাব—পরস্পর বিপরীত। আধ্যাত্মিক-ভাবে সেই পরম তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় সুপ্ত-শক্তিক ব্রহ্ম। বিচিত্রশক্তি-ক্রিয়াতেই কেবল নিত্যরূপে কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। এই দুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-তত্ত্বে পরস্পর বিরোধ করে না। সুতরাং জ্ঞানমার্গে আধ্যাত্মিকভাবে যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্ম উদিত থাকেন, সেই কালেই বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন পরমতত্ত্ব নিত্যধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিতে থাকেন। মানব-বিচারে এইরূপ যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্থান পায় না ; কিন্তু যাঁহার প্রতি সেই পরম-তত্ত্বের কৃপা হয়, তিনিই সেই বিরুদ্ধ তত্ত্বে সামঞ্জস্য দেখিতে পান। অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৩৩। কৃষ্ণলীলা কি পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার-বিশেষ ?

"অপ্রাকৃত-লীলায় যে-কিছু ব্যাপার বর্ণিত আছে, সকলই নিত্য সত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। জড়ীয় ইতিহাস ও অপ্রাকৃত-লীলার ভেদ এই যে, জড়ীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভৌতিক ও

দেশ-কালের অধীন, সুতরাং অনিত্য। অপ্রাকৃত-লীলা জড়ীয় ব্যাপারের ন্যায় ভাসমান হইলেও তাহাতে ভৌতিকত্ব নাই ; সে-সমস্তই চিন্ময়। ভৌতিক চক্ষে কৃষ্ণ-কৃপায় দৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহার কোন অংশই এই পাঞ্চভৌতিক জগতের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণলীলা প্রকৃতির অতীত, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বলিলে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—এইমাত্র বুঝিতে হইবে ; তাহা চিন্ময় জীবের চিদিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বটে।”

—‘সমালোচনা’, সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৩৪। কৃষ্ণলীলা কিরূপে নির্গুণ ? কৃষ্ণলীলার উপকরণ কি ?

“এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব। এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্তই অনবদ্য ; সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ ; দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত—ত্রিগুণাতীত ; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রস পুষ্টি করিবার জন্য নির্দ্দোষ-কাল, নির্দ্দোষ-দেশ ও নির্দ্দোষ-আকাশ-জলাদি কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময়-কালে (যাহাতে জড়ীয় কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয় ;—নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ণকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্ণকাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল—এইরূপ অষ্টকালে দিবা-রাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৩৫। প্রকট-ব্রজলীলা কয় প্রকার ?

“প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দুই প্রকার—ব্রজে অষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য ; আর পূতনা-বধাদি ও দূর-প্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।”

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

৩৬। অসুর-মারণাদি-লীলায় কি শিক্ষা আছে ?

“অসুরমারণাদি-লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা যায়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

৩৭। ভগবান্ সাকার,—না নিরাকার ?

"তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও চিৎসাকার। চিৎসাকার হইতে পারেন না—এ কথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি অস্বীকার করা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

৩৮। বেদ পরমেশ্বরকে নিরাকার বলেন কেন ?

"জড়পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এইজন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না—এইজন্যই বেদে কোন কোন স্থলে তাঁহার নিরাকার (?) বলিয়া উক্তি হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ১১

৩৯। পরমেশ্বরকে সাকার, অথবা নিরাকার, কোন্ বিচারে বিচার করা ভাল ?

"পরমেশ্বর—বস্তুতঃ চিৎসাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে-সকল ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন একটির প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না, বলিতে হইবে।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪০। নিরাকার ও চিদাকারের স্বরূপ কি ?

"বেদশাস্ত্র-মতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নিত্য। নিরাকার ধর্ম প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ অর্থাৎ জড়ীয় সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময় বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িক-সত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৬-১৬৭

৪১। সাকার ও নিরাকার উভয় কথাই পরমেশ্বরের প্রতি যুগপৎ সত্য কিরূপে ?

"সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ নিতান্ত অকর্মণ্য। পরমেশ্বরের

ভৌতিক আকার নাই, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সকল—ভক্তেরই গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে সাকার, —ইহা বলা যাইতে পারে ; অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪২। কিরূপে ভগবানের একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকা সম্ভব হইতে পারে ?

"বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও চিৎসাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৩। পরমেশ্বর কি জীবকৃত অথবা স্বকৃত বিধি-বাধ্য ?

"শারীরিক নিয়ম এই যে এক হস্ত পরিমিত দড়িতে এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে, কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধি সকলের বিধাতা ; অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৪। পরমেশ্বর কি দেশ-কালের অধীন-তত্ত্ব ?

"Our ideas are constrained by the idea of space and time, but God is above that constraint."

—*The Bhagabat : Its Philosophy Its Ethics & Its Theology.*

৪৫। কোন্ সময়ে সাকার-নিরাকারের বিবাদ-ভঞ্জন হয় ?

"সাত্বত-তত্ত্ব—সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকাররূপ বিবাদে সারগ্রাহিগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৬। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব কেন ?

"চতুঃষষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ব্যতীত

তাঁহার কোন বিলাস-মূর্ত্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া ষষ্টি-সংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিদ্ভাবে চিদ্ঘনবিগ্রহ পরব্যোম-পতি নারায়ণে দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ বিযুক্ত হইয়া অবশিষ্ট পঞ্চান্নটী গুণ অংশরূপে শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র—ইঁহারা সেই ভগবানের অংশ, গুণ-বিশিষ্ট, জগদ্-ব্যাপারে অধিকার-প্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অবতার-বিশেষ ; স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস। তাঁহাদের কৃপায় বহু বহু জন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন।”

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের নিকট কিরূপ ?

“সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকত-বৎসল নাম,
ভকত-জনের নিত্য স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥”

—শঃ

৪৮। শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় কেন ?

“শ্রীকৃষ্ণ—পরম তত্ত্ব, তাঁ'র লীলা—শুদ্ধ সত্ত্ব,
মায়া যাঁ'র দূরস্থিতা দাসী।
জীব প্রতি কৃপা করি' লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল-অভিলাষী ॥”

—‘শ্রীরূপানুগ ভজন-দর্পণ’ ২৮, গীঃ মাঃ

৪৯। পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি ?

“বহু স্যাম্’ (তৈঃ উঃ ব্রঃ—৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতি-মতে ভগবান যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ‘স ঐক্ষত’ (ঐতঃ উঃ—১।১) এই বাক্য-মতে প্রাকৃত শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত-মন-নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। তবে ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে মন-নয়ন

প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত নেত্র-মন ছিল,—ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৪৩-১৪৮

৫০। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-বিচার কিরূপ? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব,—না আপেক্ষিক?

"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে? অঙ্গই বা কাহারা? অঙ্গী তাহাকেই বলি—যাহাতে অঙ্গগুলি ন্যস্ত থাকে, যথা, বৃক্ষ—অঙ্গী, তাহার ডালপালা—অঙ্গ। শরীর—অঙ্গী, হস্ত-পদাদি—অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গ-স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি—অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও যশঃ—এই তিনটি অঙ্গ; যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণ-রূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নয়। নির্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ-কান্তি। নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব ন'ন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশ-গুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নয়,—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

ষোড়শ বৈভব

অবতার-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। অবতার-তত্ত্ব কি ? ভগবান্ কেন জগতে অবতীর্ণ হন ?

"মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করতঃ নিজ-অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ও তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য—নিদর্ণ্ড, নিদর্ণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহাবতার হন। নর-পশুভাব-গত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র-মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায়—পরশুরাম এবং সভ্যাবস্থায়—রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি—এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। জীবের ক্রমোন্নত-হৃদয়ে যে-সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই 'অবতার'। সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করতঃ ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে-যে সময়ে একটী একটী অবস্থান্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে 'অবতার' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।"

—কৃঃ সং ৩।৫-১১ অনুবাদ

২। অবতার-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার কি ?

"অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত কোন কোন মহর্ষি অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ এবং কেহ কেহ চতুর্ব্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটী অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থার প্রথম হইতে

শেষ পর্য্যন্ত দশটি বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথমে—অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে—বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে—মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে—উত্থিত-মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নর-পশু-অবস্থা, পঞ্চমে—ক্ষুদ্র নর অবস্থা, ষষ্ঠে—অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে—সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে—জ্ঞানাবস্থা, নবমে—অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে—প্রলয়াবস্থা। জীবের এই প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও কল্কি—এই দশটি অবতার অপ্রাকৃত-লীলারূপে লক্ষিত হয়।"

—তঃ সূঃ, ৬ সূঃ

৩। আদ্যাবতারের লীলা কি?

"সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; তিনি কারণবারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করতঃ মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

৪। ভগবদাবির্ভাবের কারণ কি?

"ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার, * * * চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও অলঙ্ঘ্য-নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুষ্ক-জ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা, তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গ-বশতঃ যে-যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ।"

—তঃ সূঃ, ৬ সূঃ

৫। শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চাবতারের প্রয়োজনীয়তা কি?

"সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা-যন্ত্র দ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধ দ্বারা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং

প্রতিকৃতি দ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয়সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তিসাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহ-দ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৬। বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কি পৌত্তলিকতা?

"বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, সে ঈশ্বরাতিরিক্ত একটি পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক ও নিদর্শন-মাত্র।"

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৭। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন কিরূপে?

"শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎ-স্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তিবৃদ্ধিরূপ ফল দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ পদার্থের সহিত বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ-ফলকোৎপত্তিরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুদ্‌যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে!"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। ভক্তগণের অর্চ্চাবতারে ও জ্ঞানিগণের প্রতীকে পার্থক্য কি?

"শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদিত হন। মন হইতে নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময়-মূর্ত্তি দেখেন, তাঁহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিত বিগ্রহ সেরূপ নয়; তাহাদের মতে—একটি পার্থিব-তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে; পরে সেই মূর্ত্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছু নয়।"

—জৈঃ ধঃ ৫ম অঃ

৯। সকল অধিকারীই কি শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন?

"প্রতিমা-পূজা মানব-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত-চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্ত-চিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। **ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত-বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।"**

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

১০। প্রতীক-বিরোধী যুক্তিবাদিগণ মূর্ত্তি-পূজক কিরূপে?

"কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্য-বোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্ক-প্রিয়তা-নিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বর-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন. প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্ত্তি।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

১১। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কি বিচারে দর্শন করেন?

"The system of Jagannath is viewed in two different ways. The superstitious and the ignorant take it as a system of idolatry by worshipping the idols in the temple as God Almighty appearing in the shape of a carved wood for the salvation of the Orias. But the *Saragrahi Vaishnavas*

find the idols as emblems of some eternal truth which has been explained in the *Vedanta Sutras* of *Vyasa*."

—*The Temple of Jagannath at Puri.*

১২। শ্রীঅর্চ্চাবতার-বিরোধীর আধ্যক্ষিক-মতবাদ শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে খণ্ডন করিয়াছেন ?

"There are some who startle at the theory of worshipping *Srimurti !* Oh they say "It is idolatry to worship *'Srimurti' ! Srimurti* is an idol framed by an artist and introduced by no other than Beelzebub himself. Worshipping such an object would rouse the jealousy of God and limit His omnipotence, omniscience and omnispresence !" We would tell them, brethren ! Candidly understand the question and do not allow yourself to be misled by sectarian dogmas. God is not jealous, as he is without a second. Beelzebub or Satan is no other than an object of imagination or the subject of an allegory. An allegorical or imaginary being should not be allowed to act as an obstacle to *Bhakti*. Those who believe God to be Impersonal, simply identify Him with some power or attribute in Nature, though in fact He is above Nature, her laws and rules. His Holy wish is law and it will be sacrilege to confine His unlimited excellence by identifying Him with such attributes as omnipotence, omnipresence and omniscience,—attributes which may exist in created objects such as time and space etc. His excellence consists in having in Him mutually contradicting powers and attributes ruled by His Supernatural Self. He is identical with His All-beautiful Person having such powers as omnipresence, omniscience and omnipotence, the like of which cannot be found elsewhere. His Holy and Perfect Person exists eternally in the spiritual world and is at the same time existing in every created object and place in all its fulness.

This idea excels all other ideas of the Deity. Mahaprabhu rejects idolatry as well, but considers *Srimurti*-worship to be the only unexceptionable means of spiritual culture. It has been shewn that God is Personal and All-beautiful. Sages like Vyasa and others have seen that beauty in their soul's eye. They have left us descriptions. Of course word carries grossness of matter. But Truth still is perceivable in those descriptions. According to those descriptions one delineates a *Srimurti* and sees the great God of our heart there with intense pleasure ! Brethern ! is that wrong or sinful ? Those who say that God has no form either material or spiritual and again imagine a false form of worship are certainly idolatrous. But those who see the Spiritual Form of the Deity in their soul's eyes, carry that impression as far as possible to the mind and then frame an emblem for the satisfaction of the material eye for continual study of the higher feeling, are by no means idolatrous. While seeing a '*Srimurti*' do not even see the image itself but the spiritual model of the image and you are a pure theist. Idolatry and *Srimurti*-worship are two different things, but my brethren ! you simply confound one with the other out of hastiness. To tell you the truth, *Srimurti*-worship is the only true form of worship of the Deity, without which you cannot sufficiently cultivate your religious feelings. The world attracts you through your senses and as long as you do not see God in the objects of your senses, you live in an awkward position which scarcely helps you in securing you your spiritual elevation. Place a *Srimurti* in your house. Think that God Almighty is the guardian of the house. The food that you take is His *Prasad*. The flowers and scents are also His *Prasad*. The eye, the ear, the nose, the touch and the tongue all have a spiritual culture. You do it with a holy heart and God will know it and judge you by your sincerity.

Satan and Beelzebub will have nothing to do with you in that matter ! All sorts of worship are based on the principle of *Srimurti*. Look into the history of religion and you will come to this noble truth. The Semetic idea of a patriarchal God both in the pre-Christian period of Judaism and post-Christian period of Christianity and Mahomedanism is nothing but a limited idea of *Srimurti*. The monarchic idea of a Jove amongst the Greeks and of an Indra amongst the Aryan *Karmakandis* is also a distinct view of the same principle. The idea of a force and *Jyotirmaya Brahma* of the meditators and a formless energy of the *Shaktas* is also a very faint view of the *Srimurti*. In fact the principle of *Srimurti* is the Truth itself differently exhibited in different people according to their different phases of thought. Even Jaimini and Comte who are not prepared to accept a *creating* God, have prescribed certain phases of the *Srimurti*, simply because they have been impelled by some inward action from the soul ! Then again we meet with people who have adopted the Cross, the *Shalgram shila*, the *lingam* and such-like emblems as indicators of the inward ideas of *Srimurti*.

Furthermore, if the Divine compassion, love and justice could be portrayed by the pencil and expressed by the chisel, why should not the Personal Beauty of the Deity embracing all other attributes be portrayed in poetry or in picture or expressed by the chisel for the benefit of man ? If words could impress thoughts, the watch could indicate time and sign could tell us a history, why should not the picture or figure bring associations of higher thoughts and feelings with regard to the Transcendental Beauty of the Divine Personage ?"

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life and Precepts.*

——::o::——

সপ্তদশ বৈভব

ভগবদ্‌রসতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও অসমোর্দ্ধ রসস্বরূপ কেন ?

"শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই কেবল ঐ সর্ব্বোচ্চ রসের একমাত্র বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া ও মতবাদজনিত পূর্ব্ব সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, রসতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বপ্রকার স্বরূপাপেক্ষা নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ। * * * অন্যান্য স্বরূপ যেরূপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণসম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত গুনশালী। কৃষ্ণ-স্বরূপের আধিক্য এই যে, প্রপঞ্চ-মধ্যে পূর্ণ চিল্লীলা স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা জড়েন্দ্রিয়-সকলকে প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিকবৎ ব্যবহারেও সর্ব্বত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। বালকের সহিত প্রাণপ্রিয় বালকের ন্যায়, পিতা-মাতা গুরুজনের নিকট আশ্রিত শিশুর ন্যায়, মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের নিকট প্রাণনাথের ন্যায় ব্যবহারকালেও ঈশিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নরের নিকট নরলীলা করিতে করিতেও সমস্ত আধিকারিক দেবতার সর্ব্বেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিয়া পণ্ডিতবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদি গোপভাবে এই জগদুন্মাদিনী লীলা কৃপা-পূর্ব্বক প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ মধুর-রসের বিষয় বলিয়া পরমেশ্বরকে অনুভব করিতে পারিত ?"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

২। শ্রীকৃষ্ণের পারকীয়তা কি ঘৃণার্হা নহে ?

"কৃষ্ণই যে-স্থলে নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক-পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণ কি তত্ত্ব ?

"শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার মধুর-রসই ভক্তগণের উপাস্য। এই রসে

শ্রীরাধিকার অনুগত না হইলে রসাস্বাদন হয় না। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরব্রহ্ম। সচ্চিদ্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিণীই শ্রীরাধা। রাধা কৃষ্ণ—এক তত্ত্ব ; রসের বিস্তৃতির জন্য দুই রূপে প্রকাশ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৪। রস-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন-বিভাব কিরূপ ?

"বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীর-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের ঊর্ম্মি ও লহরী ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার মনে রস-সমুদ্রের ভাব উদিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন—'আহা, এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। জড়বস্তু হইয়াও আমার অতি গুপ্ত চিদ্ভাবকে উদ্‌ঘাটন করিতেছে। প্রভু আমাকে যে রস-সমুদ্রের কথা বলেন, সে এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রস-সমুদ্রের তীরে নিজ-মঞ্জরীস্বরূপে বসিয়া রসাস্বাদন করিতেছি। নবম্বুদ-বর্ণ কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বৃষভানুনন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকারই এই সমুদ্র। রসভাব-সমূহই এই ঊর্ম্মিমালা। যখন যে ভাব উঠিতেছে, তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে আমি, আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রস-সমুদ্রই—কৃষ্ণ ; সুতরাং সমুদ্র তদ্বর্ণবিশিষ্ট, তাহাতে প্রেমতরঙ্গ – রাধা, সুতরাং তাহাতে বর্ণলাবণ্যগত গৌরীত্ব। বৃহদ্ বৃহদ্ ঊর্ম্মিগণ—সখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ—সখীর পরিচারিকা। আমি একজন তন্মধ্য হইতে দূর-তটে নিক্ষিপ্তা অনু-পরিচারিকাবিশেষ।' এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্বিৎ লাভ করিয়া. ধীরে ধীরে শ্রীগুরুচরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দীনভাবে বসিলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

— —::০::— —

অষ্টাদশ বৈভব

শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কৃষ্ণনাম কি বস্তু ?

"শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বগত অখণ্ড রস কৃষ্ণাদি নামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণ-কৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২। বেদে উপদিষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

"বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হরিনামোপদেশই শ্রেষ্ঠ।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৩। নাম-ভজন একাধারে সাধ্য ও সাধন কিরূপে ?

"পরমেশ্বরের প্রসাদই সর্ব্বজীবের চরম উপেয় বা সাধ্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই উপেয় বা সাধ্যের মুখ্য সাধন নয় ; কেন না, তাহারা উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়। নাম-সাধনটি সেরূপ নয়। শ্রীনাম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন ; সুতরাং সাধ্য ও উপেয়রূপে সাধন বা উপায়রূপ নাম স্বয়ংই বর্ত্তমান থাকেন।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

৪। ভগবানের নাম কয় প্রকার ? নাম-সম্বন্ধে মুখ্য ও গৌণ বিচার কি ঠিক ?

"ভগবানের নাম দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ ; জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বন-পূর্ব্বক যে-সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধী ; যথা—'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্ব-নিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ-নাম। আবার মায়া-গুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণ-নাম-মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণ-নামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্য বর্ত্তমান, সেই সমস্ত

নামই চিন্ময় ও মুখ্য; যথা—'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল' ও 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্যনাম—এই সমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান।"

—জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৫। 'কৃষ্ণ' নামের বৈশিষ্ট্য কেন ?

" 'কৃষ্ণ'—এই নামটিই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-লক্ষণ পরম সত্তা-বাচক নিত্য নাম।"

—ব্রঃ সং ৫।১

৬। কৃষ্ণের প্রথম পরিচয় কি ?

"কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৭। নাম কি আভিধানিক শব্দ নহে ? জড় জিহ্বায় কি নাম উচ্চারণ হয় না ?

"জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময় শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য।"

—জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৮। যুগে যুগে তারকব্রহ্মনামের বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন ?

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাও ভগবদ্ভাবের উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে-সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা-পূর্ব্বক তারকব্রহ্মনামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৯। সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি?

"নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদই শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই শ্রীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদসকল যে বর্ণিত আছে, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্তের ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১০। ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি?

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এইটি ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রমসকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১১। দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি?

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

এইটি দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিতজনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই চারিটি রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১২। কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি?

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইটি সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই, মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতাই ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোনপ্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্ম কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন—ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছেন। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটি একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহী-জনগণের ইজ্যা, ব্রত ও অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনই এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশ-কাল-পাত্রের বিচার নাই। ইহাতে গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্ব অবলম্বন-পূর্ব্বক এই নাম-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা সারগ্রাহী-জনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিদেশীয় সারগ্রাহী-জনেরা—যাঁহাদের ভাষা ও সাংসারিক আশ্রম ভিন্ন, তাঁহারা এই নামের সমান কোন সাঙ্কেতিক উপাসনা-লিঙ্গ নিজ-নিজ-ভাষায় প্রস্তুত করতঃ অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ উপাসনা-কাণ্ডে কোন অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বৃথা তর্ক বা কোন অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে। যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে উহা কেবল প্রেমের উন্নতি-সূচক হইলে দোষ নাই।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৩। মুক্তাবস্থায় হরিনামের কি প্রয়োজন আছে? ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি কিরূপে হয়?

"জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থাতে শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। * * অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় লাভ ঘটে না।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

১৪। মহাপ্রভুর উপদেশ কি?

"জীবনটি কৃষ্ণনাম-ময় করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত এ সংসারে আর কিছুই সত্য বস্তু নাই।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু কি ভাবে জীবোদ্ধার করিয়াছেন ?

"কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৬। কিরূপে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ?

"প্রভু-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৭। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি অপরাধ কিরূপে বিনষ্ট হয় ?

"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধ যায় তরি'॥"

—ভঃ রঃ 'দ্বিতীয় যামসাধন'

১৮। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কি জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ?

"জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবেই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশ ভাব।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১৯। নাম কি ভাবে রূপ প্রকাশ করেন ?

"নামরূপ কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়-রূপ বিকশিত হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২০। নাম কিরূপে গুণ প্রকাশ করেন ?

"পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২১। নাম কিরূপে লীলা প্রকাশ করেন ?

"নামকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২২। বিরহ ও সম্ভোগ উভয়কালেই কি হরিনাম আস্বাদ্য ?

"বিরহ ও সম্ভোগ, উভয় অবস্থায়ই এইরূপ নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাদ্য।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৩। গোলোকস্থ ও ভূলোকস্থ কামবীজের পার্থক্য কি ?

"গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—বিশুদ্ধ চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

২৪। কৃষ্ণের বংশীনাদটি কি ?

"কৃষ্ণের মুরলীনাদ—সচ্চিদানন্দময় শব্দবিশেষ ; সুতরাং সমস্ত বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ত্তমান।"

—ব্রঃ সং ৫।২৭

২৫। ষোল নামের অষ্টযুগ কিরূপে অষ্টকাল-লীলায় শিক্ষাষ্টকের সহিত অনুশীলনীয় ?

"হরেকৃষ্ণ ষোল নাম অষ্টযুগ হয়।
অষ্টযুগ অর্থে অষ্ট শ্লোক প্রভু কয়॥
আদি হরেকৃষ্ণ অর্থে—অবিদ্যা-দমন।
শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
আর হরেকৃষ্ণ নাম—কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি।
সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ে জ্ঞানানুরক্তি॥
সেইত ভজনক্রমে সর্ব্বানর্থ নাশ।

অনর্থাপগমে নামে নিষ্ঠার বিকাশ ॥
তৃতীয়ে বিশুদ্ধ ভক্ত চরিত্রের সহ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-নামে নিষ্ঠা করে অহরহ ॥
চতুর্থেতে অহৈতুকী ভক্তি-উদ্দীপন ।
রুচি সহ হরে হরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
পঞ্চমেতে শুদ্ধদাস্য আসক্তি সহিত ।
হরেরাম সঙ্কীর্ত্তন স্মরণ বিহিত ॥
ষষ্ঠে ভাবাঙ্কুরে হরেরামেতি কীর্ত্তন ।
সংসারে অরুচি, কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ ॥
সপ্তমে মধুরাসক্তি রাধাপদাশ্রয় ।
বিপ্রলম্ভে রাম রাম নামের উদয় ॥
অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা প্রয়োজন লাভ ॥"

—ভঃ রঃ প্রথম যামসাধন

২৬। আকর্ষক-বাচক শ্রীকৃষ্ণনামই পরম মুখ্যতম কেন ?

"কোন এক বৃহদ্ গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তসকল ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল নামই বৃহদ্গুণ-বাচক। ঐ সমুদায় গুণে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। ভক্তি রাগরূপা এবং জীবেশ্বর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী সম্বন্ধরূপা অপ্রাকৃত রজ্জুবিশেষ। ইহার দ্বারাই ঈশ্বর কর্তৃক জীব অনন্তভাবে আকর্ষিত হইতেছেন ; অতএব সম্বন্ধ-সূত্রে আকর্ষণই ঈশ্বরের একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রকাশ। কৃষ্ণ—আকর্ষণ-শব্দ-বাচক ; অতএব উপাসনা-তত্ত্বে জীবের কৃষ্ণের সহিতই কেবল নিত্য-সম্বন্ধ।

—তঃ সূঃ, ৪০ সূঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

ঊনবিংশ বৈভব

শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। বৈকুণ্ঠে ভক্তগণের কি কি বিচিত্রতা আছে ?

"বৈকুণ্ঠে পঞ্চ প্রকার ভক্ত নিত্য বর্ত্তমান—(১) জ্ঞানভক্ত, (২) শুদ্ধ-ভক্ত, (৩) প্রেমভক্ত, (৪) প্রেমপরভক্ত এবং (৫) প্রেমাতুর ভক্ত। মুক্তিতে তুচ্ছ-বুদ্ধির সহিত ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি-মহিমাদি-জ্ঞানমিশ্র নববিধ সেবা-ভক্তিবিশিষ্ট ভরতাদিই জ্ঞানভক্ত। কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যশূন্য কেবলভক্তিকাম অম্বরীষাদিই শুদ্ধভক্ত। প্রীতির সহিত সেবামাত্র-বাসনা-যুক্ত শ্রীহনূমানাদিই প্রেম-ভক্ত। ভগবৎকৃপাজনিত বিশুদ্ধ প্রেমোৎপাদিত তদ্দর্শনোৎকণ্ঠ, নর্ম্মসখ্য সৌহার্দাদি-শৃঙ্খলবদ্ধ অর্জ্জুনাদিই প্রেমপর ভক্ত। সর্ব্বদা প্রেমসম্পত্তিবিহ্বল বিচিত্র-প্রেম-সম্বন্ধাকৃষ্টাশয় শ্রীউদ্ধবাদিই প্রেমাতুর ভক্ত।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

২। বৈকুণ্ঠে কি নারায়ণের মাতা-পিতা আছেন ?

"বৈকুণ্ঠে নিত্য-মাতা-পিতার সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাহা বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য-বিরুদ্ধ; অথচ নন্দ-যশোদাদির প্রেমাতুর গতি মনে করিলে ভক্তগণের শরীর শিহরিয়া উঠে।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৩। শুদ্ধব্রজানুগত ও নবদ্বীপানুগত ভক্তগণের অবস্থিতি কোথায় ?

"রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুদ্ধব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুদ্ধনবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্যসেবাগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোক ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সুখ লাভ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

৪। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ কি ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ হন ?

"চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে সর্ব্বদা এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য-সত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাবগতা নয়।"

—কৃঃ সং ৪।১৬

——ঃঃ০ঃঃ——

বিংশ বৈভব

শক্তিতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শক্তি ও শক্তিমান্ কি পৃথক্ ?

"পৃথক্ হইয়াও বস্তু ও বস্তুশক্তি অপৃথক্ ; পার্থক্য ও অপার্থক্য-যুগপৎ সিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক স্বভাব।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

২। শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনন্তত্ব কিরূপে যুক্তিযুক্ত ?

"নৌকা-গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ-গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটী ভাবের উদয় হয়, স্বীকার করিতে হইবে। গঠন-সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাবসকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-মাত্র ; অতএব শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনিত্য-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই।"

—তঃ সূঃ, ৬ সূঃ

৩। 'শক্তি' কেন স্ত্রীরূপা ?

"শক্তি পরাধীনা, এ প্রযুক্ত স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্যভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ একই পরম-তত্ত্ব।"

—তঃ সূঃ, ৭ সূঃ

৪। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির স্বরূপ ও কার্য্য কি ?

"ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থা জীবশক্তি, ছায়াপ্রকাশস্থলীয় বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তি-ক্রমে জৈবজগৎ। মায়া-শক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি কিংবা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎ সম্বন্ধ।"

—'সূচনা', শ্রীভাঃ মাঃ ১১

৫। শক্তির কি কি বিশেষ বিক্রম ?

"শক্তির বিশেষরূপ বিক্রম ত্রিবিধ—সন্ধিনী-বিক্রম, সম্বিদ্-বিক্রম ও হ্লাদিনী-বিক্রম। সন্ধিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত সত্তা। শরীরসত্তা, শেষসত্তা, কালসত্তা, সঙ্গসত্তা, উপকরণসত্তা প্রভৃতি সমুদয় সত্তাই সন্ধিনী-নিৰ্ম্মিত (প্রকটিত)। **সম্বিদ্-বিক্রম হইতে সমস্ত সম্বন্ধ জাতের ভাব।** হ্লাদিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত রস। **সত্তা ও সম্বন্ধ-ভাব-সকলের** শেষ প্রয়োজনই 'রস'। যাঁহারা বিশেষ মানেন না অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহারা অরসিক। বিশেষই রসের জীবন।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৬। স্বরূপ-শক্তিকে বেদ কি নামে অভিহিত করেন ?

"শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপ-শক্তির নাম—শবল।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

৭। সন্ধিনী-শক্তির কার্য্য কি ?

"সা শক্তিঃ সন্ধিনী ভূত্বা সত্তাজাতং বিতন্যতে।
পীঠসত্তাস্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী ॥
কৃষ্ণাদ্যাখ্যাভিধা সত্তা রূপসত্তা কলেবরম্।
রাধাদ্যা সঙ্গিনী-সত্তা সর্ব্বসত্তাতু সন্ধিনী ॥
সন্ধিনীশক্তিসম্ভূতাঃ সম্বন্ধা বিবিধা মতাঃ।
সর্ব্বাধারস্বরূপেয়ং সর্ব্বাকারা সদংশকা ॥

অর্থাৎ সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদিত হইয়াছে। পীঠসত্তা, অভিধাসত্তা, রূপসত্তা, সঙ্গিনীসত্তা, সম্বন্ধসত্তা, আধারসত্তা ও আকার প্রভৃতি সমস্ত সত্তাই সন্ধিনী-সম্ভূতা। সেই পরা শক্তির তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীবপ্রভাব ও অচিৎপ্রভাব। চিৎপ্রভাবটী স্বগত এবং জীব ও অচিৎপ্রভাবদ্বয় বিভিন্ন-তত্ত্বগত। শক্তির প্রভাবানুসারে ভাবসকলের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা যাইতেছে। চিৎ-প্রভাবগত পরা শক্তির সন্ধিনী-ভাবগত পীঠসত্তাই বৈকুণ্ঠ ; তাঁহার অভিধা-সত্তা হইতে কৃষ্ণাদি নাম ; রূপ-সত্তা হইতে কৃষ্ণ-কলেবর, সঙ্গিনী ও রূপ-সত্তার মিশ্রভাব হইতে শ্রীরাধাদি প্রেয়সী ; সন্ধিনীশক্তি

হইতে সমস্ত সম্বন্ধের উদয় হয় ; সদংশ-স্বরূপ সন্ধিনীই সর্ব্বাধার ও সর্ব্বাকার স্বরূপা।"

—কৃঃ সং ২।৩-৫

৮। সম্বিৎ-শক্তির কার্য্য কি ?

"সম্বিদ্ভূতা পরা শক্তির্জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপিণী।
সন্ধিনীনির্ম্মিতে সত্ত্বে ভাবসংযোজনী সতী ॥
ভাবাভাবে চ সত্তায়াং ন কিঞ্চিদপি লক্ষ্যতে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভাবানাং সম্বিদেব প্রকাশিনী ॥
সন্ধিনীকৃতসত্ত্বেষু সম্বন্ধ-ভাবযোজিকা।
সম্বিদ্রূপা মহাদেবী কর্য্যাকার্য্যবিধায়িনী ॥
বিশেষাভাবতঃ সম্বিৎ কার্য্যাকার্য্যবিধায়িনী।
বিশেষসংযুতা সা তু ভগবদ্ভক্তিদায়িনী ॥"

অর্থাৎ সম্বিদ্ভাবগতা পরা শক্তিই জ্ঞান ও বিজ্ঞান-রূপিণী। তদ্দ্বারা সন্ধিনী-নির্ম্মিত সত্ত্বসকলে সমস্ত ভাবের প্রকাশ হয়। ভাবসকল না থাকিলে সত্তার অবস্থান জানা যাইত না। অতএব সম্বিৎ কর্ত্তৃক সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ হয়। চিৎপ্রভাবগত সম্বিৎ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছে। কার্য্যাকার্য্য-বিধানকর্ত্রী সম্বিদ্দেবীই বৈকুণ্ঠস্থ সকল সম্বন্ধভাব যোজনা করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি রস ও ঐ সকল রসগত সাত্ত্বিক কার্য্যসমুদায় সম্বিৎকর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ-ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে সম্বিদ্দেবী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মভাবকে উৎপন্ন করেন এবং তৎকালে জীবগত সম্বিৎ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল বৈকুণ্ঠের নির্ব্বিশেষ আলোচনা-মাত্র। বিশেষ-ধর্ম্মের আশ্রয়ে সম্বিদ্দেবী ভগবদ্ভাবকে প্রকাশ করেন। তৎকালে জীবগত সম্বিৎকর্ত্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে।"

—কৃঃ সং ২।৬-৯

৯। হ্লাদিনী শক্তির কার্য্য কি ?

"হ্লাদিনীনাম-সংপ্রাপ্তা সৈব শক্তিঃ পরাখ্যিকা।

মহাভাবাবদিষু স্থিত্বা পরমানন্দদায়িনী ।।
সর্ব্বোদ্ধ্ব-ভাবসম্পন্না কৃষ্ণার্দ্ধরূপধারিণী ।
রাধিকাসত্ত্বরূপেণ কৃষ্ণানন্দময়ী কিল ।।
মহাভাবস্বরূপেয়ং রাধা কৃষ্ণবিনোদিনী ।
সখ্যঃ অষ্টবিধা ভাবা হ্লাদিন্যা রসপোষিকাঃ ।।
তত্তদ্ভাবগতা জীবা নিত্যানন্দ পরায়ণাঃ ।
সর্ব্বদা জীবসত্তায়াং ভাবানাং বিমলা স্থিতিঃ ।।

অর্থাৎ চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তি যখন হ্লাদিনীভাব সংপ্রাপ্ত হন, তখন মহাভাব পর্য্যন্ত রাগ-বৈচিত্র্য উৎপত্তি করিয়া তিনি পরমানন্দ-দায়িনী হন। সেই হ্লাদিনী সর্ব্বোদ্ধ্ব-ভাবসম্পন্না হইয়া শক্তিমানের শক্তিস্বরূপা তদর্দ্ধরূপিণী রাধিকা-সত্তাগত অচিন্ত্য কৃষ্ণানন্দরূপ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের ব্যাপ্তি করেন। সেই কৃষ্ণবিনোদিনী রাধা মহা-ভাবস্বরূপা হয়েন, সেই হ্লাদিনীর রসপোষিকারূপ অষ্টবিধ ভাব আছে, তাঁহারাই রাধিকার অষ্ট সখী। জীবগত হ্লাদিনীশক্তি যখন জীবসত্তায় কার্য্য করেন, তখন সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণ-কৃপাবলে যদি চিদ্গত-হ্লাদিনী-কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হয়, তবে তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবসকল নিত্যানন্দ-পরায়ণ হইয়া উঠে এবং জীবসত্তাতেই বিমল-ভাবের নিত্যস্থিতি ঘটে।"

—কৃঃ সং ২।১০-১৩

১০। হ্লাদিনীর স্বরূপ কি ?

"হ্লাদিনী-নাম্নী মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধিকা সেই হ্লাদিনীসারভাব।"

—জৈঃ ধঃ ৩৩শ অঃ

১১। হ্লাদিনী-শক্তির বিক্রম কি ?

"হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা ব্যতীত জীব প্রেমরূপ-প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদ-পূর্ব্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১২। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর কার্য্য কি কি ?

"তিন শক্তির প্রভাব-দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটি বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে ; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদায়ই সন্ধিনীর কার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি ভাবের উদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দের অনুশীলন হইতেছে। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে ; তাহাতে যে সম্বিৎ-শক্তি তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয় ; তাহাতে যে হ্লাদিনী, তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গযোগ-গত সমাধি-সুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্য-বিশেষ। মায়া-শক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড় বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীরদ্বয়, বদ্ধজীবের স্বর্গাদিলোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য—সমুদায়ই তদুদ্ভূত। মায়াতে যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার-সমুদায় উদিত হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৩। চিন্ময় দেশ কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ?

"ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি বিশেষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্-বপুঃ ও জীব-শরীর এবং এতদুভয়ের অবস্থানভাবরূপ চিন্ময়-দেশ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন।"

প্রে প্রঃ ৯ম প্রঃ

১৪। তটস্থা শক্তি কাহাকে বলে ?

"যে শক্তি চিদচিৎ উভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম—তটস্থা।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

১৫। 'যোগনিদ্রা' কি ?

"স্বরূপানন্দ-রূপ আনন্দ-সমাধিই 'যোগনিদ্রা'।"

—ব্রঃ সং ৫।১২

১৬। যোগমায়া কি তত্ত্ব ? তিনি কি করেন ?

"চিচ্ছক্তির অন্য নাম—যোগমায়া। তিনিই কৃষ্ণলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন, যাহা দেখিয়া জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টৃগণের চক্ষে অন্যতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢ়া অভিমানকে নিত্যপ্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

১৭। কোন্ গায়ত্রী ও বীজমন্ত্রে কৃষ্ণোপাসনা হয় ?

"কামগায়ত্রী—২৪॥ অক্ষরে একটি বেদতন্ত্রমন্ত্র-বিশেষ এবং কৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয়, তাহাই কামবীজ।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১৩৭-১৩৮

১৮। কামগায়ত্রীর স্বরূপ কি ?

বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন্মে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া 'কামগায়ত্রী' হন। নিত্যসিদ্ধাগণ সম্বন্ধে যে মায়া-কল্পিত ব্রজ-ব্যাপার, তাহা নির্দ্দোষ। কেন না, সে মায়া জড়-মায়া নয়। যোগমায়া চিচ্ছক্তি এই ব্রজ-ব্যাপার কৃষ্ণেচ্ছায় বিধান করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধাগণের সহিত সালোক্য লাভ করতঃ ঐ সকল উপনিষৎ, গায়ত্রী ও দেবীগণও পরকীয়াভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

১৯। জড়জগতে পূজিতা দুর্গার কার্য্য কি ?

"চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—'দুর্গা';

তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী ; পাপদমনীরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিণী ; শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী ; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী ; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত-ধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী ; কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্প-শোভিনী ; এই সকল আকার-বিশিষ্টা **দুর্গা—দুর্গ-বিশিষ্টা।** 'দুর্গ'-শব্দে—কারাগৃহ ; তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। কর্ম্মচক্রই তথায় 'দণ্ড' ; বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম ; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ-ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা' বিস্তার করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৪

২০। মহামায়া, দুর্গা, কালী প্রভৃতি কি চিচ্ছক্তি ? তাঁহাদের কার্য্য কি ?

"জগতে মায়াদেবীকে 'দুর্গা', 'কালী' নামে পূজা করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের স্বরূপগত শক্তি। মায়া তাঁহারই ছায়া। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুইপ্রকার কৃপা—অর্থাৎ নিষ্কপট-কৃপা ও সকপট-কৃপা। যে-স্থলে নিষ্কপট কৃপা করেন, সেখানে স্বীয় বিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যে-স্থলে সকপট কৃপা, সে-স্থলে জড়ীয় অনিত্যসুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যে-স্থলে নিতান্ত

অননুগ্রহ, সে-স্থলে ব্রহ্মনির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন, তাহাই জীবের সর্ব্বনাশ।"

—'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা', হঃ চিঃ

২১। শ্রীকৃষ্ণের পীঠাবরণস্থ দুর্গা ও ভুবন-পূজিতা দুর্গার মধ্যে পার্থক্য কি?

"ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী; ছায়া-দুর্গা তাঁহারই দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৪

২২। ভৌম-গোকুলে ও ভৌম-নবদ্বীপে যোগমায়া কি কার্য্য করেন?

"যোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের যেরূপ ভৌম-গোকুলে জন্মাদি, সেইরূপ যোগমায়া-বলেই শ্রীগৌর-স্বরূপের ভৌম-নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মাদি লীলা হইয়া থাকে; ইহা স্বাধীন চিদ্‌বিজ্ঞান-তত্ত্ব,—মায়াধীন-চিন্তা-প্রসূতা কল্পনা নয়।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

২৩। গোলোকস্থ দুর্গার কার্য্য কি?

"চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

২৪। শুদ্ধশাক্ত ও শুদ্ধবৈষ্ণবে কি ভেদ?

"শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া-শক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। * * * শক্তি দুই ন'ন, একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ-অবস্থায় চিচ্ছক্তি এবং সগুণ-অবস্থায় জড়শক্তি।"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

২৫। পরমেশ্বর বা তাঁহার শক্তি মানিব কেন?

"ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ

প্রভৃতি ধাতুর অগ্নি-সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-বিদারণ ও ভূকম্প এবং তিথিযোগে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলই ভগবানের ঈক্ষণ-জনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ-গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতৃ-স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধি-মাত্র; অতএব বিধাতাকে অস্বীকার-পূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।"

—তঃ সূঃ, ২২সূঃ

২৬। ভগবানেই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়?

"'বিরুদ্ধধর্ম্মসামঞ্জস্যং তদচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ'।

অর্থাৎ সেই তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি-প্রযুক্ত সবিশেষ-নির্ব্বিশেষরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয় সামঞ্জস্যরূপে বর্ত্তমান।"

—'শক্তিমত্তত্ত্বপ্রকরণ', আঃ সূঃ ৬

২৭। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে কিরূপে যুগপৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব হয়?

"সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য বিরোধ-ভঞ্জিকা একটী শক্তি আছে। সেই শক্তি-বলেই তাঁহাতে পরস্পর বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্ত-কৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন-আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিরন্তর নিযুক্ত আছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

——::০::——

একবিংশ বৈভব

মায়াতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সত্ত্বগুণ কি মায়িক ও বন্ধনের হেতু ?

"মায়ার নিগড় তিনপ্রকার—সত্ত্বগুণ-নির্ম্মিত নিগড়, রজোগুণ-নির্ম্মিত নিগড় ও তমোগুণ-নির্ম্মিত নিগড়। দণ্ড্যজীবসকলকে মায়া যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিকই হউন বা তামসিকই হউন, সকলেই নিগড়-বদ্ধ। স্বর্ণ-নিগড়, রৌপ্য-নিগড় ও লৌহ-নিগড়,—ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও সকলেই নিগড় বই আর ভাল দ্রব্য নয়।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২। কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়ার কোন্ বিষয় ভোগ হয় ?

"চক্ষুর্দ্বারা—রূপ, কর্ণের দ্বারা—শব্দ, নাসিকা দ্বারা—গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা—রস এবং ত্বকের দ্বারা—মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি-বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৭

৩। মায়াবদ্ধ জীবের সুখের স্বরূপ কি ?

"কণ্টকর গৃহধর্ম্মে নানাবিধ দুঃখ-তন্ত্রে অতন্দ্রিতভাবে দুঃখের প্রতীকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী 'সুখ পাইলাম' মনে করে। এই সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহা সুখ নয়, কিছু কিছু দুঃখের প্রতীকার মাত্র।"

—'বদ্ধজীবলক্ষণং', শ্রীভাঃ মাঃ ৮।১৩

৪। ভবসমুদ্রে মায়াবদ্ধজীবের অবস্থা কিরূপ ?

"নিজ-কর্ম্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু—অনন্ত বিশাল ।।"

—'যামুনভাবাবলী' ১০।১, গীঃ মাঃ

৫। মায়াবদ্ধজীব জন্ম-মৃত্যুর সুখ-দুঃখে অধৈর্য্য হইয়া কি প্রকার ফল লাভ করে ?

"সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি,
তব পদে ছাড়েন আশ্রয়।
মায়ার গর্দ্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে,
ভক্তিবিনোদের সেই ভয় ॥"

—'শোকশাতন' ৮।৬, গীঃ মাঃ

৬। মায়িক বিষয়-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনে আসক্তি দোষাবহ কেন ?

"অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্য-জ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা-পুত্র-বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ-জন,
মরণেতে কেহ নহে কার ॥
তোমার মরণ হ'লে, দেহটী ভাসায়ে জলে,
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়-জল-পিপাসা,
যদি কেহ নাহি হৈল কার ॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৭। কেন জীব জন্ম-মরণ-স্রোতে সঞ্চালিত হয় ?

"পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,
স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস।
পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়াপরতন্ত্র আমি,
তুয়াপদ ছাড়ি' সর্ব্বনাশ ॥
স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া প্রতি কৈনু মন,
স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায়।
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্ম্মের ধন্ধে,
কর্ম্মচক্রে আমারে ফেলায় ॥
মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এ জগতে,

অদৃষ্ট নির্ব্বন্ধ লৌহ করে।

সেই ত' নির্ব্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,

পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে ॥"

—'শোকশাতন' ৮।১-৩, গীঃ মাঃ

৮। কৃষ্ণের কি মায়াস্পর্শ ঘটে ?

"যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই। সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুরূহ। কেবল কৃষ্ণ-কৃপা-বশতঃই সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে।"

—কৃঃ সং ৩।১৫, অনুবাদ

——::০::——

দ্বাবিংশ বৈভব

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জীবের স্বরূপ, পতন ও নিত্য-সেবা-প্রাপ্তির ইতিহাস কি ?

"জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন ; বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চ-তন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটী স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণীয়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ একটী লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গ-দেহে অন্য স্থূল-দেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গ-দেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৪

২। জীবের বিভিন্ন অবস্থা কি কি ?

"মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল অবস্থাক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন', 'সঙ্কুচিত-চেতন', 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন' ও 'পূর্ণবিকচিত-চেতন'।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৩। জীবের শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা কিরূপ ?

"জীবের দুইটি অবস্থা—অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অণু-পদার্থ। সেই অণুত্ব-প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব

বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ, ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তিনি স্বধর্ম্ম-বিকার-প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ-দুঃখ-পিষ্ট। জীবের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি হইবা-মাত্রই সংসারগতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্ম্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া-সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধস্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়।

বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধজীবের স্বধর্ম্ম। সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে লিঙ্গ-শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গ-সুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল শরীরে দেখা দেয়। এখন দেখুন, জীবের নিত্যধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ-অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ-অবস্থায় যে ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহা নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন।"

—জৈঃ ধঃ ২।১৪-১৫

৪। অনাদি-বহির্মুখতা কাহাকে বলে?

"কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতেই জীব—কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এইজন্যই 'অনাদি-বহির্ম্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়া-প্রবেশকাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে।"

—জৈঃ ধঃ ১।১১-১২

৫। আচ্ছাদিত-চেতন কাহাকে বলে?

"বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবসকল আচ্ছাদিত-চেতন; ইহাদিগের চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৬। সঙ্কুচিত-চেতন কাহারা ?

"পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীট-পতঙ্গ—ইহারা সঙ্কুচিত চেতন।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৭। বদ্ধ মনুষ্যের কি কি অবস্থা ?

"নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনাবস্থা।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৮। মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতন যথাক্রমে কাঁহারা ?

"নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর নৈতিক—এই দুইপ্রকার মানবই মুকুলিত-চেতন, সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্তই বিকচিত-চেতন এবং ভাবভক্ত মানবই পূর্ণবিকচিত-চেতন।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৯। মায়ার ত্রিগুণের বন্ধনে কোন্ কোন্ জীব কিভাবে আবদ্ধ ?

"সাত্ত্বিক-অহঙ্কার-বিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত; রাজস-জীবসকল দেবতা ও মনুষ্য-ভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড় প্রযুক্ত; তামস-জীবসকল পঞ্চ-মকারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ-নিগড় প্রযুক্ত আছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

১০। জীবের চিন্ময়-সত্তায় কি জন্ম-মৃত্যু আছে ?

"জন্মই রজঃ; অনাদি চিন্ময় সত্তায় জন্ম-ধর্ম্মরূপ রজঃ নাই, বিনাশ-ধর্ম্মরূপ তমঃও নাই, তাহা নিত্য বর্ত্তমান।"

—'নাম মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১১। চিন্ময়-আত্মার বদ্ধদশা-জনিত ক্লেশ আছে কি ?

"এই জড়-দেহই জীবের কারাগার। আত্মা কখনই সঙ্কীর্ণ

পদার্থ নহেন ; কিন্তু জড়-দেহের সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাব যে জড়তা ও দুঃখ, তাহা ভোগ করিতেছেন।"

—তঃ সূঃ, ২৩ সূঃ

১২। রুদ্র-ব্রহ্মাদি দেবতার স্বরূপ কি ?

"শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভে জন্ম নাই। সামান্য পঞ্চাশ গুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীবনিচয় হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ঐ পঞ্চাশটি গুণ তাঁহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণের অংশ থাকায়, তাঁহারা প্রধান দেবতা বলিয়া উক্ত। গণেশ ও সূর্য্য প্রায় তদ্রূপ বলিয়া ব্রহ্ম-কোটি-মধ্যে উপাসিত হন। অন্য সকল দেবতাই জীবকোটি-মধ্যে গণ্য। দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। তাঁহাদের গৃহিণী-সকলও চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-তুষ্টির জন্য জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

১৩। শম্ভু কি কি ভাবে কি কি কার্য্য করেন ?

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তি-লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছা-মতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচার-পূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না ; তিনি—'ঈশ্বর', তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৫

১৪। শম্ভু কি কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব ? সদাশিব ও রুদ্র-তত্ত্বে পার্থক্য কি ?

"শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' ন'ন। যাহাদের

সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার-বিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থ শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনী-মিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকার-বিশেষ হয়। সেই বিকার-বিশেষ-যুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৫

১৫। ব্রহ্মা ও শম্ভু কেন আধিকারিক দেবতা ?

"প্রজাপতি ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক-দেববিশেষ।"

—ব্রঃ সং ৫।১৫

১৬। শিবলিঙ্গের তাৎপর্য্য কি ?

"নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

১৭। রুদ্র (ভব বা ভৈরব) ও রুদ্রাণী (ভবানী বা ভৈরবী)—ইঁহারা কি তত্ত্ব ?

"তৎপ্রতিফলিত (মহাবিষ্ণুর প্রতিফলিত) জ্যোতিঃর আভাস-রূপই শম্ভু-লিঙ্গ। তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

১৮। ব্রহ্মা ও রুদ্র অপরা শক্তির সহিত কেন বিলাস করেন ?

"বিভিন্নাংশগত প্রজাপতি ও শম্ভু—উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথগভিমান-বশতঃ চিচ্ছক্তির ছায়া-বিশেষ সাবিত্রী ও উমারূপা স্বীয় স্বীয় অপরা শক্তির সহিত বিলাস করেন।"

—ব্রঃ সং৫।১৭

১৯। শম্ভু-তত্ত্বটি কি ? শিব-শক্তির মিলন-তাৎপর্য্য কি ?

"মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমান-শূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক জগতে যে বিভিন্নাভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত পৃথক্ সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধ সত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধার-তত্ত্বে মিলিত ; সে-সময়ে শম্ভু—কেবল দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব-মাত্র। আবার, যে সময়ে তত্ত্ববিকাশক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভ্রূদেশ-জাত শম্ভুতত্ত্বেও বিকাশরূপ রুদ্রতত্ত্ব উদিত হয় ; তথাপি সকল অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক।"

—ব্রঃ সং ৫।১৬

২০। ব্রহ্মা ও রুদ্র পরস্পর কি তত্ত্ব ?

"ব্রহ্মা—রজোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাব-বিশিষ্ট-বিভিন্নাংশ এবং শম্ভু—মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৬

২১। ব্রহ্মা কি পরমেশ্বর-তত্ত্ব ? শম্ভু কি তত্ত্ব ?

"ব্রহ্মা—সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন'ন। * * শম্ভুতে ব্রহ্মাপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৯

২২। গণেশের স্বরূপ কি ?

"গণেশ—একটি শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা।"

—ব্রঃ সং ৫।৫০

২৩। সূর্য্য কি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ?

"সূর্য্য জড় তেজঃসমষ্টি একটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের আজ্ঞায়ই সূর্য্য স্বীয় সেবা-কার্য্য করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫২

২৪। শিবাদি আধিকারিক দেবতা হইতে বিষ্ণুর কি বৈশিষ্ট্য ?

"ঈশ্বরের বিভিন্নাংশসকল স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও অবিদ্যা-সংযোগে মায়ার রজঃ ও তমোধর্ম্মে মিশ্র হইয়াছেন ; গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম্মাভিমানরূপ অভিমান-সংযোগে রজস্তমোমিশ্র হওয়াতে মিশ্রসত্ত্ব-মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা মায়ার ঈশ্বর, মায়া তাঁহারই পরিচারিকা।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

২৫। জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ ও তাহার প্রভু কিরূপে হইল ?

"জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জীব সুতরাং লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটি ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্য-ধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না ; অতএব জীব যে-পরিমাণ অণু, তাঁহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সেই-পরিমাণে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতাধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব জড়-জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়-জগতের প্রভু হইয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২৬। "স্বতন্ত্রতাই যখন অসুবিধা-জনক, তখন জীবকে পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতা দান করিলেন কেন ?

'স্বতন্ত্রতা' একটি রত্নবিশেষ। * * জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২৭। জীব যে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া থাকে, তজ্জন্য কি পরমেশ্বর দোষী ?

"স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বর-দত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোনপ্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি-লঙ্ঘনের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ-গ্রহণে বাধ্য করিতেন,

তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত ; কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করতঃ উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে, বলিতে হইবে।"

—তঃ স্যুঃ, ২০ সূঃ

২৮। তটস্থ-স্বভাব কাহাকে বলে ?

" 'তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভুমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন ; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই 'তটস্থ-স্বভাব'।"

—জৈঃ ধঃ ১৫শ অঃ

২৯। জীব ও পরমেশ্বর কি কখনও এক হইতে পারে ?

"মায়াধীশ ঈশ্বর মায়া দ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়-বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীব-নামক একটি তত্ত্ব মায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া—একটি পরমেশ্বরের শক্তি এবং মায়াধীশ পুরুষই—পরমেশ্বর। এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ নহে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

৩০। ভগবানের অংশ কয় প্রকার ?

"ভগবানের অংশ দুই প্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ—সকলেই স্বাংশ-বিস্তার। জীবই—বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্ন অভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা,

কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্ন-অভিমানী, স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তি-বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

৩১। পরমেশ্বরের অংশ বলিতে কি বুঝায় ?

“ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে ‘অংশ’ করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তুই খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ যেরূপ জ্বালিত হয়, সেরূপ উপমার অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক-মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুই প্রকার,—এক প্রকার অংশের নাম—স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম—বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব-মহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্ব-দীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ-লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণিও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহা-শক্তি প্রাপ্ত হয় না, কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়, স্ব-স্ব কার্য্যের দায়িত্ব ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম্ম পায় না।”

—‘জীবতত্ত্বং’, শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২

৩২। জীব কি সর্ব্বময় কর্ত্তা ?

“জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবি-কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগ ও কার্য্যকারণে প্রয়োজক-

কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফল-দাতা, জীব—ফল-ভোক্তা।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৩৩। জীব কি নিত্য না অনিত্য বস্তু?

"জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য, অনাদি ও অনন্ত; অতএব কারণ-গুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। * * এই অনাদি অনন্ত শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণ-গুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অতএব যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে; এজন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়।"

৩৪। জীব কি পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে?

"জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত; কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মে কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে।"

—তঃ সূঃ, ১৩ সূঃ

৩৫। কোন্ সময় জীব শান্তি লাভ করিতে পারে?

"জীব যে-কাল-পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল, অক্ষম, ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক থাকে না।"

—তঃ সূঃ, ১৩ সূঃ

৩৬। ভগবদ্বহির্ম্মুখ কাহারা?

"কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু দেবসেবী, ধর্ম্মী, নির্ব্বেদজ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র-বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভগবদ্বহির্ম্মুখ।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩৭। বিষয়ী কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চেষ্টায় পার্থক্য কি? কোন্ সময় জীব অন্তর্ম্মুখ হয়?

"এই দেহের ইন্দ্রিয়-তর্পণই বিষয়-চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়-তর্পণই কর্ম্মীর চেষ্টা। নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়াই জীব অন্তর্ম্মুখ হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৩৮। বহির্ম্মুখ লোকের বিচার কি?

"বহির্ম্মুখ লোক মনে করে,—'আমরা বুদ্ধিবলে শিল্প-বিজ্ঞানাদি উন্নতি করিয়া আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিতেছি!' বস্তুতঃ সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইয়া থাকে—এ কথা একবারও স্মরণ করে না।"

—'অহংমম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

৩৯। কাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না? জীবের নাস্তিকতা দ্বারা ঈশ্বরের কি কোন ক্ষতি হয়?

"যে-সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে?"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। আধ্যক্ষিকতা দ্বারা কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়?

"কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪১। কোন্ সময় জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়?

"ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত ভস্মে পরিচিত ন'ন, ভস্ম অপসৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোক দ্বারা পরিচিত হন; সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তা অপসৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া

যায়। স্থূল ও লিঙ্গরূপ ভস্মের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে-পর্য্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে-পর্য্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই? হাঁ আছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির নিকট বসিলে যেরূপ স্বল্প পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর-আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎপরিমাণে নিজ-পরিচয় দিয়া থাকেন।"

—'জ্ঞান', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৪২। জীবের আরোপিত সংসার কিরূপ?

"জীব লিঙ্গশরীরকে আমি মনে করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটি নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-শরীর সম্বন্ধে মনো-বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করত নিজ-সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য' বা 'অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন! কখনও মরেন, কখনও জন্মগ্রহণ করেন, কখনও সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখনও বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটি মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন! আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটি পুরুষের হস্ত ধারণ করত একটি প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন! সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্য-জনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন! কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোক-নিন্দার ভয় করিতেছেন! এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা-সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ-পরিচয় হইতে কত দূরে পড়িয়া আছেন! এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা! কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন!"

—'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

৪৩। অবৈষ্ণব কাহারা?

"ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিত, ধনী, বলবান্, ব্রাহ্মণ রাজা, প্রজা—সকলেই অবৈষ্ণব।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

৪৪। সদ্‌বিচারের ফল কি ?

"পশু ও মানবের ভেদ এইমাত্র যে, পশুরা সদ্বিচারশূন্য এবং মানবগণ ঐ বিচারে সমর্থ। আত্মবোধই সদ্বিচারের ফল।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

৪৫। নিরীশ্বর-মানব কি পশু হইতে শ্রেষ্ঠ ?

"সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান-সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪৬। কে 'মনুষ্য'-পদ বাচ্য নহে ?

"জগৎ কি, আমি কে ? কে-ই বা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কি এবং তাহা করিয়া আমার কি হইবে ? এরূপ বিবেক যাহার নাই, সে মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত নয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

৪৭। ভাগ্যের স্রোতে সত্তাকে বিসর্জ্জন করিলে কি গতি হয় ?

"যাঁহারা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই ভবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখনও জোয়ারে অগ্রগত ও ভাঁটায় পশ্চাৎগত হইতে থাকেন, অভিলষিত স্থানে কদাচ পোঁছিতে পারেন না।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

৪৮। বদ্ধজীবের লক্ষণ কি ?

"নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ; নরকে নিবৃত্তি লাভ করিয়া দেবমায়া-বিমোহিত হইয়া থাকে।"

—'বদ্ধজীবলক্ষণং', শ্রীভাঃ মাঃ ৮।১০

৪৯। বিষয়িগণের স্বভাব কি ?

"বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে সময় পায় না। পুণ্য-কর্ম্মই করুক বা পাপ-কর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫০। বদ্ধজীবের স্বভাব কি ?

"মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ বদ্ধজীবগণ নিজ-নিজ-মায়িক-দোষ-আচ্ছাদিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে।" —ব্রঃ সং ৫।২

৫১। মন কি চেতন-বস্তু ?

"যে বৃত্তি জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় না থাকে, তাহাকে নিত্যবৃত্তি বলা যায় না। সুতরাং মন ঔপাধিক-বৃত্তি-মাত্র। উপাধিকত্ব স্বীকার করিলে আত্মবৃত্তি কহা যায় না, অতএব মন কাজে-কাজেই প্রাকৃত হইতেছে। কিন্তু মন সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত অনেক প্রাকৃত-পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ।"

—তঃ সূঃ ৩০ সূঃ

৫২। 'প্রাকৃত কাল' কাহাকে বলে ?

"জীবের মুক্তাবস্থায়ও প্রাকৃত কাল স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র বদ্ধাবস্থায় সংযোগ, বিয়োগ, অস্তিত্ব ও কর্ম্ম—সত্যই কালের অধীন, এরূপ প্রতীত হয়। অতএব বদ্ধজীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই 'প্রাকৃত কাল' বলা যায়।"

—তঃ সূঃ, ২৫ সূঃ

৫৩। চতুর্দ্দশ লোকের কোন্‌টীতে কাহার গতি হয় ?

"ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের পক্ষে ভূ, ভুবঃ ও স্বঃ অর্থাৎ ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—তিনটি লোক প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই তিন লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই চারিটি লোক অগৃহী অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারাও মহর্লোকাদি লোক-চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই ধাম ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তত্তৎকর্ম্ম-প্রাপ্যস্থানে ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে মুক্ত

হন। তন্মধ্যে যাঁহারা সম্যক্ বৈরাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা মহরাদি লোকে কর্ম্ম ভোগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা যতকাল মুক্ত থাকেন, ততকাল তাঁহারাও মুক্ত থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই পুনরাবৃত্তি আছে।"

—বৃঃ ভাঃ, বঙ্গানুবাদ

৫৪। মূলতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সমস্যা উপস্থিত হইলে কি কি প্রশ্ন উদিত হয়?

"সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূলতত্ত্বের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়—আমি কে? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায়?"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

৫৫। জিজ্ঞাসু জীবের তিনটী মূল প্রশ্ন-কি?

"যে-পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত-পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন-তিনটি জিজ্ঞাসা করেন—এই জড়-জগতের ভোক্তা-স্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব—ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি, আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি?"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২

৫৬। দেহধারী মনুষ্য কোন্ সময় স্বরূপতঃ বৈরাগী হন?

"দেহধারী মনুষ্য-মাত্রই বিষয়ী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া যখন যিনি নির্ব্বিষয়-ভাব বাঞ্ছা করেন, তখন তিনি ক্রমে-ক্রমে হৃদয়-নিষ্ঠাকে বিষয়মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন; যখন তিনি সফল হন, তখন তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন।"

—'বিষয় ও বৈরাগ্য', সঃ তোঃ ৪।২

৫৭। অনুচৈতন্য জীবগণ কোন্ সময় প্রেমের বন্যা উদয় করাইতে সমর্থ হয়?

"অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিঃসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ-ধর্ম্মের বিকাশ-ভূমি হইতে সমর্থ। (একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ বায়ু-সাহায্যে মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহা-বন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

৫৮। সুকৃত ও দুষ্কৃতের দশা কি ?

"অন্তর্ম্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত, তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। আর যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গে বহু দেব-আরাধন বা নির্ব্বিশেষ-অবস্থা আশা করেন।"

'—ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৫৯। জীবের বন্ধন-দশাটি কি ?

"জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ-শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহারই বন্ধন ; সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম কেবল অর্থ-বিনা অর্থ-দর্শন-মাত্র, স্বশিরশ্ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম-মাত্র।"

—'জীবতত্ত্বং', শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২২

৬০। চিৎস্বরূপ জীবের জড়ীয় বৃত্তি-সমূহ কিরূপে প্রকাশিত হইল ?

"চিৎস্বরূপ জীবের নিজ-বিশেষানুসারে 'আমি অমুক লক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া একটী শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদ্গত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিত-বুদ্ধি এবং চিৎস্বরূপকে আশ্রয়

করিয়া আনন্দোপলব্ধি-স্থানরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিও ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরম পুরুষ ভগবান্‌কে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদ্গত বৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্তদ্বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৬১। মুক্তজীবের মুক্ত-দশা এবং বদ্ধজীবের বদ্ধ-দশার পরস্পর পার্থক্য কি?

"শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত জীবই—যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ কৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত-দশা। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার দশা।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে তারতম্য কি?

"অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। * * উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তরই—'বৈষ্ণব'।"

—জৈঃ ধঃ ৩য় অঃ

৬৩। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসার স্বরূপ ও ফল কি?

"জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন; অন্য প্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিবে না; কেন না, তাহার সত্য-বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য-বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল।"

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৬৪। জ্ঞানী-জীবন্মুক্ত ও ভক্ত-জীবন্মুক্তের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

"জ্ঞানমার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহপ্রাপ্তি না হয়, সেইজন্য চেষ্টা থাকে। ভক্তদিগের কৃষ্ণ-বিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয়, আবার কৃষ্ণ-দর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয়। জ্ঞানী-দিগের ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; কিন্তু ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভরতা।"

—'প্রয়োজন-বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২২

৬৫। মনের দ্বারা কি চিজ্জগদ্-দর্শন হয়?

"মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকেত' জীবের মন,
জড় মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন॥"

—'যামুনভাবাবলী' ৭।১, গীঃ মাঃ

৬৬। বুদ্ধিমান্ ও শোচ্য কে?

"যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্; যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬৭। সাধুর সংসার ও মায়ামুগ্ধের সংসার কি এক?

"সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধ জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে; সংসার বাহিরে দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬৮। অর্থী ও পরমার্থীর ভেদ কোথায়?

"অর্থীর ও পরমার্থীর কোনপ্রকার বাহ্য-ভেদ নাই, কেবল অন্ত-র্নিষ্ঠার ভেদ-মাত্র।"

—'পরমার্থী কে?', সঃ তোঃ ৪।১

৬৯। একমাত্র ভোক্তা কে? জীব কি ভোক্তা নহে?

"জীব কখনও জীবের ভোক্তা নয়; সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

৭০। ভক্তিহীন, অথচ গুণী পুরুষের জীবনের কি কোন মূল্য নাই?

কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল।"

—সদ্‌গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

৭১। মুক্ত ও বদ্ধ-দশায় পার্থক্য কি?

"মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎস্বরূপ; বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদাচিদাভাস-স্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠরস সেব্য; বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম পঃ

৭২। মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান কিরূপ?

"মুক্ত-অবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান সমস্তই চিন্ময় ও নির্দ্দোষ।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৭৩। জীবের চিদ্দেহ-স্ফূর্ত্তি ও সিদ্ধ-পরিচয় কিরূপে লাভ?

"জীব শুদ্ধ চিৎকণ। জীবের চিৎস্বরূপগত একটি সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ-শুদ্ধ-সত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। সদ্‌গুরু-কৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ-পরিচয়-লাভই পরম সহজ বস্তু।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৭৪। চিদ্দেহের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কিরূপ?

"মায়িক স্বভাব-বশতঃ লোকে আপনাকে 'পুরুষ' জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষ-পরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্‌গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্ন না থাকিলেও হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় স্বভাব ও দৃঢ় অভিমান-বশতঃ যে-কেহ ব্রজবাসিনী হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

৭৫। কৃষ্ণ, মায়া ও জীবের উপমাস্থল কি ? জীবের বন্ধন কেন হইয়া থাকে ?

"কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তাঁর ছায়া-ছবি,
জীব তাঁর কিরণানুগ।
তটস্থ-ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয় বন্ধন ॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৭৬। জীব ব্রহ্মের ভেদ নিত্য-সিদ্ধ কেন ?

"দুগ্ধের সহিত জল মিলিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক্ করে, তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব প্রলয়কালে পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন।"

—তঃ সূঃ ৮২

৭৭। জীব ও ঈশ্বরে একাকার হয় না কেন ?

"দুগ্ধে দুগ্ধ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হয় না ; কেন না, মিলিত দুই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না, সেই প্রকার ধ্যানযোগে জীব-সকল পরম পুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্য প্রাপ্ত হয় না,—এরূপ বিমলমতি পণ্ডিত-সকল বলিয়া থাকেন।"

তঃ সূঃ ৮৩

৭৮। জীব কি ব্রহ্ম হইতে পারে না ?

"সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ ; কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না।"

—তঃ সূঃ ১০

৭৯। ভাগ্যবান্ ও দুর্ভাগার লক্ষণ কি ?

"যে-কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয় ।
ভাগ্যবান্ জন তাহে বড় সুখী হয় ॥
দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন ।
নিজ-বুদ্ধি 'বড়' বলি' করয়ে গণন ॥"

—নঃ মাঃ, ১ম অঃ

৮০। দেহাসক্তি পরিত্যাজ্য কেন ?

"The flesh is not our own alas !
The mortal frame a chain ;—
The soul confined for former wrongs
Should try to rise again !!"

—'Saragrahi Vaishnava'

———

ত্রয়োবিংশ বৈভব

জড়জগৎ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জড়-জগৎ কি বস্তু ?

"জড়-জগৎ চিজ্জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন। * * আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম ; আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়-ভাব বিচার করিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

২। জড়-জগতের কি স্বতন্ত্র সত্তা আছে ?

"জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন-মাত্র। আদর্শে যে-সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ, সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গলরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। যে-যে ধর্ম্ম সেখানে আশ্রয়রূপে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। যে-যে-ধর্ম্ম তথায় ব্যতিরেকরূপে মঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে এবং পাপরূপে গণিত।"

চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৩। জড়-জগৎ কি মিথ্যা ?

জড়-জগৎ কি মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৪। জড়-জগৎ কেন মিথ্যা নহে ?

"যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'মিথ্যা' বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থ-সাধন-ক্রিয়া কিরূপে হইত ? ঘটে জল আনয়ন করিলে অনেক

কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না, কেবল নশ্বর বলিতে পার। তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থ-সাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না।"

—তঃ সূঃ ১০২

৫। জগৎ মিথ্যা না হইয়াও নশ্বর কিরূপে ?

"এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিত্য সত্য,—এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে 'নিতান্ত মিথ্যা' বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়। অতএব 'এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর'— এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে, তদ্রূপ পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন।"

—'প্রমাণ-নির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১১১৫

৬। সংসারে আসক্তি মঙ্গলদায়ক কি ?

"'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল।।
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়।।"

—'নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৪, কঃ কঃ

৭। জড়জগতে ভোগের মূল্য কি ?

"ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তা'কে 'সুখ' বলা নয়,
তা'কে 'দুঃখ' বলে বিজ্ঞ-জন।"

—'নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৩, কঃ কঃ

৮। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ কিরূপে সৃষ্ট হয় ? জীবগণই বা কি ?

"চিদৈশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ

বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহা-সঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়া-শক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ স্বরূপাভাসরূপ দ্রব্যশক্তিময় প্রধানপতি রুদ্ররূপী শম্ভু নিমিত্তাংশ মায়ার সহিত সঙ্গ করেন ; কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্‌বলরূপ মহাবিষ্ণু-প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার, এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশ-সমূহই জীবরূপে উদিত।"

—ব্রঃ সং ৫।১০

চতুর্ব্বিংশ বৈভব

চিজ্জগৎ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। চিজ্জগৎ কি অসম্পূর্ণ ?

"বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, নিত্যপ্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটান করিয়া জীবদিগকে সততই আহ্বান করিতেছেন।"

—কৃঃ সং ৯।৫

২। 'ব্রজ' কি ? 'ব্রজ'-শব্দের অর্থ কি ?

"মায়িক-জগৎস্থিত জীবের চিদ্বিভাগে বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বের আবির্ভাবের নাম—'ব্রজ'; ব্রজ-শব্দ—গমনার্থ-সূচক।"

—কৃঃ সং ৫।২

৩। বৈকুণ্ঠ কি খণ্ড ও সসীম-তত্ত্ব ?

"সদ্ভাবেঽপি বিশেষস্য সর্ব্বং তন্নিত্যধামনি।

বিশেষ ধর্ম্মকর্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বটী অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ ; যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর-তত্ত্ব ; অর্থাৎ দেশ-কাল ও ভাবের দ্বারা প্রাকৃত তত্ত্ব-সকল খণ্ড-খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বে সেরূপ সদোষ-খণ্ড-ভাব নাই।"

—কৃঃ সং ১।৩০

৪। চিজ্জগৎ-সম্বন্ধে বর্ণনা কি জড় হইতে গৃহীত ও কল্পিত ?

"চিচ্ছক্তিনির্ম্মিতং সর্ব্বং যদ্বৈকুণ্ঠে সনাতনম্।

প্রতিভাতং প্রপঞ্চেঽস্মিন্ জড়রূপমলান্বিতম্ ॥

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাঁহারা এরূপ বৈকুণ্ঠ-ভাব প্রথমে বর্ণন করেন, তাঁহারা জড়ভাব-সকলকে চিৎতত্ত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বারা তাহাতে মুগ্ধ হন এবং পরে ঐসকল সংস্কারকে কূট-যুক্তিদ্বারা উক্ত-প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাসের বর্ণন, সমস্তই প্রাকৃত। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্ব-

জ্ঞানাভাব-বশতঃই হয়। যাঁহারা গাঢ়রূপে চিৎতত্ত্বের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা কাজে-কাজেই এরূপ তর্ক করিবেন ; কেননা, মধ্যমাধিকারীরা তত্ত্বের পার না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংশয়াক্রান্ত হইয়া সংসৃতি ও পরমার্থের মধ্যে দোদুল্যমানচিত্ত চিত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে সকল বিচিত্রতা জড়জগতে পরিদৃশ্য হয়, সে-সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন-মাত্র। চিজ্জগৎ ও জড়-জগতে বিভিন্নতা এই যে, চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দ্দোষ এবং জড়-জগতে সমস্তই ক্ষণিক-সুখ-দুঃখময় ও দেশ-কাল নির্ম্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগৎ-সম্বন্ধে বর্ণন-সকল জড়ের অনুকৃতি নয়, কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয় আদর্শ।"

—কৃঃ সং ১।২৯

৫। চিজ্জগতের লীলা-পীঠ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রভৃতি কি কাল্পনিক জড়,—না চিন্ময় ?

"চিদ্ব্যাপারই মূল-পদার্থ ; বিশেষ ও বিচিত্রতা তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান ; তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময় ধাম, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, গুণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ-চিদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট ও মায়া-সম্বন্ধ-রহিত জনের পক্ষেই সেই লীলা আস্বাদনীয়া। চিদ্ধাম, চিচ্ছক্তি-প্রকাশিত চিন্তামণি-গঠিত লীলা-পীঠ এবং কৃষ্ণ-বিগ্রহ,—সমস্তই চিন্ময়।"

—ব্রঃ সং ৫।২৭

৬। চিজ্জগৎ কোন্ বস্তুদ্বারা গঠিত ? চিজ্জগতের কল্পবৃক্ষ, কামধেনু প্রভৃতি কি দান করে ?

"মায়াশক্তি যেরূপ জড়-পঞ্চভূত দিয়া জড়-জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবা-মাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কাম-

ধেনুগণ সর্ব্বদা শুদ্ধভক্ত-জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দ-স্রাবী প্রেমপ্রস্রবণরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র ক্ষরণ করে।"

—ব্রঃ সং ৫।২৯

৭। চিদ্ধামের জড়জগতে অবস্থিতি ও জড়স্পর্শাভাব কি জীব-বুদ্ধির অন্তর্গত ?

"চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদ-বিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদ বিভূতিরূপ জড়-জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধাম, সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড়দেশ-কালাদি-দ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম-বৈকুণ্ঠতত্ত্ব-রূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান।"

ব্রঃ সং ৫।২

৮। সমস্ত গোকুলোপকরণই কি গোলোকে বর্ত্তমান ?

"নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সমস্ত গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে ; কেবল জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা "গোলোকে নাই।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

৯। চিজ্জগৎ ও জড়-জগতের ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

"ভূত ও ভবিষ্যৎ শূন্য শুদ্ধ বর্ত্তমান কালই চিদ্ধামে বিরাজমান। ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদে যে জড়দেশের পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদ, তাহা চিদ্ব্যাপারে নাই। সুতরাং যে-সকল ধর্ম্ম জড়-জগতে মায়িক-দেশ-কালাবচ্ছিন্ন-বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অবিরুদ্ধভাবে চিজ্জগতে উপাদেয়রূপে বর্ত্তমান।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৩

১০। ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে কৃষ্ণের রমণ কিরূপ ?

"কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিজ্জগতে আত্ম-শক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া-বুদ্ধিতে রমণ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১১। গোলোকে কৃষ্ণ কাঁহাদের সহিত কি বুদ্ধিতে রমণ করেন ?

"গোলোকে আত্ম-শক্তিকে শতসহস্র গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিস্মৃতি-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১২। বিভিন্ন রসের ভক্তগণ চিজ্জগতে কি কি স্থান লাভ করেন ?

"রস-বিচারে ভক্তি-ভাব—পঞ্চ-প্রকার অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। সেই সই ভাবে আরূঢ় ভক্তগণ তদুচিত কৃষ্ণ-স্বরূপে নিয়ত সেবা করিয়া চরমে তদুচিত প্রাপ্য-স্থান লাভ করেন। সেই রসানুরূপ চিৎস্বরূপ, তদুচিত মহিমা, তদুচিত সেবা-পীঠরূপ আসন, তদুচিত গমনাগমনরূপ যান এবং স্বীয় রূপ-সমৃদ্ধিকারী চিন্ময় গুণ-ভূষণ-সকল লাভ করেন। যাঁহারা শান্ত-রসের অধিকারী, তাঁহারা শান্তিপীঠরূপ ব্রহ্ম পরমাত্ম-ধাম; যাঁহারা দাস্যরসের অধিকারী, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যগত বৈকুণ্ঠ-ধাম; যাঁহারা শুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অধিকারী, তাঁহারা বৈকুণ্ঠো-পরিস্থিতি গোলোক-ধাম লাভ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৬

———

পঞ্চবিংশ বৈভব

বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। বৈষ্ণবতার লক্ষণ কি ?

"বর্ণাশ্রম-স্বীকার, বর্ণাশ্রম-ত্যাগ বা ভেকাদি-গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়। **একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ।** 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকা চাই।"

—'মনুষ্য সমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, তৃতীয় প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।১২

২। বৈষ্ণবতা কি ?

"তত্ত্ব-বিচার, ভাষার সামাসিক বর্ণন ও সুন্দররূপে সজ্জীকরণদ্বারা বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশ পায় না। যে কথাগুলি অভিধানে আছে, উহা যথাস্থানে সাজাইয়া দিলেই বৈষ্ণবী অপূর্ব্বতা হইতে পারে না। **শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়-পূর্ব্বক ভজনক্রমে যে রসোদয় করিতে পারা যায়, তাহারই নাম—'বৈষ্ণবতা'।"**

—'সমালোচনা' সঃ তোঃ ৬।২

৩। 'বৈষ্ণব' 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতম' কে ?

"যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ অপরাধশূন্য নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় পায়। পাপের ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ হইবার অবসর হয় না। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণব'। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতর' হন। হ্লাদিনী শক্তির উদয় হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতম' হন।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৪। শ্রীচৈতন্যচরণানুগত 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতমে'র মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

"শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত।

সান্তর নামানুশীলকই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর নামানুশীলকই 'বৈষ্ণবতর'। যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে শুদ্ধনাম হয়, তিনি—'বৈষ্ণবতম'। এই সকল সাধুর সঙ্গই কর্ত্তব্য।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

৫। কে কতদূর বৈষ্ণব ?

"যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে, তিনি ততদূর বৈষ্ণব।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

৬। অন্তর্ম্মুখের মধ্যে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমের ভেদ কি ?

"অন্তর্ম্মুখ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখগণ অন্য দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন; কিন্ত স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও ভক্ত-স্বরূপ-অনভিজ্ঞ; মূঢ় হইলেও অপরাধী ন'ন। ইহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ-প্রবৃত্তি; সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণব না হইলেও 'বৈষ্ণবপ্রায়'। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধবৈষ্ণবও পরিনিষ্ঠিত। উত্তম অন্তর্ম্মুখের ত' কথাই নাই; তিনি—নিরপেক্ষ। **নাম-নামীতে অভেদ-বুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অন্তর্ম্মুখ হইতে পারেন না।** অন্তর্ম্মুখ-মাত্রেরই ভগবানে অনন্য-শ্রদ্ধা আছে।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৭। মধ্যম বৈষ্ণবগণের স্বরূপ কি ?

"মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক।"

—'শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১২

৮। নাম ভজনকারী কোন্ অধিকারী ?

"নাম-ভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৯। কোন্ ধর্ম্মের পরিমাণের দ্বারা বৈষ্ণবতা নিরূপিত হয় ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্ম্মে দুইটী মাত্র কথা আছে অর্থাৎ **'নামে রুচি ও জীবে দয়া'।** এই ধর্ম্ম যাঁহার যে পরিমাণে থাকে,

তিনি ততই বৈষ্ণব। অন্য সদ্‌গুণ লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্ত-জনের সকল গুণই আপনি উদিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩১৭

১০। কোন্ সময় পুরুষ 'বৈষ্ণব'-পদ-বাচ্য হন ?

"বৈষ্ণব-কৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

১১। বৈষ্ণবতার তারতম্য-নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি কি ?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সম্মানের যে তারতম্য আছে, তাহা কেবল উত্তম-বৈষ্ণব ও মধ্যম-বৈষ্ণব-ভেদে,—ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম, উভয়বিধ বৈষ্ণবই দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ ও অর্থ-লালসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনেকপ্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়-ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ-সেবা-পূর্ব্বক গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ **বৈষ্ণব গৃহস্থ হউন বা গৃহ-ত্যাগীই হউন, ভক্তি-সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ।** যাঁহার যতদূর ভক্তি-সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান করিতে হয়; অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৫।১১

১২। বৈষ্ণবতা কি বর্ণাশ্রম ও জন্মৈশ্বর্য-শ্রুত-শ্রীর উপর নির্ভর করে ?

"যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি—গৃহস্থই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বলই হউন বা বলবান্‌ই হউন,—বৈষ্ণব।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

১৩। কয়টী বিশেষ-গুণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন ? তন্মধ্যে স্বরূপ-লক্ষণ কি ?

"ছাব্বিশটি গুণ-লক্ষণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। এই গুণগণ-মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ।"

—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ', সঃ তোঃ ৪।১

১৪। স্বরূপ-লক্ষণোদয়ে কি তটস্থ-লক্ষণের অভাব থাকে ? অনন্য-কৃষ্ণশরণ-জনে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে কি বলিয়া জানিতে হইবে ?

"অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। সে লক্ষণ যাঁহার হয়, তাঁহার তটস্থ-লক্ষণগুলি অবশ্য হইবে। কিন্তু কোন অনন্য-কৃষ্ণশরণ ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ-লক্ষণ পূর্ণোদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৫। বৈষ্ণবতার তারতম্যের একমাত্র পরিচয় কি ?

"যেখানে যে-পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে পঁচিশ প্রকার তটস্থ-গুণ অবশ্যই উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যে-স্থলে এই সকল তটস্থ-গুণের অত্যন্ত অভাব, সে-স্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব-তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।"

—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ', সঃ তোঃ ৪।১

১৬। রুচি-অনুসারে ভক্তের প্রকার-ভেদ ও তারতম্য কি ?

"রুচি-অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার, অর্থাৎ প্রচার-প্রধান-ভক্ত, আচার-প্রধান-ভক্ত ও আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার-সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেবল আচার-প্রধান-ভক্ত—মধ্যম, কেবল প্রচার-প্রধান-ভক্ত—কনিষ্ঠ।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

১৭। উত্তম, মধ্যম ও কোমল-শ্রদ্ধের তারতম্য-বিচারটি কি ?

"শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া যিনি সর্ব্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়, তিনি প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ। তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ

নিপুণ নহেন, অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরাগতিকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র-যুক্তির আশ্রয় করেন নাই, তিনি কোমল-শ্রদ্ধ। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ হইতে পারেন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

১৮। প্রাকৃত-ভক্তের স্বরূপ কি?

"পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোক-দৃষ্টে অর্চ্চন-মার্গে লৌকিক-শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন, তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত-ভক্ত,—শুদ্ধ ভক্ত ন'ন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

১৯। মধ্যম-বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবতার উচ্চাবচত্ব বা ভাল-মন্দ বিচার করিবেন না?

" 'বৈষ্ণবটি ভাল কি মধ্যম—এরূপ বিচার করা উচিত নয়',—এ কথা কেবল উত্তম-বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম-বৈষ্ণব এ কথা বলিলে অপরাধী হইবেন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২০। কনিষ্ঠাধিকারীর বিপদ কোথায়?

"কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-তারতম্য বিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

২১। কনিষ্ঠাধিকারীর কোন্ সময় শুদ্ধ-নামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার লাভ হয়?

"কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধনামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২২। কোন্ অধিকারীর বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার? বৈষ্ণব-সেবায় তারতম্য-বিচার করা কি পক্ষপাতিত্ব-দোষ নহে?

"বৈষ্ণব-সম্মান ও বৈষ্ণব-সেবায় কেবল মধ্যম-বৈষ্ণবেরই

অধিকার। মধ্যম-বৈষ্ণবের পক্ষে—একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে,—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। **বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য-অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য।"**

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২৩। মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষায় কি তারতম্য-বিচার থাকা উচিত নয়?

"মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। **ভক্তি-তারতম্য-অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ-অনুসারে কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। দ্বেষি-ব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য-অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত।"**

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২৪। কোন্ সময় জীবের চিন্ময়-অহঙ্কারের উদয় হয়?

"জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-দাস্যাভিমানরূপ চিন্ময় অহঙ্কারের উদয় হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার শুদ্ধবৃত্তিস্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্-বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কোন কাম থাকে না।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

২৫। বৈষ্ণবের আচরণ ও লক্ষণ কি?

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের আচরণ এবং কৃষ্ণনামৈক শরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

২৬। 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবপ্রায়' কাহাকে বলা যায়?

"সেই নাম বদ্ধজীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
শুদ্ধরূপে লইলে 'বৈষ্ণব' বলি তারে॥

নামাভাস যার হয়, সে 'বৈষ্ণব-প্রায়'।

নাম-কৃপা-বলে ক্রমে শুদ্ধ ভাব পায় ॥"

—'নাম-গ্রহণ-বিচার', হঃ চিঃ

২৭। বৈষ্ণবগণ কি শাক্ত নহেন ?

"বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত, চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন।"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

২৮। জগতের প্রকৃত-মঙ্গল-বিধান কাঁহারা করেন ?

"জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি ভক্ত-জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, এ-জগতের যে-কিছু মঙ্গল-সাধন হইবে, তাহা কেবল ভক্তকর্তৃকই হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

২৯। ভক্তির অনুচররূপে কি কি গুণ উদিত হয় ?

"কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফলদক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা ও তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদিত হয়।"

—'সদ্‌গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

৩০। যথার্থ, সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় নরজীবন কি ?

"ভক্ত-জীবনই যথার্থ নরজীবন ; ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় ;—ইহাই জগতের মধ্যে একমাত্র বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

৩১। ভক্ত কি আপনাকে গুপ্ত রাখিতে পারেন ?

"ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তি-প্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

৩২। বৈষ্ণবের স্বভাব কি ?

"সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন ; আর সংসার যখন ভজনের

প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।''

—'বৈষ্ণব-স্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৩৩। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংঘর্ষকালে বৈষ্ণবগণ কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন ?

''কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডের যুদ্ধে বৈষ্ণবগণ নিরপেক্ষ-পরিদর্শক।''

—'বুদ্ধগয়া', সঃ তোঃ ৭।১

৩৪। ব্রাহ্মণের কোন্ সময় বৈষ্ণবতায় দীক্ষা ও তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে ?

''ব্রাহ্মণ যে-সময়ে বেদ-মাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব ; কাল-দোষ-বশতঃ পুনরায় অবৈদিক-দীক্ষার দ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন।''

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

৩৫। শ্রীগৌর-প্রীতির মাপকাঠি কি ?

''শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি আছে, তাঁহার আজ্ঞা-পালনে তাঁহার তত চেষ্টা হইবে।''

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। প্রকৃত-ভক্তের পরিচয় কি ?

''অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্ত-মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন।''

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৭। প্রকৃত সাধু কে ?

''তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুর সঙ্গে নিজ-স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন।''

—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩৮। বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম কি কর্ম্মফল-বাধ্য জীবেরই অনুরূপ ?

''শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া-কলাপ— সমস্তই মায়িক কামফল-

প্রসূ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।"

—'বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

৩৯। বৈষ্ণবের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ভেদ কি ?

"ভক্তদিগের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের অনেক ভেদ। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান ও সিদ্ধিকালে আত্মারামতা অথবা মুক্তি। যে ভক্তদিগের সাধনকালে শুদ্ধ'-ভক্তি, তাঁহারাই ভক্তি-রসিক। সেই মহৎ ভক্তিতত্ত্ববাদীদিগের সিদ্ধিকালে সেই ভক্তিই কৃষ্ণচরণাব্জ-মকরন্দরূপ-প্রেমস্বরূপা।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৪০। বৈষ্ণবের কি বিনাশ ও কোনপ্রকার বন্ধন আছে ?

"কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কেহই নাশ করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধি-বন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেম-বন্ধন ব্যতীত আর কোনপ্রকার বন্ধন নাই।"

—কৃঃ সং ৫।১২

৪১। বৈষ্ণবের আনুগত্যে ব্রজে চলিবার জন্য আত্তি কিরূপ ?

"O *Saragrahi Vaishnab* soul !
Thou art an angel fair ;
Lead, lead me on to *Vrindaban*
And spirit's power declare !!
There rests my soul from matter free
Upon my Lover's arms,
Eternal peace and spirit's love
Are all my chanting charms !!"

—*'Saragrahi Vaishnava'*

৪১। সিদ্ধ ও সাধকের স্বরূপ কি ?

"গোপীভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুকরণ করেন, তাঁহারা সাধক। অতএব পরমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক,—এই দুই প্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন।"

—কৃঃ সং ৯।১৩

——::o::——

ষড়্বিংশ বৈভব

শুদ্ধবৈষ্ণব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শুদ্ধভক্তের স্বভাব কি ?

"সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না ; শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

২। বৈষ্ণব-চরিত্র কিরূপ ? বৈষ্ণব-পদবী পাইবার যোগ্য কে ?

"বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ ; তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র, সর্ব্বত্র প্রকাশ-পূর্ব্বক শিক্ষা দেও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব-পদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না।"

—'সাধুশিক্ষা', সঃ তোঃ ৫।১০

৩। চিন্ময় প্রকৃতি-দেহে কৃষ্ণভজনকারী মহাজন কি বৈধাচার পরিত্যাগ করেন ?

"আত্মায় কৃষ্ণ-যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণ-ভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শারীর কর্ম্মসকল ধীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্প-কার্য্য, বায়ু-সেবা, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়।"

—কৃঃ সং ১০।১২

৪। মনুষ্য-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় থাকিয়াও সারগ্রাহী বৈষ্ণব কি হরিভজন হইতে চ্যুত হন ?

"সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে ধীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। কখনও স্ত্রী-জাতির আশ্রয় পুরুষরূপে যোষিদ্বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজে অবস্থিত হইয়া কখনও সামাজিক কার্য্য-

সমুদায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া কখনও প্রধান-শিক্ষক-মধ্যে পরিগণিত হন।"

—কৃঃ সং ১০।১৩

৫। অবিদ্বৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না কেন? অন্যাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যাবরণ-রহিত ও আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনকারীর প্রতি শ্রীহরির কিরূপ কৃপা হয়?

"সন্ন্যাস-ধর্ম্মও আশ্রমোচিত কর্ম্ম-বিশেষ; তাহাতে মোক্ষস্পৃহা-রূপা ফল-কামনা থাকায় কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না। সন্ন্যাসীরাও কর্ম্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন এবং নিতান্ত নিষ্কাম হইলেও আত্মা-রামতারূপ ক্ষুদ্র ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণ সেই সকল লোকের কর্ম্ম, কর্ম্মবাসনা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫৪

৬। বর্ণাশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ঐকান্তিক বিষ্ণু-ভক্ত কি কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি-নিষেধ স্বীকার করেন?

"বর্ণাশ্রমস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবপূজা ও অপর বিবিধ রাজস-তামস বেদ-পুরাণে কথিত সকল প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম-সমূহ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছেন; অথবা পক্ষান্তরে, একান্ত ভক্তগণের যদিও শূদ্রের ও সঙ্কর অন্ত্যজগণের ন্যায় আচার-ব্যবহার, তথাপি তাঁহারা সংসার-বন্ধনজনক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

—সঃ সাঃ দীঃ, বঙ্গানুবাদ

৭। যে-কোন কুলে উদ্ভূত শুদ্ধবৈষ্ণবের পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব লভ্য হয় কি?

"যে বর্ণই হউন, শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। যে কোন কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের বেদাধ্যাপনায় অধিকার আছে কি?

"যাঁহার অনন্যভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৯। কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় কি? শুদ্ধভক্তের কি মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হয়?

"কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়াও কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না; এইজন্যই জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণ-ভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না; কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

১০। পার্থিব রাজ্যৈশ্বর্য্য ও স্বর্গ-সুখাদি বৈষ্ণবের প্রার্থনীয় কি?

"The kingdom of the world, the beauties of the local heavens and the sovereignty over the material world are never the subjects of *Vaishnava* prayer."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

১১। অকিঞ্চন আত্মরত ব্যক্তি কি ভাবে হরিভজন করেন? তাঁহার কোনরূপ বিষয়মদ থাকে কি?

"অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার ॥
সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥

বর্ণ-মদ, বল-মদ, রূপ-মদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তি-পথে হন রত॥"

—'অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

১২। সর্ব্বোত্তম সাধক কাহারা?

"সাধন-ভক্তি যতপ্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম সাধক।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

১৩। শুদ্ধবৈষ্ণবের বাদানুবাদ বা প্রেমরহস্য-কলহ কি মায়িক-বুদ্ধির অধিগম্য?

"শুদ্ধবৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতি-পক্ষই নাই; তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১৪। শুদ্ধবৈষ্ণব কি কখনও নিজের স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণে যত্ন-বিশিষ্ট? তিনি কিরূপে কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন?

"শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস; **পরতন্ত্র স্বাধীন নহেন**। স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু **তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম বিক্রয়ের দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন**।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

১৫। কৃষ্ণদাস্য-মধুপান-মত্ত শুদ্ধভক্ত কি ত্রিতাপ-ক্লেশ অনুভব করেন?

"শুদ্ধভক্তজন কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-আসবে।
নিজ-নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে॥
না জানে অভাব-পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১০২

১৬। বৈষ্ণব-ঠাকুরের চরিত্র কিরূপ?

"বৈষ্ণব ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমান হীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা-অনুরক্ত॥"

—প্রার্থনা (লালসাময়ী) কঃ কঃ

১৭। কাঁহার আবেদনে কৃষ্ণ দয়া করেন ?

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥"

—প্রার্থনা (দৈন্যময়ী) কঃ কঃ

১৮। ভগবানের নিকট শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রার্থনা কিরূপ ? শুদ্ধভক্ত কি কি সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবার নিমিত্ত আবেদন করেন ?

"The *Vaishnava* meekly and humbly says, "Father, Master, God, Friend and Husband of my soul ! Hallowed be Thy Name. I do not approach you for anything which You have already given me. I have sinned against You and I now repent and solicit Your pardon. Let Thy Holiness touch my soul and make me free from grossness. Let my spirit be devoted meekly to Your Holy service in absolute love towards Thee. I have called You my God, and let my soul be wrapped up in admiration at Your Greatness ! I have addressed You as my Master and let my soul be strongly devoted to Your service. I have called You my Friend and let my soul be in reverential love towards You and not in dread or fear ! I have called You my Husband and let my spiritual nature be in eternal union with You, for ever loving and never dreading, or feeling disgust. My Love ! let me have strength enough to go up to You as the Consort of my soul, so that we may be one in eternal love ! Peace to the world !!!"

—The Bhagabat ; Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

———

সপ্তবিংশ বৈভব

বিদ্ধবৈষ্ণব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নামাপরাধী কি শুদ্ধবৈষ্ণব নহে ?

"নামাপরাধিগণ কখনই শুদ্ধ বৈষ্ণব নয় ; এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়'—এই বাক্য দ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৭

২। সাত্ত্বিক-বিকার বাহিরে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যদি কাহারও পাপ-প্রবৃত্তি থাকে, তিনি কি 'বৈষ্ণব' নহেন ?

"যাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্য-শ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ দেখানও, তথাপি তাঁহার অনন্য-নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি কখনও স্বীকার করা যাইবে না। **যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুলকাশ্রুপাত করিয়াও কপট বৈষ্ণব-মধ্যে গণিত হইবেন** ; কেন না, তিনি নামাপরাধী।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৭

৩। মায়াবাদীতে যদি বাহিরে সাত্ত্বিক বিকার দৃষ্ট হয়, তথাপি কি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যাইবে ?

"**মায়াবাদী**—প্রতিবিম্ব-নামাভাসী, অতএব তাঁহারা অপরাধী ; ইঁহাদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন। তাঁহারা **যতই সাত্ত্বিক ভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে না।**"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি' ? সঃ তোঃ ৫।১২

৪। পঞ্চোপাসক যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তবে কি তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা যাইবে না ?

"বিদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম দুই-প্রকার—অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। **স্মার্ত্ত-মতে** যে সকল **বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পদ্ধতি** আছে, সে-সমস্তই **কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম**। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা

হয়। সেই মতে বিষ্ণু সকল-দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ম্মাধীন; বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম্ম নয়,—কর্ম্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এই মতে, উপাসনা, ভজন ও সাধন সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ, যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব আর নাই। জড়মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করেন; শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যমাত্র। * * * *

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোচ্চ-তত্ত্ব। সেই মতে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়; শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে অনাদর করেন। **পঞ্চোপাসনার মধ্যে বিষ্ণুর যে উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি—সমস্তই বিষ্ণু-বিষয়ক, বা কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।**

এবম্ভূত বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৫। রামানন্দিগণ কি শুদ্ধবৈষ্ণব ?

"যিনি হৃদয়ে 'মুমুক্ষু', তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত ন'ন। বস্তুতঃ রামোপাসক থাকায় রামদাসকে (রামানন্দি-সম্প্রদায়ভুক্ত) **'বৈষ্ণবপ্রায়'** বলা যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ১৩।৯২

———

অষ্টাবিংশ বৈভব

বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সদ্ গৃহস্থ কে? কাহার গৃহে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন?

"তিনিই সদ্‌গৃহস্থ—যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন; তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।''

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের সাধারণ অধিকার কি?

"যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থবেগ সহিতে পারেন না, অনেক অবৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার ভজন-পিপাসু দৃষ্ট হয়। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একেবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন—ইঁহারা 'গৃহত্যাগী' বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধিক্রমে 'গৃহস্থ' থাকিয়া ভগবদ্‌ভজন করেন।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৩। বৈষ্ণব-গৃহস্থের পত্নী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আচরণ কিরূপ হইবে?

"বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। * * * বৈষ্ণবী-পত্নী-সহকারে বৈষ্ণব-জগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে-সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে **ভগবদ্দাস** বলিয়া জ্ঞান করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।২

৪। ষড়্‌বেগ-দমনের উপদেশ কি গৃহস্থগণের জন্য নহে?

"ষড়্‌বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তিই পৃথ্বীজয়ী হন। এই

বেগ-সহন-উপদেশ কেবল গৃহি-ভক্তের পক্ষে; কেন না, গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি-বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে।”

—পীঃ পঃ বৃঃ, ১ম শ্লোক

৫। সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের জীবনযাত্রা-বিধি কিরূপ?

“সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ-চরিত্রে, ন্যায়-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন।”

—‘বৈরাগী-বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নিৰ্ম্মল হওয়া চাই’,

সঃ তোঃ ৫।১০

৬। গৃহস্থগণের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যয় কিরূপে হইতে পারে?

“যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্‌বৃত্ত ধন পান, তাঁহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্য-মাংস-ভোজন, অসৎ নাট্যাদি-দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা, অসৎ পাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উদ্‌বৃত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি-সেবা, দুঃখী লোককে অন্ন-দান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্য-দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা-দান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি-দায় হইতে মুক্তকরণ—এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে। * * প্রভুর দৈনন্দিন সেবা-সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবের উদ্‌বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।”

—‘গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের জীবনবৃত্তি’, সঃ তোঃ ৭।২

৭। অতিথি-সেবা গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য কেন?

“আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম্ম। যে-দেশে আতিথ্য নাই, সে-দেশ মরুভূমিতুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাঁহার আতিথ্য নাই, তাঁহার বৃথা জীবন—লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করে না; সুতরাং

তিনি একজন পাপিষ্ঠদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থের যে-সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয়।"

—'বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।১২

৮। সাধারণ-অতিথি ও বৈষ্ণব-অতিথির সেবায় বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোন তারতম্য করা উচিত কি?

"ভক্ত-গৃহস্থও যখন অতিথি পান, তখন দেখিয়া থাকেন যে, সে অতিথিটী সাধারণ-অতিথি, কি বৈষ্ণব-অতিথি। যদি বৈষ্ণব-অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতি সাধন করেন। যদি সাধারণ অতিথি পান, তবে সাধারণ-আতিথ্য-বিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ ব্যবহারই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার।"

—'বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।১২

৯। গৃহস্থের প্রধান কার্য্য কি?

"ভক্ত-সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১০। গৃহস্থ-কোন্ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবেন?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১১। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিবেন? তাঁহাদের পক্ষে অন্যাভিলাষ একান্তভাবে পরিত্যাজ্য কেন?

"মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থ প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুকরণীয়। কৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। আর অবান্তর-ফল-কামনার ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতেই সংসারী হইয়া পড়িবেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১২। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অন্যান্য কৃত্য কি ?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান করিবেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১৷১২

১৩। অধিক সঞ্চয় করা কি বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে ?

"গৃহি-বৈষ্ণবের যাবৎ ভক্তি-নির্ব্বাহ তাবৎ সঞ্চয়েরই আবশ্যকতা; ততোঽধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার। ভজন-প্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেরূপ অত্যাহার করিবেন না।"

—পীঃ পঃ বৃঃ, ২য় শ্লোক

১৪। বৈষ্ণব-গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিশেষ প্রয়াস করা কি উচিত নহে ?

"গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পান, তাহাতেই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সুখবোধ করা উচিত।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১৷১২

১৫। কিরূপ বৈষ্ণব লইয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থ মহোৎসব করিবেন ?

"বৈষ্ণবকে সম্মান করিবেন, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবেন এবং এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থ-বৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

১৬। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন ?

"বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়,—ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১৷১২

১৭। ভক্তের পক্ষে 'গৃহত্যাগী' বা 'গৃহস্থ' কোন্‌টী হওয়া উচিত।

"ভক্ত লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১৷১২

১৮। গৃহস্থ-অবস্থাটি কি ? ইহা কি চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে ?

"গৃহস্থ-অবস্থাটি জীবের আত্ম-তত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৯। গৃহস্থ কি ভেক বা সন্ন্যাসাশ্রম প্রদান করিতে পারেন ?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকটই বেষাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ-ভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই ; এইজন্য কাহাকেও বেষাশ্রম দিবেন না।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

ঊনত্রিংশ বৈভব

পরমহংস ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সহজ-পরমহংস কাহারা ?

"স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই 'সহজ' পরমহংস।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

২। গৌর-লীলায় ও পৌরাণিক যুগের কতিপয় সহজ-পরমহংস কাহারা ?

"শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎ-পার্ষদগণ, * * সকলেই সহজ-পরমহংস। পূর্ব্বকালে ঋভু প্রভৃতি অনেকের গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ পারমহংস্য দেখা যায়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। পরমহংসগণের স্বরূপ কি ? তাঁহাদের শাস্ত্র কি ?

"যে-সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে (পরমহংসগণকে) সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন ; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহার-সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পরকে 'ভ্রাতা' বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। পরমহংস কি শাস্ত্রের শাসনাধীন বা বিধি-বাধ্য ?

"উচ্চ-সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন-সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছা-বিলাস-মাত্র।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৫। পরমহংসগণ কাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করেন ?

"কর্ম্মধর্ম্মসাপেক্ষ ভক্ত ও কর্ম্মজড়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে ; কৃষ্ণভক্তি-শূন্য কর্ম্মীর ত' কথাই নাই। কর্ম্মধর্ম্মসাপেক্ষ-ভক্ত শুদ্ধ-

ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবসেবা-কীর্ত্তন-ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন; হৃদয়ে কর্ম্ম-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ এবং ব্যবহারে ভক্তির অনুকূল জানিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন। যদিও নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম অনেক সময়ে ভক্তির বাধক হয়, তথাপি স্বচ্ছন্দে নিষ্পাপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে তিনি যথাযোগ্য যত্ন করেন; সুতরাং কৃষ্ণভক্তি-সাধনে তিনি সর্ব্বদা নিরপেক্ষ; কিন্তু কর্ম্মজড়ের কার্য্য এই যে, মনে মনে কর্ম্মকেই তিনি নিস্তারের হেতু জানিয়া কৃষ্ণ-কর্ম্মে আত্মভাব অনুভব করেন না; কৃষ্ণের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া লোকদিগকে জড়ময় কর্ম্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন। বৈদিক হইয়াও নিরপেক্ষ পক্ষযোগীকে নিন্দা করেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া লোকদিগের বুদ্ধি নাশ করেন। মূর্খ লোক তাহাকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত মনে করিয়া মোহপ্রাপ্ত হন এবং নিরপেক্ষ পক্ষযোগীকে লঘু-বুদ্ধির দ্বারা বিতর্ক করিয়া নষ্ট হন। পক্ষযোগীর হৃদয়নিষ্ঠা বৈদিকগণ জানিতে পারেন না; সুতরাং কর্ম্মজড় শিক্ষককে মহাপুরুষ মনে করিয়া তদ্রূপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। পরমহংস মহাত্মগণ তাঁহাদিগকে অবৈষ্ণব জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করেন না।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৬। এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য কে?"

"এ জগতে **চিদচিদ্ বিচার-চতুর পরমহংস-ভক্ত**গণই ধন্য। ভক্তগণই পণ্ডিত; কেন না, তাঁহারা জড়-জগতের মোহ-কলিলের পার পাইয়াছেন। ভক্তগণই গুণী; কেননা, মায়ার কুণ্ঠিত সত্ত্বরজস্তমো-গুণকে ভেদ করিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তগণই সুখী; কেন না, জড়গত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ব্রজের চিৎসুখ লাভ করিয়াছেন। ভক্তগণই নির্ভয়; কেননা, মায়িক ভূত-ভবিষ্যদাত্মক কালকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ গোলোকবাসী হইয়াছেন। ভক্তগণ যুগে যুগে জীবিত থাকুন এবং হতভাগ্য মায়া-পীড়িত ব্যক্তিগণকে দর্শন, স্পর্শন, আলাপনের দ্বারা কৃতার্থ করুন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

ত্রিংশ বৈভব

প্রচারক ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নির্জ্জন-ভজনানন্দী ও হরিকীর্ত্তনকারী প্রচারকের মধ্যে কে জগতের অধিক উপকারক ?

"রুচিক্রমে যে-সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

২। কাঁহাদের প্রচারক-যোগ্যতা আছে ?

"শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহাদেরই প্রচারক-যোগ্যতা।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৩। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কি প্রচারক হওয়া যায় ?

"প্রচার-কার্য্যটি ভজন-বিভাগের সভ্যগণের প্রতি ভার অর্পণ করিলেই ভাল হয়। **কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কেহ গৌর-শিক্ষা-প্রচারক হইতে পারে না।"**

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪। প্রচারকের নামাপরাধ-তত্ত্ব জানা প্রয়োজনীয় কেন ?

"প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নাম-প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫। শুদ্ধ প্রচার-কার্য্যে কি কি প্রয়োজন ?

"শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে প্রথম—নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা, দ্বিতীয়—প্রচারকের শুদ্ধতা এবং তৃতীয়—গ্রাহকদিগের শুদ্ধতার

প্রয়োজন। নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা এই যে, প্রচারিত নাম ভগবল্লীলাসূচক ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি-গন্ধ-শূন্য হইবে।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ, ১ম খণ্ড

৬। প্রচারকের আচারবান্ হইবার আবশ্যকতা কেন?

"সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম—'আচার'। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য জীবের নিকট প্রচার করার নামই—'প্রচার'। আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু শিক্ষা করতঃ কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন; তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। * * স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

৭। স্মার্ত্তাচারী ব্যক্তি কি ভক্তি-তত্ত্বের প্রচারক হইতে পারেন না?

"কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না, বরং কর্ম্ম-কাণ্ডাদৃত স্মার্ত্ত-সম্মত আচার করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তি-তত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

৮। প্রচারকের শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা কেন?

"প্রচারকের শুদ্ধতাও নিতান্ত প্রয়োজন। নাম-গান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু নামে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাহা শুনিতে গিয়া প্রচারকদিগের অশুদ্ধতা দেখিয়া দুঃখ পাই। হয় ত' গ্রামের পীড়া-নিবৃত্তির জন্য নাম বাহির হইয়াছে, নয় কতকগুলি লোক শমনের ভয়ে নাম করিতেছেন। এরূপ ভুক্তি ও মুক্তি-পিপাসা-দূষিত হৃদয় হইতে যে নাম বাহির হয়, তাহা প্রতিবিম্ব-নামাভাস। তাহাতে জীবের নিত্য-মঙ্গল-লাভ সম্ভব নয়। বিপণিপতি ও ব্রাজক-বিপণি মহোদয়গণ যদি সেরূপ স্পৃহা-শূন্য হন, তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধনাম প্রচার হইবে। যদি

তাঁহারা অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নাম-প্রচার করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় কার্য্য করেন, তাহা হইলে হাটের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ২য় বর্ষ

৯। প্রচারকের উপদেশ ভোগোন্মুখ জীবে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় বলিয়া কি শুদ্ধ প্রচারক দায়ী ?

"The reformers, out of their universal love and anxiety for good work endeavour by some means or other to make the thoughtless drink the cup of salvation, but the lattet drink it with wine and fall into the ground under the influence of intoxication, for, imagination has also the power of making a thing what it never was. Thus it is that the evils of nunneries and the corruptions to *Akhras* proceeded. No, we are nor to scandalise the Saviour of Jerusalem or the Saviour of Nadia for these subsequent evils. Luthers, instead of critics, are what we want for the cerrection of those evils by the true interpretation of the original precepts."

—*The Bhagabat ; Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ইতিবৃত্ত কি ?

"১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ, রবিবার ঐ সভাটি হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি ও দ্বারিকবাবু সকল কথা বুঝাইলে সকলে একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল। তাহাতে নফরবাবু সম্পাদক হইলেন। সভা সাধারণের নিকট টাকা সংগ্রহ করিয়া যথারীতি শ্রীমূর্ত্তি-সেবা সংস্থাপনের অনুমতি করিলেন।

সাধারণের নিকট হইতে ১৫৫৷১০, প্রথম বৎসরের প্রণামীতে ২৭১॥/১৭॥ এবং ঋণ-দ্বারা ৯৫৩॥০ একত্রিত হইয়া শ্রীমায়াপুরে ভূমি

ক্রয়-পূর্ব্বক তৃণাচ্ছাদিত কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ-করতঃ তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলেন।

৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিলেন। মনোহরসাহী কীর্ত্তন, কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা ও নাম-সংকীর্ত্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল।”

—ঠাকুরের আত্মচরিত

——::০::——

তাঁহারা অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নাম-প্রচার করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় কার্য্য করেন, তাহা হইলে হাটের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ২য় বর্ষ

৯। প্রচারকের উপদেশ ভোগোন্মুখ জীবে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় বলিয়া কি শুদ্ধ প্রচারক দায়ী?

"The reformers, out of their universal love and anxiety for good work endeavour by some means or other to make the thoughtless drink the cup of salvation, but the lattet drink it with wine and fall into the ground under the influence of intoxication, for, imagination has also the power of making a thing what it never was. Thus it is that the evils of nunneries and the corruptions to *Akhras* proceeded. No, we are nor to scandalise the Saviour of Jerusalem or the Saviour of Nadia for these subsequent evils. Luthers, instead of critics, are what we want for the cerrection of those evils by the true interpretation of the original precepts."

—The Bhagabat ; Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ইতিবৃত্ত কি?

"১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভাটি হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি ও দ্বারিকবাবু সকল কথা বুঝাইলে সকলে একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল। তাহাতে নফরবাবু সম্পাদক হইলেন। সভা সাধারণের নিকট টাকা সংগ্রহ করিয়া যথারীতি শ্রীমূর্ত্তি-সেবা সংস্থাপনের অনুমতি করিলেন।

সাধারণের নিকট হইতে ১৫৫।১০, প্রথম বৎসরের প্রণামীতে ১৭১৷৷/১৭৷৷ এবং ঋণ-দ্বারা ৯৫৩৷৷০ একত্রিত হইয়া শ্রীমায়াপুরে ভূমি

ক্রয়-পূর্ব্বক তৃণাচ্ছাদিত কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ-করতঃ তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলেন।

৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিলেন। মনোহরসাহী কীর্ত্তন, কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা ও নাম-সংকীর্ত্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

——ঃঃ০ঃঃ——

একত্রিংশ বৈভব

বিজ্ঞান ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। উত্তাপের মূল কারণ কি ?

"গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্র-সকল নির্গত হইয়া বৃহদ্ বৃহদ্ ব্যাপার সম্পাদন করে। এই সকল কার্য্যে চেতনের প্রেরণা কোথায় ? * * * যদিও উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতনের প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপ কি পদার্থ ? বিশেষ বিচার করিলে উত্তাপকে 'গুণ' বলা যায়। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই উত্তাপ দেহে প্রকাশ হয়। কামের আধিক্যে জ্বর হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত-পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন-পদার্থের ক্রিয়ার ফল বলিলেই হইতে পারে।"

—তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

২। যুক্তিই কি জড়-বিজ্ঞানাবিষ্কারের মূল নহে ? মানব-প্রকৃতি কি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হয় ?

"যুক্তিদ্বারাই সমস্ত মানস ও জড়-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড়-বিজ্ঞান অনেক প্রকার। যথা—জড়-গুণ-বিজ্ঞান (Science of matter and motion), চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism), বৈদ্যুতিক-বিজ্ঞান (Electricity), আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান (Medicine), দেহ-বিজ্ঞান (Physiology), দৃষ্টি-বিজ্ঞান (Optics), সঙ্গীত-বিজ্ঞান (Music), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইতে যতপ্রকার শিল্প ও কারু (Art and manufacture) আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য

করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway), তড়িদ্‌-বার্ত্তাসহ (Electrical wire), অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহনির্ম্মাণ (Architecture)—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশ-জ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল-সমাচার ও কাল-জ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান। পশুবৃত্তান্ত-জ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিব-বিজ্ঞান (Minerology), তথা অস্ত্র-চিকিৎসা (Surgery) এই সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান। যাঁহারা এই জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান, তাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন। মানব-প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩। সারগ্রাহিগণ কাহাকে বিজ্ঞান বলেন?

"বৈষ্ণবগণ বিষয়-জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে 'বিজ্ঞান' বলেন। * * যাঁহারা জড়-প্রবৃত্তি-অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে রত, * * তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎ-পরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

৪। কোন্‌ ধর্ম্মে চিদ্‌বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুশীলন হয়?

"আধুনিক ধর্ম্মনিচয়ে ভক্তির বিজ্ঞান দেখা যায় না। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যে সনাতন-ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে. তাহাতে বৈষ্ণব-তত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই কেবল ভক্তি-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা। শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভে ও শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তিবিজ্ঞান বিশেষরূপে বিবেচিত (বিচারিত) হইয়াছে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫। বিজ্ঞান কোন্‌ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হয়?

"শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নত করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণের সেবা করাই শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকগণের কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা উহার আলোচনায় নিযুক্ত, তাহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর-নির্ব্বাহী ব্যাপার-সকলের সাধনের জন্য অন্যান্য লোকের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাতঃ ক্রমোন্নতিবাদিন্! হে ভ্রাতঃ ক্রমোৎপত্তিবাদিন্! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের ও জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকার-চর্চ্চা-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

৬। বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প কোন্ সময়ে সর্ব্বোন্নত হয়?

"কর্ম্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে 'কর্ম্ম' বলিয়া পরিচয় দেয় না, 'ভক্তি' বলিয়াই পরিচয় দেয়। যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ-নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সমস্পর্দ্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি-চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজ-তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম্ম ভক্তি-স্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আর উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনু ৯-১২

৭। সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণ কিরূপ ধন-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী?

"শারীরিক ও মানসিক যতপ্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্প-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি, সেই সকলই 'অর্থ-শাস্ত্র'। ঐ সকল শাস্ত্রদ্বারা কোন-না-কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম—অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়; গীত-শাস্ত্রদ্বারা কর্ণ ও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়; প্রাকৃত-তত্ত্ব (পদার্থ) বিজ্ঞানদ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মিত

হয় ; জ্যোতিষ-শাস্ত্রদ্বারা কালাদি নির্ণয়রূপ অর্থ-সংগ্রহ হয় ; এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক স্মৃতি-শাস্ত্রকেও 'অর্থশাস্ত্র' বলা যায় এবং স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায় ; যেহেতু সমাজ-রক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাদ্রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থ-শাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন। পরমার্থ-নির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিসংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন, নানাবিধ পাপী-দিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না—কখনও গোপনীয় উপদেশ, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখনও বন্ধুভাবে, কখনও বিরোধভাবে, কখনও স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখনও বা পাপের দণ্ড বিধান করত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্ত-শোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন।"

—কৃঃ সং ১০।১৪

দ্বাত্রিংশ বৈভব

দর্শন ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-দর্শনের বিভাগ কিরূপ ?

"জগতে যত জীব আছেন, তাঁহারা অধিকারানুসারে প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-ভেদে ত্রিবিধ। লোকে বলেন যে, দর্শন ছয় প্রকার ; কিন্তু আমরা সেই সমস্ত দর্শনকে তিন প্রকারে বিভাগ করি অর্থাৎ প্রাকৃত-দর্শন, আধ্যাত্মিক-দর্শন ও অপ্রাকৃত-দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা—ইঁহারা প্রাকৃত-দর্শন। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য—এই তিনটি আধ্যাত্মিক-দর্শন। বেদান্ত স্বয়ং অপ্রাকৃত দর্শন।"

—'বিজ্ঞপ্তি' কৃঃ কঃ

২। বিভিন্ন আচার্য্য-প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয় কোথায় ?

"কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদ-মাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্য-শক্তি-পরিণামরূপ নিত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। ইহাই সর্ব্ববেদ-বাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।"

—'ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণং', শ্রীভাঃ মাঃ ১০।৪

৩। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ কেন ?

"শ্রীজীব গোস্বামী 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে এই মত-সিদ্ধান্তকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্ব-মতে যে সচ্চিদানন্দ-নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্ব-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত-সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের—'সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের—'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর—'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের—'নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ-মত (সিদ্ধান্ত) জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৪। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি শ্রুতি-সম্মত সার্ব্বদেশিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত ?

"কেবল ভেদ বা কেবল অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ—এ সকলই শ্রুতি-শাস্ত্রের একদেশ-সম্মত হওয়ায় অন্যদেশ-বিরুদ্ধ ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত (সিদ্ধান্ত) বেদের সর্ব্বদেশ-সম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৫। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বরূপতঃ সর্ব্ববাদি-সম্মত কেন ?

"অচিন্ত্য-ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্তই সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রের সম্মত। ইহাতে যত যুক্তি করা যায়, ততই এই সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চয়রূপে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়। যুক্তি দুই প্রকার—স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ। বেদ, পুরাণ ও সমস্ত মহাজন-কৃত সিদ্ধান্ত ইহার পোষক ; তাহারাই স্বপক্ষ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যাদি শুষ্ক জ্ঞানবাদাচার্য্যগণ ইহার প্রতিপক্ষ। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন, 'হে নাথ, তোমার ও আমার ভেদ অপগত হইলে আমি তোমার থাকিব, কিন্তু তোমাকে আমার বলিতে পারিব না।' এইরূপ প্রতিপক্ষ-যুক্তিও ভেদাভেদ-বাদের পোষক। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৬। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে 'অচিন্ত্য'-শব্দ বলা হইল কেন ?

"কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া, এই নিত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৫

৭। কেবলাদ্বৈতবাদই কি অদ্বয়-জ্ঞান ও বেদ-সম্মত ?

"অনেকে মনে করেন যে, কেবল অভেদবাদকে অদ্বয়জ্ঞান বলে ; তাহা নয়। কেবল অভেদবাদ—সমস্ত বেদ-বিরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেক স্থলে নিত্য-ভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য ; অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্টৃ-স্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত-দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার কেবল ভেদ-দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্‌রূপে ভাসমান হয় ;—ইহারই নাম দ্বৈতজ্ঞান।"

—'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২।৬

৮। সাত্বত আচার্য্যগণের প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও তজ্জনিত অসম্প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক বিচার-বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণতা কে বিধান করিয়াছেন ?

"শ্রীরামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শুদ্ধ-দ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য

দ্বৈতাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারি জনই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। রামানুজ-মতে—চিৎ ও অচিৎ, এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। মধ্ব-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশ-ভক্তিই তাহার স্বভাব। নিম্বাদিত্য-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ; অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। বিষ্ণুস্বামি-মতে—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করতঃ বিজ্ঞান-শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন।" —শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৯। শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কি গৌড়ীয়-মত-বিরুদ্ধ নহে?

"শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর সিদ্ধান্ত-সমূহ আমাদের গৌড়ীয়-প্রেম-মন্দিরের ভিত্তি-স্বরূপ।" —'শ্রীঅর্থ-পঞ্চক', সঃ তোঃ ৭।৩

১০। শ্রীনিম্বাদিত্যের মত ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি এক?

"অনেকে বলেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মত নিম্বাদিত্যের মতের সহিত সর্ব্ব-বিষয়ে এক; তাহা নয়। নিম্বাদিত্যের মত—দ্বৈতাদ্বৈত; কিন্তু গৌড়ীয়-মত—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।"

—'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

১১। দর্শন-শাস্ত্র-রচনার ইতিহাস কি?

"ভারত-রচনার অনতিবিলম্বেই দর্শন-শাস্ত্র রচিত হয়। ভারতবর্ষে ছয়টী দর্শন প্রবলরূপে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কণাদ, মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই বৌদ্ধমত প্রচারের পর উৎপন্ন হইয়াছে। দার্শনিক ঋষিগণ আদৌ সূত্ররূপে নিজ-নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। বৈদিক সূত্রসকল যেরূপ স্মরণের সাহায্যের জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, দার্শনিক সূত্রসকল সেরূপ

নয়। ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধদিগের প্রবল মতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন প্রথমে বেদ-শাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষৎসকলের যুক্তি-সাহায্যে স্বমত-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ সৌগত, মাধ্যমিক, যোগাচার প্রভৃতি স্বমতের দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্য ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ছয়টী বিচার-শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সূত্র-রূপে গ্রন্থ-রচনা-পূর্ব্বক স্বশিষ্যেতর কাহারও হস্তে না পড়ে, এরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সময় হইতে আন্বিক্ষিকী বিদ্যারূপ কোন বৈদিক ন্যায় তাৎকালিক গৌতমঋষি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু আবশ্যক-মতে ঐ সামান্য গ্রন্থের স্থলে ব্রাহ্মণেরা গৌতমের নামে বর্ত্তমান অক্ষপাদ রচনা করেন। সৌগত-মত নিরসনার্থ গৌতম-সূত্রে যত্ন দেখা যায়। কণাদশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত, সাংখ্য শাস্ত্রেও বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত দেখা যায়। পাতঞ্জল-মতটি সাংখ্যেরই ন্যূনাধিক অনুগত। জৈমিনিকৃত মীমাংসা বৌদ্ধনিরস্ত কর্মকাণ্ডের পক্ষ-সাধন-মাত্র। বেদান্ত-শাস্ত্র যদিও সকলের কনিষ্ঠ, তথাপি ইহার মূল উপনিষৎ বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত আন্বিক্ষিকী বিদ্যারই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দর্শন-শাস্ত্র সমুদয়ই খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই ৮০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে।”

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১২। বৌদ্ধ-দর্শনে নব-সিদ্ধান্ত কি কি ?

“বৌদ্ধ-মতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুই প্রকার পন্থা। সে পন্থা-গমনের প্রস্থান-স্বরূপ নয়টি সিদ্ধান্ত; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব-লাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ-দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদধজীবন।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৭।৪৭

১৩। ভারতীয় ষড়্দর্শনের পাশ্চাত্যদেশীয় প্রসিদ্ধ শিষ্য কে কে?

"দর্শন-শাস্ত্র যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন বস্তুতঃ বহুবিধ হইলেও স্থূল। স্থূল বিষয়ের বিচার-দ্বারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতে ষড়্দর্শন বলিয়া সেই ছয়টী শ্রেণী দেদীপ্যমানা। গ্রীস্‌দেশেও সেই ছয়টী দর্শন সম্মানিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ গবেষণা দ্বারা প্রুশীয়াদেশীয় অধ্যাপক গার্ব্বে নির্ণয় করিয়াছেন যে, এরিষ্টটল্ গৌতমের ন্যায়-শাস্ত্রের শিষ্য, থেলিস্ কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটীস্ মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, প্লেটো বেদান্তশাস্ত্রে ব্যাসের শিষ্য, পিথাগোরাস্ সাংখ্যশাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং জিনো যোগ-শাস্ত্রে পতঞ্জলির শিষ্য।"

—'দর্শনশাস্ত্র', সঃ তোঃ ৭।১

১৪। পাতঞ্জল-দর্শনে কি শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের আলোচনা আছে?

"পাতঞ্জল-শাস্ত্রে কৈবল্যাবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র, কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না।"

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৫। যোগশাস্ত্র কোন্ পদের যোগ্য?

"নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে-সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগ-শাস্ত্র তন্মধ্যে একটি অবান্তর পদ।"

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৬। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ভক্তিপর ব্যাখ্যা কিরূপ?

"মায়াবাদি-ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে, 'তত্ত্বমসি'রূপ মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মে সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। 'তৎ'-শব্দে তিনি 'ত্বং'-শব্দে তুমি, 'অসি'-শব্দে হও এই অর্থক্রমে তৎ যে ব্রহ্ম, তাহা তুমিই হও, অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত-সম্প্রদায়ের মতবিৎ ভাষ্যকার ভেদ-নিরূপণার্থ 'তত্ত্বমসি'—এই বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। 'তৎ'-শব্দ—অব্যয়; 'তস্য' শব্দের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তস্য ত্বম্ অসি'—এই

শব্দের অর্থ তাঁহার তুমি। 'তস্য'-শব্দে ভেদ-প্রতীতি হয়। তুমি তদ্বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও—এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে।"

—তঃ মুঃ ৬

১৭। ষড়্দর্শনকার সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে স্বীকার করেন কি? বিষ্ণুতত্ত্ব কি শুদ্ধ সগুণ?

"জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ' করিয়া ফেলিয়াছেন। কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্ব-কারণ বলিয়াছেন। সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহাদের যোগ-শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এইসকল মতবাদ-পরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময়) একটি একটি 'মত' স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচন-পূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগবৎ-প্রতিপাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্ত-মতে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং বিশেষস্থলে ভগবান্‌কে 'সগুণ' (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন; পরন্তু তিনি—অনন্ত চিদ্‌গুণরাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। মতবাদিগণের মতে, পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণু) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ বিষ্ণুকে মানেন না, অথচ পরমত-খণ্ডন-পূর্ব্বক নিজ-নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২৫।৪৫-৫৫

——ঃঃ০ঃঃ——

ত্রয়স্ত্রিংশ বৈভব

ঐতিহ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ইতিহাস ও কালজ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

"ইতিহাস ও কালজ্ঞান, ইহারা অর্থশাস্ত্র-বিশেষ। যুক্তিদ্বারা ইতিহাস ও কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পরমার্থ-সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাস-নদীতে যুক্তিস্রোতঃ সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ শৈবাল-সকল দূরীভূত হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পূতিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারতবাসীদিগের বিজ্ঞানটি স্বাস্থ্য লাভ করিবে।"

—'বিজ্ঞাপন', কৃঃ সং বাং ১২৮৬

২। শ্রীজগন্নাথের মন্দির কাহার নির্মিত? পুরীর নীলাচল নাম হইবার কারণ কি? পুরী কত প্রাচীন?

"The temple was erected by *Raja Ananga Bhimdeb* about 800 years ago in place of another one, then in a state of dilapidation. In old accounts we find this temple styled *Niladri* or the *Blue Hill*. From this it appears that the former temple which was probably raised by the emigrating *Raja Indradyumna* was a blue or dark coloured one. Otherwise we cannot account for the name *Nilachala* unless we take it for granted that the name was after the Nilgiri Hills, a small range which runs through this province from one end to the other. The *Utkalkhanda* in the *Puranas*, the *Niladri Mahodadhi*, and the *Matla Panjee* (an account regularly kept by the temple officers) declare that Jagannath is a very ancient institution amongst the Hindus. Whatever may be the value of the authorities quoted, we are inclined to believe that Puri was considered sacred even at the time when the *Puranas* were written, because we find in Wilson's copy of the *Vishnu Purana* that one *Kandu Rishi* resorted to a place

called *Purushottama* for the purpose of divine contemplation. At all events *Raja Indradyumna*, to whom the whole affair is generally ascribed lived a long time before *Raja Vikramaditya*, the contemporary of Augustus Ceasar of Rome. We are sure, that Puri is not so old as Benares and Gaya, of which repeated mention is made in all the *Puranas* and the *Mahabharata*, yet it is not a place of recent origin created after the commencement of the Christian era."

— *The Temple of Jagannath at Puri' September 15, 1871.*

৩। আধুনিক পণ্ডিতগণের বিচারে ভারতের ইতিহাস কয়প্রকার অধিকারে বিভক্ত ?

	অধিকারের নাম	নামের তাৎপর্য্য	যত বৎসর ছিল	আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ
১	প্রাজাপত্যাধিকার	ঋষিদিগের নিজ শাসন	৫০	৪৪৬৩
২	মানবাধিকার	স্বায়ম্ভুবমনু ও তদ্বংশের শাসন	৫০	৪৪১৩
৩	দৈবাধিকার	ঐন্দ্রাদি শাসন	১০০	৪৩৬৩
৪	বৈবস্বতাধিকার	বৈবস্বত-বংশের শাসন	৩৪৬৫	৪২৬৩
৫	অন্ত্যজাধিকার	আভীর, শক, যবন, খস, অন্ধ্র প্রভৃতির শাসন	১২৩৩	৭৯৮
৬	ব্রাত্যাধিকার	আর্য্যভূত নূতন জাতির শাসন	৭৭১	৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ
৭	মুসলমানাধিকার	পাঠান ও মোগল-শাসন	৫৫১	১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ
			৬২২০	
৮	ব্রিটিশাধিকার	ব্রিটনদেশীয় রাজপুরুষ-দিগের শাসন স্থূল		১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। কোন্ সময়ে বেদ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় ?

"প্রাজাপত্যাধিকারে কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন কেবল কতিপয় সুশ্রাব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বাদৌ প্রণবের উৎপত্তি। লিখিত অক্ষরের তৎকালে সৃষ্টি হয় নাই। একাক্ষরে অনুস্বার-যোগমাত্রই তখনকার শব্দ ছিল। মানবাধিকার আরম্ভ হইলে অক্ষর-দ্বয়-সংযোগ-পূর্ব্বক 'তৎ সৎ' প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল। দৈবাধিকারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শব্দ-যোজন পূর্ব্বক প্রাচীন মন্ত্র-সকল রচিত হয়। ঐ সময়ে যজ্ঞ সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মনুর অষ্টম পুরুষে চাক্ষুষ মনু; তাঁহার সময়ে মৎস্যাবতার হইয়া ভগবান্ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন—এরূপ আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয়, ঐ সময়েই বেদের ছন্দঃসকলও অনেক মন্ত্রে রচিত হয়; কিন্তু সে-সমুদয়ই শ্রুতিরূপে কর্ণ হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত, লিখিত হয় নাই। এইরূপ বেদ-সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত অলিখিত অবস্থায় থাকায় এবং ক্রমশঃ মন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয়-বিচার-পূর্ব্বক শ্রুতি-সকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সহজ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদির রচনা হইল। যখন বেদ অতি বিপুল হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির রাজার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব একাকার বেদকে বিষয়-বিচার-পূর্ব্বক চতুর্ভাগে বিভক্ত করতঃ গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ কার্য্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ ব্যাস-শিষ্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদ-সকলের শাখা এমত বিভাগ করিলেন যে, অল্পায়াসে লোকে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিল।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৫। রামায়ণ-গ্রন্থ কোন্ সময় রচিত হয় ?

"রামায়ণ-গ্রন্থ কাব্য-মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহাকে ইতিহাস বলা যায়। ঐ গ্রন্থ বাল্মীকির রচিত। বাল্মীকি ঋষি রামচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। যে রামায়ণ বাল্মীকির নামে এখন প্রচলিত

আছে, তাহাই বাস্তবিক বালমীকির সম্পূর্ণ রচনা, এমত বোধ হয় না। নারদ-বালমীকি-সংবাদ ও লবকুশের রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ কীর্ত্তন ইত্যাদি বিচার করিলে বোধ হয়, ঐ গ্রন্থ-মধ্যে রামচরিত্র-সূচক অনেক শ্লোক বালমীকি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া লব-কুশ-কর্ত্তৃক পরিগীত হয়, পরন্তু তাহার অনেক দিন পরে অন্য কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। উহার বর্ত্তমান আকৃতি মহাভারত রচনার পরে প্রচারিত হইয়াছে অনুমান করি ; যেহেতু জাবালিকে তিরস্কার করিবার সময় রামচন্দ্র তাঁহার মতকে দুষ্ট শাক্য-মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান কলেবরটি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৫০০ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, অনুমান করিতে হইবে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৬। মহাভারত সম্বন্ধে তথ্য কি ?

"মহাভারত শ্রীব্যাসদেবের রচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সময়ে বেদ-বিভাগ-পূর্ব্বক 'বেদব্যাস'-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক ভারত-রচনা হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে না। কেন না, ভারতে জন্মেজয় প্রভৃতি পরবর্ত্তী রাজাদিগের বর্ণন আছে। বিশেষতঃ মহাভারতে মানব-শাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সহস্র বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হওয়া অনুমিত হয়। ইহাতে স্থির হয় যে, বেদব্যাস ভারত-গ্রন্থের কোন আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসান্তর কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরে মহাভারত নামে প্রকাশ হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৭। বর্ত্তমান মনুসংহিতা কোন্ সময় রচিত হয় ?

"সকল স্মৃতি-গ্রন্থের প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতা। মনুসংহিতা যে মনুর সময় রচিত হইয়াছিল, ইহা কুত্রাপি কথিত হয় নাই। যৎকালে মনু প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন প্রজাপতিগণ মনু-সন্তান-দিগকে ভিন্ন শ্রেণী করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিয়দ্দূরে মনুর আশ্রমপদ বর্হিষ্মতী নগরী স্থাপন করাইলেন। তৎকাল হইতে

প্রজাপতিরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা অর্পণ করতঃ মনুকে ক্ষত্ররূপে বরণ করিলেন। এইস্থলে ব্রাহ্মণেতর ভিন্ন বর্ণের বীজ-পত্তন হইল। মনুও শীলতা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রাধান্য প্রদান করতঃ ভৃগ্বাদি ঋষিদিগের নিকট বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা বর্ণন করেন; তাহাতে ঋষিগণ বিশেষ অনুমোদন-পূর্ব্বক মানব-ব্যবস্থাকে স্বীকার করেন। ঐ ব্যবস্থা তৎকালে লিখিত ছিল না। কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন পরশুরামের সময় ঐ ব্যবস্থা-প্রাপ্তপদ কোন ভার্গবের দ্বারা শ্লোকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ব্যবস্থাও তাহাতে সংযোজিত হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে পূর্ব্বগত পরশুরামের পদস্থ অন্য কোন পরশুরামের সাহায্যে বর্ত্তমান মানব-গ্রন্থ রচিত হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সঃ

৮। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের আদিম ইতিহাস কি?

"যে সময়ে ভারতবর্ষে নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ-জনিত জড়ানন্দ মত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর কর্ম্মবাদকে বৈদিক-মত বলিয়া জড়বাদী বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদির দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপসরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীর-দুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-সুখ-সাধক বৌদ্ধ-বাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐ প্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্যসিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজনকর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাকে আদি প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব জিন-নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধ মতের সদৃশ আর একটি মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈন-মত। জৈন-মত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ-মত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন,

তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।" —তঃ বিঃ

৯। কোন্ অধিকারে কোন্ শাস্ত্রের-প্রচার হয় ?

	শাস্ত্রের নাম	কোন্ অধিকারে প্রচারিত হয় ?
১	প্রণবাদি লক্ষণ সাঙ্কেতিক শ্রুতি	প্রাজাপত্যাধিকারে
২	সম্পূর্ণ শ্রুতি গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দ	মানব দৈব ও কিয়দংশ বৈবস্বতাধিকারে
৩	সৌত্র শ্রুতি	বৈবস্বতাধিকারের প্রথমার্দ্ধে
৪	মন্বাদি স্মৃতি	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে
৫	ইতিহাস	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে
৬	দর্শন শাস্ত্র	অন্ত্যজাধিকারে
৭	পুরাণ ও সাত্বত-তন্ত্র	ব্রাত্যাধিকারে
৮	তন্ত্র	মুসলমানাধিকারে

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১০। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কোন্ সময় হয় ?

"আর্য্যদিগের যে-যে তীর্থ ছিল, ঐসকল স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল এমত কি, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে লাগিল। যখন এইপ্রকার উপপ্লব অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল, তখন খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দলবদ্ধ-রূপে বৌদ্ধ-বিনাশের যত্ন পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইঁহার কার্য্য আলোচনা করিলে ইঁহাকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১১। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের কি উপকার সাধিত হইয়াছিল ?

"বৌদ্ধ-নাম দূরীভূত করিয়া শঙ্করাচার্য্য ভারতের কিয়ৎপরিমাণে **সাংসারিক উপকার** করিয়াছেন ; যেহেতু পুরাতন আর্য্য-সমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল। বিশেষতঃ আর্য্য-গ্রন্থ-মধ্যে বিচার-পদ্ধতি প্রবেশ করাইয়া আর্য্যদিগের মনের গতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; এমত কি, তাঁহার প্রদত্ত বেগ দ্বারা আর্য্যদিগের বুদ্ধি নূতন নূতন বিষয়-বিচারে সমর্থ হইয়া উঠিল।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১২। পৃথিবীর সর্ব্ব সভ্যজাতি কোন্ সময় ভারতবাসীকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত ?

"যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারতের যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্ন-রবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্ব্ব জাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট্ (মিশর), চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে-সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

১৩। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ, প্রাচীন সভ্য জাতি, সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সনাতন ধর্ম্ম কি ? সেই ধর্ম্ম কোন্ সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণ-কলেবর হয় ?

"ভারতবর্ষ অপেক্ষা পুরাতন সভ্য দেশ নাই—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। আর্য্য-জাতি অপেক্ষা পুরাতন সভ্য-জাতি আর নাই,—ইহা পাশ্চাত্ত্য গর্ব্বিত পুরুষেরা স্বীকার না করিলেও সর্ব্বকালে সত্য বলিয়া গণিত হইবে। সেই আর্য্য জাতির প্রথম বাস—ভারতে। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতিদিগের সময়ে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কশ্যপ—একজন প্রজাপতি। তাঁহার দৌহিত্রের পুত্র প্রহ্লাদ ; তাঁহাকে সর্ব্ব শাস্ত্রে 'বৈষ্ণবচূড়ামণি' বলা হইয়াছে। মনু-পুত্র ধ্রুবকেও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্মার প্রথম সন্তানদের মধ্যে চতুঃসন ও

নারদও—পরম বৈষ্ণব। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম অপেক্ষা পুরাতন ধর্ম্ম আর জগতে নাই। সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে করিতে মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণ-কলেবর হইয়াছিল।"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৭

১৪। মৃতদেহ-সংরক্ষণ-ব্যবস্থার প্রণালী কে শিক্ষা দেন? কেন এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইল?

"ছান্দোগ্যে প্রজাপতির নিকট ইন্দ্র ও বিরোচনের তত্ত্বশিক্ষা-লাভের যে আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিরোচন ম্লেচ্ছ বুদ্ধির স্থূলতাক্রমে এই জড়দেহকে আত্মা বলিয়া স্থির করতঃ মৃত্যুর পর জড়দেহের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা তদীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার ইজিপট্‌দেশীয় শিষ্যগণ সেই শিক্ষাক্রমে 'মমি' অর্থাৎ মৃতদেহ-সংরক্ষণ-প্রথা স্বদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য ম্লেচ্ছখণ্ডে কবর দিবার বিধি হইয়াছে।"

—'দর্শন-শাস্ত্র', সঃ তোঃ ৭।১

১৫। কোন্ সময় দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয়?

"সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, অন্যত্র সেরূপ নহে। শঙ্কর, শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য—এই সকল এবং আর আর অনেক মহা-মহা-পণ্ডিত ঐ সময় হইতে ভারতের দক্ষিণ-বিভাগের নক্ষত্র-স্বরূপ উদিত হন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৬। বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য কোন্ মতে শারীরিক ভাষ্য রচনা করেন?

"বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণব-মতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করতঃ স্ব-স্ব মতে শারীরিক ভাষ্য রচনা করিলেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃ সং

১৭। কোন্ সময় হইতে সাত্বত আচার্য্যগণ প্রত্যেকে বেদান্তাদি চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন ?

"শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটি একটি গীতা-ভাষ্য, বেদান্ত-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটি সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরোক্ত চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটি সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তিকালে কোন্ কোন্ পার্ষদ-ভক্ত তদীয় মনোঽভীষ্ট প্রচার করেন ?

"চৈতন্য-মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধ-তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়-তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করতঃ কার্য্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন-তত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।"

—'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

১৯। মনোহর সাহী, গরাণহাটি ও রেণেটি—এই তিনটি গান-পদ্ধতির ইতিহাস কি ?

"শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'মনোহরসাহী' গান। শ্রীনরোত্তম দাস—রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরি গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'গরাণ-হাটি'-গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে 'রেণেটি' গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচার্য্য-দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাসাচার্য্যকে 'প্রভু'-পদ, শ্রীনরোত্তম

দাসকে 'ঠাকুর'-পদ এবং শ্রীশ্যামানন্দকে 'প্রভু'-পদ দিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী—পরমোদার-স্বভাব ও গুণগ্রাহী। আচার্য্য-প্রভু—ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে প্রভু-পদ দেওয়ার কোন আপত্তি ছিল না।"

—'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

২০। মালাধর বসু গুণরাজ খাঁনের ইতিবৃত্ত কি?

"আদি-কবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই শকাব্দায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দশত দুই শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত-মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চৌদ্দশত শকের পূর্ব্বে রচিত কোন বঙ্গভাষার কাব্য আমাদের চক্ষুগোচর হয় নাই। বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসার্‌কে মান্য করেন, আমরা কাব্য-সম্বন্ধে ইঁহাকে (গুণরাজ খাঁকে) তদ্রূপ মান্য করি। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু এই গ্রন্থ পারমার্থিক লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদরূপে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে-গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা আমাদের বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে সুসভ্য ও সরলমতি দশরথ বসু মহাশয় গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ পর্য্যায় শ্রীগুণরাজ খাঁন উৎপন্ন

হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু। গৌড়ীয়-সম্রাট্-দত্ত উপাধি—'গুণরাজ খাঁন'। ইঁহার চৌদ্দটি পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধি—সত্যরাজ খাঁন। তস্য-পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্য্যায়। ১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীন-গ্রাম-পাটে বিশেষ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বসু মহাশয়দিগের বাটী হইতে এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি। তথায় জানিতে পারিলাম যে, শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহারগড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন।"

—'উপক্রমণিকা', শ্রীকৃঃ বিঃ

২১। অতিবাড়ী-সম্প্রদায় ও বিষকিষণের ইতিহাস কি ?

"উড়িষ্যায় জগন্নাথদাসের একটা দল আছে। তাহারা অতিবাড়ী। শুনা আছে যে, জগন্নাথ প্রথমে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় হরিদাস ঠাকুরের চেলা হয়। পরে শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া মায়াবাদ আশ্রয় করায় মহাপ্রভু তাহাকে 'অতিবাড়ী' বলিয়া ত্যাগ করেন। অতিবাড়ীর দল বঙ্গদেশের বাউল-দলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও বিস্তৃত। ঐ দলের কতকগুলি জালপুঁথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, চৈতন্য আবার প্রকাশ হ'বেন। সেই অছিলায় কএকজন দুষ্ট লোক কেহ চৈতন্য, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বলদেব, কেহ কৃষ্ণ—এরূপ উদয় হইতে লাগিল। বিষকিষণ নামক একজন খণ্ডায়েৎ কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে মহাবিষ্ণু বলিয়া প্রকাশ করিল। সরদাই পুরের চটির এক ক্রোশ অন্তরে একটী জঙ্গলে সে আপন দলবল লইয়া মন্দির সংস্থাপন করিতে লাগিল। অতিবাড়ীদের মালিকাতে লেখা ছিল,—'মহাবিষ্ণু বিষকিষণ গুপ্তরে অছি নাহি জানে আন, ১৪ই চৈত্ররে রণ হব।' তখন মহাবিষ্ণু চতুর্ভুজ দেখাইবেন। এই কথার প্রচার হইলে অনেক ব্রাহ্মণ-শাসন হইতে ব্রাহ্মণী সকল তাহার সেবা করিতে আসিত। ভৃঙ্গারপুরের চৌধুরীর রমণীদের কোন বিভ্রাট্ হওয়ায় তথাকার পুরুষগণ কমিশনার রেভেন্স সাহেবকে জানায়। ওয়ালটন্ সাহেব আমাকে পাঠাইলে আমি রাত্রিযোগে সেই

জঙ্গলে গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহার ইংরাজ-রাজত্ব-ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা বাহির করিলাম। * * * পুরী গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) বিচার আরম্ভ হইল। অনেকদিন বিচারের পর আমি তাঁহাকে দেড় বৎসরের কয়েদ দিলাম। তাহার জটা কাটা গেলে তাহার উপাসকগণ তাহাকে প্রতারক বলিয়া ছাড়িয়া গেল।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২২। শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ স্বল্পাকারে কি তথ্য প্রদান করিয়াছেন?

"শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ দৃষ্টি-পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া আমরা প্রভুর অনেক লীলা-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই সমস্ত বিবরণ ভক্তবৃন্দের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে আমরা মহাপ্রভুর পল্লীর স্থানটি নির্দ্দেশ করিতেছি। * * * শ্রীকবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপ ধাম শ্রীগঙ্গাদেবীর দ্বারা পরিবৃত। তন্ত্রেও এই কথা লেখা আছে। খড়িয়া বলিয়া যে নদী গোয়াড়ির নিকট দিয়া স্বরূপগঞ্জের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম বাগ্‌দেবী বা জলঙ্গী। অতি পূর্ব্বে বাগ্‌দেবী হরিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দেব-পল্লীর নিকট দিয়া ভালুকা নামক নগর স্পর্শ করত গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বাগ্‌দেবী মায়াপুরের এক পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রাপ্ত হইলেন। বাগ্‌দেবীর ভাগীরথী প্রাপ্তিকালে শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভগ্নগৃহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া ও বৃদ্ধ শিব লইয়া কুলিয়া গ্রামের চরে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই নূতন গ্রামই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-নগর। নূতন গ্রামে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই। স্থানটি নবদ্বীপান্তর্গত বৃন্দাবনের-পুলিন। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থে যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখিবেন যে, একটি মধ্যবর্ত্তী চক্র আছে। সেই চক্রস্থ সমস্ত ভূমি অন্তর্দ্বীপ, স্বল্প স্বল্প দুই খণ্ড ভূমি ভাগীরথীর অপর

পারে পড়িয়াছে। * * সেই মায়াপুর-গ্রামেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর নিবাস-ভূমি ছিল, বাগ্‌দেবীর আক্রমণে প্রায় লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। মায়াপুরের একাংশে-মাত্র নর-নিবাস আছে। ঐ অংশটি বল্লালদীঘির দক্ষিণ কোণ। * * আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং কোনপ্রকার গোপ্য ইঙ্গিত-অনুসারে তাৎকালিক গঙ্গাতীর স্থির করিতে পারিয়াছি। মায়াপুরের দক্ষিণাংশে যে খড়বন পরিলক্ষিত হয়, তৎসমীপে 'শিবের ডোবা' নামক একটি দীর্ঘ জলধারা এখনও প্রবাহিত আছে। ঐ জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গানগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, একটি নদীতীর-প্রায় ভূমি মায়াপুরের একান্ত হইয়া গঙ্গানগরাভিমুখে গিয়াছে। * * শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কৃত আদিকীর্ত্তন-বর্ণনে যে ভূচিত্র প্রাপ্ত হই, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি—

গঙ্গা-তীরে-তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে, নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥

এখন এই পর্য্যন্ত বক্তব্য যে, তীর-ভূমি দিয়া চলিলে বারকোণা-ঘাট ও নাগরিয়া-ঘাটের স্থানটি অধিক দূর নয়। নাগরিয়া-ঘাটটি পূর্ব্ব-নদীয়া-নগরের প্রধান-বাজারের নিকটে ছিল, সেই বাজার বল্লাল-দীঘির একটু পশ্চিমাংশে ছিল। এই সকল কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমায়াপুর এবং মহাপ্রভুর জন্ম ও লীলাস্থানগুলি অনুসন্ধান করিলে ভক্তবৃন্দ অবশ্যই তাহা পাইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কুলিয়ার চরবাসী আখড়াধারী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে জানিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না। তজ্জন্যই ভক্ত-যাত্রিগণের এত দুর্ভাগ্য।"

—'শ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ

২৩। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল নবদ্বীপ-সহর যে কোলদ্বীপ, তাহার প্রমাণ কি ?

"বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কুলিয়া-নামে এক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। যে কুলিয়ার বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, সেই কুলিয়া জগতের মধ্যে একটি অতুল্য স্থান-বিশেষ ; কেননা, ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন ! সেই কুলিয়ার নাম—শ্রীপাট কুলিয়া। সেইখানে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-প্রভু সাত দিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল-গোপাল নামক মহাপরাধ-দণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসী একজন অধ্যাপককে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সেইখানে 'মহেশ্বর-বিশারদের জাঙ্গাল'-নিবাসী দেবানন্দ-নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জন-পূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইখানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়া-নগরী কোথায়, ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচন ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে ?

কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্রগ্রামে কয়েক বৎসর হইল 'কুলিয়া পাটের মেলা' বলিয়া একটি মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষ-মাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে এবং প্রেমদাস বাবাজীকৃত চন্দ্রোদয়-ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে, সেই কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—

কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটী কোটী গুণে সকল বাড়িল॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।

* * * *

ঐ গ্রন্হে অন্যস্থলে নিত্যানন্দ-প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,—

খালাছড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে, প্রথম অধ্যায়ে ;—

কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রেরে ক্ষমা শ্রীবাস-অপরাধ॥
পাষণ্ডী-নিন্দুক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিলা কৃষ্ণপ্রেমে॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভুর কুলিয়া-আগমনটি অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এইজন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়া-গ্রাম কোন্ স্থানে, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্যখণ্ড, ১৬শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, পানিহাটীতে রাঘব-পণ্ডিতের ঘর হইয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শন-পূর্ব্বক কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দ সেনের ও বাসুদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করত বাচস্পতি-গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতির গৃহ যে বিদ্যানগর, তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতির গৃহ হইতে লোকভিড়ের কষ্ট নিবারণের জন্য কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাতদিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুর ও তথা হইতে রামকেলি

গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থান-সকলের ক্রম-পর্য্যায় নাই, যেহেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন,—

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ॥
অতএব ইহা তার না কৈলু বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥

স্পষ্ট বোধ হইতেছে,—কবিরাজ গোস্বামী সকল কথা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণন করিলেন না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া ॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু—এই তাঁর মর্ম্ম ॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা-ঘাট নিজ-বাড়ীর সমীপ ॥

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, কুলিয়া-গ্রাম নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল একগঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘরও বারকোণা-ঘাটের নিকট। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে,—

'ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ। ততোঽদ্বৈতবাটী-মভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নামগ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তট-বর্ত্মনৈব চলিতবান্।'

এই কথাগুলি পাঠে বোধ হয় যে, নবদ্বীপ দুই পারে হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ-নামক বিপুল গ্রাম বর্ত্তমান ছিল এবং কুলিয়া-গ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিম পারে ছিল।

শ্রীচৈতন্য-চরিত-কাব্যে বিংশতিসর্গে লিখিত আছে যে, শ্রীরামের

বাটী হইতে রাত্রিযোগে কাঞ্চনপল্লী-গ্রামে বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন যথা,—

অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারেগঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপিদেশে।
শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে॥

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়া-নগর গঙ্গার পশ্চিম-পারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ নগর হইতে কুলিয়া-নগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝা যায় যে, কাঁচনাপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে যে কুলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা কোনক্রমেই দেবানন্দাদির অপরাধ-ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। বস্তুতঃ কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম-কূলে একক্রোশ-মধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার সাতকুলিয়া বলিয়া যে গ্রামটী আছে, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারেই আছে। সে গ্রামও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না; কেন না সে-স্থানে কখনও কোন নগর ছিল এবং প্রধান প্রধান লোকের ঘর ছিল,—এরূপ কোন জনশ্রুতি মাত্রও পাওয়া যায় না। এস্থলে আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহ-পরিবর্ত্তনে সেই কুলিয়া-নগরের অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিতে পারে; তথাপি তাহার কোন অংশ এবং জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়া গ্রাম অধিক দূর নহে; কেন না, মহাপ্রভু কুলিয়া-গ্রামে গিয়াছেন শুনিবামাত্র বাচস্পতি ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে পার হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর এক পারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত, এরূপ স্থির করিতে হইবে। এখন দেখুন, বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায়?

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—'সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।'

ঐ মধ্যখণ্ডে, ২১শ অধ্যায়ে—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু-বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি—নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ।

এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে, মহেশ্বর বিশারদ—সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সে-কালে গঙ্গাদেবী মহৎপুর বা মাতাপুরের নিকট হইয়া মাউগাছি জান্নগর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিম-পারে ফেলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখ হইয়া কুলিয়ার তীরে তীরে, কুলিয়ার গঞ্জ দিয়া দক্ষিণে প্রবাহমানা ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি পূর্ব্বে কোনও সময়ে গঙ্গার ধারা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমানা ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের সময় ঐ ধারাটি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হইলেও ঐ ভূমিটি আজ পর্য্যন্ত জোল, খাল, বিল, কুশ, কাঁটা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তথায় গৃহ করিয়া বর্ষাকালে থাকিবার যোগ্যতা ছিল না বলিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাৎকালিক নবদ্বীপের দেওয়ান-বাজারের অপর পার হইতে একটি জাঙ্গাল বাঁধিয়া বিদ্যানগর-নামে একটি ছোট গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গার তীরে-তীরে গঙ্গানগর ছাড়িয়া বেছপ্পর (সোজা) আতপপুরের মধ্য দিয়া দেওয়ানের বাজারের ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। ঘাট

পার হইয়াও জাঙ্গালে উঠিতে অনেক কাঁটা খোচা পার হইয়াও যাইতে হইত। বিদ্যাবাচস্পতির বাটী যে বিদ্যানগর, ইহাতে আরও অনেক প্রমাণ আছে। এইজন্যই নবদ্বীপ হইতে লোক-সকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন, জল, কন্টক, অরণ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়া-নগরে যাইতে কেবল একগঙ্গা-মাত্র পার হইতে হইয়াছিল। বিদ্যানগর-গ্রাম যদিও পূর্ব্বে 'বিশারদের জাঙ্গাল' বলিয়া পরিচিত ছিল, তথাপি বিদ্যাবাচস্পতির মাহাত্ম্য-বলে ঐ গ্রাম পরে বিদ্যানগর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। এখনও গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ারগঞ্জ বলিয়া একটি স্থান আছে। সেই স্থানটিকে কেহ কেহ 'কোলেরগঞ্জ' বলে। গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ-পরিবর্ত্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমাংশটা কুলিয়ার সহিত এক হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহা পরে বলিব। কুলিয়া ও পাহাড়পুর বলিয়া দুইটি গ্রাম লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়া-গ্রাম এখনকার নবদ্বীপ এবং এই নবদ্বীপকে কুলিয়ার পাট, দেবানন্দের পাট ও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিতে কোন আশকা নাই।"

—'অপরাধ-ভঞ্জনপাট কুলিয়া কোথায়?' সঃ তোঃ ৭।২

২৪। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কখন ও কোথায় সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয় এবং উহার উদ্দেশ্য কি?

"গত ৩০শে বৈশাখ (বাং ১২৯২, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৩৯৯) কলিকাতা নগরীতে 'বিশ্ববৈষ্ণবসভা' সংস্থাপিত হইয়াছিল। **বিবিধ উপায়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উন্নতি করাই এই সভার উদ্দেশ্য।** সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী 'বিশ্ববৈষ্ণব-কল্পাটবী'তে লিখিত আছে। সভার যত্নে ভগবল্লীলাসম্বন্ধী নানা চিত্রপট প্রস্তুত হইতেছে এবং একটি 'বৈষ্ণব ডিপজিটরী' সংস্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত সভাগার, চৈতন্য-মন্দির ও মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু মহাপ্রভু

ত্বরায় তাহার সংযোগ করিয়া দিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।"

—'বৈষ্ণবসভা তথা বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার', সঃ তোঃ ২।১, বাং ১২৯২, ইং ১৮৮৫

২৫। বিশ্ববৈষ্ণবসভা ও বৈষ্ণবসভা কখন সম্মিলিতা হন ?

"কলিকাতা কাঁসারিপাড়া, সরকার্স লেনে ঐ সভার (বিশ্ববৈষ্ণব-সভার) সাধন-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ১৪ই আষাঢ় শনিবারে সভার একটি প্রকাণ্ড অধিবেশন হয়। ২৩শে আষাঢ় তারিখের দৈনিক পত্রিকায় সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সভার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুত লালমোহন দত্ত মহাশয়ের প্রযত্নে সভার সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। * *

লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় হরিসাধন-সমাজ ও বৈষ্ণব-সভা উক্ত সভার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বৈষ্ণবসভা ঐ সভায় সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয় নাই। ঐ সভার মঙ্গল-সাধনে বৈষ্ণব-সভার বিশেষ যত্ন আছে বটে, কিন্তু কিছুদিন বিশ্ববৈষ্ণব-সভার কার্য-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া বৈষ্ণব-সভা তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইবেন না। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সভা এক বৎসরের অধিক হইল সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে বিশ্ববৈষ্ণব-সভার জন্মদিন স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-সভা একটু পৃথক্ থাকিবেক। সে যাহা হউক, উভয় সভার যখন কর্ম্মচারিগণ প্রায় এক এবং উভয় সভার উদ্দেশ্যও এক, তখন উত্তম-রূপে গঠিত হইলেই বিশ্ববৈষ্ণবসভা তৎপূর্ব্বজাত বৈষ্ণব-সভার সহিত অচিরকাল-মধ্যেই মিলিত হইবে,—এইরূপ আশা করা যায়।"

—সঃ তোঃ ২।৭, বাং ১২৯৩ 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা'

——:।০।:——

চতুস্ত্রিংশ বৈভব

শ্রুতি-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান শাস্ত্র কি ?

"উপনিষদ্,—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মান্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ বেদ-শিরোমণি উপনিষদ্। সূত্র,—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ষোল পাদ। এই দুইটি শাস্ত্র-মধ্যে প্রধান।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ৭।১০৮

২। শ্রুতি-প্রস্থানের প্রতিপাদ্য কি ব্রহ্ম-লাভ নহে ?

"উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধভক্তি-শাস্ত্র। স্থলবিশেষে আবশ্যকতা-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্ম-লাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু চরম মীমাংসাস্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।"

—'অবতরণিকা', রঃ রঃ ভাঃ

৩। অথর্ব্ববেদ ও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ কি আধুনিক ? জৈমিনীর সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য কি ?

"ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদ সর্ব্বত্র মান্য ও অধিকস্থলে উক্ত আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, অতি পুরাতন মন্ত্র-সকল ঐ তিন বেদরূপে সংগৃহীত হয়। কিন্তু অথর্ব্ব-বেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অবহেলা করা যায় না। যেহেতু, বৃহদারণ্যকে,—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি';—এরূপ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না; যেহেতু ব্যাসকৃত সংগ্রহ-সময়ের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছে, বোধ হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রে যে পুরাণ-ইতিহাসের

উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক পুরাতন কথা—যাহা বেদে বর্ণিত আছে, তদ্বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে-সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। সার-গ্রাহী মহাপুরুষেরা সারগ্রাহী জৈমিনির সার-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। জৈমিনির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে-সকলই পরমেশ্বর-মূলক, অতএব নিত্য। কিকট, নৈচসক, প্রমঙ্গদ —এই সকল অনিত্য বর্ণন দেখাইয়া যাঁহারা বেদের মূল-সত্যসকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। কি কি বেদ-গ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন?

"ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ্ এবং গোপাল-তাপনী ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপাসনাসহায়-রূপ তাপনী এবং ব্রাহ্মণ, মণ্ডল প্রভৃতি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব-অন্তর্গত কাণ্ড-বিস্তারক বেদ-গ্রন্থসমূহ আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যপরম্পরা-ক্রমে এই সকল বেদ-গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সৎপ্রাপ্ত প্রমাণ আপ্তবাক্য বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

——::o::——

পঞ্চত্রিংশ বৈভব

ন্যায়-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ন্যায়-প্রস্থানের বৈশিষ্ট্য কি ?

"ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ-নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন। এমত কি, যে-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব-সম্মান লাভ করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্ত-সকল উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষৎ বাক্য-সকল সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য, এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্য কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদের অর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ন এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয়বিভাগ-পূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য. পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব-মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচারমাত্র নয়, কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্ষ-গ্রন্থ বলিয়া ইঁহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান-সংগ্রহের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন। ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করা জীবের পক্ষে সহজ নয় সূত্র পাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয়, এরূপ নহে, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না। অতএব কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা

করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এ স্থলে একটি কঠিন প্রশ্ন এই,—সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায়, অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়? বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্ন-সহকারে শ্রীরামানুজস্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন, সংস্কৃত 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে এরূপ দেখা যায়। সারদাপীঠ—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান-বিশেষ। শঙ্করস্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য-রচনা নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্করস্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্য রচনা করেন। সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন,—এরূপ জনশ্রুতি আছে।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

২। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য কোন্‌টী? শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌধায়ন ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভাগবতকে গোপন করিবার মূল কারণ কি?

"বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন, যে-যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম, তাহা সফল হইল না। আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইল? অতএব যে-সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, শ্রীনারদের উপদেশে তিনি তখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটি রীতিমত ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটি ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা-পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করতঃ পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

৩। ব্রহ্মসূত্রের কয়টী বিভাগ ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি?

"ব্রহ্মসূত্র—চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। * * * ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে—সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়; দ্বিতীয়ে—সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার; তৃতীয়ে—ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে—ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্ত সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালু শম-দমাদি-সম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রে অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য; সুতরাং পরস্পর বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-বিষয়—নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্ত গুণগণ অচিন্ত্যানন্ত-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ বিনাশ-পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটি ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ-বিশেষের নামই—'ন্যায়'; বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম—'বিষয়'; এক-ধর্ম্মিমধ্যে পরস্পর-বিরোধী নানা-অর্থের বিচারের নাম—'সংশয়'; প্রতিকূল অর্থের নাম—'পূর্ব্বপক্ষ' এবং প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম—'সিদ্ধান্ত'।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তো ৮।১

৪। বেদান্তসূত্রাবলম্বনে আচার্য্যগণ কি কি দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন?

"উপনিষদ্ বাক্যগুলিকে 'বেদান্ত' বলা যায়। সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়-চতুষ্টয়-সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্র' নামে শ্রীবেদব্যাস যে-সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই 'বেদান্তসূত্র' বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐসকল বেদান্তসূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্র হইতে স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে 'বিবর্ত্তবাদ' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না; অতএব পরিণাম-বাদ ভাল নয়; বিবর্ত্তবাদই ভাল। বিবর্ত্তবাদের অন্য নাম 'মায়াবাদ'।

তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্যকমত সংগ্রহ করত বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদ একটি মতবাদ; তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বৈতবাদ' সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদ-মন্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক 'বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন-পূর্ব্বক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই বেদান্তসূত্র হইতে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তি-মূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতি-বচনের সম্মান-পূর্ব্বক যেমন সারসিদ্ধান্ত হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম—'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'তত্ত্ব। তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সার-মাত্র স্বীকার করিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ১৮শ অঃ

৫। বেদান্ত কি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানশাস্ত্র ?

"বেদান্ত-শাস্ত্রটি সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্র।"

—তঃ বিঃ

৬। বেদান্তভাষ্যের ক্রম-বিকাশ বা মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

"সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর-রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দ-দেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের

চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুরপ্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

৭। বৈষ্ণবের পক্ষে গোবিন্দভাষ্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"অনেকেই মনে করেন,—আমি বৈষ্ণব'; কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণব-পদ-বাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য-নিধি।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

——::০::——

ষট্‌ত্রিংশ বৈভব

স্মৃতি-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ

(পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি)

১। পুরাণে যখন সকলের অধিকার, তখন ঐ শাস্ত্র বেদ হইতে ন্যূন নহে কি ?

"সকল নিগমবল্লীর সারতত্ত্বরূপ কৃষ্ণনামে যেমত সকলেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ বেদতুল্য পুরাণ-ইতিহাসে সকলেরই অধিকার থাকায় তাহাদের মাহাত্ম্যের খর্ব্বতা স্বীকার করা যায় না। যে ব্যাস বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, তিনিই পুরাণ ও ইতিহাসের সংগ্রহ-কর্ত্তা ; অতএব তাহাতে পুরাণ সকলের মাহাত্ম্য ও বেদতুল্যতা উপলব্ধ হয়।"

—'ষট্‌সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

২। গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কি ? গীতাতে ভক্তিবিষয়ক বিচার মধ্যস্থলে রক্ষিত হইল কেন ?

"গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায় ; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথগ্-রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব ; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ এবং অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তিবিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয়-অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।"

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৩। গীতার বিচারে জীবের চরম উদ্দেশ্য কি ?

"বিশুদ্ধভক্তিই গীতাশাস্ত্রে জীবের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে ভগবৎ-শরণাপত্তিই যে 'সর্ব্ব-গুহ্যতম' উপদেশ, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে।"

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৪। গীতা কি যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে ?

'অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার নিষ্ঠারই উদাহরণমাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়।

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৫। গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য কি ?

"গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যে-স্বভাব সম্পন্ন তদ্-অনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগি-কর্ম্ম স্বীকার করত পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য ; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত।"

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৬। সাত্বতী শ্রুতি কি ?

"ভাগবতকে 'সাত্বতী শ্রুতি' বলা হইয়াছে।"

—'ষট্‌সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

৭। কোন্ কোন্ গ্রন্থ পাঠ করিলে আত্মমঙ্গল হয় ?

"যে-সকল গ্রন্থে শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অন্য মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৮। কোন্ গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ ?

"গীতাশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ। যিনি গীতাশাস্ত্রের অমৃতময় উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার পক্ষে অন্য শাস্ত্রের ভার বহন করার অন্য নাম—শাস্ত্র-গর্দ্দভতা মাত্র।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ, ১২।২

৯। বেদের যথার্থ অর্থপ্রকাশক শাস্ত্র কি ?

"পুরাণশাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থ-প্রকাশক। উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই সৎ-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস।" —তঃ মুঃ ২

১০। প্রকৃত বেদতাৎপর্য্য কোথায় পাওয়া যায়?

"বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ জগতে বেদ-বাক্য-তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৬।১৪৩-১৪৮

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকার সহিত কর্ম্মিগণের রচিত স্মৃতি-গ্রন্থের পার্থক্য কি?

"শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামী ভক্তগণের সদ্ধর্ম্মরক্ষার্থ এই সারদীপিকা-পদ্ধতি রচনা করিলেন। বৈদিকানুশাসনক্রমে অনিরুদ্ধ ভট্ট, ভীমভট্ট ও শ্রীমদ্ গোবিন্দানন্দ ভট্টাদি কর্ম্মিগণের জন্য পদ্ধতিসমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট কর্ম্মিগণের এবং শ্রীভবদেব ভট্ট বেদানুষ্ঠাতৃগণের জন্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমান্তর্গত ও অন্ত্যজবর্ণোৎপন্ন গোবিন্দ-ভক্তগণের জন্য বেদপুরাণ ও মন্বাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যদ্বারা সেবা ও নামাপরাধ বিচারপূর্ব্বক পিতৃ-দেবার্চ্চনপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এই সৎক্রিয়া-সারদীপিকা-পদ্ধতি রচিত হইল।"

—সঃ সাঃ দী, (বঙ্গানুবাদ)

সপ্তত্রিংশ বৈভব

প্রকরণ-প্রস্থান ও শ্রীভক্তিবিনোদ

(মহাজন-বাক্য-গ্রন্থাদি)

১। মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থসমূহ আদরণীয় কেন ?

‘শুদ্ধভক্তগণ মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থগুলিকে মধুচক্র বলিয়া জানেন। সেইসকল মধুচক্র যতপ্রকার নূতনভাবে নিকটবর্ত্তী হয়, ততই নূতন নূতন রসের উদয় হয়।”

—‘নিবেদন’, সঃ তোঃ ১০।৫

২। মহাজনগণ কি মনোধর্ম্মোত্থ কল্পনার সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন ?

“বাক্যানাং জড়জন্যত্বান্ন শক্তা মে সরস্বতী।
বর্ণনে বিমলানন্দবিলাসস্য চিদাত্মনঃ ॥
তথাপি সারজুট্‌বৃত্ত্যা সমাধিমবলম্ব্য বৈ।
বর্ণিতা ভগবদ্বার্ত্তা ময়া, বোধ্যা সমাধিনা ॥

চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাসবর্ণনে আমার সরস্বতী অশক্তা ; যেহেতু যে-বাক্যসকলের দ্বারা আমি তাহা বর্ণন করিব, ঐসকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়াছি, তথাপি সারজুট্ বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। বাক্য-সকলের সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না, এতদ্ধেতুক প্রার্থনা করি যে, পাঠকবৃন্দ সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক এতত্তত্ত্বের উপলব্ধি করিবেন। অরুন্ধতী-সন্দর্শন-প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকৃষ্ট সূক্ষ্মতত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য ; যুক্তিপ্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম ; যেহেতু অপ্রাকৃত-বিষয়ে তাহার গতি নাই। কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শনরূপ আর একটি সূক্ষ্মবৃত্তি ‘সহজ সমাধি’ নামে লক্ষিত হয় ; আমি যেমত সেই

বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম, পাঠকবৃন্দও সেইরূপ তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক তত্ত্বোপলব্ধি করিবেন।"

—কৃঃ সং ১৩২-৩৩

৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সর্ব্বশাস্ত্রের সার কিরূপ ?

"ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সারভাগ এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে, সে সমস্তই তাত্ত্বিকরূপে এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় ধর্ম্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে যে কিছু সদ্বস্তু আছে, সে সমস্তই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যাইবে না, তাহাও এই উপাদেয় গ্রন্থে লভ্য হইবে।"

—'বিবোধন', চৈঃ শিঃ

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কাঁহার প্রেরণায় 'শ্রীশ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন ?

"যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোঽহমেতস্মিন্ গ্রন্থসংগ্রহে।
তং গৌরপার্ষদং বন্দে দামোদরস্বরূপকম্ ॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', শ্রীভাঃ মঃ

৫। 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীমহাপ্রভুর আদেশটী কি ?

"শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর।
অনুভবে আসি আজ্ঞা দিলা অতঃপর ॥
মহাপ্রভু আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া।
সম্বন্ধাভিধেয়-ক্রম দেহ' দেখাইয়া ॥
গ্রন্থ নিত্যপাঠ্য হ'বে বৈষ্ণব-সভায়।
ভাগবত-পদ্যমালা প্রভুর কৃপায় ॥

'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের তাৎপর্য্য কহিলা।
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা ॥
সেই ত' প্রেরণাক্রমে এ অধম দাস।
ভকতিবিনোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ ॥
বক্তা শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে।
পড়ি' কৃপা মাগে দাস নিষ্কপট-মনে ॥"

—'উপসংহার', শ্রীভাঃ মঃ

৬। 'শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থাস্বাদনের ফল কি?

"শ্রীমদ্‌গৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপন-তৎপরা।
শ্রীমদ্ভাগবতী মালা ভক্তিবিনোদগুম্ফিতা ॥
নিত্যমাস্বাদয়ন্নেতামানন্দোৎফুল্লচেতসা।
ভক্তেন লভ্যতে সদ্যঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা ॥
দিনানি তব স্বল্পানি বহুবিঘ্নানি তান্যপি।
অতশ্চেতঃ সুযত্নেন রসং ভাগবতং পিব ॥"

—'উপসংহারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ, ২০শ কিঃ

"উপসংহারে সংগ্রাহক বহুমিনতি-পূর্ব্বক কহিতেছেন, এই শ্রীগৌর-গদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ গুম্ফিত শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন। যে-ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সদ্যঃ শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধা-মাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গরূপে উদিত হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করে। ইহাই সূচিত হইল।"

—'উপসংহার', শ্রীভাঃ মাঃ, ১-২ অনুবাদ

৭। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থ কি রূপে আবির্ভূত হইলেন?

"শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনির্দ্দেশে কৃপা যস্য প্রয়োজনম্।
বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণং চৈতন্যং রসবিগ্রহম্ ॥
সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ ॥

কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্ত্বনিরূপণম্ ॥”

—কৃঃ সং, ১ম অঃ ১-৩

৮। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্মত গীতাভাষ্য আছে কি ?

“দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদীদিগের রচিত ; বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শ্রীধর স্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটি যেরূপ ভক্তিপোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ স্বামীর ভাষ্যটি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-শিক্ষাপূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির আস্বাদকদিগের আনন্দ-বৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্তশিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিরচিত টীকাটি সংগ্রহ-পূর্ব্বক তদনুযায়ী ‘রসিকরঞ্জন’ নামক বঙ্গানুবাদ সহকারে গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত একটি গীতা-ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটি বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকাটি বিচার ও প্রীতিরস, এতদুভয় বিষয়ই পরিপূর্ণ ; বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটি সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃত ভাষা প্রাঞ্জল।”

—গীঃ, রঃ রঃ ভাঃ

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ‘বিদ্বদ্রঞ্জন’-ভাষ্য রচনার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা কি ?

“মায়াবাদ-মেঘাবৃত, গীতাতত্ত্বচন্দ্রামৃত,
ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণ।

পঞ্চতত্ত্ব-কৃপাবলে, প্রকাশিয়া ভূমণ্ডলে,
পূর্ণানন্দ কৈল বিতরণ ॥
তাঁ'র-ভাষ্য অনুসারে, গীতামৃত ভাষ্যকারে,
ভকতিবিনোদ ক্ষুদ্র অতি।
বিদ্বদ্‌রঞ্জন আখ্যা, করিয়াছে ভাষা ব্যাখ্যা,
শুদ্ধভক্তে করিয়া প্রণতি ॥
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হন, গীতারত্ন-মহাজন,
তাঁ'র পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
এ দাসেরে কৃপা করি' মস্তকে চরণ ধরি'
শক্তিদানে পূর্ণ করুন কাম ॥
জগজ্জীবে কৃপা করি,' যে আনিল গৌরহরি,
যে শিখালো গীতাতত্ত্বসার।
তাঁ'র কৃপা যদি পাই, তত্ত্বসিন্ধু-পারে যাই,
ইথে কি সন্দেহ আছে আর ॥
হে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, হে অদ্বৈত প্রেমকন্দ,
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া গদাধর।
হে জাহ্নবা, বংশী, রূপ, সনাতন, হে স্বরূপ,
রামানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীধর ॥
আমি অতি দীন হীন, তব কৃপা সমীচীন,
মূঢ়ে সিদ্ধিসার দিতে পারে।
কৃপা করি' বিঘ্ন নাশি', প্রকাশিয়া তত্ত্বরাশি,
দেহ' শক্তি ভাষ্য রচিবারে ॥

—'মঙ্গলাচরণ', বিঃ ভাঃ

১০। 'ব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশিনী' টীকার উদ্দেশ্য ও ভূমিকাটি কি ?

"প্রচুর-সিদ্ধান্ত রত্ন, সংগ্রহে বিশেষ যত্ন,
করি' ব্রহ্মা-শ্রীকৃষ্ণে স্তবিল।
এই গ্রন্থে সেই স্তব, মানবের সুবৈভব,
পঞ্চম অধ্যায়ে নিবেশিল ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাসিন্ধু, কলি-জীবের একবন্ধু,
দাক্ষিণাত্য ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
এ 'ব্রহ্মসংহিতা' ধন, করিলেন উদ্ধরণ,
গৌড়-জীবে উদ্ধার করিতে ॥
নানা-শাস্ত্র বিচারিয়া, তার টীকা বিরচিয়া,
শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয়।
শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণে, মহা-কৃপাপূর্ণ মনে,
এ গ্রন্থ অর্পিলা সদাশয় ॥
সেই ব্যাখ্যা অনুসারে, আর কিছু বলিবারে,
প্রভু মোর বিপিনবিহারী।
আজ্ঞা দিলা অকিঞ্চনে, এ দাস হর্ষিত-মনে,
বলিয়াছে কথা দুই চারি ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদি', শুদ্ধবুদ্ধি-সহ যদি
ভক্তগণ করেন বিচার।
কৃতার্থ হইবে দাস, পূরিবে তাহার আশ,
শুদ্ধ ভক্তি হইবে প্রচার ॥
ভক্তজন-প্রাণধন, রূপ, জীব, সনাতন,
তব কৃপা সমুদ্র সমান।
টীকার আশয় গূঢ়, যাতে বুঝি আমি মূঢ়,
সেই শক্তি করহ বিধান ॥
শ্রীজীব-বচনচয়, পুষ্পকলি শোভাময়,
প্রস্ফুটিত করিয়া যতনে।
গুরু কৃষ্ণে প্রণমিয়া, শুদ্ধভক্ত-করে দিয়া,
ধন্য হই, এই ইচ্ছা মনে ॥"

—ব্রঃ সং প্রঃ, 'মঙ্গলাচরণ'

১১। 'প্রকাশিনী' বৃত্তির স্বরূপ কি ও প্রণেতা কে ?

"জীবাভয়প্রদা বৃত্তির্জীবাশয়-প্রকাশিনী।
কৃতা ভক্তিবিনোদেন সুরভীকুঞ্জবাসিনা ॥"

—ব্রঃ সং প্রঃ, ৬২

১২। অমৃতপ্রবাহভাষ্য-রচনার উপলক্ষ কি ?

"শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রেমের কন্দ,
হরিদাস স্বরূপগোসাঞি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ, সার্ব্বভৌম রামানন্দ,
রূপ সনাতন দুই ভাই ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ভট্ট,
শিবানন্দ কবিকর্ণপূর।
নরোত্তম শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র-কৃষ্ণদাস,
বলদেব চক্রবর্ত্তী ধুর ॥
ঈশ ঈশভক্তগণে, প্রণমিয়া সযতনে,
অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যসার।
চৈতন্যচরিতামৃত, করিলাম সুবিস্তৃত,
ভক্তবৃন্দ করহ বিচার ॥
গৌরকথা-পয়োরাশি, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি'
আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্যসুধা পানে, বৈষ্ণব শীতল প্রাণে,
আরোপীতে চাহে বার-বার ॥
এই দীন অকিঞ্চনে, আজ্ঞা দিল সর্ব্বজনে,
ভাষ্য তার করিতে রচন।
সাধু-আজ্ঞা শিরে ধরি,' যত্নে এই ভাষ্য করি,'
সাধু করে করিনু অর্পণ ॥

—'মঙ্গলাচরণ', অঃ প্রঃ ভাঃ

১৩। শ্রীভক্তিবিনোদ কাঁহার প্রসাদে 'তত্ত্ববিবেক' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন ?

"জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ ॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল,

সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১

১৪। সভাষ্য 'তত্ত্বসূত্রে'র মঙ্গলাচরণটি কি ?

"প্রণম্য কৃষ্ণচৈতন্যং ভারদ্বাজং সনাতনম্।

তত্ত্বসূত্রং সব্যাখ্যানং ভাষায়াং বিবৃতং ময়া ॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', তঃ সূঃ

১৫। ব্যাসসূত্রাধিকরণমালার ভূমিকাটি কি ?

"নিত্যং চিন্ময়কুঞ্জবৃন্দসুভগে বৃন্দাবনে সঙ্গতং

রাধা কৃষ্ণ ইতিদ্বয়ং রসময়ং ব্রহ্মাবিরাস্তে পরম্।

তদ্ভাবাপ্তি-মকরন্দপানতরলশ্চেতোঽলিরস্তিত্যহং

কেদারাভিধ উৎসুকঃ প্রভুবরং যাচে নিবদ্ধাঞ্জলিঃ ॥"

—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠক্কুরকৃতা ব্যাসসূত্রাধিকরণমালা—'উপক্রমণিকা'

১৬। 'বেদার্কদীধিতি' টীকা কোথায় ও কাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিতা ?

"বেদার্কদীধিতিরয়ং ভজনপ্রদীপঃ গৌরাঙ্গভক্তপদ-ভক্তিবিনোদকেন।

শ্রীগোদ্রুমদ্বিজপতেশ্চরণ-প্রসাদাৎ প্রজ্বালিতঃ সুরভিকুঞ্জবনান্তরালে ॥"

—বেঃ দীঃ

১৭। শ্রীমদ্ আম্নায়সূত্রের মঙ্গলাচরণটি কি ?

"নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগদাচার্য্যবিগ্রহম্।

কেন ভক্তিবিনোদেন বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ ॥

প্রণামৈরষ্টভিঃ ষড়্ভির্লিঙ্গৈর্বেদার্থনির্ণয়ম্।

অভিধাবৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥

ত্রিংশোত্তরশতং সূত্রং রচিতং মহদাজ্ঞয়া।

পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চৈতন্যপদসেবিনঃ ॥

জগতের আচার্য্যবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে ভক্তিবিনোদ-উপাধিক কোনও ব্যক্তি এই ১৩০ সংখ্যাক সূত্র রচনা করিলেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছয় প্রকার লিঙ্গ অবলম্বন করত সমস্ত বেদবাক্যের অভিধা-

স্মৃতি আশ্রয়-পূর্ব্বক মহদাজ্ঞাক্রমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত বৈষ্ণব-সকল স্বচ্ছন্দে ইহা পাঠ করুন।"

—'মঙ্গলাচরণম্', আঃ সূঃ তাৎপর্য্য

১৮। 'শ্রীমদ্আম্নায়সূত্রম্' কখন ও কোন্ মহাজন কর্ত্তৃক বিরচিত?

"চৈতন্যদেবস্য চতুঃশতাব্দে নেত্রাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।
আম্নায়মালা প্রভুভক্তকণ্ঠে গৌড়ে প্রদত্তা হরিজন্মঘস্রে॥"

—'উপসংহারঃ', আঃ সূঃ তাৎপর্য্য

১৯। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্য; 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃতম্' গ্রন্থের নমস্ক্রিয়াটি কিরূপ?

"পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নত্বা চৈতন্যরসবিগ্রহম্।
চৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্যং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', চৈঃ চঃ ভাঃ

২০। 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কোন্ বস্তুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে?

"ভ্রমজনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্ত-সকল যে কৃষ্ণ-ভক্তিতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।"

—'মঙ্গলাচরণ' চৈঃ শিঃ ১।১

২১। পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্যাবধি কি অনন্যসাধারণ নহে?

"পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা কিছুই আমাদের নিকট মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রসগ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী! ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী! তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ!

প্রতিদিন শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থের রস আস্বাদন করুন।”

—‘নিবেদন’, সঃ তোঃ ১০।৫

২২। ‘শ্রীমহাভারত’ আর্য্যগণের অতিশয় মান্যগ্রন্থ কেন? বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ‘বিষ্ণুসহস্রনামে’র বৈশিষ্ট্য কি?

“ঋষিগণ কোন সময়ে সমস্ত বেদকে একদিকে ও শ্রীমহাভারতকে একদিকে দিয়া তৌল করিলে শ্রীমহাভারত অধিক গুরুভারক্রমে নত হইয়া পড়েন। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, মহাভারতের তুল্য আর্য্যদিগের পূজনীয় ধর্মগ্রন্থ আর নাই। সেই মহাভারতের মধ্যে দুইটী সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন আছে। একটি ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ ও অপরটি ‘শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম’। তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে নিজ-মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না। এতন্নিবন্ধন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমুদয় আচার্য্য নিজ নিজ মতে বেদভাষ্য, বেদান্ত-সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য ও সহস্রনামভাষ্য প্রস্তুত করত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মতে শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ-প্রভুই বেদান্তাচার্য্য। অতএব তৎকৃত ‘সহস্রনামভাষ্য’ সর্ব্বাদৌ প্রকাশ করিলাম।”

—‘বোধন’, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, চৈতন্যাব্দ ৪০০

২৩। শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তি-কৃত শ্রীচৈতন্য-মত-জ্ঞাপক শ্লোকটী ভজন-বিষয়ক,—না তত্ত্ব-বিষয়ক?

“শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনবিষয়ে মতটি নিজকৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত তত্ত্ববিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ববিচারস্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্ব-সংখ্যা করিতে হইলে ষট্-সন্দর্ভ-লিখিত তত্ত্ববিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। * * * কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মক ভগবত্তত্ত্ব, তথা নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ বিভিন্নাংশগত জীবতত্ত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব ও

সাধ্যতত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে নব তত্ত্ব হয়। **এই নব তত্ত্ব প্রমেয় এবং স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবত-শিরস্ক স্মৃতিশাস্ত্রই** প্রমাণ। এবম্বিধ দশটি সিদ্ধান্তের পৃথগুল্লেখরহিত **বিচারকে কখনই** বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।"

—'নূতন-পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪।৩

২৪। জৈবধর্ম্ম-রচনার কাল কখন এবং **এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী কে?**

"গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি'।
ভকতিবিনোদ দীন বহু যত্ন করি' ॥
বিরচিল জৈবধর্ম্ম গৌড়ীয়-ভাষায়।
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী পূর্ণিমায় ॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে।
গোদ্রুমে সুরভিকুঞ্জে জাহ্নবী-সমীপে ॥
শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে যাঁ'র আশ।
এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস ॥
গৌরাঙ্গে যাঁহার না জন্মিল শ্রদ্ধা-লেশ।
এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ ॥
শুষ্ক মুক্তিবাদে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুদ্ধরূপে ভায় ॥"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

অষ্টাত্রিংশ বৈভব

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। মূলভাগবত বা চতুঃশ্লোকীর রহস্যটি কি ? 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' কোন্ মূলনীতির অনুসরণে লিখিত ?

"ওঁ"

।। তৎ সৎ ।।

সত্যং পরং ধীমহি

মূলভাগবতং চতুঃশ্লোকম্

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং / যাবানহং (অন্বয়ান্নির্ব্বিকল্পদর্শনং)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্ ।। ১ ক

যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং / যথা ভাবো (ব্যতিরেকাৎ সবিকল্পদর্শনং)

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ।। ২ ক

সরহস্যং / যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ । (আত্মপরমাত্মলীলাপরিচয়ং প্রীতিতত্ত্বং)

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ।। ৩ খ

তদঙ্গঞ্চ / তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং (রহস্যসাধকং ভক্তিতত্ত্বং)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।। ৪ গ

গৃহাণ গদিতং ময়া ।।১ / অস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ।।২

ক, শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং প্রথমদ্বিতীয়ৌ বিচার্য্যৌ ।

খ, সংহিতায়াং তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ-নবমাধ্যায়া বিচার্য্যাঃ।

গ, সপ্তমাষ্টমদশমাধ্যায়া বিচার্য্যাঃ।"

—কৃঃ সং, ১ম সংস্করণ, ১২৮৬ সাল

২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মূল ভাগবতের কিরূপ অর্থ করিয়াছেন?

"মূল ভাগবতের অর্থ—

[প্রথম শ্লোকে পরব্রহ্ম, আত্মা ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে।]

১। সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধ জীবনিচয়ের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ একমাত্র আমি ছিলাম। সৎ—সূক্ষ্ম সত্তা, অসৎ—স্থূল সত্তা ও তদুভয়ের পরতত্ত্ব বদ্ধজীব-সত্তাময় এই মায়িক জগৎ ছিল না। আমা হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, কিন্তু বিকল্পতঃ ভিন্ন এই মায়িক জগৎ আমার শক্তিপরিমাণরূপ সত্যবিশেষ। মায়িক-সত্ত্বা বিগত হইলে পূর্ণরূপ আমি অবশিষ্ট থাকিব।

[দ্বিতীয় শ্লোকে বিকল্প-বিচারদ্বারা উক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইতেছে।]

২। নিত্য সত্য বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপ অর্থ হইতে ভিন্নরূপে যাহা প্রকাশ পায় এবং আত্মতত্ত্বে যাহার অবস্থিতি নাই, তাহাই আত্মমায়া। (অন্বয় উদাহরণ)—জলচন্দ্রের ভাস যেমত নিত্য চন্দ্র হইতে ভিন্ন, মায়িক জগৎটীও বৈকুণ্ঠের প্রতিফলন হওয়ায় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথক্। (ব্যতিরেক উদাহরণ)—তম, অন্ধকার বা ছায়া যেমত নিত্যবস্তুর অনুগত-তত্ত্ব, কিন্তু নিত্য বস্তু নয়, তদ্রূপ মায়িক জগৎ বৈকুণ্ঠ হইতে অভিন্ন-মূল হইয়াও বৈকুণ্ঠে অবস্থিত নয়।

[তৃতীয় শ্লোকে তদ্রহস্য জ্ঞাপিত হইতেছে।]

৩। মহদাদি সূক্ষ্মভূত-সকল যেরূপ ক্ষিত্যাদি স্থূলভূতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও সূক্ষ্মভূতরূপে স্বতন্ত্র থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বকারণরূপ আমি সমস্ত সত্তার মূল সত্য ব্রহ্ম-পরমাত্মরূপে অনুস্যূত থাকিয়াও সর্ব্বক্ষণ পৃথগ্-

রূপে পূর্ণ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করত প্রণত-জনের একান্ত প্রেমাস্পদ আছি।

[চতুর্থ শ্লোকে তদঙ্গ অর্থাৎ সাধন জ্ঞাপিত হইতেছে।]

৪। আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ পূর্ব্বদর্শিত অন্বয়-ব্যতিরেক বিচার-ক্রমে সর্ব্বদেশ-কালাতীত নিত্য সত্যের অনুশীলন করিবেন।"

—কৃঃ সং, ১ম সংস্করণ, ১২৮৬ সাল

৩। শ্রীমদ্ভাগবত কি মনুষ্য-রচিত আধুনিক পুঁথি নহে ?

"শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগমশাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরম ফল বলিয়া শ্রীভাগবত-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিলবেদ, অখিলবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ জীব-সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ-সূর্য্যস্বরূপ এই পারমহংসী সংহিতা জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে, তাঁহারা শ্রবণ করুন; যাঁহাদের মন আছে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য-সকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতা-পীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। প্রকৃত বেদান্তবাক্য ও বেদান্তভাষ্য কি ?

"শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে-সমুদায়ই যথার্থ বেদান্তসিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে 'বেদান্তবাক্য' বলিয়া গৃহীত হইবে।"

—'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২।৬

৫। শ্রীমদ্ভাগবত কিরূপ গ্রন্থ ?

"The *Bhagabat* does not allow its followers to ask anything from God except eternal love towards Him ."

—*The Bhagabat ; Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

৬। কাহার চরিত্রের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় ?

"When we were in the college, reading the philosophical works of the West and exchanging thoughts with the thinkers of the day, we had a real hatred towards the *Bhagabat.* That great work looked like a repository of wicked and stupid ideas, scarcely adapted to the nineteenth century, and we hated to hear any arguments in its favour. With us then a volume of Channing, Parker, Emerson or Newman had more weight than the whole lots of the *Vaishnava* works. Greedily we poured over the various commentaries of the Holy Bible and of the labours of the *Tattwa Bodhini Sabha,* containing extracts from the *Upanishads* and the *Vedanta,* but no work of the *Vaishnabas* had any favour with us. But when we advanced in age and our religious sentiment received development, we turned out in a manner Unitarian in our belief and prayed as Jesus prayed in the Garden. Accidentally, we fill in with a work about the Great Chaitanya and on reading it with some attention in order to settle the historical position of that Mighty Genius of Nadia, we had the opportunity of gathering his explanations of *Bhagabat,* given to the wrangling Vedantist of the Benares School. The accidental study created in us a love for all the works which we find about our Eastern Saviour. We gathered with difficulties the famous *Karchas* in Sanskrit, written by the disciples of Chaitanya. The explanations that we got of the *Bhagabat* from these sources, were of such a charming character that we secured a copy of the *Bhagabat*

complete, and studied its texts (difficult of course to those who are not trained up in philosophical thoughts) with the assistance of the famous Commentaries of *Shreedhar Swami*. From such study it is that we have at least gathered the real doctrines of the *Vaishnabas* Oh ! What a trouble to get rid of prejudices gathered in unripe years."

—*The Bhagabat : Its Philosophy Its Ethics & Its Theology.*

৭। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রকৃত স্বরূপ ও পরিচয় বৈদেশিক ও আধ্যক্ষিকগণের নিকট গুপ্ত কেন ?

"What sort of a thing is the *Bhagabat*, asks the European gentleman newly arrived in India. His companion tells him with a serene look, that the *Bhagabat* is a book, which his *Oriya*-bearer daily reads in the evening to a number of hearers. It contains a jargon of unintelligible and savage literature of those men who paint their noses with some sort of earth or sandal, and wear beads all over their bodies in order to secure salvation for themselves. Another of his companions, who has travelled a little in the interior, would immediately contradict him and say that the *Bhagabat* is a Sanskrit work claimed by a sect of men, the *Goswamis,* who give *Mantras,* like the Popes of Italy, to the common people of Bengal, and pardon their sins on payment of gold enough to defray their social expenses. A third gentleman will repeat a third explanation. Young Bengal, chained up in English thoughts and ideas, and wholly ignorant of the Pre-Mahomedan history of his own country, will add one more explanation by saying that the *Bhagabat* is a book, containing an account of the life of Krishna who was an ambitious and an immoral man ! This is all that he could gather from his grandmother while yet he did not go to school. Thus the Great *Bhagabat* ever remains unknown to the foreigners like

the elephant of the six blind who caught hold of the several parts of the body of the beast ! But Truth is eternal and is never injured but for a while by ignorance."

—*The Bhgabat : Its Philosophy , Its Ethics & Its Theology.*

৮। শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র সার্ব্বজনীন শাস্ত্র, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ কি বলেন ?

"আমরা বলিতে পারি যে, যদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রীয় পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত রাখা যায়, তাহা হইলে আর্য্য-পুরুষদিগের (জীব-সাধারণেরও) কোন ক্ষতি হয় না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৮।১২

৯। শ্রীমদ্ভাগবতকে সকলে স্বীকার করে না কেন ?

"বহুভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

১০। 'শ্রীমদ্ভাগবত' শরণাগত জীবকে কোন্ রাজ্যে লইয়া যান ? 'ভাগবতে' কাহার অধিকার এবং কাহার আশ্রয়েই বা ইঁহার তত্ত্বোপলব্ধি হইতে পারে ?

"The *Bhagabat* is pre-eminently the Book in India. Once enter into it, and you are transplanted, as it were, into the spiritual world where gross matter has no existence. The true follower of the *Bhagabat* is a spiritual man who has already cut his temporary connection with phenomenal nature and has made himself the inhabitant of that region where God eternally exists and loves. This mighty work is founded upon inspiration and its superstructure is upon reflection. To the common reader it has no charms and is full of difficulty. We are, therefore, obliged to study it deeply through the assistance of such great commentators as *Shreedhar Swami* and the Divine Chaitanya and His contemporary followers."

The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১১। 'ভাগবত' কি শিক্ষা দেন ? শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় আচার-প্রচারে ভাগবত-প্রতিপাদ্য কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

"The whole of this incomparable work teaches us, according to our Great Chaitanya the three great truths which compose the absolute religion of man. Our Nuddea Preacher calls them—*Sambandha, Abhidheya* and *Prayojana* i. e. the relation between the Creator and the created, the duty of man to God and the prospects of humanity. In these three words is summed up the whole ocean of human knowledge as far as it has been explored up to this era of human progress. These are the cardinal points of religion and the whole *Bhagabat* is, as we are taught by Chaitanya, an explanation both by precepts and example, of these three great points."

The Bhagabat : "Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১২। 'ভাগবত' কি বহ্বীশ্বর-পূজার কথা বলেন ?

"In all its twelve *Skandhas* or divisions, the *Bhagabat* teaches us that there is only one God without a second, who was full in Himself and is and will remain the same. Time and space which prescribe conditions to created objects are much below His Supreme Spiritual nature, which is unconditioned and absolute."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৩। ভক্তির স্বরূপ কি ? ভাগবত কয় প্রকার ?

"Those who worship God as all in all with all their heart, body and strength style Him as *Bhagaban*. This last principle is *Bhakti*. The book that prescribes the relation and worship of *Bhagaban* secures for itself the name of *Bhagabat* and worshipper is called by the same name."

—The Bhagabat : Its Philosohy, Its Ethics & Its Theology.

১৪। ভাগবত-ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমত্ব কেন ?

"The superiority of the *Bhagabat* consists in the uniting of all sorts of theistical worship into one excellent principle in human nature which passes by the name of *Bhakti*. This word has no equivalent in the English language. Piety, devotion, resignation and spritual love unalloyed with any sort of petition except in the way of repentance compose the highest principle of *Bhakti*. The *Bhagabat* tells us to worship God in that great and invaluable principle which is infinitely superior to human knowledge and the principle of *Yoga*."

—*The Bhagabat ; Its Philosophy. Its Ethics and Its Theology.*

১৫। ভাগবত চিদনুশীলনের নৈরন্তর্য্য ও ক্রমোন্নতি প্রচার করিয়াছেন। কি ?

"The voluminous *Bhagabat* is nothing more than a full illustration of this principle of continual development and progress of the soul from gross matter to the All-Perfect Universal Spirit who is distinguished as Personal, Eternal, Absolutely Free, All-Powerful and All-Intelligent. There is nothing gross or material in it. The whole affair is spiritual."

—*The Bhagabat ; Its Philosophy : Its Ethics and Its Theology.*

১৬। ভাগবতোদ্দিষ্ট উপাস্য-তত্ত্বের স্বরূপ কি ? বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তম প্রয়োজনটি কি ?

"The *Bhagabat* has a Personal, All-Intelligent, Active, Absolutely Free, Holy, Good, All-Powerful, Omnipresent, Just and Merciful and Supremely Spiritual Deity without a second, creating, preserving all that is in Universe. The highest object of the Vaishnava is to serve that Infinite Being for ever spiritually in the activity of Absolute Love."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.*

১৭। নিরপেক্ষ সমালোচক বাদরায়ণ ঋষির ভাগবত-সিদ্ধান্ত-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জয়গান না করিয়া পারেন কি ?

"The critic should first read deeply the pages of the *Bhagabat* and train his mind up to the best eclectic philosophy which the world has ever obtained, and then, we are sure, he will pour panegyrics upon the principal of the College of theology at *Badrikasram* which existed about 4000 yeas ago."

—*The Bhagabat* : *Its Philosophy* ; *Its Ethics and Its Theology*.

১৮। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বাস্তবসত্য কখন আত্মপ্রকাশ করেন ?

"The *Bhagabat* teaches us that God gives us truth and He gave it to *Vyasa*, when we earnestly seek for it. Truth is eternal and unexhausted".

—*The Bhagabat* ; *Its Philosophy*, *Its Ethies and Its Theology*.

১৯। ভাগবত-ধর্ম্ম কি সার্ব্বজনীন নহে ?

"See how universal is the religion of *Bhagabat*. It is not intended for a certain class of Hindus alone but it is a gift to man at large to whatever country born and whatever society bred."

—*Thc Bhagabat* ; *Its Philosophy*, *Its Ethics and Its Theology*.

২০। চেতনের স্বাধীনতা ও বিকাশ-সম্বন্ধে ভাগবত কি বলেন ?

"Two more principles characterise the Bhagabat, viz liberty and progress of the soul thoughout eternity."

—*The Bhagabat* : *Its Philosophy*, *Its Ethics and Its Theology*.

উনচত্বারিংশ বৈভব

পারমার্থিক সাহিত্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কিরূপ কাব্য ? এই গ্রন্থের সমালোচনায় কাহাদের অধিকার ?

"গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের লীলা-প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসময় কাব্য-বিশেষ। জগতে এরূপ কাব্য-গ্রন্থ আর নাই। সাধারণ সমালোচকগণ প্রাকৃত রস ব্যতীত শৃঙ্গারের অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের শ্রীগীতগোবিন্দের সমালোচনা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। জয়দেব-কবি সেই সকল সমালোচককে তাঁহার নিজ-গ্রন্থ সমালোচনের জন্য অর্পণ করেন নাই, বরং তাঁহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত ব্রজরসে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে জয়দেবের সম্বন্ধে কথা কহা নির্লজ্জতার পরিচয়-মাত্র।"

—'সমালোচনা' (শ্রীগীতগোবিন্দ), সঃ তোঃ ৭।২

২। 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের মর্ম্ম কি ? শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তত্ত্ব কি প্রকৃতির অধীন ?

"শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের মর্ম্ম অতি গূঢ়। শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত। প্রপঞ্চগত হইলেও ইহাতে প্রপঞ্চ-গন্ধমাত্র নাই। জীবের মঙ্গলের জন্যই এই অতি-পবিত্র রস-লীলা সর্ব্বোদ্ধ্ব গোলোক হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিক্রমে জড়জগতে ব্রজের সহিত অবতারিত হইয়াছে। মানবের জড়শরীরে যে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ দেখা যায়, সে অতি ঘৃণ্য। চিৎশরীরে জীবের যে গোপীদেহ-প্রাপ্তি ও কৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভ, তাহা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

৩। ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ ভাগবতী-সম্প্রদায়ের পরমাদরের বস্তু কেন ?

"কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতনদেবের চরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা-পূজিত শ্রীরূপ-সনাতনের

অনুশাসন অনুসারে শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমাদের সাধ্যতীত। এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত। তত্ত্বসন্দর্ভ—প্রথমাংশ, ভগবৎ-সন্দর্ভ দ্বিতীয়াংশ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ—তৃতীয়াংশ, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ—চতুর্থাংশ, ভক্তি-সন্দর্ভ পঞ্চমাংশ এবং প্রীতি-সন্দর্ভ—ষষ্ঠাংশ। শ্রীমদ্ভাগবতী-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।"

—'ষট্সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

৪। 'প্রেমতরঙ্গিণী' পুস্তিকা কি অধুনা সুলভ ?

"শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-কৃত সংস্কৃত 'প্রেমতরঙ্গিণী'-নাম্নী পুস্তিকা অতিশয় দুর্ল্লভ। আমাদের নিকটে তাহার একটি প্রতিলিপি আছে, তাহা লিপিকারের ভ্রমে পরিপূর্ণ এবং অনেক স্থলে অর্থ হয় না। যদি কোন মহাত্মার নিকট আর একখানি প্রতিলিপি থাকে, তবে তাহা কৃপা করিয়া আমাদিগকে দিলে আমরা ঐ গ্রন্থের একটা কিনারা করিতে পারি। আমরা কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষ করেন।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য', সঃ তোঃ ৯।১২

৫। গ্রাম্য ও পারমার্থিক সংবাদপত্রের পার্থক্য কি ? পূর্ব্ব মহাজনদিগের রচনার চমৎকারিতা কাহার নিকট প্রতিভাত ?

"যে-সকল সংবাদপত্র প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের সুখ বিধান করেন, তাঁহারা জড়-বিষয়ে বিচিত্র নূতন-কথা বলিতে পারেন ; হরিকথা সেরূপ নয়। হরিকথা কখনই পুরাতন হয় না। যতবার বলা যায় বা শুনা যায়, ততই রসের উদয় হয়। হে পাঠকবর্গ ! যদি হরিকথায় রতি থাকে, তবে মহাজনগণের বর্ণনা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করুন। এই পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রতি-সংখ্যায় পূর্ব্ব-মহাজন-কৃত ভক্তিরস-বর্ণন ও সিদ্ধান্ত এক-এক ফর্ম্মায় প্রকাশ করা উচিত বোধ করি। খোসগল্প যে-স্থলে নাই, সে-স্থলে পরমার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পূর্ব্ব-রচনা কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। এই সংসার

খোসগল্পময়, ইহার মধ্যে শ্রীসজ্জনতোষণীর যে হরিভক্তিতত্ত্ব ও লীলা বর্ণন স্বল্পাক্ষরে পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদনে পরাঙমুখ হইবেন না। আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব্ব সাধুদিগের রচনা এ বিষয়ে অধিক আদৃত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি ?

আর এক কথা এই—যাঁহারা কেবল কিছু রচনা পড়িলেই সুখ পা'ন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সাধুদিগের ভক্তিপূর্ণ-রচনা পড়া আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থের রসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সুখ বৃদ্ধি করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নিজ-রচনা বা নবীন প্রণালীর রচনা ভাল লাগে, কিন্তু যখন আমরা গাঢ়রূপে পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনার রসে প্রবেশ করি, তখন আর আমাদের নবীন রচনা ভাল লাগে না। ইহার মূল-তাৎপর্য্য এই যে,—'আমরা মনে করি, আমরা পূর্ব্বমহাজনগণ অপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারি'; কিন্তু এই ভ্রমটি যখন দূর হয়, তখন আর নবীন রচনা ভাল লাগে না। মহৎ লোক ও কবি সর্ব্বদা জগতে আসেন না। তাঁহারা বিরল, সুতরাং শ্রীজয়দেব-রূপাদির পর আর ভাল কবি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা-পাত্র জগতে আবির্ভূত হইবেন, তখনই আমরা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান কবিদিগের কাব্যে বা রচনায় সুখ বোধ করা কেবল 'দুগ্ধাভাবে ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ পাইয়াছি' মনে-করা মাত্র।

আমাদের নিকট পূর্ব্ব মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা অন্য কিছুই মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রসগ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপগোস্বামী! ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী! তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা,' 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', 'শ্রীভাগবতামৃত'-গ্রন্থের রস আস্বাদন করুন।"

—'নিবেদন', সঃ তোঃ ১০।৫

৬। শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরই কি বঙ্গভাষার আদি কবি ?

"শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বঙ্গভাষার আদি কবি বটেন। গীতি-রচনায় তৎপূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক মহাত্মা লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই কাব্য-রচনা করেন নাই। শ্রীমালাধর বসুর গ্রন্থ 'কৃষ্ণমঙ্গল' (কৃষ্ণবিজয়) গীতি-মধ্যে পরিগণিত আছে।"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত,—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস' প্রবন্ধ

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা কোন্ কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায় ? 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় কেন ?

"গোস্বামী মহোদয়গণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচুররূপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ রচনা বলিয়া তন্মধ্যে কিছুই লেখা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ গোস্বামী মহোদয়দিগের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শ্রীচরিতামৃতের এত অধিক আদর সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরেই উদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ শ্রীরূপ-গোস্বামী, শ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে চরিতামৃত-রচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীকবিকর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্' এবং শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। সকল দিক বিচার-পূর্ব্বক আমরা শ্রীচরিতামৃতকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

৮। উপন্যাসাকারেও হরিকথা-প্রসঙ্গ-শ্রবণে জীবের কোন মঙ্গল লাভ হয় কি ?

"আজকাল লোকেরা উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন। উপন্যাসের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই আমাদের

কর্ত্তব্য। কেন না, বিষয়াদিগের চিত্তে স্বল্প পরিমাণ তত্ত্বকথা প্রবেশ করিতে করিতে চিত্তকে ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারে।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ১০।১২

৯। সহজিয়া-পুঁথিগুলিকে বিন্দুমাত্রও আদর করা উচিত কি?

“অমৃতরসাবলী গ্রন্থখানি আবার সহজিয়া-পুঁথি। ইহাতে লেখা আছে;—‘সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল। সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হৈল’॥

এই প্রকার পুস্তিকা বাউল ও সহজিয়াদিগের নিকট অনেক আছে। আমরা কোনও সময় পুস্তক অন্বেষণ করিতে গিয়া এইরূপ অনেকগুলি পুস্তক পাইয়াছিলাম। পড়িতে পড়িতে ঘৃণা হইল, গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া পবিত্র হইলাম।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ১০।১২

চত্বারিংশ বৈভব

সজ্জনতোষণী ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার মূলনীতি-বাক্যটি কি ?

"অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী ।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্ব সজ্জনতোষণী ॥"

—সজ্জনতোষণীর শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'মূল-নীতি-বাক্য',
সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

২। 'সজ্জনতোষণী' নামের অর্থ কি ?

"জৈবধর্ম্মের বিশুদ্ধ অবস্থার নাম—'ভগবৎপ্রেম'; তাহাই জীবের চরম প্রয়োজন। বদ্ধাবস্থায় অবস্থিত হইয়াও, যাঁহাতে সেই ধর্ম্মের উদয় হয়, তিনিই কৃতকৃত্য। যাঁহাদের সেই বিমল ধর্ম্ম উদিত হয় নাই, কিন্তু তাহা উদয় করিবার জন্য সমস্ত জীবন-চেষ্টা নিযুক্ত হয়, তাঁহারাও ধন্য ; যেহেতু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারাও কৃতকৃত্য হইবেন ; সেই মহাজনগণকেই আমরা 'সজ্জন' বলি। তাঁহাদের তুষ্টি সাধন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। অতএব এই পত্রিকার নাম—'সজ্জনতোষণী'।"

—'সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য', সঃ তোঃ ২।৪

৩। সজ্জনতোষণীর আলোচ্য বিষয় কি ?

"সজ্জনতোষণী সাংসারিক অনিত্য সংবাদ লইয়া আলোচনা করিবেন না। সেই সমুদায় সংবাদ নানাবিধ অনিত্য সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রকাশিত হইতেছে। জীবের নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।"

—সঃ তোঃ ২।৪, বাং ১২৯৩—'আশীর্ব্বচন'

৪। 'সজ্জনতোষণী' কি জাগতিক সংবাদ-সরবরাহকারিণী ?

"আমি কাঙ্গালিনী বৈষ্ণবী ; আমার বড় বড় সাংসারিক কথায় প্রয়োজন নাই—ইংরাজ ও রুশের যুদ্ধবার্ত্তা, আফ্‌গানিস্থানের সীমা-

নির্দ্দেশ, লাটসাহেবদিগের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা লইয়া আমার কাল ক্ষেপণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণের পারমার্থিক মঙ্গল-সাধনই আমার একমাত্র কর্ম্ম। সেই কার্য্য সাধন করিতে করিতে যে-কিছু বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক হয়, তাহাও আমার বিচার্য্য।

অনিত্য সংবাদপত্র-সমূহের সহিত আমার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তথাপি ভারতবাসীদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়ে কতটুকু দিন দিন প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য আমি প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রই পড়িয়া থাকি। সেই সমস্ত সংবাদপত্রে ইংরাজ ও বাঙ্গালীদের পরস্পর বিরোধ-বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয়।"

—সঃ তোঃ ২।৫, বাং ১২৯৩—'আশীর্ব্বচন'

৫। সজ্জনতোষণী' পত্রিকার প্রচার-ফলে কি সুফল হইয়াছে?

"আদৌ বৈষ্ণব-সমাজের কোন পত্রিকা ছিল না। এখন দেখিতেছি, সজ্জনতোষণীর উৎসাহে ঢাকায় 'রত্নাকর' নামক বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক-পত্র, বালেশ্বরে 'শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী' পত্রিকা এবং কলিকাতায় 'বৈষ্ণব' নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। * * নব্যমণ্ডলীর মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করাও সজ্জনতোষণীর একটী উদ্দেশ্য। * * পরম-পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে আমাদের নব্যসম্প্রদায়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। আশা করা যায় যে, নব্য মহোদয়গণ অতি শীঘ্রই নির্ম্মল হরিভক্তি লাভ করিবেন। গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও সজ্জন-তোষণী অনেকটা কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একান্ত পরিচারিকা এই ভিখারিণী পত্রিকা নিজ পরিশ্রমের শুভ-ফল দৃষ্টি করত পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।"

—সঃ তোঃ ২।১২, বাং ১২৯৩—'সমাবেদন'

৬। 'সজ্জনতোষণী'ই কি বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম পারমার্থিক-পত্রিকা? ইঁহার প্রচার-সাফল্য কিরূপ হইয়াছিল?

"এক সময়ে এই 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ব্যতীত আর কোনও

পারমার্থিক পত্রিকা ছিল না। সম্প্রতি অনেক ব্যক্তির মনে সজ্জনতোষণী এরূপ পারমার্থিক উত্তেজনা আনয়ন করিয়াছেন যে, তৎফলে আজকাল এতগুলি পত্রিকার উদয় হইল—এইটী বড়ই সুলক্ষণ।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

৭। মহাজন-চরিত্র প্রকাশ করিবার জন্য 'সজ্জনতোষণী'-সম্পাদকের কিরূপ আগ্রহ ছিল ?

"আমাদের বড়ই অভিলাষ যে ঐসকল মহাপুরুষের মহিমা বিস্তাররূপে প্রকাশ করি। কিন্তু আমাদের সে মহদভিলাষ পূর্ণ হইবার উপায় নাই ; কারণ, ভিখারিণী সজ্জনতোষণী অতি ক্ষীণ-কলেবরা। যদি সজ্জনমণ্ডলী ভিখারিণীকে কখনও পুষ্টকলেবরা করেন, তবেই আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।"

—'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী', সঃ তোঃ ২।৬

৮। সজ্জনতোষণী পত্রিকার ইতিবৃত্ত কি ?

"সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রথমে ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে নড়ালে বাহির হয় ; নড়ালে একটি নূতন যন্ত্র আনিয়া তাহার স্বত্বাধিকারিগণ আমার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করায় আমি প্রথম সংখ্যা 'সজ্জনতোষণী' তথায় ছাপাইলাম। পরে স্থানের পরিবর্ত্তন হওয়ায় আমরা নিয়মিতরূপে ঐ পত্রিকা বাহির করি নাই। শেষে বারাসতে অবস্থিতি কালে শ্রীউপেন্দ্র গোস্বামীর 'নিত্যরূপ সংস্থাপনম্' ইংরাজীতে আলোচনা করি। ১৮৮৩ সালে ঐ ইংরাজী সংখ্যাটি বাহির হইয়া এই পত্রিকা বন্ধ ছিল। ১৮৮৫ সালে আমার রামবাগানের বাটীতে বৈষ্ণব ডিপোজিটারী হয়। * * * তাহার পর সপ্তগ্রাম দর্শন হয়। ঐ সময় হইতে আবার 'সজ্জনতোষণী' বিশেষ যত্নের সহিত বাহির হয়। মধ্যে সজ্জনতোষণী একবার বিশ্ববৈষ্ণব-সভায় অর্পিত হইয়া প্রকাশ বন্ধ হয়। সজ্জনতোষণী আবার ১৮৯২ সাল হইতে নিয়মিত-রূপে বাহির হয়।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৯। 'সজ্জনতোষণী' দুই বৎসর কাল প্রকাশিত হন নাই কেন ? কে ইঁহার সহোদরা-স্বরূপিণী হইলেন ?

"প্রায় দুই বৎসর হইল সজ্জনতোষণী নিদ্রিতা ছিলেন। নানাবিধ ঘটনা বশতঃ আমরা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে অবসর লাভ করি নাই। এক্ষণে বৈষ্ণব-পত্রিকার অভাব বশতঃ বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সভা ও অন্যান্য সজ্জনগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া এই বৈষ্ণবী বালাকে নিদ্রা ত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় হরিগুণগান ও হরিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলাম। আনন্দময়ী বালিকাও নৈসর্গিক প্রেমদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় নিজ কার্য্য গ্রহণ করিলেন। সজ্জনগণ সমাহিত হইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করুন। সজ্জনতোষণী পূর্ব্বে একা ছিলন, এক্ষণে ঘটনাক্রমে প্রেমপ্রচারিণী নাম্নী তাঁহার সহোদরা ভগ্নীর সহিত একত্র মিলিত হইয়া হরিতত্ত্বসুধা বর্ষণ করিতে থাকিবেন। আশা করি, এবার সজ্জনহৃদয় অধিকতর পরিতৃপ্ত হইবে। সজ্জণগণ যত যত্ন প্রকাশ করিবেন, ততই বালিকাদ্বয় উৎসাহিত হইয়া নিজ-কার্য্য উত্তমরূপে করিতে থাকিবেন।

—সঃ তোঃ ২।১, বাং ১২৯২, ইং ১৮৮৫—'আবেদন'

———

অভিধেয়

একচত্বারিংশ বৈভব

অভিধেয়তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় কি ?

"আমি কে ? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবদ্বস্তুই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ?—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৭।১৪৬

২। 'অভিধেয়-তত্ত্ব' কাহাকে বলে ?

"সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়—ইহার নামই 'অভিধেয়-তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়-তত্ত্ব বলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৩। বদ্ধজীবের সাধন ব্যতীত কি সিদ্ধি-লাভ সম্ভব ?

"সাধন-কার্য্যটী বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, পরন্তু যত্নসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদর-পূর্ব্বক যে পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।"

—'সাধন,' সঃ তোঃ ১১।৫

৪। কিরূপভাবে জীব ও ঈশ্বরের নিত্য-সম্বন্ধটী প্রকাশিত হয় ?

"জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলে সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। * * * দেশলাই ঘসিলে অথবা চক্‌মকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৫। 'সেবা' কাহাকে বলে ?

"কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্তাবস্থায় 'সেবা' কহা যায়।" —তঃ সূঃ ৩৩ সূঃ

৬। ভক্তিযোগ কয় প্রকার ?

"ভক্তিযোগ দুই প্রকার—(১) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য-ভক্তিযোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ।"

—রঃ রঃ ভাঃ ১।৪১

৭। কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ কি ?

"বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ব্রতই কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ।" —'নাম-মহাত্ম্য-সূচনা,' হঃ চিঃ

৮। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ কি ?

"কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও সে-সমুদায় বাহ্য ; কেন না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। তাহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। ইহাই সাধ্যবস্তু ; কেন না, সাধনাবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।৬৮

৯। মহাজনের পথ কি ?

"ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সেই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

১০। পরমার্থের পথ কি নিত্য-নূতন সৃষ্ট হইতে পারে ?

"পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা সনাতন আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক ও যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব ভাগ্য থাকে, তাঁহারা দম্ভিকতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্ব-পন্হার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্হায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন' সঃ তোঃ ১১।৬

১১। পূর্ব্ব-মহাজনদিগের ভজন-পন্হা কি ?

"সর্ব্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব-মহাজনাদিগের ভজন-পন্হা।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঃ তোঃ, ১১।৬

১২। ঐকান্তিক নামাশ্রিত ভজন-পদ্ধতির স্বরূপ কি ?

"সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার ; কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণব-সকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।"

—'প্রবোধিনী কথা,' হঃ চিঃ

১৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ?

"অধিকার-নিষ্ঠার সহিত নামসংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৪। 'জ্ঞান' কোন্ সময় 'সাধনভক্তি' হইতে পারে ?

"কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি', জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধনভক্তি' বলা যায়।"

—'অবতরণিকা' রঃ রঃ ভাঃ

১৫। কোন্ ভক্তি জীবের নিত্যধর্ম্ম ?

"যে-ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পরে বর্ত্তমান থাকে, সে-ভক্তি একটী পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র।" —জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

১৬। কোন্ জ্ঞান আরাধ্য, আর কোন্ জ্ঞান হেয় ?

"যে জ্ঞান চরিতার্থ হইয়া ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তি-লাভের উদ্দেশে কৃত হয়, যে-জ্ঞান অতীব আরাধ্য ; কিন্তু যে জ্ঞান ভক্তির পরম শ্রেয়ঃপথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল-জগতের বোধ-মাত্র লাভের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা অত্যন্ত হেয়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৭। শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাকাবস্থাটী কি ?

"বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাক-অবস্থা।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৮। কোন্ সময় উত্তমা ভক্তি লাভ হইতে পারে ?

"আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে, ঐ চারি প্রকার জীব ভক্ত্যাধিকারী হইতে পারে। যে-পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি—প্রধানীভূতা ; কষায় দূর হইলে 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'উত্তমা' ভক্তি লাভ করে।"

—রঃ ভাঃ ৭।১৬

১৯। 'বৈরাগ্য' কি ভক্তির অঙ্গবিশেষ ?

"যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে, কিন্তু বিরোধি-গুণ-প্রযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমত ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে, কিন্তু তাহার সহগামিনী, তদ্রূপ রাগাভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে, কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না।" —তঃ সূ, ৩৩ সূঃ

২০। হরিসেবা ও কর্ম্মে পর্থেক্য কি ?

"বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক-কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কার্য্যের নামই কর্ম্ম, জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়।"

'অবতরণিকা,' রঃ রঃ ভাঃ

২১। হরিনামের সেবা অপেক্ষা কি কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ নহে ?

"নামরসসিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ—অন্ধকূপ-সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গেই অনন্যভাবে অনুক্ষণ নাম-ভজন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।"

—'কৃষ্ণদাস্য', সঃ তোঃ ১১।৬

২২। ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ কি ?

"ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্তা ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তির দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তি হয়। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ব্যতীত পরব্যোমনাথের বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণ-জ্ঞানে কেবল নিরুপাধিক কেবলা প্রেমই দেখা যায়।" —তঃ সূঃ, ৪০ সূঃ

২৩। কিরূপে 'বৈষ্ণব' হওয়া যায় ?

"বৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

২৪। কোন্ স্বরূপ-লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়?

"ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না।"

—'প্রয়াস, সঃ তোঃ ১০।৭

২৫। নাম-সাধন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গগুলি কিরূপভাবে স্বীকৃত হইবে?

'হরিনামকে সাধন-শ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের কেবলমাত্র সাধকরূপেই অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

২৬। সাধনাঙ্গ-সমূহ একমাত্র মূল কোন্ সাধনের সহায়?

"হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায়-স্বরূপে গৃহীত হয়।"

—'সাধন,' সঃ তোঃ, ১১।৫

২৭। ঐকান্তিকী হরিভক্তির দ্বারা কি অন্যান্য দেবতার প্রতি অনাদর হয়?

"মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর'
ভক্তে সবে করেন আদর॥"

—'উপদেশ' ৪, কঃ কঃ

২৮। একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম অনিত্য কেন?

"হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম. পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি ও পারমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য

ব্যতিব্যস্ত, সে জড়-বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতি-অনুসন্ধান-রূপ নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধিসুখ-বাঞ্ছায় পারমাত্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে জড় সূক্ষ্ম ভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পরমাত্ম-ধর্ম্মও নিত্য নয়, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২৯। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ?

"বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে; বিকৃতি-স্থলে অসূয়া-রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩০। সর্ব্ব-কৈতব-নির্ম্মুক্ত একমাত্র ধর্ম্ম কি ?

"জগতে একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাতে বিচিত্র মতবাদ, বিতর্ক, পরস্পর অসূয়া ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বল-পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। যে-সকল ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের পরস্পর যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় হয় নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কৈতবপূর্ণ। একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই কৈতবশূন্য। **কপট-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূষিত হইতে পারে না।**"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

৩১। 'দৈন্য' ও 'দয়া'—এই দুইটী কি ভক্তি হইতে পৃথক্ ?

"'দৈন্য' ও 'দয়া'—এই দুইটী পৃথক্ গুণ নয়,—ভক্তিরই অন্তর্গত।'

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩২। ভক্তি কি অপেক্ষাযুক্তা ?

"ভক্তি নিরপেক্ষা—ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩৩। ভক্তি-সাধন কি খুব কঠিন বা কৃচ্ছ্রসাধ্য ?

"সারগ্রাহী ধর্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবৎ- তুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই একপ্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র, উভয়ই দৃষ্ট হইল।"

—তঃ সূঃ, ৫০ সূঃ

৩৪। কৃষ্ণভজনে কি কোন অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে ?

"কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়।"

—তঃ সূঃ ৪৭ সূঃ

৩৫। ভক্তির ফল কি মুক্তি নহে ?

"মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া চিদ্‌বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যে-স্থলে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩৬। ত্রিতাপ-নিবৃত্তির জন্য কি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে না ?

"জন্মমরণরূপজড়যন্ত্রনানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীবচেষ্টাতীতবিষয়া, তৎ-প্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্য।"

—শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৪

৩৭। হরিভক্তি কোন্ বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত রাখেন ?

"হরিভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

——::০::——

দ্বিচত্বারিংশ বৈভব

বৈধী ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। বিধিমার্গ কাহাকে বলে ?

"বৈধ-বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্যধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে, অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ।"

২। বৈধী ও রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন্ কোন্ বৃত্তি ক্রিয়াবতী ?

"সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে ; কৃষ্ণ-লীলায় লোভ রাগানুগা ভক্তিতে ক্রিয়া করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৩। রাগোদয়ের পূর্ব্বে জীবের কর্ত্তব্য কি ?

"যে-কাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪। স্মার্ত্তধর্ম্ম ও সাধনভক্তিতে প্রভেদ কি ?

"আর্থিক ধর্ম্মের অন্যতর নাম—নৈতিক বা স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধ-ধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

৫। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে চরম কল্যাণ কি ?

"মায়ামুগ্ধজীবানাং মায়াভোগ এব প্রেয়স্ততো দুর্নিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা শ্রীকৃষ্ণসেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ১

৬। মায়িক শরীর থাকা-কাল-পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য কি ?

"যে পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির।।

ভক্তসেবা, কৃষ্ণনাম, যুগল-ভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ ॥
ধাম-কৃপা নাম-কৃপা ভক্ত-কৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে।
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগলসেবা হইবে প্রকাশ ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১০৭-১০৮

৭। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, গৌণ ভক্তি ও সাক্ষাৎ ভক্তির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি?

"কর্ম্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলা যায়; এ কর্ম্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানাবসর-লাভের চেষ্টা থাকিলে ইহাদিগকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'জ্ঞানযোগ' বলা যায় এবং যখন এই সমস্ত কর্ম্মকে ভক্তিসাধনের অনুকূল করা যায়, তখন এই সমস্ত কর্ম্মকে 'গৌণ ভক্তিযোগ' বলা যায়। পরন্ত শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ-কর্ম্মকে কেবল 'সাক্ষাৎ ভক্তি' বলা যায়।"

—ব্রঃ সং ৫।৬১

৮। সুকৃতি কয় প্রকার? কিরূপে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়?

"সুকৃতি তিন প্রকার—কর্ম্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী, ও ভক্ত্যুন্মুখী। প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্ম্মফলভোগ ও মুক্তি লাভ হয়। শেষ প্রকার সুকৃতিতে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধোদয় হয়। অজ্ঞানে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

৯। প্রকৃত-ভজন ও ভজনপ্রায় চেষ্টার স্বরূপ কি?

"'নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।'
'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।'
'অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥'"

এই সমস্ত পদ্যে কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবপ্রায় ছায়ানামাভাসী-দিগকে উদ্দেশ করিয়া অতিসুন্দররূপে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল স্থলে যে 'ভজন'-শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভজনপ্রায় তীব্র সাধন-মাত্র। প্রকৃত ভজন অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত-স্বরূপে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যেই হইয়া থাকে।"

—'সংশয় নিবৃত্তি,' সঃ তোঃ ৪।১২

১০। গৃহস্থের উপস্থবেগ ধারণ কি?

"বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে।"

—'ধৈর্য', সঃ তোঃ ১১।৫

১১। অবৈষ্ণব বা বিদ্ধ বৈষ্ণবের হস্ত-পাচিত অন্ন কি কৃষ্ণের নৈবেদ্য হইতে পারে?

"শুদ্ধ বৈষ্ণব দ্বারা যে অন্ন পক্ক হয়, তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। কৃষ্ণপূজা-সময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না।"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১২। অন্য দেব-পূজকের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করা উচিত কি? করিলে কি অসুবিধা হয়? কোন্ সময় অন্য দেবদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করা যায়?

"অন্য দেব-পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেব-প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় এবং ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব-দেবীকে দেন, সেই দেব-দেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব-জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

১৩। আত্মমঙ্গলকামীর সঙ্কল্প কি?

"সকল কার্য্যে সরল থাকিব—হৃদয়ে এক, ব্যবহারে অন্য—এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল-পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম

লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভে যত্ন করিব না। শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

১৪। কৃষ্ণভজনকারী কি দুর্নৈতিক বা জড়াসক্ত? কোন্ সময় কৃষ্ণভজন হইয়া থাকে?

"কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

১৫। হরিবাসরের সম্মান কিরূপ?

"পূর্ব্ব দিবসে ব্রহ্মচর্য্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু-উপবাস ও রাত্রি জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন এবং পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই হরিবাসরের সম্মান।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

১৬। পুরুষোত্তম-ব্রতাদি-পালন কিরূপ?

"পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল (শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-ব্রতবিধি-সকল) স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালন-নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবৎ-প্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন।"

—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য', সঃ তোঃ ১০।৬

১৭। কিরূপ আচার স্বীকার করা কর্ত্তব্য?

"যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি-ত্যাগ-পূর্ব্বক এবং সেই

আশ্রমের লিঙ্গগত নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ভক্ত-দিগের আচার স্বীকার করিবেন।"

—'ভেক-ধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৮। বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের ক্রম কি?

"শরীর যাত্রার সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস-তামস-স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তি-সাধন যত নির্ম্মল হয়, ততই কৃষ্ণানুকম্পার উদয় হয়।"

—'জীবতত্ত্বম্', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ

১৯। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম-আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেই স্থানে কালাতিপাত করিবেন।"

—'বৈষ্ণবের সঞ্চয়,' সঃ তোঃ ৫।১১

২০। গৃহত্যাগী কিরূপে জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন? কিরূপে কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে?

"গৃহত্যাগী সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তি-সাধন করিবেন, কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন।"

—'প্রয়াস,' সঃ তোঃ ১০।৭

২১। গৃহত্যাগীর কি স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকা উচিত?

"ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ

করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কালসর্পকে সমানভাবে দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।"

—'বৈরাগীবৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নিৰ্ম্মল হওয়া চাই,'
সঃ তোঃ ৫।১০

২২। বাল্যকালে কি হরিভজন হওয়া সম্ভব ?

"বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কাৰ্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব-মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কাৰ্য্য সাধন করিতে পারিবেন,—ইহাতে সন্দেহ কি ? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৩। ভজন-প্রণালীর গৌণ ভেদ ও মুখ্য ভেদ কি ? গৌণ ভেদের দ্বারা কি ক্ষতি হইতে পারে ?

"দেশ-বিদেশে যে-কালে অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্যাবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ, ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব-ভেদক্রমে ঈশ্বর-ভজন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণ-ভেদ-সমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য-ভজন-বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলকালে কোন দোষ হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। সাধনের উন্নতির প্রমাণ কি ? বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ?

"সাধন-পর্ব্বের একটি রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতর বৈরাগ্য—ইহারা তিন জনেই সমানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া

জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরু-কৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

২৫। ক্রম-সোপান কি ?

"ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয়-অর্থজনক। আদৌ ধর্ম্ম-জীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ-ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

২৬। বন্যজীবন হইতে প্রেম-মন্দিরে গমনের ক্রম-সোপান কি ?

"বন্য-জীবন, সভ্য-জীবন, কেবলনৈতিক-জীবন, কল্পিত-সেশ্বর-নৈতিকজীবন, বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, সাধন-ভক্ত-জীবন—এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম-মন্দিরে যাইতে হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

২৭। রাগময় ভক্ত-জীবনও কি বৈধভক্ত-জীবনের ন্যায় একটি সোপান ?

"নরজীবন একটি সোপানময় গঠনবিশেষ ;—অন্ত্যজ-জীবনই সর্ব্বনিম্নস্থ সোপান, নিরীশ্বর-নৈতিক-জীবন—দ্বিতীয় সোপান, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন—তৃতীয় সোপান, বৈধভক্ত-জীবন—চতুর্থ সোপান এবং রাগ-উত্তেজিত-ভক্তজীবনই—সোপানোপরি অবস্থান।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৪

২৮। ভক্ত ও অভক্তের ব্যবহারিক দুঃখের মধ্যে তারতম্য কি ?

"অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে-কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট। এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টশূন্য হইতে পারেন না। * * * ভক্ত মহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক-পান্থ-জীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখসকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ, ১০।২

২৯। ভজনের প্রথমাঙ্গ কি? গুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে কি করিবেন?

"ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ সংস্কার করিবেন। দশমূল পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না।"

—'দশমূল নির্য্যাসঃ' সঃ তোঃ ৯।৯

৩০। কিরূপে স্বরূপভ্রম বিদূরিত হইয়া স্বরূপজ্ঞান ও কৃষ্ণানুশীলন হয়?

"স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু-কৃপায় স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না।"

—'দশমূল নির্য্যাসঃ', সঃ তোঃ ৯।৯

৩১। হৃদয় হইতে কাম-বাসনা কিরূপে দূর হয়?

"কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করত তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

৩২। ভাবোদয় ও প্রেমোদয় কিরূপে হয়?

"সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়, ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুসঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।"

—'দশমূল নির্য্যাসঃ', সঃ তোঃ ৯।৯

৩৩। কিরূপে নামাপরাধ হইতে ত্রাণ ও নামাভাস-দশা দূর হয়?

"গুরু-কৃপাতেই নামাভাসদশা দূর এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩৪। নিখিল-ভজন-সঙ্কেতের সংক্ষিপ্ত-সার কি ?

"যতপ্রকার ভজন-সঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সংক্ষিপ্ত-সারস্বরূপ।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩৫। নামে রুচি ও ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি কিরূপে লাভ হয় ?

"কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্র-পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাঁহারা নিরপরাধী নহেন, অসৎসঙ্গজনিত হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহাদের নামে রুচি হয় না ; সেকারণে নামের নিকট তাঁহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামের আশ্রয় করাই শুভ-লক্ষণ। **অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন-সহকারে নাম করিলে স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়।** ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয় ? শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা কি সেই অপরাধ ক্ষয় হয় ?

"কেবল দৈহিক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদি আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।"

—'অহং মম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

৩৭। কিরূপে ভজনে উন্নতি হয় ?

"নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপার্থ আদরে অনুশীলন-পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ ভজনে ঊর্দ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩৮। কিরূপে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয় ?

"অঙ্গে মল লাগিয়াছে, অন্য কোন মল দ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয় না। জড়কর্ম্ম—নিজেই মল, কিরূপে অন্য মল পরিষ্কার করিবে ? ব্যতিরেক জ্ঞান—অগ্নিস্বরূপ, মল দূষিত সত্তায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ করে। সে কিরূপে মলপরিষ্কারজনিত সুখ দিতে পারে ? সুতরাং গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপা-মূলক ভক্তিতেই শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

৩৯। অন্তর্ম্মুখ জীবন কাহাদের ? কাহাকে অন্তর্ম্মুখ জীবন বলে ?

"পরমেশ্বরকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশ-ভক্তির অধীন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন মায়াবদ্ধ হইলেও অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে সাধন-ভক্তজীবন বলে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৮, উপসংহার

৪০। কোন্ কোন্ সাধনে কোন্ কোন্ লোক লাভ হয় ? প্রেমাতুর ভক্তগণ কোন্ লোক লাভ করেন ?

"জড়-জগতে উদ্ধ্বাধঃক্রমে চতুর্দ্দশ লোক ; কামী কর্ম্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-রূপ ত্রিলোকী মধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্‌ব্রত-ব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যপরায়ণ শান্তপুরুষগণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। তাহারাই উদ্ধ্বভাগে চতুর্মুখধাম এবং তদূদ্ধ্বে ক্ষীরোদক-শায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোক অতিক্রম করত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপ-রূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্যপ্রিয় জ্ঞান-ভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরব্যোমাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণ-ধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম-মাধুর্য্যগত ভক্তগণ কেবল গোলোকধাম লাভ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

৪১। বৈষ্ণব-সাধন কোন্ মার্গদ্বারা সাধিত হয় ?

"যে-স্থলে যেদিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে; কিন্তু যে-স্থলে জলের রাগরূপ স্রোতঃ তাহাকে আকর্ষণ করে, সে-স্থলে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বারা মানস-তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোতঃ অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ণব-সাধন রাগমার্গদ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠরাগ প্রাপ্ত হন।"

—প্রেঃ প্রঃ

৪২। জড়-বিষয়রাগ কিরূপ ভগবদ্রাগরূপে পরিণত হইতে পারে ?

"চিত্তচাঞ্চল্য যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবৎ-রাগরূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে স্থির হয়।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৩। কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের একমাত্র হেতু কি ?

"সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৪। সাধনভক্তিতে কয়টী সোপান ? প্রেমের দ্বার কি ?

"সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৫। সাধন-ভক্তের সর্ব্বোচ্চতা কিরূপে প্রমাণিত হয় ? কে যথার্থ ভগবৎকৃপা-লব্ধ ?

"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ। যোগাদি মনের উন্নতিসাধন-পন্থা। কিন্তু সাধন-ভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া

থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানব-জীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুঁড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধৃর মস্তক-রূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক-ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্—ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৪৬। শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের সহিত গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত পার-মার্থিকগণের গ্রহণীয় কেন ?

"ঋষিগণ আপন আপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যত প্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে-সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে 'হরিভক্তি-বিলাসে' অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীরূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌষট্টিটি উপায় উদ্ধার করত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

ত্রিচত্বারিংশ বৈভব

শ্রদ্ধা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রদ্ধোদয়ে কি লাভ হয়?

"তয়া দেশিকপাদাশ্রয়ঃ ॥

সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরু-পাদাশ্রয় ঘটে।"

—আঃ সূঃ ৫৭

২। কর্ম্মি-জ্ঞানীর 'শ্রদ্ধা' কি প্রকৃত 'শ্রদ্ধা' পদ-বাচ্য?

"কর্ম্মি-জ্ঞানী-জনে যারে, 'শ্রদ্ধা' বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥
নামের বিবাদ-মাত্র, শুনিয়া ত' জলে গাত্র,
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি-স্পর্শে নহে যতক্ষণ ॥
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহ-খনি,
কর্ম্ম-জ্ঞানগত শ্রদ্ধাভাব।
হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব ॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ' ৩

৩। শ্রদ্ধা কি বস্তু? শ্রদ্ধা ও শরণাগতিতে পার্থক্য কি?

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণানন্তর হরি-বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—'শ্রদ্ধা' ও 'শরণাগতি' প্রায় একই তত্ত্ব।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৪। 'শ্রদ্ধা' কাহাকে বলে?

"জ্ঞান, শ্রী ও কর্ম্ম—প্রয়োজন-সিদ্ধির উত্তম উপায় নয়; ভক্তিই

একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়,—এবম্ভূত শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম—শ্রদ্ধা।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৫। শ্রদ্ধোদয়ের লক্ষণ কি ?

"শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তির লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি,' সঃ তোঃ ৪।৯

৬। কে কৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করেন ?

"কেবল দীক্ষাদি-গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়, তাহা নয় ; অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

৭। কোন্ পর্য্যন্ত ভক্তির সম্ভাবনা নাই।

"কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না।"

—'সদ্গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ, ৫।১

৮। শ্রদ্ধা কয় প্রকার ? তাহারা কি কি অধিকার উৎপন্ন করে ?

"বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধাও সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৯। কাহাদের শ্রদ্ধা নাই ?

"যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবেন না।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১০। কাহারা আচার্য্যগণের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারেন ?

"যাঁহাদের সুকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ-কৃপায়

তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ, ১১।১১

১১। কৃষ্ণকীর্ত্তনের একমাত্র যোগ্যতা কি ?

"কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, তাহাত অন্য কোন বিচার নাই।" —'নামগ্রহণ-বিচার', হঃ চিঃ

১২। শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ নহে ?

"শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ' নয়, কিন্তু অনন্য ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ-মাত্র।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৭

১৩। নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা বা ভক্তিলতাবীজ কি ?

"সাধুসঙ্গ-ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই 'ভক্তিলতাবীজ'।" —'শ্রদ্ধা', সঃ তোঃ ৯।৫

১৪। ভক্তসেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে 'শ্রদ্ধা', তাহা কি প্রকৃত শ্রদ্ধা ?

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।"—(ভাঃ ১১।২।৪৭) শ্লোকে যে 'শ্রদ্ধা' শব্দ আছে, তাহা **শ্রদ্ধাভাস** মাত্র ; কেন না, ভগবদ্-ভক্তকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত-শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব—তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা-মাত্র, অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধা, তাহা নয় ; সেই ভক্ত্যাভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

——::০::——

চতুশ্চত্বারিংশ বৈভব

সাধুসঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। মহাশয় ব্যক্তি কিরূপভাবে কৃষ্ণ-ভজনা করেন ?

"এ সংসার সারহীন, এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভজে, রাধাকৃষ্ণে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয় ৷৷"

—অঃ প্রঃ ভাঃ উপসংহার

২। কোন্ সময় জীবের সাধুসঙ্গের স্পৃহা জন্মে ?

"বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবদ্কৃপা-ক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে ; তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধচরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১৫

৩। সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত-সমূহ শিক্ষা করিবেন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন,' সং তোঃ ১১৬

৪। গুরুপদাশ্রয় কি ?

"অন্তরঙ্গ-সাধুর সঙ্গই গুরুচরণাশ্রয়।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৫। তীর্থ-ভ্রমণের ফল কি ? সাধুসঙ্গে কি লাভ হয় ?

"তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।

যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥"

—'উপদেশ' ১৪, কঃ কঃ

৬। সাধুগণ কি কখনও অপস্বার্থপর হন না ?

"দেবতাগণ স্বার্থপর হইতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ কখনও স্বার্থপর হন না। অতএব মঙ্গল-সাধনের জন্য যেখানে-সেখানে বিশুদ্ধ প্রীতি লালসা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ, যেখানে-যেখানে হরি-সংকীর্ত্তন, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণযশঃশ্রবণেচ্ছা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সাধুবাদ, সেই-সেই স্থানে ভজন-প্রয়াসিগণ তৎপর হউন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৭। জীবের লুপ্ত-স্বভাব কিরূপে জাগ্রত হইতে পারে ?

"নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে ? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব-ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন—ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতি-বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ হয়—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা।"

—'দশমূল-নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৮। মানব-স্বভাবের মূল কি ?

"সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্ব-জন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মের দ্বারা জীবের যে

স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

৯। বৈষ্ণবপ্রায় বা বালিশ ব্যক্তিগণের উন্নতির একমাত্র কারণ কি ?

"পক্বযোগি-গণ ভক্তিযোগারূঢ় উত্তম ভক্ত এবং অপক্বযোগি-গণ ভক্তি-যোগারুরুক্ষু কর্ম্ম-ধর্ম্মসাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত ; কর্ম্মাসক্ত ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠভক্ত বৈষ্ণবপ্রায় বা 'বালিশ' মধ্যে পরিগণিত —ইঁহাদের হৃদয়ে ভক্ত্যাভাসমাত্র উদিত হইয়াছে ; শুদ্ধভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র উদয় হইলে ইঁহারা কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত হইতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই সকল উন্নতির একমাত্র কারণ।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১০। কাহার সঙ্গ করা উচিত ? কিরূপ সঙ্গদ্বারা পরমার্থানু-শীলনে উন্নতি হয় ?

"যাঁহার হৃদয়ে **শুদ্ধভক্তির** উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্য কৃষ্ণভক্ত ; **মধ্যম হইলেও সঙ্গযোগ্য।** * * * সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১১। শুদ্ধভক্তের সহিত বাহ্য-ব্যবহারেও কিরূপভাবে সঙ্গ করা উচিত ?

"বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।"

—'সঙ্গত্যাগ,' সঃ তোঃ ১১।১১

১২। বৈষ্ণবগণের নিকট বসিয়া থাকিলে কি সময় নষ্ট হয় না ?

"শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই—'তুমি আপনাকে কোন

চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে'।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১৩। বৈষ্ণব-সঙ্গে মঙ্গল-লাভের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি ?

"বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয় ; এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবোচিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর এবং মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে—ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটুকু আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয় —ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসাসক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে। এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'—এরূপ দুরভিসন্ধি-যুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তিশোধনে উপায়ান্তর দেখি না।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১৪। সাধুগণ কি করেন ?

"সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষু দান করেন।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার', ভাঃ মঃ ১৫।১৭

১৫। সাধুগণের স্বভাব কি ?

"অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহার সম্মান করেন।"

১৬। সাধুর সংখ্যা কি খুব বেশী? বাহ্যবেশ দেখিয়া সাধু নির্ণয় করা সঙ্গত কি না?

"কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্য বেশ দেখিয়া 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই 'কপট' হইয়া পড়িতেছি—আমাদের এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও, বহু দিন অনুসন্ধান করিয়াও একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

১৭। শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকের পার্থক্য-নিরূপণে গোজামিল দেওয়া উচিত কি?

"বিশুদ্ধ ভক্তির ও শুদ্ধভক্তের পৃথক্ 'থাক' নিরূপণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তদিগের শাখা-নির্ণয়ের পন্থা দেখাইয়াছেন। তদ্দৃষ্টেই আমরা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকদিগকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারি। এ বিষয়ে 'গোলে হরিবোল' দেওয়া উচিত নয়। সৎসঙ্গ ব্যতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই; সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবকে পৃথক্ করিয়া দেখাই উচিত।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৫

১৮। বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কি ভক্তির অঙ্গ?

"বদ্ধাবস্থার সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।" —তঃ সূঃ, ৩৩ সূঃ

১৯। ভক্তিপ্রদা সুকৃতি কি?

"সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

২০। কপটতার সহিত সাধুসঙ্গের অভিনয় কিরূপ?

"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়,

তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ-সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না কোন-প্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। * * * কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতি-পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন —'হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' **বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে।** কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক'; তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।' এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ন-পূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

২১। সৎসঙ্গ বরণ না করিয়া দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন হয় কি ?

"কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্ন-পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

২২। অসদ্‌গুরুর দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক সদ্‌গুরুর সৎসঙ্গ-বরণ কি অন্যায় ?

"অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত সদ্‌গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক।" —'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

২৩। সঙ্গের জন্য কিরূপ বৈষ্ণব অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ?

"যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।" —শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

২৪। সাধু কি সকল সময়ই পৃথিবীতে থাকেন ? সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ কেন ?

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

২৫। সাধুর নিকট প্রজল্প করা কি উচিত ? কাহাকে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বলে ?

"সাধুর নিকট গিয়া 'এ দেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে, ঐ বাবুটি বড় ভাল, এ বৎসর চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে ?'— ইত্যাকার মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' প্রশ্নকারীর কথার দু'একটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় ? সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।"

—'সাধুজন-সঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।৪

——ঃঃ০ঃঃ——

পঞ্চচত্বারিংশ বৈভব

ভজনক্রিয়া ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভজন-নৈপুণ্য কি ?

"সাধন যোগেনাচার্য্যপ্রসাদেনচ তূর্ণং তদপনয়নমেব ভজননৈপুণ্যম্ ॥"
অর্থাৎ "সাধনযোগে এবং আচার্য্য-প্রসাদে শীঘ্র (সেই) অনর্থ চারিটী দূর করাই ভজন-নৈপুণ্য।" —আঃ সূঃ ৭৫

২। ভজন-ক্রিয়া কি কি ?

"সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্তনিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐসকল কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

৩। কাঁহার আশ্রয় ঘটিলে ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ?

"মহাভাগবতের আশ্রয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ—ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ১০, সঃ তোঃ ৭।৩

৪। সদ্‌গুরুকরণ-ব্যাপারে কুলগুরু গ্রহণের অপেক্ষা আছে কি না ?

"গুরুবরণের পূর্ব্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা' হঃ চিঃ

৫। বৈষ্ণবসেবায় উপেয়-বুদ্ধি কি ?

"বৈষ্ণবসেবায় 'উপায়-বুদ্ধি' পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি

'উপেয়-বুদ্ধি' সর্ব্বদা করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায়—এরূপ বুদ্ধিকে 'উপায় বুদ্ধি' বলে। অন্য বহু সুকৃতির ফলেই বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়—এই বুদ্ধিকেই 'উপেয় বুদ্ধি' বলে।"

—শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ১২, সঃ তোঃ ৭।৩

৬। ভজন-প্রয়াসীর নিদ্রাভঙ্গের সময় হইতে কর্ত্তব্য কি?

"নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া গুরুপরম্পরা-প্রথানুসারে ভগবৎ-ভাগবতের নাম উচ্চারণ করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ১৬, সঃ তোঃ ৭।৩

৭। ভজন-প্রয়াসীর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কি?

"প্রতিদিন এক ঘটিকা গুরুর সদ্‌গুণ-সকল বিশ্বাস-পূর্ব্বক বর্ণন করিবে।"

—"শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ', ৪৪, সঃ তোঃ ৭।৪

৮। গুরু ও বৈষ্ণবে কিরূপ সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে হইবে?

"স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ৪, সঃ তোঃ ৭।৩

৯। বৈষ্ণবের তিরস্কার কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে?

"যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ৫৩, সঃ তোঃ ৭।৪

১০। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি ও আচরণ কিরূপ হইবে?

"ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য এবং সংসারের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন।"

—'শ্রীঅর্থ-পঞ্চক', সঃ তোঃ ৭।৩

১১। অনর্থ দূর করিবার কৌশল কি? ব্রজভজনের রহস্য কি?

"কৃষ্ণ যে-সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, স্বীয় চৈত্যরাজ্যে সেই

সকলের উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্য ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থ দূর করেন। আর যে-সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর করিবে,—ইহাই ব্রজ-ভজনের রহস্য।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১২। ভজনের ক্রম কি ?

"ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হৈলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয়॥
সাধুসঙ্গ ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজন শিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্র-দীক্ষা॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয়॥
নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায়॥
নামাসক্তি ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয়॥"

—ভঃ রঃ 'প্রথম যাম-সাধন'

১৩। ক্রমপথ পরিত্যাগ করিলে কি অনর্থ উপস্থিত হয় ?

"অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥
সাবধানে ক্রম ধর' যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি' শুদ্ধ বুদ্ধি পাও॥"

—ভঃ রঃ, 'প্রথম যাম-সাধন'

——ঃঃ০ঃঃ——

ষট্‌চত্বারিংশ বৈভব

অনর্থ-নিবৃত্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'অনর্থ' কি ?

"সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ।"

—কৃঃ সং ৯।১৫

২। অনর্থ কয় প্রকার ও কি কি ?

"অনর্থ চারি প্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য।"

—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩। চারি প্রকার অনর্থের স্বরূপ কি ? কিরূপে অনর্থনিবৃত্তি সম্ভব হয় ?

"'আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস'—ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধ জীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ। জড়বস্তুতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলি ; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। আর অপরাধ—দশবিধ ; * * হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারি প্রকার অনর্থ—অবিদ্যাবদ্ধ-জীবের নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলন দ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

৪। ক্ষুদ্র অনর্থ কি বৃহৎ নামসূর্য্যকে বা চেতনকে ঢাকিতে পারে ?

"বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায় নামসূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে ; বস্তুতঃ বদ্ধজীবের চক্ষুকেই ঢাকে ; নামসূর্য্য বৃহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না।"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৫। কেন জীবের ভগবদুন্মুখতা হয় না ?

"যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ না হইয়া পড়ে,

ততদিন কোন-ক্রমে তাহাদের ভগবদুন্মুখতা উদয় হয় না।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

৬। কতকাল পর্য্যন্ত বিষয়তৃষ্ণা থাকে ?

"যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্বে শুদ্ধরতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না ; অবসর পাইলেই বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গুলি ধাবমান হয়।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৭। হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকিলে কি ক্ষতি হয় ?"

"হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতঃ ভজনে উৎসাহ-প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

৮। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে কি কি অনর্থের উদয় হয় ?

"আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদি দ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যের দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য-সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়।"

—'দশমূল-নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৯। অসতৃষ্ণা কি ?

"জড়দেহের দ্বারা বিষয়-পিপাসাই অসতৃষ্ণা ; স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অসতৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে,

ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়।"

—'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

১০। স্বতন্ত্র বিচার দ্বারা কি হরিভজন হয় না ?

"নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদিত হইবে না।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।১৬

১১। অনর্থফলে কি কি উৎপাত সৃষ্ট হয় ?

"অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটীনাটী, বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়; তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়; তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

১২। "প্রেম-সম্বন্ধহীন দীর্ঘজীবন ও সুস্থদেহ কি শ্লাঘ্য নহে ?

"যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে সে দীর্ঘ-জীবন ও রোগ-শূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৩। পূতনা কোন্ আদর্শের প্রতীক ?

"পূতনা—ভুক্তি-মুক্তির শিক্ষক কপট-গুরু। ভুক্তি-মুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণও পূতনা-তত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নবউদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৪। শকট-ভঞ্জন-লীলার শিক্ষা-দ্বারা সাধক কোন্ অনর্থ দূর করিবেন ?

"শকটাসুর-বধ প্রাক্তন ও আধুনিক অসৎ সংস্কার, জাড্য ও অভিমান-জনিত ভারবাহিত্ব; বালকৃষ্ণভাব শকট ভঞ্জন-পূর্ব্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৫। তৃণাবর্ত্ত কোন্ কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

"তৃণাবর্ত্ত-বধ—বৃথা পণ্ডিতাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, শুষ্কযুক্তি বা শুষ্ক ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয় লোকসঙ্গই তৃণাবর্ত্ত ; হৈতুক পাষণ্ড-মত-সমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণ-ভাব সাধকের দৈন্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্ত্তকে মারিয়া ভজনের কণ্টক দূর করেন।"

১৬। যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলায় সাধকের পক্ষে কোন অনর্থ দূর করিবার শিক্ষা আছে ?

"যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন—শ্রী-মদ হইতে আভিজাত্য-দোষে যে অভিমান হয়, তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসব-সেবাদি-জন্য মত্ততা উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য এবং নির্দ্দয়তা-প্রযুক্ত ভূতহিংসা ও নির্ল্লজ্জতাদি দোষ হয়। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করত সে দোষ দূর করিয়া থাকেন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৭। বৎসাসুর কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

"বৎসাসুর-নাশ—বালবুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধি বশবর্ত্তিতা হয়, তাহাই বাৎসাসুর-নামক অনর্থ। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা দূর করেন।"

১৮। বকাসুরের স্বরূপ কি ?

"বকাসুর-বধ—কুটীনাটী, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যা-ব্যবহারই বকাসুর। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৯। অঘাসুর কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

"অঘাসুর-বধ—ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধি-দূরীকরণ। ইহা একটী নামাপরাধ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২০। ব্রহ্মমোহটী কোন্ অনর্থের সুচক ?

"ব্রহ্মমোহ—কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২১। ধেনুকাসুর কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

"ধেনুকবধ—স্থূলবুদ্ধি, সজ্‌জ্ঞানাভাব, মূঢ়তা-জনিত তত্ত্বান্ধতা বা স্বরূপজ্ঞান-বিরোধ, উহার দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২২। কালীয়নাগ কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

"কালীয় দমন—অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা ও জীবে দয়াশূন্যতা, ইহার দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৩। দাবাগ্নি কোন্ অনর্থের সূচক ?

"দাবাগ্নিনাশ—পরস্পর বাদ, সম্প্রদায়-বিদ্বেষ, অন্য দেবাদির বিদ্বেষ ও যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষ-মাত্রেই দাবানল, উহার দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৪। প্রলম্ব কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

"প্রলম্ব-বধ—স্ত্রী-লাম্পট্য, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশার দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৫। দাবানল কোন্ অনর্থের সূচক ?

"দাবানল পান—নাস্তিকাদির দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রবের দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৬। যাজ্ঞিক বিপ্রগণের কৃষ্ণ-প্রতি অবহেলা কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

"যাজ্ঞিক-বিপ্রের ব্যবহার—কৃষ্ণের প্রতি বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত ঔদাসীন্য বা কর্ম্মজড়তা।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৭। ইন্দ্রপূজা কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

"ইন্দ্রপূজা নিবারণ—বহ্বীশ্বর বুদ্ধিত্যাগ ও অহংগ্রহোপাসনার দূরীকরণ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৮। বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার-লীলার তাৎপর্য্য দ্বারা সাধক কি শিক্ষা লাভ করিবেন ?

"বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার—বারুণী ইত্যাদি আসবের সেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি পায়,—এই বুদ্ধির দূরীকরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৯। সর্পগ্রাস হইতে নন্দমোচন-লীলার তাৎপর্য্য কি ?

"সর্প-কবল হইতে নন্দমোচন—মায়াবাদাদি-গিলিত ভক্তি-তত্ত্বের উদ্ধার ও মায়াবাদাদির সঙ্গ-ত্যাগ।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩০। শঙ্খচূড় কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

"শঙ্খচূড়-বধ—প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহা বর্জ্জন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩১। অরিষ্টাসুর-বৃষ কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

"অরিষ্টবৃষাসুর বধ—ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা করণ ; উহার ধ্বংস।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩২। কেশী-দৈত্য কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

"কেশী-বধ—'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিবাহঙ্কার ; উহার বর্জ্জন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩৩। ব্যোমাসুর কোন্ আদর্শের প্রতীক ?

"ব্যোমাসুর-বধ—চৌরাদি ও কপট-ভক্তের সঙ্গ-ত্যাগ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩৪। দৃঢ়তার অভাব কিরূপ অনর্থ ? তদ্দ্বারা কি অশুভ হয় ?

"'আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব',—এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজন-বাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যের এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।"

'সাধন' সঃ তোঃ ১১।৫

৩৫। ধর্ম্মধ্বজিতা কি একটি অনর্থ ?

"ইন্দ্রিয়প্রিয় ধর্ম্মধ্বজীদিগের কোন কুপরামর্শই শুনিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

———

সপ্তচত্বারিংশ বৈভব

নিষ্ঠা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। প্রীতির প্রাণ কি ?

"প্রীতি-তত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠিকতা।"

—সমালোচনা, সঃ তোঃ ২।৬

২। নৈষ্ঠিক ভক্তের সঙ্কল্প কি ?

"কৃষ্ণভক্তজনই আমার মাতা-পিতা, কৃষ্ণভক্তজনই আমার বন্ধু-ভ্রাতা, কৃষ্ণই আমার একমাত্র পতি এবং আমি কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৩। ভজনে সর্ব্বপেক্ষা প্রয়োজনীয় কি ?

"ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন।"

—কৃঃ কঃ ১১২

৪। তথাকথিত সমন্বয়বাদের নিরপেক্ষতা ও বৈরাগ্য অপেক্ষা নিষ্ঠা ও ভক্তসঙ্গ-লিপ্সা শ্রেষ্ঠ কেন ?

"পরমহংসের প্রশংসাস্থলে লিখিয়াছেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নিতান্ত বিরোধী এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িকের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আনন্দ লাভ করেন। এই পরিচয়ে আমরা মনে করি যে, পরমহংস মহাশয় জ্ঞানী ব্যক্তি ; কিন্তু তাঁহার ভক্তির কোন বিশেষ পরিচয় নাই। জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে। ভক্তের ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে ভক্তসঙ্গলিপ্সা ও ইষ্টবস্তুতে নৈষ্ঠিকী মতি প্রদান করে। ইহার মধ্যে কোন্‌টী ভাল ?—এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব আমাদিগকে এই বলেন যে, নৈষ্ঠিকী ও ভক্তসঙ্গলিপ্সা বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।"

—'সমালোচনা' সঃ তোঃ ২।৬

৫। নৈষ্ঠিক ভক্তের বিচার কি ?

"ভক্তি-অনুকূল যাহা তাহাই স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার ॥
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই।
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই ॥
আমি, আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন।
নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন-যাপন ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৬। ইষ্ট বস্তুতে নিষ্ঠা কিরূপ ? তাহা কি অন্ধবিশ্বাস-মাত্র ?

"বহু উপচারার্পণে, 'পূজি' কামী দেবগণে,
প্রসন্নতা না লভে তোমার।
সর্ব্বভূতে দয়া করি, ভজে অখিলাত্মা হরি,
তারে কৃপা তোমার অপার ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৭। কৃষ্ণনামগুণগান-শ্রবণে নিষ্ঠা কিরূপে ?

"সাধুমুখে যেই জন, কৃষ্ণনাম-গুণগণ,
শুনিয়া না হৈল পুলকিত।
নয়নে বিমল জল, না বহিল অনর্গল,
সে বা কেন রহিল জীবিত ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৮। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করেন পালন ॥
কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞাছে উদয়।
অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয় ॥
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত, জীব—কৃষ্ণদাস।
সদ্গতি-প্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশবাস ॥"

জনম লয়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

৯। ভজনে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"বৃথা দিন যায় মোর মজিয়া সংসারে।
এ মানস-রাজহংস ভজুক তোমারে ॥
অদ্যই তোমার পাদপঙ্কজ-পঞ্জরে।
বদ্ধ হ'য়ে থাকুক হংস রসের সাগরে ॥
এ প্রাণ-প্রয়াণকালে কফ-বাত-পিত্ত।
করিবেক কণ্ঠরোধ অপ্রফুল্ল চিত্ত ॥
তখন জিহ্বায় না স্ফুরিবে তব নাম।
সময় ছাড়িলে কিসে হবে সিদ্ধকাম ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১০। ইষ্টে নিষ্ঠা প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয় ?

"ধর্ম্ম-নিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর
ভক্তি নাই তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন-বঞ্চনে ॥
পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি—দাস, তুমি—নিত্যপতি ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১১। কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ-বিধানের প্রতি নিষ্ঠা কিরূপ ?

"হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্র বার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে' অবসর বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥

গতি নাহি দেখি আর, কান্দি হরি অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি ।
যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেহ অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ।।"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১২। অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্যে নিষ্ঠা-প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয় ?

"আমি বড় দুষ্ট-মতি, না দেখিয়া অন্য গতি,
তব পদে ল'য়েছি শরণ ।
জানিয়াছি এবে নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন ।।
সেই দিন কবে হ'বে, ঐকান্তিক-ভাবে যবে,
নিত্য-দাস্য-ভাব পা'ব আমি ।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ হইবে স্বতঃ,
সেবায় তুষিব ওহে স্বামি !"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৩। শরণাগতিতে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"আমি অপরাধী জন, সদ্যঃদণ্ড্য দুর্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী ।'
ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষম-ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী ।।
হরি তব পদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি' কর আত্মসাৎ ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তারে উদ্ধারিবে নাথ ।।"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৪। আত্মদৈন্যময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

"অগ্রে এক নিবেদন, করি মধুনিসূদন,
শুন কৃপা করিয়া আমায় ।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থ-ময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
মোরে দয়া তব অধিকার ।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়াপাত্র কোথা পাবে,
দয়াময় নামটি তোমার ॥"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৫। পদসেবা-লালসাময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

"আমি ত' চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়া-প্রসব সদা মোর ।
পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কাম-বশে থাকি সদা ঘোর ॥
এ হেন দুর্জ্জন হ'য়ে, এ দুঃখ-জলধি বয়ে',
চলিতেছি সংসার-সাগরে ।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পদসেবা মিলে মোরে ॥"
—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৬। ইষ্টভক্ত-সঙ্গ-লাভে নিষ্ঠা কিরূপ ?

"বেদবিধি-অনুসারে, কর্ম্ম করি এ সংসারে,
জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পায় ।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায় ।

তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে।
কীটজন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥
তব দাস-সঙ্গ-হীন, যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তার গৃহে চতুর্ম্মুখ-ভূতি।
না চাই কখন হরি, করদ্বয় জোড় করি'
করে তব কিঙ্কর মিনতি ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, নিষ্ঠাভজন

১৭। আত্মনিবেদনময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

"স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম্ম যত,
তা'তে পুনঃ দেহগত ভেদ।
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥
যে কোন শরীরে থাকি', যে অবস্থা, গুণ রাখি'
সে অহংতা এবে তব পায়।
সঁপিলাম প্রাণেশ্বর, মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায় ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৮। দৈন্যময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

"মস্তকে অঞ্জলি বান্ধি,' এই দুষ্টজন কান্দি,
নিষ্কপট-দৈন্য-মুক্তস্বরে।
ফুকারি' ফুকারি' কয়, ওহে দেব দয়াময়,
দাক্ষিণ্য প্রকাশি' অতঃপরে ॥
কৃপাদৃষ্টি একবার করহ সিঞ্চন।
তবে এ জনের প্রাণ হইবে রক্ষণ ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

১৯। কৃষ্ণ-প্রসন্নতায় নিষ্ঠা কিরূপ ?

"মধুর কটাক্ষ বংশীনিনাদের সহ।
আমাকে প্রসাদ করি' তব পদে লহ ॥
প্রসন্ন হইলে তুমি অন্য প্রসন্নতা।
প্রয়োজন কিবা মোর. এই মোর কথা ॥
তব প্রসন্নতা বিনা অন্যের প্রসাদে।
কি কার্য্য আমার বল কহিনু অবাধে ॥"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'নিষ্ঠাভজন'

———

অষ্টচত্বারিংশ বৈভব

রুচি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। রাগাত্মিকা সেবায় লোভোদয়ের ফল কি ?

"কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা-সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর লোভ খর্ব্ব হয়।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

২। রুচি কাহাকে বলে ? আত্মবৃত্তির স্বাভাবিকী রুচির ব্যতিক্রমের চেষ্টায় কি অসুবিধা হয় ?

"প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কাররূপ দ্বিবিধ সুকৃতি-দলিত প্রবৃত্তিকেই 'রুচি' বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসর্গিক। যাঁহাদের শৃঙ্গার-রসে রুচি নাই, পরন্তু দাস্য বা সখ্যে আছে, তাঁহারা সেই সেই রসে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই, এইজন্যই তাঁহাকে সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল ; পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার রুচি-সমেত ভজন লাভ হয়—ইহা লোক প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৩। কাঁহার সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রুচি জন্মে ?

"যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজ-জনের আনুগত্যে রুচি জন্মে ; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৪। শুদ্ধভক্তিতে রুচির উদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অরুচি হয় কি ?

"গৃহ, দ্রব্য, শিষ্য, পশু ধান্য-আদি ধন।
স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, কুটুম্বাদি জন।।
কাব্য-অলঙ্কার আদি সুন্দরী কবিতা।
পার্থিব-বিষয় মধ্যে এসব বারতা।।
এই সব পাইবার আশা নাহি করি।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি।।"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৫। নামে রুচির উদয় হইলে কি প্রতিষ্ঠাদিতে রুচি থাকে ?

"বহুশিষ্য-লোভেতে অযোগ্য শিষ্য করে।
ভক্তিশূন্য শাস্ত্রাভাসে তর্ক করি' মরে।।
ব্যাখ্যাবাদ-বহ্বারম্ভে বৃথা কাল যায়।
নামে যাঁর রুচি, সেই এ-সব না চায়।।"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৬। রুচির সহিত ভজন কিরূপ ?

"অনন্য ভাবেতে কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
নাম-রূপ-গুণ-ধ্যান কৃষ্ণ-আরাধন।।
সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ নাশের যত্ন কর।
ভক্তিলতা ফল দান করিবে সত্বর।।"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৭। ভগবৎসেবায় রুচি থাকিলে কি কখনও প্রাকৃত বিষয়ে শোক-মোহাদি থাকে ?

"পুত্র-কলত্রের শোক, ক্রোধ, অভিমান।
যে হৃদয়ে, তাহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি নাহি পান।।"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৮। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণপদসেবার রুচি কিরূপ ?

"এই ব্রহ্মজন্মেই বা অন্য কোন ভবে।
পশু-পক্ষী হয়ে' জন্মি তোমার বিভবে।।

এইমাত্র আশা তব ভক্তগণ-সঙ্গে।
থাকি তব পদসেবা করি নানা রঙ্গে ”

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

৯। কৃষ্ণ-গুণ-গান-শ্রবণে রুচি কিরূপ ?

"যাহাতে তোমার পদসেবা-সুখ নাই।
সেইরূপ বর আমি কভু নাহি চাই ॥
ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ-গান।
শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান ॥"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, 'রুচিভজন'

——ঃঃ০ঃঃ——

ঊনপঞ্চাশত্তম বৈভব

আসক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'আসক্তি' কাহাকে বলে ?

"রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম—আসক্তি।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

২। কৃষ্ণাসক্তিতে প্রার্থনীয় কি ?

"তব দাস্য-আশে ছাড়িয়াছি ঘরদ্বার।
দয়া করি' দেহ' কৃষ্ণ ! চরণ তোমার ॥
তব হাস্যমুখ-নিরীক্ষণ-কামি-জনে।
তোমার কৈঙ্কর্য্য দেহ' প্রফুল্ল-বদনে ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৩। কৃষ্ণাসক্ত-জনের জীবনযাত্রা কিরূপ ?

"তোমার প্রসাদ-মালা, গন্ধ, অলঙ্কার।
বস্ত্রাদি পরিয়া দিন যায় ত' আমার ॥
তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস-পরিচয়ে।
তব মায়া জয় করি' অনাসক্ত হ'য়ে ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৪। কৃষ্ণাসক্তের আর্ত্তি কিরূপ ?

"তুমি—প্রিয় আত্মা, নিত্য রতির ভাজন।
আর্ত্তি-দাতা পতি-পুত্রে রতি অকারণ ॥
বড় আশা করি' আইনু তোমার চরণে।
কমলনয়ন ! হের প্রসন্ন-বদনে ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৫। আশ্রয়-বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্যে আসক্তি ব্যতীত কৃষ্ণাসক্তি সম্ভব কি ?

"রাধাপদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্কপূত ব্রজ না ভজিলে ॥
না সেবিলে রাধিকা গম্ভীরভাবভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হ'বে অনুরক্ত ?"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৬। কৃষ্ণাসক্তিতে কোন্ রসে ভজন-লালসা উদিত হয় ?

"স্থূল-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহরি।
কৃষ্ণকৃপাশ্রয়ে নিত্য গোপীদেহ ধরি' ॥
কবে আমি পারকীয়-রসে নিরন্তর।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা-সুখ লভিব বিস্তর ?"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

৭। কৃষ্ণাসক্ত-জনগণ কি চতুর্ব্বর্গের প্রার্থী ? তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য কি ?

"স্বজন-সম্বন্ধ-সুখ, চতুর্ব্বর্গ, অর্থ।
সকল সাধন ছাড়ি' জানিয়া অনর্থ ॥
সহজ অদ্ভুত সৌখ্য-ধারা-বৃষ্টি করি'।
রাধাপদরেণু ভজি শিরে সদা ধরি' ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি',

৮। কৃষ্ণাসক্ত জনের আশাবন্ধ কি ?

"বৃষভানুকুমারীর হইব কিঙ্করী।
কলিন্দনন্দিনী-তীরে র'ব বাস করি' ॥
করুণা করিয়া রাধে! এ দাসীর প্রতি।
বৃন্দাটবী কুঞ্জপথে হইবে অতিথি ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি',

৯। কৃষ্ণাসক্তের অনুক্ষণ অনুশীলনীয় সাধন ও সাধ্য কি ?

"নিরন্তর কৃষ্ণধ্যান, তন্নামকীর্ত্তন।
কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা তন্মন্ত্র-জপন ॥
রাধাপদ-দাস্যমাত্র অভীষ্ট-চিন্তন।
কৃপায় লভিব রাধা-রাগানুভাবন ॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১০। কৃষ্ণাসক্তের একমাত্র অভীষ্ট কি ?

"অপার রসের সার বিলাস-মূরতি।
পরম-অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ-নির্বৃতি ॥

ব্রহ্মাদির সুদুর্ল্লভ বৃষভানু-কন্যা।
জন্মে-জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১১। কৃষ্ণাসক্ত-জন সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কি অনুশীলন করেন ?

"জিহ্বা হউক সুবিহ্বল রাধানাম-গানে।
বৃন্দারণ্যে চল পদ, রাধা-অন্বেষণে॥
রাধাসেবা কর কর, রাধা স্মর মনে।
রাধাভাবে মাতি' ভজ রাধাপ্রাণধনে॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১২। কৃষ্ণাসক্ত-জন কি আশ্রয়-বিগ্রহের সখীত্ব কামনা করেন ?
—না, দাস্য কামনা করেন ?

"তব পদ-দাস্য বিনা কিছু নাহি মাগি।
তব সখ্যে নমস্কার, আছি দাস্য লাগি'॥"

—'ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১৩। কৃষ্ণাসক্ত-জনের আশ্রয়-বিগ্রহের নিকট প্রার্থনা কি ?

"ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্ত্তিস্বরে।
কাকুভরে গদ্‌গদ-বচনে জোড়করে॥
প্রার্থনা করি গো দেবি ! এ অবোধ-জনে।
তব গণে গণি' কৃপা কর অকিঞ্চনে॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

১৪। কৃষ্ণাসক্ত-জনের আশ্রয়-বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্যে অধিকতর আসক্তি বা তদীয়-পক্ষপাতিত্ব কেন ?

"যাঁহার কটাক্ষ-শরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত।
কর হৈতে বাঁশী খসে, শিখণ্ড স্খলিত॥
পীতবস্ত্র ভ্রষ্ট হয়, সে রাধা-চরণ।
কবে আমি রসযোগে করিব সেবন॥"

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, 'কৃষ্ণাসক্তি'

——॥✱॥

পঞ্চাশত্তম বৈভব

ভাব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'ভাব' কাহাকে বলে? উহা প্রেমভক্তির কোন্ অবস্থা?

"প্রেমভক্তিই সাধন-ভক্তির ফল। প্রেমভক্তির দুইটি অবস্থা,—প্রথমাবস্থা—'ভাব' এবং দ্বিতীয়াবস্থা—'প্রেম'। 'প্রেম'কে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে 'ভাব'কে তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায়। ভাব—বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ, রুচি দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্ব্বে যে ভক্তি-সামান্য-লক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে-অবস্থায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, সেই অবস্থাকে 'ভাব' বলা যায়। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশরূপ, কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ভাসমান হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৫।১

২। বৈধ-সাধনাভিনিবেশজ ও রাগানুগ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ কি কি?

"শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ; পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাব-প্রাপ্তিই রাগানুগ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ।"

—চৈঃ শিঃ ৫।১

৩। ভাবভক্তের জীবনে কি কোনও অবৈধ-কার্য্য দৃষ্ট হয়?

"ভাব-জীবন যে বৈধ জীবনের এককালীন পরিবর্ত্তন করে, তাহা নয়; কিন্তু ভাবুকের কার্য্যসকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ণরতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয়। ভাবুক স্বৈর-ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার দ্বারা কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোনপ্রকার পুণ্য-পাপে রুচি থাকে না, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম

বলিয়াও ভাবুক কোন কর্ম্ম করেন না, কাহারও অনুকরণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না ; শরীর, মন, আত্মা ও সমাজ ইত্যাদির সংরক্ষণ-ক্রিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। পুণ্য-কার্য্যেই যখন তাঁহার তাচ্ছিল্য, তখন পাপ-কার্য্য কোনপ্রকারেই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ৫।১

৪। ভাবভক্তের প্রতি অবজ্ঞা-ফলে বৈধ-ভক্তের কি গতি হয় ?

"জাতভাব-ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধ-ভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাব-ভক্তের জীবন সাধন-ভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ।"

—চৈঃ শিঃ ৫।১

৫। ভাবোদয়ে কি কি বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশ পায় ?

"প্রেমের প্রথমাবস্থা 'ভাব' নাম তার।
পুলকাশ্রু স্বল্প হয় সাত্ত্বিক বিকার ॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৬। ভাবাঙ্কুরের উদয়ে কি কি অনুভাব লক্ষিত হয় ?

"ক্ষোভের কারণ সত্ত্বে ক্ষোভ নাহি হয়।
সদা কৃষ্ণ ভজে, নাহি করে কালক্ষয় ॥
কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি সদা রয়।
মান থাকিলেও অভিমানী নাহি হয় ॥
অবশ্য পাইব কৃষ্ণকৃপা—আশা করে।
কৃষ্ণ ভজে অহরহঃ ব্যাকুল-অন্তরে ॥
হরেকৃষ্ণ-নামগানে রুচি নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণের গুণাখ্যানে আসক্তি বিস্তর ॥
প্রীতি করে সদা কৃষ্ণবসতির স্থানে।
এই অনুভাব ভাবাঙ্কুর বিদ্যমানে ॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৭। ভাবভক্তে অষ্টসাত্ত্বিক উদিত হয় কি ?

"স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, স্বর-ভেদ।
বৈবর্ণ্য, প্রলয়, অশ্রুবিকার—প্রভেদ॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৮। ভাবভক্ত কিরূপভাবে জীবন যাপন করেন ?

"লজ্জা ছাড়ি' কৃষ্ণনাম সদা পাঠ করে।
কৃষ্ণের মধুর লীলা সদা চিত্তে স্মরে॥
তুষ্টমনাঃ, স্পৃহা-মদ-শূন্য, বিমৎসর।
জীবন যাপন করে কৃষ্ণেচ্ছা-তৎপর॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

৯। ভাবভক্তের বেদ-লোকবাহ্য আচরণ কিরূপ ?

"ভাবোদয়ে কভু কাঁদে, কৃষ্ণচিন্তা-ফলে।
হাসে আনন্দিত হয়, অলৌকিক বলে॥
নাচে গায়, কৃষ্ণ-আলোচনে সুখ পায়।
লীলা অনুভবে হয়, তুষ্ণীম্ভূত প্রায়॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

১০। ভাবভক্ত কি শ্রীশ্যামসুন্দরের দর্শন পান ?

"ক্ষণে ক্ষণে দেখে শ্যাম হিরণ্য-বলিত।
বনমালা, শিখিপিঞ্ছ, ধাত্বাদি-মণ্ডিত॥
নটবেশ, সাঙ্গস্কন্ধে ন্যস্ত পদ্মকর।
কর্ণভূষা, অলক-কপোলে স্মিতাধর॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যাতসাধন, 'ভাব'

১১। ভাবভক্ত-হৃদয়ে ভগবদ্গুণ কিরূপভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করে ?

"কি পুণ্যে কালীয় পায় পদরেণু তব।
বুঝিতে না পারি কৃষ্ণ-কৃপার সম্ভব॥
যাহা লাগি লক্ষ্মীদেবী তপঃ আচরিল।
বহুকাল ধৃতব্রতা কামাদি ছাড়িল॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

১২। সহজ-বৈরাগ্যবান্ ভাবভক্তের কিরূপ দৈন্য ও সিদ্ধি-লালসা উদিত হয় ?

"দুস্ত্যজ্য আর্য্য-পথ স্বজন ছাড়ি' দিয়া।
শ্রুতিমৃগ্য কৃষ্ণপদ ভজে গোপী গিয়া ॥
আহা ! ব্রজে গুল্ম-লতা-বৃক্ষ-দেহ ধরি।
গোপীপদরেণু কি সেবিব ভক্তি করি ?"

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, 'ভাব'

১৩। রূঢ়ভাবাপন্ন গোপীকাগণের কি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা আছে ?

"ভবভীত মুনিগণ আর দেবগণ।
যাঁহার চরণ-বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥
সে গোবিন্দে রূঢ়ভাবাপন্ন গোপী ধন্য।
কৃষ্ণরস আগে ব্রহ্ম-জন্ম নহে গণ্য ॥"

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, 'ভাব'

১৪। জাতভাব-ব্যক্তি কোন্ বিষয়ে আসক্তি প্রকাশ করেন ?

"জাতভাব-পুরুষ ভগবদ্গুণাখ্যানে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

— —ঃঃ❋ঃঃ— —

একপঞ্চাশত্তম বৈভব

ভক্ত্যঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। পরমার্থ বস্তুটি কি ?

"ভগবানের শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

২। ভক্তিব্রত-সমূহ কি নিরর্থক ?

"ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা প্রয়াস নয়।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

৩। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ সাধন কি ?

"শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিক-জনের সহিত ভাগবতের অর্থ-আস্বাদন, সজাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরা বাস—এই পাঁচটি অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৪। শ্রীতুলসীর ভজন কয় প্রকার ?

"তুলসীর দর্শন, তুলসীর স্পর্শন, তুলসীর ধ্যান, তুলসীর কীর্ত্তন, তুলসীর নমস্কার, তুলসীর মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসীর রোপণ, তুলসীতে জলসেবা, তুলসীর পূজা—এই নয় প্রকার তুলসীর ভজন।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫। তদীয়-সেবার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান ?

"তুলসী-সেবা—তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমণ কাহার আনুগত্যে করা উচিত ?

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥" —শঃ

৭। ভক্ষ্যাচ্ছাদন-প্রাপ্তি ও অপচয়ে ভক্তের কর্ত্তব্য কি ?

"যদি ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত-ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয় ; শান্তমতি হইয়া কৃষ্ণ-স্মরণে নিযুক্ত হইবেন।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ২।১৬

৮। শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চকের অনুশীলনে কোন্ বিষয়ে লোভ জন্মে এবং তাহার ফলই বা কি ?

"শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাস্বাদন, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—নিরপরাধ-চিত্তের সহিত এই পঞ্চাঙ্গ-সাধনের সম্বন্ধানুষ্ঠান করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টের দাস্যে পুরুষের (সাধকের) লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণসেবারূপা রাগানুগা-নামে বেদাতীতা সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদিত হইয়াপড়ে,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

——::*::——

দ্বিপঞ্চাশত্তম বৈভব

নবধা ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রবণানুশীলন কয় প্রকার ?

"শ্রবণগত অনুশীলন ত্রিবিধ—শাস্ত্র-শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত-শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতার শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব-বিচার, ভগবল্লীলাদির বর্ণনরূপ-শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-জীবন-চরিত্র ও বৈষ্ণব-সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদির শ্রবণকে 'শাস্ত্র-শ্রবণ' বলা যায়। বেদান্ত-তাৎপর্য্য-সহকারে অবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-নিরসন-পূর্ব্বক যে-সকল তত্ত্ব-গ্রন্থ মহানুভবগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করাও প্রধান ভগবদনুশীলন-কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ, ৩।২

২। হরিকথা বা সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে কি হয় ?

"হরিকথা ও হরিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্রচর্চ্চা হয়।"

—জৈঃ ধঃ, ৮ম অঃ

৩। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা কি প্রত্যাহার ও ভজন হয় ?

"হরিকথার শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলন ও প্রত্যাহার,—এই উভয়ই সম্পাদিত হয়।"

—তঃ সূঃ, ৩৪সূঃ

৪। শ্রবণের অবস্থা-ভেদ কিরূপ ?

"শ্রবণের দুই অবস্থা—শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্ব্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা একপ্রকার শ্রবণ, সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়; শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; তদনন্তর গুরু-বৈষ্ণবের মুখ-নিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

৫। সাধনকালের শ্রবণের দ্বারা কি সিদ্ধকালের শ্রবণের কোন সহায়তা হয় ?

"সাধনকালে গুরু-বৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদিত হয়।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

৬। শ্রবণ-দশা হইতে সম্পত্তি-দশা পর্য্যন্ত ক্রম কি ?

"শ্রীগুরুর মুখে তত্ত্ব শ্রবণই সাধকের 'শ্রবণ-দশা' ; সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই 'বরণ-দশা' ; রসস্মৃতি-দ্বারা সেই ভাব অভ্যাস করেন, তাহাই 'স্মরণ-দশা' ; আপনাতে সেই সুষ্ঠুভাবকে আনার নাম 'আপন বা প্রাপ্তি-দশা' এবং এই পার্থিব অনিত্য সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম 'সম্পত্তিদশা'।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৭। কীর্ত্তনগত অনুশীলন কি কি ?

"কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত মত শাস্ত্র-কীর্ত্তন, নাম-লীলাদি-কীর্ত্তন, স্তব-পাঠরূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নাম-লীলাদির কীর্ত্তন বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীতের দ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার,—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী।"

—চৈঃ শিঃ ৩।২

৮। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ কি ?

"অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

৯। কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান কেন ?

"শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তন সর্ব্ব-প্রধান ; যেহেতু, শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১০। কীর্ত্তন সার্ব্বজনীন-ধর্ম্ম কেন ?

"The principle of *Kirtan* invites, as the future church of the world, all classes of men without distinction of caste or clan to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world and take the place of all sectarian churches, which exclude out-siders from the precincts of the mosque, church or the temple."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts.*

১১। স্মরণানুশীলন কি কি ?

"কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার স্মরণের নামই—'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনুসন্ধানের নাম—'স্মরণ'; পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনোধারণের নাম—'ধারণা'; বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম—'ধ্যান'; অমৃতধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম—'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তির নাম—'সমাধি'।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১২। অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত কি ?

"শ্রীবিষ্ণু-স্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে নাই।"

—'দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান' হঃ চিঃ

১৩। স্মরণ ও ধ্যানে পার্থক্য কি ?

"স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে, 'স্মৃতি'তে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। 'ধ্যানে' রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম—'ধারণা'। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে 'নিদিধ্যাসন' হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।২

১৪। স্মৃতি কয়-প্রকার ও কি কি ?

"স্মৃতি দুই প্রকার—নাম-স্মৃতি ও মন্ত্র-স্মৃতি। তুলসী-মালায়

সংখ্যা করিয়া যে হরিনাম করা, তাহার নাম—নাম-স্মৃতি এবং করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম—মন্ত্র-স্মৃতি।”

—চৈঃ শিঃ ৩।২

১৫। অষ্টকাল-সেবার কিরূপে উদ্দীপন হইতে পারে ?

“শিক্ষাষ্টক চিন্ত, কর স্মরণ-কীর্ত্তন।
ক্রমে অষ্টকাল-সেবা হ'বে উদ্দীপন॥
সকল অনর্থ যাবে, পাবে প্রেমধন।
চতুর্ব্বর্গ ফল্গু-প্রায় হ'বে অদর্শন॥”

—ভঃ রঃ প্রথম যামসাধন

১৬। পাদসেবন কি ? তদন্তর্গত কি কি ভক্ত্যঙ্গ আছে ?

“ 'পাদসেবা' বা 'পরিচর্য্যা' ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্ত্তব্য। পাদসেবা-কার্য্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব, সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেব্য-বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাদসেবা-কার্য্যে শ্রীমুখ-দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি তীর্থস্থান দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণন-প্রসঙ্গে এইসকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসী-সেবা ও সাধুসেবাও এই অঙ্গের অন্তর্ভূত।”

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১৭। অর্চ্চন-ক্রিয়ার আবশ্যকতা কি ?

“নাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তথাপি ভক্তিময়-জীবনযাত্রার জন্য কিছু অর্চ্চন-ক্রিয়ায় বিশেষ উপকার হয়।”

—ভঃ রঃ 'সংক্ষেপার্চ্চন-পদ্ধতি'

১৮। অর্চ্চনমার্গে বিশেষ শ্রদ্ধা হইলে কি করা প্রয়োজন ?

“অর্চ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়-পূর্ব্বক মন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণ করত অর্চ্চন-প্রক্রিয়া করিবে।”

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১৯। অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে কি অসুবিধা হয় ? কি কি বিষয় অর্চ্চনমার্গের অন্তর্গত ?

"দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্য্য-বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত-সঙ্কোচকরণাভিপ্রায়ে মর্য্যাদামার্গে স-মন্ত্রার্চ্চন বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ী-লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে 'সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি'-বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল। সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিবা-মাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাঙ্গ-সকল বলিয়া থাকেন। * * * সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী-ব্রত, মাঘ-স্নানাদি —সকলই অর্চ্চনমার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চ্চন-বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২০। অর্চ্চক কয় প্রকার ? শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ প্রকার অর্চ্চককে অধিক আদর করেন ?

"*Srimurti*-worshipers are divided into two classes, the ideal and the physical. Those of the physical school are entitled from their circumstances of life and state of the mind to establish temple-institutions. Those who are by circumstances and position entitled to worship the *Srimurti* in mind have, with due deference to the temple-institutions, a tendency to worship usually by *Sravan* and *Kirtan*, and their church is universal and independent of caste and colour. *Mahaprabhu* prefers this latter class and shows their worship in His *Shikshastak*."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & precepts*

২১। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত শ্রীমূর্ত্তি-সেবকের কৃত্য কি ?

"সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত-সেবা,—দুইই এককালীন হওয়া উচিত।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২২। অর্চ্চনবিধি ও ক্রম কি?

"শ্রীগুরুকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয় বস্ত্র, আভরণ দিয়া পূজা করত তদনুমতি লইয়া যুগল-পূজা করিবে। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় ইত্যাদি দিয়া অন্য বৈষ্ণব ও দেবাদিকে অর্পণ করিবে। পিতৃলোককেও প্রসাদ অর্পণ করিবে।" —'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

২৩। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করা কি আবশ্যক নহে?

"বিষ্ণু-পূজাতেই সর্ব্বদেবতার পূজা; অতএব অন্য দেবের পৃথক্ পূজা করা অনাবশ্যক।"

—'দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান', হঃ চিঃ

২৪। ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যে কোন্ প্রবৃত্তি প্রবলা?

"ভক্তিসাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে; একটি—অর্চ্চন-প্রবৃত্তি, অপরটি—স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয় সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজন নাম-মালাতেই কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন— এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২৫। বন্দন কাহাকে বলে? তাহা কয় প্রকার?

"'বন্দন'ই বৈধ-ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ—পাদসেবা ও কীর্ত্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই নমস্কার দ্বিবিধ—'একাঙ্গ' নমস্কার ও 'অষ্টাঙ্গ' নমস্কার। নমস্কারে—একহস্ত-কৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামভাগে ও মন্দিরের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২৬। দাস্যের অন্তর্গত কি কি ?

" 'আমি কৃষ্ণদাস'—এইরূপ অভিমানই দাস্য। দাস্য-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠ। নমস্কার, স্তুতি, সৰ্ব্বকৰ্ম্মার্পণ, পরিচৰ্য্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দাস্যের অন্তর্ভাব্য।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২৭। সখ্য কয় প্রকার ও কি কি ?

"কৃষ্ণের হিতচেষ্টাময় বন্ধুভাব-লক্ষণই সখ্য। সখ্য দুই প্রকার—বৈধাঙ্গ-সখ্য ও রাগাঙ্গ-সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে,—অর্চ্চা-মূর্ত্তি-সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ সখ্য।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

২৮। আত্মনিবেদনের লক্ষণ কি ?

"দেহাদি শুদ্ধাত্মা পৰ্য্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নামই—'আত্ম-নিবেদন'। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ,—বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

———

ত্রিপঞ্চাশত্তম বৈভব

আত্মধর্ম্ম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কাহাকে বলে? নিসর্গ কি?

"যে বস্তুর যাহা নিত্য-স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্যধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য সহচররূপ একটি স্বভাব হয়। সেই **স্বভাবই** সেই বস্তুর **নিত্যধর্ম্ম**। পরে যখন কোন ঘটনা-বশতঃ বা অন্য বস্তু-সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য-স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত-স্বভাব 'স্বভাব' নয়, ইহারই নাম—**নিসর্গ**। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে 'স্বভাব' বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা—'জল' একটি বস্তু, তারল্যই ইহার স্বভাব; ঘটনাবশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ 'নিত্য' নয়, তাহা 'নৈমিত্তিক'। কেননা, কোন 'নিমিত্ত' হইতে উহা উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে উহা স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ-পরিচয় দিতে পারে। বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্য-ধর্ম্ম, বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।"

—জৈঃ ধঃ ১ম অঃ

২। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?

"কৃষ্ণ—বৃহচ্চিদ্‌বস্তু এবং জীব—অণুচিদ্‌বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা-ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ—জীবের নিত্য-প্রভু, জীব—কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ—আকর্ষক, জীব—আকৃষ্ট; কৃষ্ণ—ঈশ্বর, জীব—ঈশিতব্য; কৃষ্ণ—দ্রষ্টা, জীব—দৃষ্ট;

কৃষ্ণ—পূর্ণ, জীব—দীন ও ক্ষুদ্র ; কৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্, জীব—নিঃশক্তিক ; অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। * * *

প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম, জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন ; প্রেমই ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণদাস্যই সেই বিমল-প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপধর্ম্ম।"

—জৈঃ ধঃ, ১ম অঃ, ২য় অঃ

৩। বৈষ্ণবধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম কেন ?

"শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তাহা নিত্য-ধর্ম্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদায়-ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন,—নিত্য-ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম ও অনিত্যধর্ম্ম। যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই, সে-সকলই অনিত্য-ধর্ম্ম এবং যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে, কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে-সকল 'নৈমিত্তিক'। যাহাতে বিমল প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই ধর্ম্মই 'নিত্য'। নিত্যধর্ম্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধর্ম্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে-ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন।"

—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

৪। কোন্ ধর্ম্ম পবিত্রতম ?

"That religion is the purest, which gives you the purest idea of God, and the absolute religion requires an absolute conception by man of his own spiritual nature."

—*The Bhagabat ; Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

৫। কোন্ ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য ?

"বিমল-প্রেম যে ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্ম্মই 'ধর্ম্ম'।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৬। ধর্ম্ম কি এক ?

"মানবগণের ধর্ম্ম কখনও বহুবিধ হইতে পারে না। যে-ধর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তরকেন্দ্র বা দক্ষিণকেন্দ্র-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনও হইবে না। মূলে নিত্যধর্ম্ম 'এক' বই দুই নয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

৭। নিত্যধর্ম্ম এক,—না বহু ?

"ধর্ম্ম একই—দুই বা নানা নহে। জীব-মাত্রেরই একটি ধর্ম্ম ; সেই ধর্ম্মের নাম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে জৈবধর্ম্মকে অভিহিত করেন ; কিন্তু পৃথক্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণুবস্তুর যে নির্ম্মল চিন্ময় প্রেম, তাহাই জৈবধর্ম্ম অর্থাৎ জীব-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জীব-সকল নানা প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় জৈবধর্ম্মটি কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম নাম দিয়া জৈবধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যে পরিমাণ বৈষ্ণবধর্ম্ম আছে, সেই পরিমাণেই সে-ধর্ম্ম শুদ্ধ।"

—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

৮। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ?

"জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে : একটি—শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, আর একটি—বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসভেদে চারি প্রকার—অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, সখ্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, বাৎসল্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও মধুর-রসগত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্যতর নাম—নিত্যধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম। 'যজ্জ্ঞাতে সর্ব্বং

বিজ্ঞাতং ভবতি"—এই শ্রুতি-বাক্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই লক্ষ্য করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৯। একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম কেন?

"ভাগবত-প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎস্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবের রুচি হয়। ইঁহারা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে-সকল ক্রিয়া কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয়—শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণবধর্ম্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত-বচন (১।২।১১) যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

দেখুন, ব্রহ্ম-পরমাত্মাভিন্ন ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধজীব; তাঁহার শুদ্ধপ্রবৃত্তির নামই 'ভক্তি'। হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মপ্রবৃত্তি ও পারমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ 'নিত্য' নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড় বন্ধনকে 'নিমিত্ত' করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতির অনুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধি-সুখ-বাঞ্ছায় পারমাত্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনিও জড় সুক্ষ্মভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব পারমাত্ম-ধর্ম্মও নিত্য নয়। কেবল বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

১০। ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল?

"ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল? ইহার সদুত্তর এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই

প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনও দেশ ভেদে পৃথক্ হয় না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে জড়োপাধিক প্রাপ্ত জীবের প্রকৃতির পার্থক্যক্রমে সোপাধিক-ধর্ম্ম দেশ-বিদেশ ও কাল-ভেদে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। নিরুপাধিক-অবস্থায় সকল-জীবেরই এক নিত্যধর্ম্ম।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

১১। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব কেন যুক্তির দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না? আত্ম-প্রত্যক্ষের দ্বারা কি প্রতীত হয়?

"সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্যসকল যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না। কেননা, যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। **আত্ম-প্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক।** ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ-সমাধি দ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণ-দাস্য সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়।"

—কৃঃ সঃ ৯।৫

১২। আত্মার ধর্ম্ম কি?

"It would indeed be the height of error to conceive that all the opposite qualities of matter, space and time are in spirit. Hence we must look to some other attributes for spirit. Love and Wisdom are certainly spiritual attributes which are not opposite qualities of matter. Man must be wise and love God. This is the religion of the soul."

The Temple of Jagannath at Puri.

১৩। আত্মধর্ম্ম কি অসৎসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে?

"We do not profess to belong to any of the sects of religion under the sun, because we believe the Absolute

Faith, founded upon instinctive love of God natural in human souls."

—*The Temple of Jagannath at Puri.*

১৪। আত্মধর্ম্মের চরম অবস্থা যুক্তিবাদী বা সাধারণ আস্তিক-গণের ধারণার অতীত কেন ?

"*Bhakti* (love) is thus perceived in the very first development of the man in the shape of heart, then in the shape of mind, then in the shape of soul and lastly in the shape of will. These shapes do not destroy each other but beautifully harmonise themselves into a pure construction of what we call the spiritual man or the *Ekanta of Vaishnava* Literature. But there is another sublimer truth behind this fact which is revealed to a few that are prepared for it. We mean the spiritual conversion of the soul into a woman. It is in that sublime and lofty state in which the soul can taste the sweets of an indissoluble marriage with God of Love. The fifth or the highest of Vaishnava development is this, which we call Madhura Rasa, and on this alone the most beautiful portion of the Vaishnava Literature so ably expatiates. This phase of human life, mysterious as it is, is not attainable by all, nay, we should say, by any but God's own. It is so very beyond the reach of common men that the rationalists and even the ordinary theists cannot understand it. nay, they go so far as to sneer a tit as somewhat unnatural."

—*'To Love God" (Journal of Tajpur 25th Aug. 1871)*

১৫। প্রেম আত্মার ধর্ম্ম ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম কিরূপে ?

"The essence of the soul is wisdom and its action is to love Absolute. The absolute condition of man is his absolute relation to the Deity in pure love. Love then alone is the

religion of the soul and consequently of the whole man."

—"*To Love God*" (*Journal of Tajpur 25th Aug. 1871*)

১৬। সাধারণ ভক্তিধর্ম্ম কি ?

"You must love God with all thy strength or will. You are wrong in concluding that you will lose your active existence,—you will get it the more. Work for God and work to God, proceeding from no interested views but from a holy free will (which is above the strength of man) and identifying itself with pure love, will fully engross your attention. This description is of *Bhakti in* general."

—"*To Love God*" (*Journal of Tajpur 25th Aug. 1871*)

১৭। আত্মার প্রত্যগ্‌গতি ও পরাগ্‌গতি কি ?

"বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূপে উন্নত করিবার আশয়ে প্রবৃত্তির পরাক্‌গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যক্‌গতি সাধনের জন্য ভগবদ্ভাব-সকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করত আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম—আত্মার **পরাক্‌গতি ;** ঐ প্রবৃত্তিস্রোতঃ পুনরায় স্বধাম ফিরিয়া যাইবার নাম **প্রত্যক্‌গতি।** সুখাদ্য-লালসার প্রত্যক্‌ধর্ম্ম সাধনার্থ মহাপ্রসাদ-সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থাদির দর্শন-দ্বারা দর্শন-বৃত্তির প্রত্যক্‌গমন সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিসূচক গীতাদি শ্রবণদ্বারা শ্রবণ-প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদি সুগন্ধি-গ্রহণদ্বারা গন্ধ-প্রবৃত্তি বৈকুণ্ঠগতি সনকাদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-সংসার-সমৃদ্ধি-মূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী বা পতির সঙ্গম দ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষ-সংযোগ প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবের চরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসব-প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি সাধনের জন্য হরিলীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্‌ভাবান্বিত-নরচরিত্র সর্ব্বদা সারগ্রাহীদিগের পবিত্র-জীবনে লক্ষিত হয়।"

—কৃঃ সং ১০।১১

১৮। বিষয়-রাগ ও ব্রহ্মরাগে কি সত্তার ভিন্নতা আছে ?

"বিষয়-রাগ ও ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যকমত তাহাতে প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয়-সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয়; অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে।"

—কৃঃ সং ১০।২

——ঃঃ০ঃঃ——

চতুঃপঞ্চাশত্তম বৈভব

শরণাগতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম কি ?

"শরণাপত্তি ও আনুগত্যই জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম।"

—'প্রয়াস', সঃ তো ১০।৭

২। কিরূপে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয় ?

"গীতার চরম-শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করত আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৭

৩। বিশুদ্ধভজনের মূল কি ?

"কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ-ভজনের মূল ; তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেম-রূপ পরম-পুরুষার্থ-লাভ হয়।"

—'বিশুদ্ধভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

৪। শরণাগতিহীন জীবনের কোন সার্থকতা আছে কি ?

"শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণভজন করিবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫। সাধক-জীবনের ভূষণ কি ?

"সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাগতিতে মণ্ডিত থাকিবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগের একমাত্র উপায় কি ?

"শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি ॥

যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে॥"

—'শোকশাতন' (শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)—১২, গীঃ মাঃ

৭। নশ্বর সুখ-দুঃখে অভিভূত হইলে কি গতি হয় ?

"কেবা কার পতি-সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত
চাহিলে রাখিতে নারে তারে।
করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বসে কোলে,
কর্ম্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে॥
ইথে সুখ-দুঃখ মানি, অধোগতি লভে প্রাণী,
কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে।
শোক-সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ সবে,
ভকতি-বিনোদ-বাঞ্ছা পূরে॥"

—'শোকশাতন'—২, গীঃ মাঃ

৮। শরণাগত শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কিরূপ ?

"অন্তর-বাহিরে, সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে
সতত মজিয়া র'ব॥"

—কঃকঃ প্রার্থনা (লালসাময়ী')—৬

৯। বৈকুণ্ঠযাত্রী বৈষ্ণবদিগের কোন ব্যবহারিক দুঃখানুভূতি আছে কি ?

"বৈষ্ণবদিগের সে-সকল ব্যবহার-দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয় ; কিন্তু, বৈকুণ্ঠযাত্রীর পান্থ-দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী এবং সুখবৎ কাটিয়া যায়।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

১০। শরণাগতি কয় প্রকার ও প্রত্যেকটির ত্রিবিধ ভেদ কি কি ?

"শরণাগতি ছয় প্রকার, যথা—(১) আনুকূল্য-সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকূল্যবর্জ্জন, (৩) কৃষ্ণ অবশ্য আমাকে রক্ষা করিবেন,—এই বিশ্বাস, (৪) কৃষ্ণই আমার পালয়িতা—এই বুদ্ধি, (৫) আত্ম-নিক্ষেপ, (৬)

কার্পণ্য,—এই ছয় প্রকার শরণাগতিই কায়িক, বাচনিক ও মানস-ভেদে তিন-তিন-প্রকার ।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।৯

১১। শরণাগত ভক্ত কিরূপ আচার-বিচারে প্রতিষ্ঠিত ?

“ভক্তি-অনুকূল যাহা, তাহাই স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার ।।
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই ।
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন, ভাই ।।
আমি আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন ।
নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন যাপন ।।”

—ভঃ রঃ ৩য় যামসাধন

১২। শরণাগতের কোন্ বিষয়ে দার্ঢ্য ও কোন্ বস্তুতে অনাসক্তি আবশ্যক ?

“ভজনের যাহা, প্রতিকূল, তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব ।
ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে,
এ দেহ ছাড়িয়া দিব ।।”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ (লালসাময়ী)—৬

১৩। শরণাগত ভক্ত কি নিজ-পোষণের চিন্তা করেন ?

“নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে ।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ।।”

—শঃ

১৪। শুদ্ধভক্ত কাহার সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া নিজকে ও জগৎকে দর্শন করেন ?

“তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয়, হরি তুমি ।

তুমি সুহৃন্মিত্র, গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,

ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ৷৷"

—'যামুন-ভাবাবলী' ২৬, গীঃ মাঃ

১৫। ভবজলধিতে নিমজ্জমান জীবের আশাবীজ কি ?

"নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,

কেহ মোরে করহ উদ্ধার।

সেই কালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূল-ভূমি,

আশাবীজ হইল আমার ৷৷"

—'যামুন-ভাবাবলী' ১০, গীঃ মাঃ

১৬। কৃষ্ণেচ্ছার অনুকূলে বা প্রতিকূলে গমন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় ?

"যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।

ত্যজিয়া আপন-ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ৷৷

দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।

রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে ৷৷

কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।

তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা ৷৷"

—'শোকশাতন' ৩, গীঃ মাঃ

১৭। কৃষ্ণকে কিরূপভাবে গোপ্তৃত্বে বরণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে ?

"কৃষ্ণের চিৎকণ নিত্যদাস আমি, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আমার রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা নাই ; আমি অতি দীন ও হীন ; কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্ব কর্ম্মফল-ভোগস্বরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে অবশ্য কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিব—এইরূপে কৃষ্ণ-সংসারে স্থিতির দ্বারা আমরা কৃষ্ণপ্রেম-ফল পাইয়া থাকি।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

১৮। ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণ-কৃপা-নির্ভরতা কিরূপ বাঞ্ছনীয় ?

" 'কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য

কৃপা করিবেন। আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না'—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।''

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

১৯। 'আত্ম-নিক্ষেপ' কাহাকে বলে?

"আজ হইতে আমি আমার নই,—আমি কৃষ্ণের' এই বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ।''

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

২০। শরণাগত ভক্ত কি পূর্ব্ব-ইতিহাসে আসক্ত থাকেন?

"পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে' মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে?''

—শঃ

২১। শরণাগত-সেবক কৃষ্ণসেবার্থ সুখ-দুঃখকে কিরূপ মনে করেন।

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥''

—শঃ

২২। শরণাগত জন কি কৃষ্ণের সংসারে বাস করিয়া কোন ফল-ভোগ-কামনা করেন?

"তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।

তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥"

—শঃ

২৩। নাম কীর্ত্তনকারী সাধক বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট কিরূপ দৈন্য জ্ঞাপন করেন ?

"একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণনাম-ধনে ॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে ॥"

—শঃ

২৪। নামকীর্ত্তনেচ্ছু সাধকের পক্ষে শ্রীগুরুদেবের নিকট কি কি প্রার্থনীয় ?

"গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহা-হীন ॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ' নাথ যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত ॥"

—শঃ

২৫। অনন্যভজনকারী কি কখনও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করেন ?

"অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ! করে সেই দিন পাত,
তব পদে তাহার অভয়॥"

—'যামুন-ভাবাবলী' ১১, গীঃ মাঃ

২৬। আমরণ কি-ভাবে কৃষ্ণভজন করা উচিত?

"এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,
কৃষ্ণে জান ধন-জন-প্রাণ।
এ দেহে অনুগ যত, ভাই-বন্ধু-পতি-সুত
অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান॥"

—'শোকশাতন' ২, গীঃ মাঃ

২৭। নিষ্কপট হরিভজনকারী কি কখনও নিজকে গুরু-বুদ্ধি করেন?

"তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি॥"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৮

২৮। বাস্তব-সত্য কাহার নিকট প্রকাশিত হয়?

"The *Bhagabat* teaches us that God gives us truth when we earnestly seek for it. Truth is eternal and unexhausted. The soul receives a revelation when it is anxious for it."

—The Bhagabat ; Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

২৯। শরণাগত ভক্ত কি কখনও কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন?

"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥" —শঃ

৩০। ভবাটবীতে পথভ্রষ্ট জীবের পক্ষে একমাত্র কাহার আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ?

"অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক্ আচ্ছাদন,
হৈল তাতে অন্ধকার ঘোর।
তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়, দেখি' চারিদিকে ভয়,
পথভ্রম হইয়াছে মোর ॥
নিজ অবিবেক-দোষে, পড়ি' দুর্দ্দিনের রোষে,
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে।
পথ-প্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই অচ্যুত ! তোমারে ॥"

—'যামুন-ভাবাবলী' ১৮, গীঃ মাঃ

৩১। শুদ্ধভক্ত কিরূপে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কৃপার প্রার্থী হন ?

"অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়',
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥"

'—যামুন-ভাবাবলী' ১৯, গীঃ মাঃ

৩২। অকিঞ্চন ভক্ত কীর্ত্তনাধিকার-প্রার্থনায় কিরূপ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন ?

"অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে আমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভুমি ॥"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৮

৩৩। বৈষ্ণব কতদূর দুঃসঙ্গ-রহিত দেখিলে জীবগণকে কৃপা করেন ?

"আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হ'বে।

আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে ॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে ।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে ॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী—বহির্ম্মুখ-জন ।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন ॥
কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত ।
আচার-রহিত এই নিতান্ত অশান্ত ॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী ।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী ॥
কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব-সুজন ।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন ॥"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী) ২

——ঃঃ*ঃঃ

পঞ্চপঞ্চাশত্তম বৈভব

নামকীর্ত্তন ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শুদ্ধহরিনাম-কীর্ত্তনকারীর কি কি লক্ষণ থাকা আবশ্যক ?

"নিরপরাধেন হরিনামকৃতং বিষয়বিরক্তিজনিতদৈন্যং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি।"

—শ্রীশিঃ—সঃ ভাঃ ৩

২। হরিকীর্ত্তন কিরূপ ক্রম-বিধিতে প্রপঞ্চে বিজয় লাভ করেন ?

"জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপ-সৎসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণানন্তরং যদা তৎকীর্ত্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপবিক্রম এব লক্ষ্যতে—প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তনবিজয়স্যৈষা প্রক্রিয়া।"

—শ্রীশিঃ—সঃ ভাঃ ১

৩। সংকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য কি ?

"সংকীর্ত্তনাদির প্রয়াস—কেবল হৃদয় উদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক প্রভুর নামোচ্চারণ।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

৪। কিরূপ বিধি অবলম্বন করিলে বিষয়-প্রতিবন্ধক দূর হইয়া নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য হয় ?

"প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জ্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয়-প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

৫। অনর্থগ্রস্ত সাধকের পক্ষে নামানুশীলনে কোন্ উপায় অবলম্বনীয় ?

"প্রতিদিন নির্জ্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ-পূর্ব্বক ভাবের সহিত নাম করিবে, ক্রমে-ক্রমে ঐ কার্য্যের সময়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি

করিবে। অবশেষে সকল-সময়েই এক অদ্ভুত-ভাব উদিত হইবে; তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৪০শ অঃ

৬। নিরন্তর নামকীর্ত্তন কাহাকে বলে?

"নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্ব্বাহকালে ও অন্য সময়ে সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করার নামই নিরন্তর নামকীর্ত্তন।"

—জৈঃ ধঃ, ২৩শ অঃ

৭। শ্রীতুলসীর সংস্পর্শে কিরূপ বুদ্ধিতে হরিনাম গ্রহণীয়?

"তুলসী—হরিপ্রিয়-বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদ-বুদ্ধি-পূর্ব্বক নাম করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৮। আর্ত্তিহীন হইয়া অধিক নামগ্রহণ করা শ্রেয়ঃ কি?

"নাম অধিক সংখ্যা হইবে—এই চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্ট-অক্ষরে ভাবযুক্ত নামকীর্ত্তন হয়—ইহার জন্য যত্ন করা উচিত।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

৯। জগতে কোন্ ধর্ম্মে সর্ব্বধর্ম্মের পরিণতি হইবে?"

"জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপক্বাবস্থায় এক নামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে,—ইহা নিশ্চয়-সত্য বলিয়া বোধ হয়।"

—'নিত্য ধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তো ৪।৩

১০। শ্রীভক্তিবিনোদের সম-সাময়িক যুগে কলিকাতায় কোন্ সময় প্রথম সংকীর্ত্তন প্রচারিত হয়? শুদ্ধভাবে কিরূপে হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতে পারে?

"শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের নেতৃপক্ষদিগের মনে একটা ভাব উঠিল, সেই ভাবদ্বারা চালিত হইয়া নগরবাসীদিগের সাহায্যে বিডনস্ট্রীটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে প্রথম সংকীর্ত্তন হয়। অনেকানেক বৃদ্ধ-লোকের মতে—ঐরূপ সংকীর্ত্তন-মহোৎসব কলিকাতা মহানগরীতে

আর কখনও হয় নাই। * * কি পাষণ্ড, কি ভগবদ্ভক্ত—সকলেই এক মনে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে এইরূপ সমারোহে সর্ব্বদেশে নামসংকীর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। সেই মহোৎসব হইতে নগরবাসিগণ কীর্ত্তনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এমত কি, অন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু-ব্যয়পূর্ব্বক প্রত্যেক পল্লীতে একটী একটী কীর্ত্তন দল স্থাপিত হইল। * * এটি বড় সুখের বিষয় যে, ভারতের সর্ব্বপ্রদেশস্থ লোকেরা কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমের লোকেরা, যাহারা কখনও মহাপ্রভুর নাম শুনে নাই, তাহারাও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গনামে উন্মত্ত হইয়াছে। বড়বাজারের বহুতর দোকানদার ও দালাল প্রভৃতি পশ্চিম-নিবাসিগণ বহু যত্নে ও বহু অর্থ-ব্যয়ের দ্বারা নগর-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিরাছেন। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিবাসিগণ আপন আপন পল্লীতে মহাসমারোহে কীর্ত্তন করিয়াছেন। * * * আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর জন্মদিবসে কীর্ত্তনের জন্মভূমি মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে নিযুক্ত ছিলাম। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া * * কয়েকটী কীর্ত্তন দেখিয়া আমাদের মনে এইপ্রকার ভাব হইল, * * যে কলিকাতায় ধর্ম্ম একেবারে উঠিয়া যাইতেছিল, সেই কলিকাতায় প্রভুর শক্তিক্রমে **সর্ব্বধর্ম্মের সারধর্ম্ম** যে **হরিকীর্ত্তন**, তাহাই প্রবল হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিয়াও তাঁহার **অতি গুপ্ত রহস্য যে প্রেম, তাহা এই মহানগরীতে বিতরণ করেন নাই।** যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন ও আপনাকে প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার লোককে মতি দিয়াছেন, এমত অন্যান্য সুখ-পরিত্যাগেরও শক্তি দিয়াছেন; কিন্তু বিশুদ্ধপ্রেম-ভক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন নাই। কীর্ত্তনকারীদিগের হৃদয়ে কীর্ত্তন-স্পৃহা দিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্ব-মহাজনদিগের পথে অনুগত হইবার জন্য প্রবৃত্তি আজও দেন নাই। চর্ম্ম-পাদুকা ছাড়িয়া অনেকে খোল-করতালের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন, তথাপি **অনেকের গলায় তুলসী-মালা দেখিলাম না।**

যদিও কেহ কেহ ধারণ করিয়াছেন, সে মালাগুলিও নূতন, তাহাতে অনেক সন্দেহ হয়। অনেকের অঙ্গে দ্বাদশ তিলক শোভা করিতেছে না। আজ নিমতলার ঘাটে, কল্য জোড়াসাকোর, আবার একদিন ঝামাপুকুরে মহাজনী প্রণালীতে কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য গিয়া দেখি, কোথাও সেইরূপ পাইলাম না। ন্যাড়া, বাউল, যাত্রা, থিয়েটার, এই সকল সুরে রঙ্গের গান শুনিলাম, তাহাতে আমাদের যে-পরিমাণ দুঃখ হইল, তাহা মধ্যে মধ্যে 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম' এইসকল নিত্য নাম শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ দূর হইল। যাহাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই প্রাচীন নামের সুর ভালবাসেন। তাঁহারা বাজে কথা গান করিতে বা শুনিতে চান না। তাঁহারা প্রাচীনভাবে শুদ্ধ হরিনাম গান করেন ও শ্রবণ করেন। এই মহানগরীর পল্লীবাসিগণ আজকাল সৎসঙ্গাভাবে শুদ্ধভক্তির স্বভাব সহজে লাভ করেন না। কাজে কাজেই তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। * * * যাহাই হউক, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু বড়ই দয়ালু। তিনি যখন কলিকাতা মহানগরীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া কীর্ত্তনে মতি দিয়াছেন, তখন আমরা ভরসা করি যে, এই মহানগরবাসিগণের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করিবেন। কতকগুলি লোকে বলেন যে, নগরবাসিগণ প্লেগের আগমনে এই সকল কীর্ত্তন-প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। * * * যে-সকল লোক কীর্ত্তন-বিরোধী তাহারা দেশের যে পরম শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আর একটি কথা আছে। সঙ্কীর্ত্তন হউক, কিন্তু পর্ব্বদিন অবলম্বন করা আবশ্যক। দর্শ পৌর্ণমাসী, একাদশী, গৌর-পৌর্ণমাসী, কৃষ্ণাষ্টমী, কার্ত্তিকমাস, বৈশাখ মাস, ভগবানের যাত্রা-সকল, সংক্রান্তি, এই সকল পর্ব্বদিন অবলম্বন করিয়া হরিকীর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহজনী সুরে খোল-করতাল ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্র লইয়া নিজে নিজে পবিত্র বৈষ্ণব-ভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিয়া নগরবাসিগণ আমাদিগের হৃদয়ে পরমানন্দ দান করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ—জগদ্‌গুরু। তিনি তাহাদিগকে ইচ্ছামত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন।"

—'কলিকাতায় কীর্তন', সঃ তোঃ ১১।৩

১১। নামকীর্তনকারীর ভিক্ষা কি ?

"(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ্, ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ও নাম গাই ॥"

—গীঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

ষট্‌পঞ্চাশত্তম বৈভব

নামাভাস ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নামাভাসের দ্বারা কি শুভোদয় হয় ?

"নামাভাসের দ্বারা সর্ব্ব-পাপ ক্ষয় হয়। সর্ব্ব পাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধ নাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন ; তখন শুদ্ধ নাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।"

—'নামগ্রহণ বিচার', হঃ চিঃ

২। মায়াবাদীর মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনামাক্ষর কি কৃষ্ণনাম নহে ?

"মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয়; তাহা কেবল কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস-মাত্র। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে পতিত।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলে ?' সঃ তোঃ ৫।১২

৩। প্রতিবিম্ব ও ছায়া-নামাভাসের ভেদ কি ?

"শাস্ত্রে অনেক-স্থানে এইরূপ শব্দ-সকল পাওয়া যায়—নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস, ইত্যাদি। সর্ব্বত্র 'আভাস' শব্দের একটি সুন্দর অর্থ আছে, তাহাই এই প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে 'আভাস' দুই প্রকার —অর্থাৎ স্বরূপ-আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপাভাসে বস্তুর পূর্ণ-কান্তি সঙ্কুচিতভাবে প্রকাশিত হয় ; যথা—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্প-কান্তিদ্বারা স্বল্প আলোক ; প্রতিবিম্বাভাস—স্বরূপের বিকৃতি-মাত্র অন্যাকারে উদিত হয় ; যথা,—'আভাসস্তু মৃষা-বুদ্ধিরবিদ্যা-কার্য্য-মুচ্যতে'। জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উচ্ছলিত হইয়া যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ। নামসূর্য্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘকর্ত্তৃক যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সঙ্কুচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভ ফল প্রদান করেন। সেই নাম-জ্যোতিঃ মায়াবাদ-হ্রদ হইতে

প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফলরূপ প্রেম উৎপন্ন হয় না। এ নামাভাসটী একটি প্রধান নামাপরাধ, এইজন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলিয়া চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, দুষ্ট-জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবাধক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃতভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায়। কেন না, সৎসঙ্গে তাঁহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্গগত বালিশ বলিয়া কৃপা করিবেন। বিদ্বেষী মায়াবাদীর ন্যায় তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চ্চা-মাত্র-পূজা-প্রবৃত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবৎ-ভাগবতসেবোপযোগী সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদে-বিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাঁহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন।"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৪। অনর্থ থাকিতে কি শুদ্ধনাম হয়?

"অসতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অপরাধ।
অনর্থ—এ সব মেঘরূপে করে বাধ॥
নাম-সূর্য্য—রশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়।
স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণনামে সদা আচ্ছাদয়॥"

—হঃ চিঃ ৩য় পঃ

৫। সর্ব্বশুভকর্ম্মাপেক্ষা নামাভাস প্রশস্যতর কেন?

"নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, হুতাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠফল-প্রদ।"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৬। নামাভাসের ফল কি?

"বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়।
বিশেষতঃ কলিযুগে সৰ্ব্বশাস্ত্র কয় ॥"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৭। নামাভাস কয় প্রকার ও তাহাদের তারতম্য কি ?

"সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারি প্রকার কার্য্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই সেই কার্য্য-সহযোগে নামাভাস চারি প্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প-দোষাবহ।"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৮। নামাভাসের নিবৃত্তিকাল কখন ?

"সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।
তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয় ॥"

—হঃ চিঃ ৩য় পঃ

৯। আভাস কত প্রকার ?

"নামরূপ সূর্য্যের দুই প্রকার আভাস অর্থাৎ নাম-ছায়া ও নাম-প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ 'ভক্ত্যাভাস', 'ভাবাভাস', 'নামাভাস', 'বৈষ্ণবাভাস', —এইসকল অনুক্ষণ ব্যবহার করেন। সর্ব্বপ্রকার আভাসই 'প্রতিবিম্ব' ও 'ছায়া'-ভেদে দুই প্রকার।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১০। 'বৈষ্ণবপ্রায়' কাহাকে বলে ?

" 'বৈষ্ণবপ্রায়' শব্দের অর্থ এই যে, প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালা-মুদ্রাদি-ধারণ-পূর্ব্বক 'নামাভাস' করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' ন'ন।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

১১। নামাভাস কোন্ অবস্থায় নামাপরাধ বলিয়া গণ্য হয় ? উহার ফল কি ?

"শুদ্ধনাম না হইলেই 'নানাভাস' হইল। এই নামাভাস কোন অবস্থায় 'নামাভাস' বলিয়া উক্ত হয়, কোন অবস্থায় 'নামাপরাধ' বলিয়া উক্ত হয়। যে-স্থলে অজ্ঞতা-বশতঃ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদ-বশতঃ নামের

অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সে স্থলে কেবল 'নামাভাস'; যে-স্থলে মায়াবাদাদি-জনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগ-বাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সে-স্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটি নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরলতা, অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে-সমস্তই 'নামাভাস' মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধ-লক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না, নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল উদিত হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

১২। সাঙ্কেত্য-নামাভাসের উদাহরণ-স্থল কি?

"অজামিল মরণ সময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিল—কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নাম-গ্রহণের ফল লাভ হইয়াছিল।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

১৩। স্তোভ-নামাভাসের উদাহরণ কি?

"একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য-মুখ-ভঙ্গি করত বলিল,—'হোঁ তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে।' ইহাই **স্তোভের উদাহরণ**; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে,—নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল।"

—জৈঃ ধঃ, ২৫শ অঃ

১৪। কিরূপ 'হেলনে' নামাভাস হয়?

"ধূর্ত্ততার সহিত হেলন হইলে 'অপরাধ', আর অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে 'নামাভাস'।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

১৫। নামাভাসে কি কি লাভ হইতে পারে?

"ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

সপ্তপঞ্চাশত্তম বৈভব

নামাপরাধ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নামাপরাধের গুরুত্ব কতদূর ?

"নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল-প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়-মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২। কোনওপ্রকার পাপের সহিত নামাপরাধের তুলনা হয় কি ?

"পঞ্চবিধ পাপ কোটিগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না।"

জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

৩। অপরাধ-পরিত্যাগে যত্ন না করিয়া নাম-গ্রহণের অভিনয়ে নামের ফল পাওয়া যায় কি ?

"নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম—অক্ষরময় ; অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও 'সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা' ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাম—চৈতন্য-রসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। সে-স্থলে নিরপরাধে নামরস আশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী।"

—'শ্রীহরিনাম'

৪। অবৈধ-যোষিৎকে নামাশ্রিত করিবার অভিনয় করিয়া নাম-বলে যোষিৎ-সঙ্গের সুযোগ করিয়া লওয়া কি নামাপরাধ নহে ?

"কোনও ভিক্ষ্বাশ্রমগত বৈষ্ণব-পুরুষ কোনও সুন্দরী যুবতীকে

দেখিয়া লোভ করিলেন। অবশেষে পাপ-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া এই স্থির করিলেন—'যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম-শিষ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে; বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইল, বৈষ্ণব-সঙ্গ—দুর্লভ; আবার উহার সঙ্গে গোপীভাবেরও অনেক শিক্ষা হইবে; এরূপ দুর্লভ-সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায়?'—এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণব-সেবা গ্রহণ করিলেন। এস্থলে নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৭

৫। হরিনাম শীঘ্র ফলজনক না হইবার কারণ কি?

"সেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ সামান্য ও বৃহৎ। সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধ' হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৬। অনন্যভক্তিহীন ব্যক্তির লক্ষণ কি?

"শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অনাদর, অসৎসঙ্গ, অর্থাৎ অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্ত-সঙ্গ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দা, নাম-নামীতে ভেদ-জ্ঞান, অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সাম্য, জড়-দেহের অহংতা-মমতা-বশতঃ নামে প্রীতির খর্ব্বতা, নাম-বলে পাপাচরণ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তি-বিরুদ্ধ আচার নিন্দিত আছে, তাহা যে-ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছেন,—এরূপ বলা যায় না।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

৭। দশবিধ নামাপরাধ কি কি?

"নামাপরাধ দশবিধ—(১) সাধুনিন্দা,—যাঁহারা একান্তভাবে

নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান-যোগ-প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়। (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর, অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্য দেবদেবীর ভজন হয়—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অন্য এক ঈশ্বর,—এইরূপ স্বতন্ত্র-শক্তি-সিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—যিনি নাম-তত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনি নাম-গুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলেই অপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরমফল নামতত্ত্ব-লাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই। (৪) শ্রুতিনিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাস-মূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়। (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-কর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়। (৬) নাম-বলে পাপ—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটি পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৭) শুভকর্ম্ম-সাম্য—অর্থাৎ ধর্ম্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভকর্ম্ম-বিশেষ, অতএব যে-কোন একটি শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নাম আশ্রয় না করা অপরাধ। (৮) প্রমাদ—নামে অনবধান, অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নাম-গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নাম-গ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপ-

মালার সুমেরু-প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্ত্তী হইয়া নামগ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্র-দান—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্য অর্থ-লোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অধঃপতিত হন। (১০) 'অহং মম' ভাব—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্য-বশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম-লাভ হয়।"

—'বিশুদ্ধভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

৮। প্রথম নামাপরাধের স্বরূপ কি?

"প্রথম অপরাধ এই যে, যে-সকল সাধু একমাত্র নাম আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়; কেননা, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই সর্ব্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম-কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৯। দ্বিতীয় নামাপরাধের কয়টি ভেদ?

"দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা দুই প্রকার—প্রথম প্রকার এই যে,—দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইঁহাদের গুণ-নামাদি সকলই বুদ্ধিদ্বারা পৃথগ্‌রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়; তাৎপর্য্য এই যে, সদাশিব একটি পৃথক্ স্বতন্ত্র-শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটি পৃথক ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহ্বীশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্য-ভক্তির বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তি-সিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয়

না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে,—শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গল-স্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা—সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ করত কৃষ্ণনাম করিবার বিধি।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১০। তৃতীয় নামাপরাধ—গুর্ব্ববজ্ঞার লক্ষণ কি?

"নামগুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নাম-শাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু যাঁহারা বেদান্ত-দর্শনাদি অধিক জানেন, তাঁহারা নাম-শাস্ত্র-গুরু অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত; তিনি নামাপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ্ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চ গুরু নাই, তাঁহাকে তদ্রূপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হইবে।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১১। শ্রীগুরুদেবকে কিরূপ মনে করা উচিত?

"শ্রীগুরুতে সামান্য জীব-বুদ্ধি করিবে না,—কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-পুষ্ট 'কৃষ্ণপরিকর' বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করাও মায়াবাদীর মত,—শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

১২। চতুর্থ নামাপরাধটি কি?

"সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়; এই সকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্য-বশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করত নামার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নাম-অপরাধ; সেই অপরাধ-ক্রমে তাহাদের নামে রুচি হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৩। নামে 'অর্থবাদ' অপরাধটি কিরূপ?

"যাহারা নাম-মাহাত্ম্য-বাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-সমূহে অর্থবাদ আছে—এই কথা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত।'

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৪। নামে অর্থবাদ-কল্পন কাহাকে বলে ?

"অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নাম-সম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্য এরূপ ফল-শ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্ত বাক্যে বিশ্বাস-পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে; যাঁহারা অর্থবাদ করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে না; এমন কি, হঠাৎ তাঁহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এইরূপ শিক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ দিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৫। হরিনামকে কল্পিত মনে করিলে কি হয় ?

"ভগবানের নাম-সকলকে কল্পিত মনে করিলে নামাপরাধ হয়। মায়াবাদিগণ এবং কর্ম্মজড়-সকল মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও নাম-রূপ-শূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন—যাঁহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত, তাঁহারা নামাপরাধী।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ রঃ

১৬। নামবলে পাপবুদ্ধি-নামাপরাধের স্বরূপ কি ?

"যাঁহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যে-সকল পাপ করা যায়, তাহা যম-নিয়ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না; কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ-ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৭। হরিনামে ও পাপে কাটাকাটির চেষ্টাকে কি বলে ?

" 'হরিনামও করি, পাপও করি, জমা খরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না'—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছা-

পূর্ব্বক নূতন পাপ করেন, তাঁহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়।”

—‘নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ’, সঃ তোঃ ৮।৯

১৮। কিরূপ আচরণ-ফলে নামবলে পাপ-বুদ্ধির উদয় হয়?

“কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল ‘নামাভাস’ হয়, (শুদ্ধ) নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্ব্বে পাপের ক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব্ব-অভ্যাস-ক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি, তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে—এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৯। অন্য শুভক্রিয়াসাম্য অপরাধটি কিরূপ?

“হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে স্বয়ং উপেয়; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সৎকর্ম্মের তুলনা নাই। যাঁহাদের মনে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২০। নামে রতি না হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক কি?

“অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না।”

—‘উৎসাহ’, সঃ তোঃ ১১।১

২১। প্রমাদ বা অনবধান কয় প্রকার?

“প্রমাদ অনবধান—এই মূল অর্থ।
ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ॥
ঔদাসীন্য, জাড্য আর বিক্ষেপ—এ তিন।
প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীণ॥”

—হঃ চিঃ ১২শ পঃ

২২। বিক্ষেপ-প্রমাদাসক্তগণের চেষ্টা কিরূপ ?

"যাঁহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত, তাঁহারা নিরূপিত নামসংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। নাম-সাধনে যাহাতে সেরূপ অযত্ন না হয়—ইহা বার বার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৩। অনবধান-অপরাধ দোষের আকর কিরূপে ?

"চিত্ত একদিকে, আর অন্যদিকে নাম।
তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম ॥
লক্ষনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যামালা গণি'।
হৃদয়ে নহিল রসবিন্দু গুণমণি ॥
এই ত' অনবধান-দোষের প্রকার।
বিষয়ি-হৃদয়ে প্রভু বড় দুর্নিবার ॥"

—হঃ চিঃ, ১২শ পঃ

২৪। কি উপায়ে জাড্য দূর হয় ?

"অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম সাধুর চরিত।
দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত ॥
মনে হ'বে আহা কবে ইঁহার সমান।
স্মরিব, গাইব নাম হয়ে' ভাগ্যবান্ ॥
সেই ত' উৎসাহ আসি' অলসের মনে।
জাড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে ॥"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৫। হরিনামে ঔদাসীন্য আসে কেন ?

"কনক, কামিনী আর জয়-পরাজয়।
প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্যবৃত্তি তাহার নিলয় ॥
এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয়।
নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয় ॥"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৬। অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ কিরূপ ?

"যাঁহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃত-সেবায় বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রুচিহীন, তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২৭। 'অহং মম' ভাবাপরাধ কিরূপ ?

"যিনি এই জড়ীয় সংসারে 'আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার'—এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদাচিৎ কোন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত, তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২৮। দীক্ষিত-ব্যক্তির ভক্তি-পথ হইতে চ্যুতির কারণ কি ?

"দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমতাবুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হন।"

—'অহংমম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

২৯। 'অহংতা-মমতা' দূর করিবার উপায় কি ?

"নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
বিষয় ছাড়িয়া করে নামসংকীর্ত্তন ॥
সেই সাধুজনে অন্বেষিয়া তাঁ'র সঙ্গ।
করিবে, সেবিবে ছাড়ি' বিষয়-তরঙ্গ ॥
ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।
অহংতা-মমতা যা'বে, মায়া হ'বে পার ॥"

—'অহংমম-ভাব', হঃ চিঃ

৩০। নামাপরাধীর লভ্য কি ?

"নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নাম উচ্চারণ করেন, নাম

সেই সকল ফল তাহাকে দিয়া থাকেন ; কিন্তু কখনই তাঁহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

৩১। কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয় ?

"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি'॥
নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়।
অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

—ভঃ রঃ ২য় যামসাধন

——ঃঃ*ঃঃ

অষ্টপঞ্চাশত্তম বৈভব

জীবে দয়া ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার কি ?

"সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সৎকর্ম্ম মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান—এই সকলই দেহ-সম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। বিদ্যা-দানই জীবের মনঃসম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু **জীবের আত্ম-সম্বন্ধিনী দয়াই সর্ব্বোপরি।** সেই-দয়া-প্রবৃত্তি হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়।"

—'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৯

২। 'জীবে দয়া' বলিতে কোন্ প্রকার জীবের প্রতি দয়া বুঝায় ?

" 'জীবে দয়া' এই কথাটি কেবল বদ্ধজীব-সম্বন্ধে—ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধ-জীবগণের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতিই দয়া করিতে হয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৩। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তগণের পরোপকার-বৃত্তির মধ্যে তারতম্য কি ?

"কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধিনী ও মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধনের যত্ন করেন।"

—'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৯

৪। বৈষ্ণবের পক্ষে জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয় কি ?

"জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৫। বৈষ্ণব জীবের প্রতি কিরূপ দয়া করেন ?

"জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। **যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবতা নাই**; যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু **নিত্য উপকার হয় না**। তবে যেখানে ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৬। আদর্শ আচার ও প্রচার কিরূপ হওয়া উচিত ?

"তোমাদের সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ, তাহারা অসৎ কার্য্যের দ্বারা পতিত হইতেছে ; তোমার কর্ত্তব্য এই যে, **তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া** তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও।"

—'সাধুশিক্ষা', সঃ তোঃ ৫।১০

৭। কিরূপ বিষয়িগণ বৈষ্ণব-কৃপা পাত্র ?

"নিষ্কপট বিষয়ি-জনের প্রতি কৃপা করা উচিত।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার', ভাঃ মঃ ১৫।১২৬

৮। বৈষ্ণব কিরূপ প্রচার-ফলে সুখী হন ?

"দ্বারে-দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৯। জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার কোন ভেদ আছে কি ?

"দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্ন-বৃত্তি হইতে পারে না।—জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই।"

—কৃঃ সং ৮।১৮

১০। বৈষ্ণবের দয়া কিরূপ? উহা সর্ব্বোত্তম কেন?

"বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্র-বিশেষে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ভাবসকল নিত্যস্বধর্ম্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীব-সম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহবাসি-জীবনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসি-স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্ব্বজননিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বমানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্ব-জীবনিষ্ঠ আর্দ্রভাব বিশেষরূপে পরিচিত। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে পেট্রিয়টিজম্ (patriotism) বলে, তাহা স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ-ভাব-বিশেষ। যাহাকে ফিলান্থ্রপি (philanthropy) বলে, তাহা সর্ব্ব-মানবনিষ্ঠ-ভাববিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সঙ্কীর্ণভাবনিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগরাহিত্যরূপা সর্ব্বজীবের প্রতি পরম আর্দ্রতা-স্বরূপা দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

——::✱::——

উনষষ্টিতম বৈভব

নামে রুচি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভক্তি-সুকৃতির অভাবে নামে রুচি হয় কি ?

"যে ব্যক্তির ভক্তি-সুকৃতি না থাকে, তাহার কখনই ভক্তি-তত্ত্বে শ্রদ্ধা হয় না। নামই ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সুকৃতির অভাবে নামে রুচি জন্মে না।"

—'নামে অর্থবাদ', হঃ চিঃ

২। হরিনামে রুচি হইলে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের কোন আবশ্যকতা থাকে কি ?

"যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কারদ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্ম্মাকারে আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্য্যের উপায় মাত্র --ইহা কখন সম্পূর্ণ-তত্ত্ব হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ৩য় অঃ

৩। কিরূপে ও কখন নামে রুচির উদয় হয় ?

"প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল দয়াময়।
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয়॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যাবে, নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব॥" —শঃ

——::*::——

ষষ্টিতম বৈভব

বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কৃপাপ্রার্থী কি বৈষ্ণবের তারতম্য-বিচার করিবেন না ?

"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইব,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্ব-সিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে ॥"

—প্রার্থনা (লালসাময়ী)—৭, কঃ কঃ

২। অসাধুকে সাধুভ্রমে সেবা করিলে কি সাধুসেবা-ফল লভ্য হয় ?

"এমত মনে করিবেন না—'আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবা ফল পাইব'।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

৩। জীব-সেবা ও বৈষ্ণব-সেবা কি এক ?

"জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে 'জীবসেবা' হইতে পারে। উহাকে মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট 'নাম-পরায়ণ-বৈষ্ণবসেবা' বলা যায় না।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৪। উদরপরায়ণ ও ধন-শিষ্যাদি-লোভী বৈষ্ণব-চিহ্নধারিগণকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণব-সেবা হয় ?

"তীর্থস্থানে বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। তথায় একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব (?) নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি (?) অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদি-দ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। 'অদ্য ভরপেট লুচি-মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণাও মিলিবে'—এই ধনাশয়ে ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে

—"ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এই সকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল, তবে অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৫। বহির্ম্মুখ-প্রভু-সন্তানকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণব-সেবা হয়? বৈষ্ণব সেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

"তীর্থস্থানে আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটি প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া-দ্বারা অন্ন-ব্যঞ্জন-পীঠাপানা প্রস্তুত করাইয় 'বৈষ্ণব' বলিয়া কতকগুলি লোককে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণবসেবা বলিতে পারি না। * * * **বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যই বৈষ্ণবের তারতম্য।**"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৬। কিরূপ বিচার ও সতর্কতার সহিত বৈষ্ণব-সেবা করা কর্ত্তব্য?

"বৈষ্ণবসেবাকে নিত্যধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৭। বৈষ্ণব (?) ভোজনে দক্ষিণা-প্রদান-কার্য্যটি কি কর্ম্মকাণ্ড নয়?

"বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথাটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-প্রথা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে! এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৮। কিরূপ বৈষ্ণবকে তৃপ্ত করা কর্ত্তব্য?

"হে ভক্তবৃন্দ ! শুদ্ধ-নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকারে তর্পণ করুন। কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণবসেবাকে কর্ম্ম-কাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে (?) ভোজন করান প্রভুর মত নহে।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৯। শুদ্ধ বৈষ্ণব ও সাধারণ অতিথিকে কিরূপভাবে ভোজন করান উচিত ?

"ক্ষুধিত আতুর বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে, অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই ; যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতিসহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১০। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া ও অভ্যাগত-বৈষ্ণবসেবা কি এক ?

"অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম—'অভ্যাগত'। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই একটি গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত ; ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণবসেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান হয় না ; তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবা-মাত্রই নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবের অভ্যাগতত্ব ধর্ম্ম থাকে না ; তাহাতে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় বটে, বৈষ্ণবসেবা হয় ন।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

১১। অতিথিসেবা ও বৈষ্ণবসেবায় পার্থক্য কি ? বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোন্‌টি করা কর্ত্তব্য ?

"অতিথিসেবায় ও বৈষ্ণব-সেবায় এই ভেদ যে, **অতিথিসেবাটি,—গৃহস্থধর্ম্ম** এবং **বৈষ্ণবসেবাটি-বৈষ্ণবধর্ম্ম।** যিনি বৈষ্ণব হইয়াও গৃহস্থ, তিনি অবশ্যই অতিথি-সেবা করিবেন ; কেন না, **তিনি গৃহস্থ বলিয়া অতিথিসেবা করিবেন এবং 'বৈষ্ণব' বলিয়া বৈষ্ণব-সেবা করিবেন।"**

—'বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।২

১২। যথার্থ বৈষ্ণব-সেবা কিরূপে হয় ?

"আজকাল 'মহোৎসব' বলিয়া একটি প্রথা চলিতেছে ; তাহাকেই অনেকে বৈষ্ণবসেবা বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ **শুদ্ধ বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব-সেবা হয় না।** শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি অল্প সংখ্যকও হন, তথাপি তাঁহাদের সেবাতেই বৈষ্ণব-সেবা হইতে পারে।"

—'বৈষ্ণবসেবা ও প্রচলিত মহোৎসব-প্রথা', সঃ তোঃ ৪।৫

১৩। বৈষ্ণবের আগমনে ও গমনে কিরূপ ভক্ত্যঙ্গ পালনীয় ?

"'বৈষ্ণব আসিতেছেন' শুনিলে কিছু দূর গিয়া অভ্যর্থনা করিবে ; আর বৈষ্ণব যখন চলিয়া যান, তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে।"

—'শ্রীরামানুজ-স্বামীর উপদেশ'—১৯, সঃ তোঃ ৭।৩

——:ঃ০ঃ:——

একষষ্টিতম বৈভব

ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ইষ্টগোষ্ঠী-সভা কাহাকে বলে ?

"শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। ইষ্ট-শব্দে—অভিলষিত বিষয় এবং 'গোষ্ঠী' শব্দে—সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধ-ভক্তি-পরায়ণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গসমাজ', সঃ তোঃ ১০।১২

২। ভাগবতগণের ইষ্টগোষ্ঠী কয় প্রকার ?

"ইষ্টগোষ্ঠী দুইপ্রকার—আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা (ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ) শ্রীভাগবতাদির পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম-কীর্ত্তনে রত। প্রচার-সময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব, রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারি-ভেদে প্রদান করেন।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১২

৩। কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কাহাকে বলে ?

"দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী বলে।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪। সাধারণের সহিত আলাপ ও ইষ্টগোষ্ঠীতে পার্থক্য কি ?

"সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয় ; ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০'১১

৫। শুদ্ধভক্ত-সম্মেলন অতি দুর্লভ কেন ?

"শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্ট-গোষ্ঠীতে দুই চারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৬। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন স্তর কি কি ?

"যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন, সে-স্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জ্জন-ভজন।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

——::০::——

দ্বিষষ্টিতম বৈভব

প্রচার ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। আচারপ্রিয়, প্রচারপ্রিয় ও আচার-প্রচারপ্রিয় ভক্ত কাঁহারা ?

"বিবিক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয় এবং গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্ব্বদা প্রচার-প্রিয় ; তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়প্রিয়ভাবেই আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎ-স্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্য্য।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

২। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি প্রচার্য্য নহে ?

"মহাপ্রভু সকলকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-ভার দিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। প্রচারে-কিরূপ নীতি অবলম্বনীয়া ?

"অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম-উপদেশ দিবে। যে-স্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সে-স্থলে এমত বাক্য বলিবে না—যাহাতে প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা-প্রচারের জন্য কি প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন ?

"নগরে-নগরে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন্। * * আপনারা হস্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া দ্বারে-দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল-প্রচারে সৎপাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায়, আপনারা অবিলম্বে একটি বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোকদিগকে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত

করিয়া নগরে-নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন।”

—‘শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১১।৩

৫। পূর্ব্বতন, বৈষ্ণববর্গ ও গোস্বামিপাদগণ কিভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও প্রচারণ করিয়াছিলেন? বর্ত্তমান যুগেও কোন্ শক্তিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে?

“পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদেরা কেহ কেহ ভক্তিগ্রন্হ প্রকাশ, কেহ কেহ নানা পদ-পদাবলী, কেহ কেহ বা ধর্ম্মপ্রচার ও হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অনুপম বৈষ্ণবতা দ্বারা বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কাল-প্রভাবে নানা উপধর্ম্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় মহাপ্রভু আবার নিজ-শিক্ষা ও প্রেমবিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুনা অনেকের মন-আকর্ষণ এবং কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।”

—‘বৈষ্ণবসভা তথা বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার’, সঃ তোঃ ২।১

৬। শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংরক্ষণের জন্য কলঙ্কারোপকারী-দিগের প্রতি কি কর্ত্তব্য?

“শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্ম্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে ঐ ধর্ম্ম-পুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ সকল কীট ধর্ম্মপুষ্পের কেবল যে সৌগন্ধই হরণ করিতেছে, এমত নয়; উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, প্রভু-নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়ও বা ঊষর-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছে, কোথায়ও বা অযথা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া অযথা ভূতবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।”

—‘সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য’, সঃ তো ২।৪

৭। বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করা কর্ত্তব্য ?

"বৈষ্ণবধর্ম্মকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাত্ম্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

৮। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুষ্ট-মত নিরসনের জন্য কিরূপ সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন ?

"যদি আপনার দেশে ঐ সকল দুষ্ট-মত থাকে, তাহা হইলে আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত্ত ও বঞ্চক লোকের সহিত যদি মনোবাদও হয়, তাহা হইলে তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন।"

—'সহজিয়ামতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৯। শুদ্ধভক্তি প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তিবিরোধিগণের চরিত্র-বিশ্লেষণ আবশ্যক কি ?

"ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়। সেই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয় লাভ হয় না।"

—'সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য', সঃ তোঃ ২।৪

১০। পৃথিবীর সকল ভাষায় শ্রীচৈতন্যের লীলা লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় কেন ?

"শ্রীচৈতন্য-লীলা সকল ভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয়। অতি-স্বল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সর্ব্বদেশব্যাপী হইয়া একমাত্র উপাস্য-তত্ত্ব হইতেছেন।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৪।৩

১১। শ্রীচৈতন্য-কথা বিস্তার ও তদীয় পদাঙ্কপূত তীর্থোদ্ধারের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কিরূপ আর্ত্তি ছিল ?

"শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ-ঘাটে (যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই খানে) ভক্তগণ একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন ; এই কার্য্যটি যদি হইতে পারে, তাহা হইলে

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভালরূপ প্রচার করা হয়। আবার শুনিলাম যে, শ্রীগয়াক্ষেত্রে যে-স্থলে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফল্গুতীর্থের উপকণ্ঠে একটি সেবা প্রকাশ করিবার জন্য অগ্রস্থ কোন প্রভু-সন্তান বিশেষ যত্ন করিতেছেন। * * এখন কাশীধামে চন্দ্রশেখর-ভবন (যেখানে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন) কোথায় আছে, তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন।"

—'নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

১২। প্রচারকগণ কোন্ সূত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিবেন ?

"প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন ; তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই আজকাল অন্যান্য ধর্ম্মে বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

১৩। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পার্ষদবর্গ কে কিরূপভাবে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন ?

"কলিযুগপাবনাবতার অপার-কৃপা-পারাবার শ্রীমদ্‌গোদ্রুমচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বসিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীনাম ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামীপ্রবর যে নাম-মহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা

অদ্য আপনাদের নিকট আমি গান করিতেছি ; কৃপা-পূর্ব্বক শ্রবণ করত শ্রীহরিনামের মহিমা অনুভব করুন।"

—'নাম-মহিমা', বৈঃ সিঃ মাঃ ৫ম গুটী

১৪। নামহট্টের পত্তনকারী কে এবং তাঁহার আজ্ঞা-টহলটি কি ?

"নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥"

শ্রদ্ধাবান্ জন হে !

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥
অপরাধশূন্য হৈয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম—সর্ব্বধর্ম্ম-সার ॥

—'নাম-প্রচার' (আজ্ঞা-টহল), বৈঃ সিঃ মাঃ ৬ষ্ঠ গুটী

১৫। নামহট্টের মূল-মহাজন, কর্ম্মচারী ও টহলদার পদবীর কার্য্য কি কি ? শুদ্ধ টহল কিরূপে হয় ?

"শ্রীমহাপ্রভু কলি-জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহট্টের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক-মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাসঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে-নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নয়।

টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন—হে শ্রদ্ধাবান্ জন ! আমি তোমার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, তুমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণ ভজন কর ও কৃষ্ণ শিক্ষা কর। * * * হে শ্রদ্ধাবান জন ! নামাভাস

ত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন-দ্বারা-অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। * * * হে শ্রদ্ধাবান্ জন! দশ অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিৎকণ, কৃষ্ণ—চিৎসূর্য্য, জড়জগৎ—জীবের কারাগার। জড়াতীত-কৃষ্ণলীলাই আমাদের প্রাপ্য ধন। * * *

হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। * * * চৌর্য্য, মিথ্যা-ভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীব-হিংসা, কুটীনাটী প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য—সমস্তই অনাচার। সে-সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়া-পূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপাদি তোমার সিদ্ধ-স্বরূপগত নয়নগোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে তুমি ভাসিতে থাকিবে।"

—'নাম-প্রচার (আজ্ঞা-টহল), বৈঃ সিঃ মাঃ, ৬ষ্ঠ গুটী

১৬। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট্ট প্রচারে কিরূপ উদ্যম ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন?

"আমরা বিগত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে উক্ত গ্রামে (আম্‌লাযোড়ায়) উপস্থিত ছিলাম। পূর্ব্ব রাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ঘটিকার সময় গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তন-সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে-সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শতবর্ষের উর্দ্ধ বয়সেও যে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় তাঁহার নৃত্যে এবং মধ্যে-মধ্যে 'নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে

নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে। দয়াল নিতাই আমার জগা'র মার খেয়ে প্রেম দেয় রে।'—ইত্যাদি ধূয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি-লুণ্ঠন-সময়ে তথায় একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাব দর্শন করিয়া এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রু-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নামহট্ট-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেইদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণি-পতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে তদ্দিবসেই প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্ত-সমাজে তৎকালে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু। যে-যে-গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপেই করা কর্ত্তব্য।"

—'আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা', সঃ তোঃ ৪।২

——ঃঃ০ঃঃ——

ত্রিষষ্টিতম বৈভব

রস-কীর্ত্তন ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কৃষ্ণলীলা-গানের প্রণালী কি ?

"গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্ব্বাগ্রে গান করা উচিত ; বিশেষতঃ সাধুদিগের প্রথা এই যে, গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-গান করেন না।"

—'সমালোচনা', সঃ তো ২।৬

২। সাধকের পক্ষে কিরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করা উচিত ?

"যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাদ্যাদিই শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।২

৩। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে সঙ্গীতের পারিপাট্য কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

"শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ,—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিনজনেই পারদর্শী। তিনজনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৪। 'মনোহরসাহী', 'গরাণহাটী' ও 'রেণেটী' গানের প্রচলন কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

"শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'মনোহরসাহী' গান। শ্রীনরোত্তমদাস রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম 'গরাণহাটি' গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে 'রেণেটী' গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে—'প্রভু' পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে—'ঠাকুর' পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে—'প্রভু' পদ দিয়াছিলেন।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৫। মহাজন-পদে অরসজ্ঞ ব্যক্তির অক্ষর সংযোগ করা অনুচিত কেন?

"মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬। রস-কীর্ত্তন-ব্যবসায়ীর মূল্য কতদূর ও তাহার কীর্ত্তন কি বৈষ্ণবের শ্রোতব্য?

"ইহারা (ব্যবসাদার লীলা-রস-গায়কগণ) সকলেই নামে রসিক-মাত্র; তাহারা রসবোধ-শূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাষী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিণী, রংঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খ লোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খ লোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৭। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনধিকারীর পক্ষে যে রসকীর্ত্তন নিষিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কিরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছেন?

"জগতে অধিকাংশ মনুষ্যই বিকৃত ; তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত' দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়াই উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব-মাত্র উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রস-গান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত-ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৮। দেহারামী ব্যক্তি অপ্রাকৃত-লীলার কথা শ্রবণে কি গতি লাভ করেন?

"যে-সকল ব্যক্তি স্থূল দেহগত সুখকে বহুমানন করত চিন্ময় দেহগত এইসকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না ; কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া-ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

——ঃঃ০ঃঃ——

চতুঃষষ্টিতম বৈভব

ভক্তি-প্রাতিকূল্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভক্তির অনুকূল বিষয় স্বীকার ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনে দৃঢ়তার আবশ্যকতা কি ?

"ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্ন আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক-সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে ; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তা-পূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১৷৫

২। 'প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন' কাহাকে বলে ?

"'ভগবদ্ ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত কিছুই ভোজন করিব না, ভগবদ্-ভাগবতরূপ মন্দির ও স্থানাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদ-গন্ধ ব্যতীত আর কিছুর ঘ্রাণ লইব না, ভগবদ্-ভাগবত-কথা ব্যতীত আর কোন কথা শুনিব না, হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট শরীরকে ভগবদ্-ভাগবত-সম্বন্ধশূন্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত কিছুই ধ্যান, বিচার ও আস্বাদন করিব না, তদ্বিষয় ব্যতীত অন্য কাব্য-গীতাদি বলিব না'—এইরূপ সঙ্কল্পই প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪৷৭

৩। প্রাতিকূল্যবর্জ্জনকারীর প্রতিজ্ঞা কি ?

"তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ-সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥"

—শঃ

৪। কিরূপ লোকের সঙ্গত্যাগ বিধেয় ?

"যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই ; সেরূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬৷৭

৫। দুঃসঙ্গ ও সুসঙ্গ নির্দ্ধারণের বিচার কি ?

"ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী—উভয়ই 'দুঃসঙ্গ', ভগবৎসাম্মুখ্য-প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তিও 'সুসঙ্গ' বলিয়া জানিতে হইবে।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৬। কাহাদের সঙ্গকে 'সৎসঙ্গ' বলা যায় ?

"ধন, পাণ্ডিত্য, জাতি বা বর্ণ ইত্যাদি যতই থাকুক, তৎসম্পন্ন বহির্ম্মুখ-লোকের সঙ্গ সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে এবং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিরই সঙ্গ করিবে। চারি প্রকারে পরিদৃশ্য হইয়া অনেকে কৃষ্ণোন্মুখ বলিয়া পরিচয় দেন ; তন্মধ্যে **যাঁহারা সরল ও নিষ্কপট, তাঁহারাই সৎসঙ্গ।** চারি প্রকার এইরূপ—(১) কর্ম্ম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ ভক্ত, (২) কর্ম্ম-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ পক্কযোগী, (৩) অপক্কযোগী, (৪) তত্তৎবেশধারী।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৭। অসৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের ফল কি ?

"অসৎজনের সঙ্গ করিলে ঘোর-সংসাররূপ-ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কেই বা সৎ—এ বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

৮। বিষয়ী ও মায়াবাদী—ইহারা কি কৃষ্ণভক্ত ?

"বিষয়-বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥"

—শঃ

৯। মায়াবাদী ও বিষয়ীর মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্লাঘ্য ?

"সে দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥"

—শঃ

১০। ব্যবহারিক কার্য্যে বহির্ম্মুখগণের সঙ্গ কতটুকু করা যায় ?

"ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না ; ব্যবহারিক

কার্য্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে, সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না।”

—‘তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন’, সঃ তোঃ ১১৷৬

১১। কি চিত্তবৃত্তিতে সঙ্গ হয় ?

“অসতের প্রতিদান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবেই ‘অসৎসঙ্গ’ হইয়া পড়ে। অসৎ ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ় কথার জল্পনা করিবে না; গূঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক-বার্ত্তা-মাত্র করিবে ; হৃদয়ের সহিত প্রীতি তখন না করাই ভাল।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১৷১১

১২। বহির্ম্মুখগণের সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃভাব কি নিন্দনীয় নয় ?

“কোন সভায় একত্র উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে একত্র নদী-পার হওয়া, এক-ঘাটে স্নান করা বা এক-বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে ‘সঙ্গ’ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃভাব-সহকারে ব্যবহার করার নামই ‘সঙ্গ’। বহির্ম্মুখ-জনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।”

—চৈঃ শিঃ ৩৷৩

১৩। ভক্তি-প্রতিকূল ষড়্বেগ সাধকের কি অনিষ্ট করে ?

“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদিত হইয়া, বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকর বচনের প্রয়োগের দ্বারা, মানসের বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথের দ্বারা, ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়-বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা, জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্বিধ রস-লালসার দ্বারা উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন-প্রয়াসের দ্বারা,

উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-লালসার দ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে ; সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না।"

—পাঃ পঃ বৃঃ ১

১৪। স্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগাদির সুখ নিত্য,—না অনিত্য ?

"স্ত্রী-সম্ভোগ, আহার, গাত্রমার্জ্জন, অনুলেপন, সুগন্ধি-সেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য, ভোগ হইবামাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপায়ী ও বেশ্যাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দন-কানন, উর্ব্বশী-মেনকাদি অপ্সরার নৃত্য ও ভোগ এবং অমৃত পানেই বা কি নিত্য-সুখ আছে ? সেই সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা-মাত্র।"

—তঃ সূঃ ২৭ সূঃ

১৫। দ্রব্যাসক্তি ভক্তির বিঘ্নকর কেন ? উহা কিরূপে দূরীভূত হয় ?

"দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে, ব্যবহার্য্য-দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ-শরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ-পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন-কোন-লোকের ধূম্র-পানে, তাম্বূল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদকবস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদাদিতে আদর করে না। ধূম্রপানে মুহুর্মুহু স্পৃহাদ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি-আস্বাদন এবং দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহুযত্ন-পূর্ব্বক সেই সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐসকল দ্রব্য আসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ-চেষ্টার দ্বারা ঐসকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করা চাই। ভগবদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচারণের দ্বারা ঐসকল দূরীভূত হইয়া থাকে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১৬। ভোগ্যদ্রব্য-সঙ্গ কি কি? অনুকল্প-বিধানে কোন্ কোন্ দ্রব্যের সঙ্গত্যাগ ও সঙ্কোচ করিবার বিধি আছে? কিরূপে দ্রব্যসঙ্গ-ত্যাগ হইতে পারে?

"ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্যই প্রাণ-রক্ষক এবং মৎস্য, মাংস, তাম্বূল, মাদক-দ্রব্য, তাম্রকূটাদির ধূম্রপান—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে—ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। (ব্রতদিনে) যতদূর সাধ্য প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানানুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্য সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয়—'কষ্টে-সৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করিয়া আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব', তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না; কেন না, ক্রমে-ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে।"

—'সঙ্গত্যাগ, সঃ তোঃ ১১।১১

১৭। কোন্ ব্যক্তি অদর্শনীয়? কাহাদের সঙ্গ বিধেয়?

"গুরুর প্রতি অপরাধী ক্রূর ব্যক্তিগণকে কখনও দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ, এরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গ করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ'—৪৯, সঃ তোঃ ৭।৪

১৮। বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রতি মহাভাগবতের ব্যবহার কি?

"বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতি-বিনোদ না সম্ভাষে' তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি।।"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৭

১৯। ভক্তির প্রতিকূলাচরণকারীর প্রতি শরণাগতের ব্যবহার কি?

"বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥"

—শঃ

২০। লোকাপেক্ষায় সত্যে ঐকান্তিকতা পরিত্যাগ করা কি উচিত?

"বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানা-স্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

২১। কাহাদের সহবাস উচিত নহে? বিষয়াতুরগণ যদি বৈষ্ণব-চিহ্নধৃক্ হ'ন, তবে তাহাদের সঙ্গ কি বিধেয়?

"দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ', ৪৬ সঃ তোঃ ৭।৪

২২। জড়বিদ্যায় অনুরাগ ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

"জড়-বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

—শঃ

২৩। ভক্তি-প্রতিকূল ও ভক্তির অনুকূল বিদ্যাকে কিরূপভাবে বর্জ্জন ও বরণ করিতে হইবে?

"ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী-কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ।"

—কঃ কঃ 'উপদেশ'—১০

২৪। বিজ্ঞব্যক্তি কি বৃদ্ধকালের জন্য হরিভজন স্থগিত রাখেন ?

"জীবন-সমাপ্তিকালে, করিব ভজন,
এবে করি গৃহ সুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥"

—কঃ কঃ 'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি— ৪

২৫। ভক্তগণেয় জীবনযাত্রার বিধি কি ? আধিক্য ও ন্যূনতায় কি অসুবিধা হয় ?

"ভাল-ভাল ভোগ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। আবার উপযুক্ত-রূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীরের রক্ষা হইবে না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৭

২৬। দেবতান্তরের নিন্দা ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

"অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ ; * * * তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন,—কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে যে-সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয়, সে-সমুদয়কে সম্মান করিবেন ; যেহেতু তত্তল্লিঙ্গদ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্‌ভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, অকিঞ্চনতা-বুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া যায়,—চিত্ত আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকে না।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৭। বৈষ্ণব-চিহ্নধৃক্ ও বৈষ্ণবাভিমানী কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যজ্য ?

"বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব-অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে,—

(১) যাহারা কেবল ধূর্ত্ততা-পূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে। (২) কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাঁহারা বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। (৩) অর্থ-লোভে, প্রতিষ্ঠা-লোভে বা কোনপ্রকার ভোগ-লোভে যাহারা বৈষ্ণব-পক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।২

২৮। মায়াবাদীর সঙ্গ কি কর্ত্তব্য ?

"মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্ত্তব্য নয়।"

—'ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৪৭

২৯। মায়াবাদীতে ভাব-বিকার দৃষ্ট হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে না ?

"মায়াবাদীর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি ?' সঃ তোঃ ৫।১২

৩০। ভক্তিবহির্ম্মুখগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?

"তব কই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সবু বঞ্চক, তুয়া ভক্তিবহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥
বৈমুখ বঞ্চনে, ভটসো সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দুরতঃ ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকত-চরণ করি' সার।

—শঃ

৩১। বহুজন-সাধ্য ধর্ম্ম-কার্য্য ভক্তি-প্রতিকূল হইলে তৎসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ?

"বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে-কার্য্যের উদ্যম করা শ্রেয়ঃ নয় ; কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩২। সাধক কি মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে পারেন ?

"মদ্য, গাজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত' কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয় ; এই সকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তামাকের ধূম্রপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয় ; এমত কি, তাহার জন্য অসৎসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩৩। উত্তম ভোজনাদি ও আসব-পানাদিতে লোভ অথবা পাপ-জনক ও পুণ্যময় বস্তুতে আসক্তি বা ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

"ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন ও ধূম্র-আসবাদি সেবায় যে লোভ থাকে, সেই লোভ দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোক পরিত্যাগ করিবেন। পাপ-বস্তুতেই হউক, বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর লোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

৩৪। বিষয়ি-লোকের মনস্তুষ্টি-সাধনার্থ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে কি ?

"কেবল সংসারী-লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের উদয় হইবে, তাঁহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ-ঢেউতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেই সকল সংসারী লোকের নির্দ্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল।

কিন্তু তাহাদিগের **মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ** কথা স্বীকার করা অতীব অন্যায়।"

—'শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১১।৩

৩৫। জিহ্বা-লালসা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

"জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট।" —'ধৈর্য্য', সঃ তো ১১।৫

৩৬। দ্যূতক্রীড়া কি কি ? তাহা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

"যে-স্থলে অপ্রাণী বস্তুর দ্বারা ক্রীড়া হয়, তাহাই দ্যূতক্রীড়া-স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশ-পঁচিশ, বাঘবন্দীরূপ যতপ্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সকল স্থানকে 'দ্যূতক্রীড়া'-স্থান বলা যায়। অধুনাতন 'লটারী' গৃহকেও দ্যূতক্রীড়া স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যূতক্রীড়া-স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অর্থ-লাভের জন্য বিষম কলহ ও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে, সে-সকল স্থানে অনেকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গের নাশ হইতেছে। এই সকল ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহ-প্রিয়তা লাভ করে ; তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পারে না।"

—'কলি', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।১

৩৭। পশু-পক্ষী-পালন কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

"পশু-পক্ষীর প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না।"

—'ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৩৭

৩৮। 'মাৎসর্য্য' কাহাকে বলে ? মাৎসর্য্য ও প্রেম কি পরস্পর বিরোধী ?

"পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম—'মাৎসর্য্য'। 'মাৎসর্য্য' ও 'প্রেম'—পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই এবং যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৩৯। 'মাৎসর্য্য' সকল রিপুর প্রধান কেন ?

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটী মাৎসর্য্যের অন্তর্ভূত। ক্রোধে কাম আছে, লোভে ক্রোধ ও কাম আছে, মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে, মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে এবং মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে।"

—'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

৪০। বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্ম্মৎসর-ধর্ম্ম কেন ?

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবারূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য্য আর একদিকে অবস্থিতি করে।"

—'মাৎসর্য্য', সঃ তো ৪।৭

৪১। জীবের মুক্তি ও বন্ধন কি ?

"নির্ম্মৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন।"

—'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

৪২। মৎসর ব্যক্তি কি জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ও তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারে ?

"যিনি পরসুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া, করেন না, ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরলভাবের উদয় হয় না, বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গজনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে। যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই 'তৃণাদপি'-শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।"

—'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

৪৩। কপটী কি ধার্ম্মিক হইতে পারেন ?

"কাপট্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না ; ধর্ম্মের ছলে পাপ আচরণ করিয়া জগদ্‌বঞ্চক হইয়া পড়ে।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

৪৪। ভগবদ্ভক্তের কি অন্যাভিলাষে দিনপাত করিবার সময় আছে ?

"নিজ-নিজ ঐহিক-লাভে পরিতুষ্ট থাকিয়া পরমার্থে অবহেলা

এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের হানিজনক কার্য্যে দিনপাত করিবার আর অবসর নাই।"

—'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপাঠক' সঃ তোঃ ৯।১২

৪৫। শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কি?

"যাহাতে তোমার পাদসেবা-সুখ-নাই।
সেই বর প্রভো, আমি কভু নাহি চাই॥"

—শঃ

৪৬। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের তর্ক কি ফলদায়ক নহে?

"নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ-মাত্র। চিত্তের বল ক্ষয় ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৭। ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় তর্কস্পৃহা থাকা উচিত কি?

"ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা তর্ক হইয়া না পড়ে,—এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।"

—'প্রজল্প' সঃ তোঃ ১০।১০

৪৮। শুষ্কতর্কে শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝা যায় না কেন?

"শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গভীর সাগর।
মোচা-খোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর॥
তর্ক করি' এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা, কিছুই না পায়॥"

—নঃ মাঃ, ২য় অঃ

৪৯। পরছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যাজ্য কেন?

"পরদোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে; তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫০। পরচর্চ্চা ভক্তিপ্রতিকূল কেন?

"অকারণ পরচর্চ্চা করা—অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন-কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনও স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনুকূল অনেক কথা আছে, তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষ হয় না।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫১। গ্রাম্য সংবাদপত্র-পাঠ ভক্তি-প্রতিকূল কি?

"সংবাদপত্রে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। **তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা** তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহাই পাঠ্য হয়।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫২। বহির্ম্মুখ লোকের সহিত গল্পকারী বা গ্রাম্য উপন্যাস পাঠক কি রূপানুগ ভক্ত হইতে পারেন?

"গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্র পান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫৩। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থভক্ত কি গ্রাম্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারেন?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাম্য-কথা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য; কিন্তু গৃহী-বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫৪। মূল-বিধি কি? উন্নতিকালে পূর্ব্ববিধি-নিষ্ঠা-ত্যাগপূর্ব্বক পরবিধি অবলম্বন না করিলে কি দোষ উপস্থিত হয়?

"কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনও কর্ত্তব্য নয়—এই মূল নিষেধ হইতেই সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূলবিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতিকালে পূর্ব্ব-বিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৫৫। পত্নী ভক্তিসাধনের প্রতিকূল হইলে তৎসঙ্গ কর্ত্তব্য কি?

"পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধ হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত,—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়।"

'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫৬। গৃহস্থের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক অর্থ সংগ্রহ ভক্তি-প্রতিকূল কি?

"গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তো ১০।৯

৫৭। গৃহস্থের শোকাদিতে অভিভূত হওয়া কি ভক্তিপ্রতিকূল?

"গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড়ই শোক হয়, কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই-সেই অবস্থা ঘটনাক্রমে উপস্থিত হওয়াতে শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্পকালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫৮। সাধকের পক্ষে শোক-ক্রোধাদি পরিত্যাজ্য কেন?

"শোক-ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন। নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫৯। শোক-মোহাদির দ্বারা কি অনিষ্ট হয়?

"আত্মীয় বিয়োগে শোক-মোহাদি করিলে কৃষ্ণ সেই হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হন না।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার' শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭০, বঙ্গানুবাদ

৬০। সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক হইলে কি অশুভ হইতে পারে ?

"সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা স্বল্পই হওয়া স্বাভাবিক ; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়।"

—'বিষয় ও বৈরাগ্য', সঃ তোঃ ৪।২

৬১। কোন দ্রব্যাভাবে গৃহত্যাগীর শোকাভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য কি ?

"গৃহত্যাগীর কাঁথা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষাদ্রব্য না থাকিলে অথবা কোন পশু বা মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহা হৃত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তো ১১।৬

৬২। গৃহত্যাগীর কোনরূপ স্ত্রীসম্ভাষণ সমর্থন-যোগ্য কি ?

"গৃহত্যাগী-পুরুষের কোন প্রকারেই স্ত্রীসংস্পর্শ বা স্ত্রীসম্ভাষণ হইতে পারে না ; হইলেই ভক্তিসাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৬৩। বৈরাগীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ কি কি ?

"স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করতঃ যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা, সকলই গ্রাম্য কথা-বার্ত্তা। তাহা বৈরাগী বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা—ইহাও বৈরাগীর উচিত নয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ৬।২৩৬, ২৩৭

৬৪। কি কি প্রয়াস ভক্তি-প্রতিকূল ?

"জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ সমস্তই তামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াসের দ্বারা ভজন নষ্ট হয়।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

৬৫। যে-কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা কি ভক্তির অনুকূল ?

"সদ্‌গুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করা উচিত নয়।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৬৬। অসদ্‌গুরু ও অসচ্ছিষ্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ না করিলে ভক্তির কি প্রাতিকূল্য সাধিত হয় ?

"গুরু-শিষ্যের নিত্য-সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। **গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন ;** না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব।"

—নামাপরাধ, 'গুর্ব্ববজ্ঞা' হঃ চিঃ

৬৭। কি কি কারণে দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য ?

"দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। * * * দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরু-বরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া যাইতে পারেন—এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" —জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৬৮। ভারবাহিত্য ও কাপট্য কি ? তাহা ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

"যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা—লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী ; কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থ-সঞ্চয়কে উদ্দেশ করে, তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়-লিঙ্গ ও উদাসীন-লিঙ্গদ্বারা তাঁহারা জগৎকে বঞ্চনা করে।"

—কৃ সং ৮।১৩

৬৯। অপরিপক্কাবস্থায় কৃত্রিমভাবে বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিলে কি অসুবিধা হয় ?

"অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত রাগমার্গে প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়-বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলেন ; তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন।"

—কৃঃ সং, ৮।২১

৭০। মথুরাগত, দ্বারকাগত ব্রজগত প্রতিবন্ধক-সমূহ ভজনের প্রতিকূল কি ?

"যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ-সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। * * * যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা মাথুর দোষ-সকল বর্জ্জন করিবেন ; যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষ-সকল দূর করিবেন ; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধক-সকল বর্জ্জন করত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।"

—কৃঃ সং, ৮।৩০-৩১

৭১। ধ্যানাদি প্রেমোদয়ের অনুকূল না হইলে কি অনর্থ উৎপন্ন হয় ?

"ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়-চিন্তা দূর হইয়া যায়, অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। 'আমি ব্রহ্ম'—এই বোধটী যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপাদন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে।"

—প্রেঃ প্রঃ, ১ম প্রঃ

৭২। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি কিরূপ বিধি পালনীয় ?

"গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণ-পূর্ব্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—১৫, সঃ তোঃ ৭।৩

৭৩। নাম-মাহাত্ম্যকে যাহারা অতিস্তুতি জ্ঞান করে, তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে ?

"নামে যে-সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাঁহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী-স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই, সেখানে অন্য পবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে, তবে মানস-স্নান করিয়া আত্মশুদ্ধির বিধান করিবে।"

—'নামে অর্থবাদ', হঃ চিঃ

৭৪। নামাপরাধিগণের সঙ্কীর্ত্তনে শুদ্ধবৈষ্ণব কি যোগদান করিবেন ?

"যে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ত্তন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৭৫। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকর বাদ্যযন্ত্রাদি সঙ্কীর্ত্তনে ব্যবহার করা কি ভক্তির অনুকূল ?

"খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্র-সকল কীর্ত্তনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তি-দেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যেও তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি।"

—'কলিকাতায় কীর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৩

৭৬। অপক্ক ভেকধারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক কেন ?

"ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, ইহাতে কলির কোনপ্রকার দুষ্টকার্য্য আছে।"

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

৭৭। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি সঞ্চয় কর্ত্তব্য ?

"গৃহত্যাগী সাধ সঞ্চয়-মাত্রই করিবেন না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৭৮। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি মঠ, আখড়া প্রভৃতি আরম্ভ ভক্তির অনুকূল ?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ-আখড়া ইত্যাদি করিবেন না, তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৭৯। গৃহত্যাগীর স্থূল ভিক্ষা কি ভক্তির অনুকূল ?

"গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূল ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৮০। গৃহত্যাগীর রাজা, বিষয়ী ও স্ত্রীদর্শন কি সেবানুকূল ?

"গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা, প্রভৃতি বিষয়ী-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৮১। গৃহত্যাগীর কি স্বগ্রামে বাস করা উচিত ?

"সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজ-গ্রামে বাস করিবেন না।"

৮২। গৃহত্যাগীর স্ত্রী-সম্ভাষণ দূষণীয় কেন ?

"গৃহত্যাগী নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ—বিপুল পতনের হেতু।"

—গৌঃ সমঃ স্তঃ ৬২

৮৩। দুষ্টগুরুর উপদেশে যাহারা অপক্কাবস্থায় রাগমার্গ অবলম্বন করে, তাহাদের গতি কি ?

"দুষ্ট গুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐসকল উপদেশ-মত উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন। যেহেতু ঐসকল আলোচনায় আর গম্ভীর রাগের

লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশক্রমে তাঁহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন।"

—কৃঃ সং ৮।১৫

৮৪। সমস্ত পাপের মূল কি?

"পরের উন্নতি সহিতে না পারার নামই—মাৎসর্য্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৫। স্ত্রী-লাম্পট্যটি কি?

"স্ত্রী-লাম্পট্য একটি বৃহৎ পাপ।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৬। প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যকে কি বলিয়া জানিতে হইবে?

"প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যক্রমে মানবের কার্য্য-সকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৭। জাগতিক শান্তি বা অশান্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গৃহত্যাগ কি শাস্ত্রানুমোদিত?

"অনেকে গৃহে কষ্ট বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাত-প্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সে-কার্য্যটি পাপ-কার্য্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৮। 'পাপ' কি কি নামে পরিচিত?

"গুরুতা ও লঘুতা-অনুসারে 'পাপ', 'পাতক', 'অতি-পাতক' ও 'মহাপাতক' প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন নাম হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৯। জাড্য ও আলস্য কি শ্লাঘ্য?

"জাড্য বা আলস্য পাপ-মধ্যে পরিগণিত, জাড্যশূন্য পুণ্যবানের কর্ত্তব্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

——ঃঃ০ঃঃ

পঞ্চষষ্টিতম বৈভব

অন্যাভিলাষ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জড়-আশার কি সীমা আছে? উহা কি শান্তিদায়িনী?

"আশার ইয়ত্তা নাই. আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কন্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়' যত, আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

২। কামিজনের অন্নপূর্ণা-পূজায় কি বিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশ আছে?

"ভাবিজন্মে প্রচুর অন্ন পাইবার আশায় যে-সকল স্ত্রীলোক অন্নপূর্ণার পূজা করে, তাহাদের 'বিষ্ণুপ্রীতি-কাম' বলিয়া সংকল্পটি কেবল বাক্য মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ৮। উপসংহার

৩। অন্যাভিলাষী বহির্ম্মুখ-জন কয় প্রকার?

"বহির্ম্মুখ জন ছয় প্রকার, যথা—(১) নীতিরহিত ও ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি; (২) নৈতিক অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি; (৩) সেশ্বর নৈতিক—যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন; (৪) মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত); (৫) নির্ব্বিশেষবাদী; ও (৬) বহ্বীশ্বরবাদী।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪। নীতিহীন নিরীশ্বরের জীবন কিরূপ?

"যাহারা নীতি নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম-পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেচ্ছার ঘটিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৫। নিরীশ্বর নৈতিকের চরিত্র কি বিশ্বাসযোগ্য?

"নিরীশ্বর-নৈতিক সুবিধা পাইলে স্বার্থের নিকট নীতিকে যে বলি-

দান না করিবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায় ? তাহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাহাদের মতের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষিত হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৬। সেশ্বর-কর্ম্মী কি যথার্থই ঈশ্বরভক্ত ?

“তৃতীয় শ্রেণীর বহির্ম্মুখ লোকেরা ‘সেশ্বর কর্ম্মী’ বলিয়া অভিহিত হন। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা নীতির মধ্যে ঈশ-কৃতজ্ঞতাকে একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এক শ্রেণীর। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাঁহাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—ইহা প্রথম শ্রেণীর সেশ্বরকর্ম্মীদিগের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বরকর্ম্মিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য-সকল করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না ; এই মতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটী পান্থ-সম্বন্ধ-মাত্র,—নিত্য নয়।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৭। মিথ্যাচারী কয় প্রকার ?

“মিথ্যাচারিগণ—চতুর্থ প্রকার বহির্ম্মুখ-মধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ—বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৮। বৈড়ালব্রতিকগণের স্বভাব কি এবং তাহাদের অনুগমনকারীর ফল কি ?

“বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অধর্ম্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্ব্বোধ লোক বাহিরে তাহাদের দর্শন-পূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে (বাহিরে) দিব্য-বৈষ্ণব-চিহ্ন, সর্ব্বদা ভগবন্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা—এ সমস্ত লক্ষণই

উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় এবং গোপনে কনক-কামিনী-সংগ্রহ-চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের 'অন্তরঙ্গ' ভাব।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৯। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি আছে ?

"ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত ॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে ॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

১০। শুদ্ধভক্তিতে অন্যাভিলাষাদির স্থান আছে কি ?

"শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না—কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সেব্য-ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম তত্তৎস্বরূপে থাকিতে পারে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৯।১৬৮

——::o::——

ষট্‌ষষ্টিতম বৈভব

কর্ম্ম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

"কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও বাহিরে কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য,—যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়। স্বার্থপর কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

২। বিষ্ণুর উদ্দেশ থাকিলেও ইষ্টাপূর্ত্তাদিতে কি সাক্ষাৎ চিৎ-প্রবৃত্তি আছে ?

"বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই।"

—'নাম-মাহাত্ম্য সূচনা', হঃ চিঃ

৩। 'অদৃষ্ট' কাহাকে বলে ?

"সকল-জীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন ; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই 'অদৃষ্ট' বা 'কর্ম্মফল' বলে। পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব চেষ্টা হয়।"

—ব্রঃ সং, ৫।২৩

৪। কর্ম্ম-জ্ঞানের মালিন্য শোধিত হয় কিরূপে ?

"কর্ম্মের কাম্যফল নিরসন দ্বারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থে অর্পিত হইলে সেই কর্ম্ম ভক্তিশোধিত হয়। মোক্ষে বিতৃষ্ণা উৎপাদন পূর্ব্বক ভগবৎসেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তিশোধিত অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব-বোধাদি ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ত্ব-বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোধিত হয়।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৫। আস্তিকদিগের ভাগ্য কি অবিচারিত ?

"নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ্য—জীবেরই কর্ম্মানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

৬। কর্ম্মে কাহার কিরূপ কর্ত্তৃত্ব আছে ?

"জীব যে কার্য্যটী করেন, তাহাতে তাহার মূল-কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে, প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাহার গৌণ-কর্ত্তৃত্ব এবং ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূল কর্ত্তৃত্ব কখনও লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করেন, সে-সকলই ফলোন্মুখ হইলে 'ভাগ্য' নামে অভিহিত হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৮ম পঃ

৭। কর্ম্ম অনাদি কিরূপে ?

" 'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই 'অবিদ্যা'; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম—অনাদি।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৮। ভক্তি ও ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মে পার্থক্য কি ?

"কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্মের নামই ভক্তি, আর যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৯। কর্ম্ম কোন্ অবস্থায় ভক্তিতে পরিণত হয় ?

"কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিনটি অবস্থা হয়—অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা, কর্ম্মার্পণাবস্থা ও কর্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন

অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিচর্য্যারূপ ভক্তি হইয়া পড়ে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

১০। কর্ম্ম ও জ্ঞান কি ভক্তিপ্রদা সুকৃতি ?

"কর্ম্ম ভক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে ; ব্রহ্মজ্ঞানপ্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে, এইজন্যই ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বলা যায় না।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

১১। বেদশাস্ত্র কোন্‌টিকে ভগবল্লাভের নিরাপদ উপায় বলিয়াছেন ?

"বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেক প্রকার উপায়ের কথা স্থানে-স্থানে লিখিয়াছেন ; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোল্‌তারূপ কর্ম্ম-কাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞান-কাণ্ডস্বরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগররূপ যোগগত কৈবল্য, আবার কোন দিকে রক্ষিত-ধনের পাত্র অল্প পরিশ্রমেই হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২০।১৩৫

১২। কর্ম্মী কি ভগবৎসেবক ?

"প্রথম সঙ্গতিতে (স্বসুখপ্রয়োজক কর্ম্মসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্‌কেও 'কর্ম্মাঙ্গ' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য-লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দ্দোষ নয় ; তাঁহাদের জীবনে ভগবানের সাধন-স্ফূর্ত্তি নাই—বিধির অধীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে 'কর্ম্মী' বলে।

—চৈঃ শিঃ, ৮। উপসংহার

১৩। কর্ম্মদ্বারা কি কর্ম্মক্ষয় হয় ? কর্ম্মের সার্থকতা কোথায় ?

"যাহা দ্বারা মানবগণের রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাই রোগ-নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনও ভাল হয় না। কর্ম্মকাণ্ড

সমস্তই জীবের সংসার-রোগের হেতু ; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক বা ঈশ্বরাপিত ভাবেই হউক, কখনও সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপন্ন করিবে না। কর্ম্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলেই কর্ম্মস্বরূপ-বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎপরিতোষোপযোগী কর্ম্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধজ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্ম্মই ভক্তি-যোগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিযোগগত কৃষ্ণসংসারাশ্রিত কর্ম্ম সকল করিয়া ভগবৎশিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয়।"

—'শ্রীমঃ শিঃ, ১০ম পঃ

১৪। কর্ম্মীদিগের কৃষ্ণপূজা ও ভক্তের কৃষ্ণপূজায় পার্থক্য কি ?

"বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গসাধনে দুইটি তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠা-ভেদ মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণের পূজা করিয়া চিত্তশোধন ও মুক্তি অথবা রোগ-শান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজার দ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী-ব্রতে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের দ্বারা হরিভক্তির বৃদ্ধি হয়। দেখ, কত ভেদ!"

—'জৈঃ ধঃ, ৫ম অঃ

১৫। বহির্ম্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব সংসারে ভেদ কি ?

"বহির্ম্মুখ সংসার ও বৈষ্ণবসংসারে কেবলমাত্র একটি নিষ্ঠা-ভেদ আছে, আকৃতিভেদ নাই। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থ-সংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ নির্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে ; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য্যফল আত্মসাৎ করেন

না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা জনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।২

১৬। সাধুনিন্দা-নামাপরাধ কখন উদিত হয় ?

"কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্তসাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়; সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১৭। পাপ-পুণ্য কি আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম ?

"পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক; আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য এবং যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই পাপ।"

—কৃঃ সং ১০।২

১৮। বিবাহবিধি কাহাদের পক্ষে পুণ্য কার্য্য ?

"অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য।"

—'কৃঃ সং ১০।৩

১৯। তীর্থযাত্রার অবান্তর ফল কি ?

"তীর্থযাত্রার দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদিও সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনাদের চিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন; যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।"

—'চৈঃ শিঃ, ২।২

২০। স্বরূপগত ও সম্বন্ধগত পুণ্য কাহাকে বলে ?

"ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, আর্জ্জব ও প্রীতি—ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে স্বরূপগত পুণ্য এইজন্য বলি, যেহেতু ঐ সকল

পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া 'পুণ্য' নাম প্রাপ্ত হয়,—এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে; সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই।"

—'চৈঃ শিঃ, ২।২৩

২১। কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে পাপপুণ্যের বাসনা থাকে কি?

"কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্মালোচনারূপ কার্য্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপ-পুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মূল-স্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে; মাঝে মাঝে যদিও ভ্রষ্ট 'কই-মৎস্যে'র ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে।"

—কৃঃ সং, ১০।২

২২। প্রায়শ্চিত্ত কয়প্রকার ও কি কি? কোন্ প্রায়শ্চিত্তের কি ফল?

"প্রায়শ্চিত্ত তিনপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। **কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত**; অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। **অনুতাপকার্য্য** দ্বারা **জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত** হয়। জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত-ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত **অবিদ্যার নাশ হয় না**। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি **কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা** পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে। অতিসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।"

—কৃঃ সং, ১০।২

২৩। বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগী স্বেচ্ছাচারিগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ কেন?

"কিছুদিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করত ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করত পতিত হইয়া পড়ে ; তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।'

—চৈঃ শিঃ, ২।৫

২৪। দুর্জ্জাতিত্ব-দোষ কিরূপে যায় ?

"দুর্জ্জাতিত্বদোষ—প্রারব্ধকর্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

২৫। কি উপায়ে পাপবীজ দূর হয় ?

"চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি-কর্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে ; কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা, তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয় ; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারাই দূরীভূত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

২৬। অপবিত্রতা কয়প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি ?

"অপাবিত্র্য—শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক, বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিনপ্রকার—দেশগত অপাবিত্র্য, কালগত অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে—সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণ-বশতঃই সেই-সেই-দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞান-লাভ, অন্য দেশের মঙ্গলবিধানের জন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশল দ্বারা উদ্ধার বা ধর্ম্মপ্রচার—এইপ্রকার কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশ-গমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেইদেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছ-

দেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়েন।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

২৭। চিত্তের অপাবিত্র্য কিরূপ ?

“ভ্রম ও মাৎসর্য্য দ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়; তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

——ঃঃ০ঃঃ——

সপ্তষষ্টিতম বৈভব

জ্ঞান ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জ্ঞানের স্বরূপ কি ?

"জ্ঞানও সাত্ত্বিক কর্ম্মবিশেষ।"

—গীঃ রঃ রঃ ভাঃ, ৩।২

২। কিরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তের স্বীকার যোগ্য ?

"জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নয় ; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে ; কিন্তু ভক্তি সুকুমার স্বভাবা, অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৩। জিজ্ঞাসা থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধজ্ঞান হয় কি ?

"সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্র করিলে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে 'প্রাকৃত-জ্ঞান' বলা যায়। সেই প্রাকৃত-জ্ঞানের অবিকৃত মূল-জ্ঞানকে 'অপ্রাকৃত জ্ঞান' বলা যায়। বিকৃত-অবস্থায় অপ্রাকৃত-জ্ঞানই 'প্রাকৃত জ্ঞান'। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—সমস্তই প্রাকৃত। সেই জ্ঞান সমাধিযোগে লুপ্ত হইয়া অবিকৃত-জ্ঞানকে উদয় করায় ; তজ্জ্ঞানের নামই—'বিজ্ঞান'। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ্জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আস্বাদন-কালে ভক্তি উদয় হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

৪। বৈষ্ণবগণ কিরূপ জ্ঞানকে নিন্দা করেন ?

"বৈষ্ণব-মহাত্মগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধ জ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেই স্থানেই জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া

যদি বলা যায় যে, মানুষ কি 'পাজি', তখন মনুষ্য-মাত্রকেই পাজি বলা হয় না, কেবল চোরকেই 'পাজি' বলা যায়।"

—'সমালোচনা,' সঃ তোঃ ১১।১০

৫। ভক্তিশাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞানের নিন্দা আছে ?

"ভাবভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ঐক্য-বিবেচনাতেই অশুদ্ধ জ্ঞানসকলকে 'জ্ঞান' বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে 'জ্ঞানে'র নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে না।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। প্রত্যক্ ও পরাক্ চৈতন্য কাহাকে বলে ?

"চৈতন্য দ্বিবিধ—প্রত্যক্ চৈতন্য ও পরাক্ চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয়, সে-সময় যাহা উদিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরস্থ জ্ঞান ; যে-সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড়জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং পরাক্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাক্ চৈতন্যকে 'চিৎ' বলি না, কিন্তু 'চিদাভাস' বলি।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৭। ভগবল্লীলা কি মনুষ্য-জ্ঞানে পরিমেয়া ?

"মানবের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেই জ্ঞানে পরমেশ্বরের শক্তি ও লীলা পরিমাণ করিতে গেলে নিতান্ত ভ্রমে পড়িতে হয়।

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

৮। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরজ্ঞানের প্রভেদ কি ?

"ব্রহ্মজ্ঞানটি ঈশ্বরজ্ঞানেরই একটি উপশাখা-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৯। কৈবল্য ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ-মুক্তির অবস্থিতি কোথায় ?

" 'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'—মায়িক জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমা।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৪

১০। জ্ঞানকাণ্ডীর গতি কিরূপ ?

"দ্বিতীয় সঙ্গতিতে (স্বার্থবিনাশরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ করিয়া ফল্গু-বৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ত্ব লাভ হইল ; পরন্তু কতকগুলি ব্যতিরেক চিন্তা লইয়াই তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইঁহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

১১। জ্ঞান-যোগমার্গে গোলোকে গমন-চেষ্টায় কি বিপৎ আছে ?

"কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোকে গমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশ দিকে দশটি নৈরাশ্যরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দাম্ভিক লোকগণ পরাহত হন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

১২। সুর ও অসুর কাহারা ? তাহাদের উপায় ও উপেয়েতে পার্থক্য আছে কি ?

"ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষীগণই অসুর। সাধুত্বে ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধু-বিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই—সাধন এবং মোক্ষই—সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষের প্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল জ্ঞান-চেষ্টারূপ অসাধু সাধনকে আশ্রয় করেন।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

——::০::——

অষ্টষষ্টিতম বৈভব

যোগ-ব্রতাদি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। যোগ কি একটি অখণ্ড সোপান নহে ?

"যোগ 'এক' বই দুই নয়। 'যোগ'—একটি সোপানময় মার্গ-বিশেষ, * * * নিষ্কাম কর্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম ; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয় ; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগ'রূপ তৃতীয় ক্রম হয় ; তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে 'ভক্তিযোগ'রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম—'যোগ'।"

—গীঃ রঃ রঃ ভঃ ৬।৪৭

২। কর্ম-জ্ঞান-যোগ কখন গৌণ-ফলদানে সমর্থ ?

"কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও তত্তৎপন্থার অবান্তর প্রকার-সমূহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবারই শক্তি-মাত্র নাই। চরমে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ থাকিলেই তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণ-ফল প্রদান করে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৩। কোন্ কোন্ শাস্ত্রে হঠযোগ বর্ণিত আছে ?

"শাক্ত ও শৈব-তন্ত্রসকলে এবং ঐ সকল তন্ত্র হইতে হঠযোগ-দীপিকা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৪। রাজযোগ ও হঠযোগের প্রভেদ কি ?

"দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে-যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম—'রাজযোগ' এবং তান্ত্রিক-পণ্ডিতেরা যে-যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম—'হঠযোগ'।"

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৫। যোগমার্গে ভয় ও ভক্তিমার্গে অভয় কেন ?

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রক্রিয়া-ক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল শান্তি পর্য্যন্ত না গিয়া অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

৬। হঠযোগে বিপত্তি কোথায় ?

"এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্য-জনক কার্য্য করিতে পারে ; তাহা ফল-দর্শনে বিশ্বাস করা যায় ; * * * মুদ্রা-সাধনে এত প্রকার শক্তির উদয় হয় যে, সাধক আর অগ্রসর হইতে পারেন না।"

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৭। জীবন হইতে বৈকুণ্ঠরাগ-চেষ্টাকে পৃথক্ করিলে সাধকের কি দশা হয় ?

"ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও কার্য্যসকল যদিও রাগোদয়-ফলের উদ্দেশে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বহুজনকর্ত্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। তজ্জন্যই যোগীরা প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগ লাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-সাধনই উৎকৃষ্ট। দেখুন, সাধন-মাত্রই কর্ম্মবিশেষ। মনুষ্য-জীবনে যে-সকল কর্ম আবশ্যক, তাহাতে রাগের কার্য্য হউক এবং পরমার্থের জন্য কার্য্য-সকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক,—যাঁহাদের এরূপ চেষ্টা, তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠ-রাগের উদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন ? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক্ রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয়রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ-চিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৮। রাজযোগের অঙ্গ কি কি ?

"সমাধিই রাজযোগের মূল-অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা ;—এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৯। রাজযোগে সমাধি-অবস্থা কিরূপ ?

"রাজযোগে সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয় সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে। সেই বিষয়টি বাক্যের দ্বারা বলা যায় না।" —প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

১০। তাপসদিগের প্রক্রিয়া কিরূপ ? কত প্রকার যোগ প্রচলিত আছে ?

"তাপসেরা অনেক কষ্ট-সহকারে কর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক-পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা, নিদিধ্যাসন ও বৈদিক যোগাদি—তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ী যোগ ও গোরক্ষণাথী যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

১১। যোগ ও ভক্তিমার্গে প্রভেদ কি ?

"যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধির নিবৃত্তি-পূর্ব্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি-নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেক কাল যায় এবং স্থল-বিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ব্বেই কোন-না-কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি—প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র, যে-স্থলে সকল-কার্য্যই চরম-ফলের অনুশীলন, সে-স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই—ফল এবং ফলই—সাধন।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১২। যোগ-বিভূতি-লাভে কি ফল হয় ?

"যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে, সেও

ঔপাধিক ফল-মাত্র, তাহাতে চরম ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখনও কখনও বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে-পদে ব্যাঘাত আছে। আদৌ যম-নিয়মের সাধনকালে ধার্মিকতারূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্রফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ-ফল-সাধনে প্রবৃত্ত হন না।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৩। কখন ইন্দ্রিয়-চেষ্টা খর্ব্ব হয় ?

"পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ ; তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্ব হইয়া পড়ে।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৪। ব্রতোপবাসাদির তাৎপর্য্য কি ?

"প্রাতঃস্নান, পরিক্রম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকুপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয় ; তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে আহার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও উপবাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করাই শ্রেয়োরূপে নির্দ্দিষ্ট।" —চৈঃ শিঃ ২।২

১৫। মাসব্রতের মূল উদ্দেশ্য কি ?

"চব্বিশটি একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টি জয়ন্তীব্রতই মাস ব্রত ; কেবল পরমার্থ-চেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

১৬। বৈরাগ্যোৎপাদনের ক্রম কি ?

"চাতুর্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগ্যের অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন-ভোজনাদি সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করত শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণমাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়।" —চৈঃ শিঃ ২।২

——ঃঃ০ঃঃ——

ঊনসপ্ততিতম বৈভব

মর্কট-বৈরাগ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। মর্কট-বৈরাগ্যের দ্বারা সাধকের কি অনিষ্ট হয়? উহা পরিত্যাগেই বা কি ইষ্ট হয়?

"মর্কট-বৈরাগ্য—একটি প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এইটিকে যত্ন-পূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

২। বৈরাগীর কি যাত্রাভিনয়াদি দর্শন করা উচিত?

"যে-বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৩। ভাবোদয় না হইলে ভেক গ্রহণ করা উচিত কি?

" 'বিরক্ত' বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

৪। স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা অন্তরে থাকিলে অপক্কাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কি?

"যদি স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৫। কাহার বৈরাগ্যাভিনয় মর্কট-বৈরাগ্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ?

"ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কটবৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৬। মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ কি ?

"হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।২৩৮

৭। মর্কটবৈরাগী কে ?

"বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন, তিনিই মর্কট-বৈরাগী।"

—'নামবলে পাপবুদ্ধি', হঃ চিঃ

৮। কেবল কি অগৃহিগণই মর্কটবৈরাগী হয় ? গৃহিগণের মর্কট-বৈরাগ্য কিরূপ ?

"মর্কটবৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কটবৈরাগী ও অগৃহী মর্কট বৈরাগী। * * গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা অত্যাচারী।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৯। বৈরাগ্য-বেষ গ্রহণেই কি নির্ব্বিষয়ী ভক্ত হওয়া যায় ?

"বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়, —এরূপ নয় ; কেন না, অনেক-স্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

১০। মুমুক্ষাবশে ক্রম-পথ-ত্যাগে কি অনিষ্ট হয় ?

"মুমুক্ষু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কটবৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

১১। 'অস্থির বৈরাগী' কাহারা?

"কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই অস্থির বৈরাগী; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১২। 'ঔপাধিক বৈরাগী' কাহারা?

"যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১৩। জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ক কে বা কাহারা?

"ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৪। সমস্ত নিঃসঙ্গ-সাধুর প্রতি লোকের অবিশ্বাস ঘটিবার জন্য দায়ী কাহারা?

"নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৫। আখড়াধারীদের সেবাদাসী রাখিবার প্রথা কি বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য ?

"আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় স্ত্রীলোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন-কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্ব্বাশ্রমের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে-আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত পুরুষ কখনই থাকেন না। দেবসেবা ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐ সকল কার্য্যের মূলীভূত তত্ত্ব।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৬। কেবল বিষয়রাগ দমন করিলেই কি সুফল পাওয়া যায় ?

"বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৪র্থ প্রঃ

১৭। পরমার্থের উদ্দেশ না থাকিলে বৈরাগ্যের কোন সার্থকতা আছে কি ?

"প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ,—উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৮। কখন গৃহত্যাগের অধিকার হয় ?

"প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

সপ্ততিতম বৈভব

যোষিৎসঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'যোষিৎসঙ্গ' কাহাকে বলে ?

"স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

২। যোষিৎসঙ্গ কি ভক্তিবিরোধী ?

"যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ ; তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৩। শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছুর বর্জ্জনীয় কি ?

"যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জ্জনীয়।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৪। বিবাহ-বিধির উদ্দেশ্য কি ? কাহারা পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ? অপ্রাকৃত-রতিযুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ?

"রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।১৫

৫। কাহারা ধাম্মিক-পরিচয়ে স্ত্রীসঙ্গী ?

"স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছল-ধর্ম্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণস্থল। মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কি স্ত্রৈণ বা যোষিৎসঙ্গী ?

"গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৭। স্ত্রৈণ হওয়া কি ভাল ?

"কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন ; স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বনাশ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। গৃহস্থের পক্ষে পত্নীর সঙ্গ কি ভজনের অঙ্গ ?

"গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৯। স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে দুঃসঙ্গ কিরূপে বর্জ্জনীয় ?

"স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে বহির্ম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। বহির্ম্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট ; কেননা, স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব

সপ্ততিতম বৈভব

যোষিৎসঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'যোষিৎসঙ্গ' কাহাকে বলে ?

"স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

২। যোষিৎসঙ্গ কি ভক্তিবিরোধী ?

"যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ ; তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৩। শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছুর বর্জ্জনীয় কি ?

"যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জ্জনীয়।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৪। বিবাহ-বিধির উদ্দেশ্য কি ? কাহারা পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ? অপ্রাকৃত-রতিযুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ?

"রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৫। কাহারা ধাৰ্ম্মিক-পরিচয়ে স্ত্রীসঙ্গী ?

"স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছল-ধৰ্ম্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণস্থল। মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সৰ্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কি স্ত্রৈণ বা যোষিৎসঙ্গী ?

"গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সৰ্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কাৰ্য্য করেন। সকল কাৰ্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৭। স্ত্রৈণ হওয়া কি ভাল ?

"কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন ; স্ত্রৈণ হইলে সৰ্ব্বনাশ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। গৃহস্থের পক্ষে পত্নীর সঙ্গ কি ভজনের অঙ্গ ?

"গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নিৰ্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৯। স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে দুঃসঙ্গ কিরূপে বর্জ্জনীয় ?

"স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে বহিৰ্ম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। বহিৰ্ম্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কণ্টক ; কেননা, স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব

লাভ হয় ; তাহা বিত্ত-অপত্য-গৃহ-প্রদ। সেই মায়া-পুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে।"

—'ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ ১৪।৩৬, বঙ্গানুবাদ

১০। হরিভজনে জড়ভাব বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিলে কি কুফল হয়?

"শুদ্ধবৈষ্ণবমতে পুরুষ-সাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং স্ত্রী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাঁহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

১১। কাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক?

"যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১২। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক-দর্শনকারী বৈরাগীর প্রায়শ্চিত্ত কি?

"ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।১৬৫

——ঃঃ০ঃঃ

একসপ্ততিতম বৈভব

প্রতিষ্ঠাশা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কাপট্যের সহিত অশ্রু-পুলকাদি ভাববিকার-প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি ?

"অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥"

—কঃ কঃ 'উপদেশ' ১৮

২। সর্ব্বত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না ?

"সর্ব্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।
প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ ॥"

—ভঃ রঃ '২য় যামসাধন'

৩। শঠগণ যে মহতের স্বভাব অনুকরণ করে, উহার উদ্দেশ্য কি ? আনুকরণিক চেষ্টা কি স্থায়ী হয় ?

"যাহারা শঠ, তাহারা নিজ-স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে অবশ্যই বাধ্য হয়।"

—'বৈষ্ণব-স্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৪। মৌখিক দৈন্যই কি প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগের প্রমাণ ?

"যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন 'বৈষ্ণব হইয়াছি'—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি,—'আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই'; কিন্তু মনে মনে করি 'শ্রোতৃগণ এই শুনিয়া আমাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!' হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না!"

—'প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৫। শান্তিকামী ব্যক্তিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ অনর্থে পতিত হয় ?

"প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করে ; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে !"

—'প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৬। প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সর্ব্বাপেক্ষা হেয় কেন ?

"প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।"

—'প্রয়াস', স তোঃ ১০।৭

৭। কপট লোক প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করে ?

"আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির ন্যায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্য অনেকেই কাপট্য স্বীকার করত ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৪

৮। নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করা দূষণীয় কেন ?

" 'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৮

——::০::——

দ্বিসপ্ততিতম বৈভব

কুটীনাটী ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'কুটীনাটী' কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি ?

" 'কুটীনাটী' শব্দে—'কু-টী' ও 'না-টী' এই দুইটি কথা আছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই 'কু-টী' দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের 'কু-টী' মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। 'শুচিবায়ু' একপ্রকার কুটী নাটীর স্থল। যাঁহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকেই পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহারা আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে 'কু'-টীর উপরে 'না'-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির প্রসাদ না পাওয়া একটি কুটীনাটী। কুটীনাটী প্রবল থাকিলে কোন খাদ্যদ্রব্যে সুখলাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া ; সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব সঙ্গ কুটীনাটী-গ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৩

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ কোন্ ভক্তিপ্রতিবন্ধককে কুটীনাটীর মধ্যে ধরিয়াছেন ?

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে, তাহাতে কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৩

৩। মহাপ্রভু 'কুটীনাটী' শব্দের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ?

" 'কুটীনাটী' শব্দের অর্থ মহাপ্রভু 'এই ভাল এই মন্দ' শব্দের দ্বারা করিয়া দিয়াছেন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

৪। 'কুটীনাটী'-গ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপে নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী হয় ?

"কুটীনাটীগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান প্রযুক্ত মহা-মহাপ্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাঁহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পীড়া-সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন; কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন, —হে সনাতন! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৩

৫। কিরূপ 'তাপ'কে ভণ্ডামি বলা যায় ?

"যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাশ্রয়-লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই ধর্ম্ম।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৬। কপটীদিগের দেবদেবীপূজায় আগ্রহ কেন ?

"নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী, বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্ত্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৪

৭। শাস্ত্রের ভারবাহিগণ কি কুটীল নহে ?

"পরমার্থবিচারেঽস্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ।
ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিজনো ভবেৎ ॥"

এই গ্রন্থে (কৃষ্ণসংহিতা) পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহী জনেরা বৃথালোচনা করেন না। এই গ্রন্থের আলোচনা-

সময়ে যাঁহারা ঐ বাহ্য দোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থের পরমার্থসার-সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশের ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। বালবিদ্যাগত তর্কসমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয়।"

—কৃঃ সং, ১০।১৯, অনুবাদ

৮। কপট প্রেমের অভিনয় কিরূপ ?

"নাটকাভিনয়-প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ-দোষ॥"

—কঃ কঃ 'উপদেশ', ১৯

৯। ভক্তিতে শিথিলতা-দোষ কখন আসে ?

"ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্ত্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

ত্রিসপ্ততিতম বৈভব

জীবহিংসা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। পশুহিংসাদি দুষ্প্রবৃত্তি দূরীকরণের উপায় কি ?

" 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'—এই বেদ-বাক্যের দ্বারা পশু-হিংসার নিষেধ হইতেছে। * * * যে-পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গ-লালসা ও আসব-সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহারা সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায়-স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ ঐসকল ক্রিয়া হইতে তাহাদের নিবৃত্তি ঘটিবে,—বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

২। হিংসা-বৃত্তিটি কি ? কি কি হিংসা একান্তই পরিত্যাজ্য ?

"পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণ করত অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটি বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত—হিংসা পরিত্যাগ করা। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা, গুরু-হিংসা—এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ-বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির পরিচালন-মাত্র। **পশু-হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জ্বল হয় না।"**

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৩। জীবহিংসা ভক্তির প্রতিকূল কেন ?

"জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়,

সুতরাং যে কার্য্যে জীবহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল।"

—'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৭

৪। হরিভক্তের কি পরহিংসা থাকা উচিত?

"পরহিংসা সর্ব্বপাপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা-প্রবৃত্তি থাকে না।"

—'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৮

৫। কোন্ কর্ম্ম ভক্তির অনুকূল ও কোন্ কর্ম্ম প্রতিকূল?

"যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্মই ভক্তি-সম্মত এবং যে-কর্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ।"

—'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৮

৬। হিংসা কত প্রকার? রাগ-দ্বেষের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?

"হিংসা তিন প্রকার, যথা—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই—রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নামই—দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ—রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৭। পশুহিংসা কি মানবধর্ম্ম?

"বেদাদি-শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম্ম, নরধর্ম্ম নয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। নিষ্ঠুরতা কয়প্রকার ও তাঁহার ফল কি?

"নৈষ্ঠুর্য্য বা নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নর-প্রতি ও পশু-প্রতি নিষ্ঠুরতা। নর-নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে এবং নিদ্দর্য়তা-রূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৯। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা কি বর্জ্জনীয়া নহে ?

"আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে-প্রকার কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশু-দিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

——ঃঃ*ঃঃ——

চতুঃসপ্ততিতম বৈভব

অপরাধ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ করা কি অপরাধ নহে ?

"আপনারা না জানিয়াও অসাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন।"

—'বৈষ্ণব-নিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

২। অপরাধের সর্ব্বাধিক গুরুত্ব কেন ?

"বৈষ্ণব-জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপ-সমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ—স্থূল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ। আর অপরাধ—জীবের আত্ম-নিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা থাকা আবশ্যক।"

—'বৈষ্ণব-নিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

৩। অপরাধ কাহাকে বলে ?

"সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি (পাপ, পাতক, মহাপাতকাদি) কৃত হইলে তাহাদিগকে 'অপরাধ' বলে। অপরাধ—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৪। অপরাধ থাকিতে কি কৃষ্ণপ্রেম হয় ?

"বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি 'প্রেম' নাহি হয়।
অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয় ॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লয় কৃষ্ণ নাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম ॥"

—নঃ মাঃ ১ম অঃ

৫। ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী কাহারা ?

"ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তিবাধক প্রবৃত্তির দ্বারা

পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৬। মধ্যমাধিকারীর কিরূপে বৈষ্ণবাপরাধ হয়?

"মধ্যম-বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনিই বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারের অধিকারী; কেন না, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

৭। 'বৈষ্ণবাপরাধ' অপেক্ষা অধিক অপরাধ আছে কি?

"বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

৮। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারিগণের পরীক্ষা কোথায়?

"যিনি জাতিবুদ্ধি করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অধরামৃত-সেবনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি সমবুদ্ধিরহিত কপট ব্যক্তি; তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' মধ্যে গণনা করা যায় না। যে-সকল লোক জাত্যভিমান করে, মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৯। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা অনুচিত কেন?

"যদি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।"

—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

১০। কোন্ কোন্ দোষ ধরিয়া নিন্দা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দা হয়?

"যিনি বৈষ্ণবের জাতিদোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায়-দোষ ও শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দক; তাহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত চারি

প্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে পারে ; তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১১। ভক্তি-লাভের সহজ উপায় কি ?

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তি-পূর্ব্বক মৃক্ষণ করিবে।"

—'অন্যশুভকর্ম্মে নামের তুল্যজ্ঞান', হঃ চিঃ

১২। বিষ্ণুমন্দিরে কাহাকে প্রণাম করিলে সেবাপরাধ হয় ?

"দেব (বিষ্ণু)-মন্দিরে বিষ্ণু-দেবতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবেন না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবেন।"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১৩। কৃষ্ণসংসারটি কিরূপ ?

"কৃষ্ণসংসারে কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান, সেখানে অপরাধ নাই।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৪। সদ্‌গৃহস্থের কিরূপ ব্যক্তিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য ?

"তাদৃশ অবৈধ ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কুপ্রথাটি রহিত করা চাই। তাহা হইলে সদ্গৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে, উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। 'অপাত্রে দীয়তে দানং তদ্দানং তামসং বিদুঃ'—এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সকলেই সুপাত্রে দান করুন।"

—'মুষ্টিভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

১৫। সর্ব্বসাধারণের নিকট রস-গান শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কি অপরাধ নহে ?

"শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান

করা অনুচিত ও অপরাধ। 'আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা' —এই আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

১৬। কদাচিৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুরাচার দেখিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করা কি নামাপরাধ নহে?

"বৈষ্ণব-শরীরে কর্ম্মগতিকে যে-কিছু অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে 'অভদ্র' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের স্মৃতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দুরাচার দেখিলেও তাঁহাকে 'সাধু বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

১৭। সেবাপরাধের ভাগী কে কে?

"সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহসেবা-সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ; যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ, যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১৮। বত্রিশটি সেবাপরাধ কি কি?

"পাদুকা-সহিত যায় ঈশ্বর-মন্দিরে।
যানে চড়ি' যায় তথা স্বচ্ছন্দ-শরীরে॥
উৎসবে না সেবে, আর প্রণতি না করে।
উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন আচরে॥
এক হস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ।
দেবাগ্রে প্রসরে' পদ, হয় বীরাসীন॥
দেবাগ্রে শয়ন, আর ভক্ষণ করয়।
মিথ্যা কথা, উচ্চভাষা-জল্পনাদি-চয়॥

নিগ্রহানুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি, রোদন।
ক্রূরভাষা, পরনিন্দা, কম্বলাবরণ ॥
পরস্তুতি, অশ্লীলতা, বায়ুবিমোক্ষণ।
শক্তিসত্ত্বে গৌণ উপচারের যোজন ॥
দেবানিবেদিত দ্রব্য-ভক্ষণ-স্বীকার।
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর ॥
অন্যভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন।
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি' সম্মুখে আসন ॥
দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন, পূজন।
গুরু-প্রতি মৌন, নিজ-স্তোত্র-আলোচন ॥
দেবতা-নিন্দন—এই দ্বাত্রিংশ প্রকার।
সেবা-অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার ॥"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১৯। অপরাধ কি কি ও তাহাদের লক্ষণ কি ?

"অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ, যথা স্কান্দে,—

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া —এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমূর্তি-সেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ—দশবিধ।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

২০। ভাগবত-ব্যবসায়টি পরিত্যাজ্য কেন ?

"এ ব্যবসায়টি (ভাগবত-পাঠ)-সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু ; রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭)—এই বেদ-বাক্যে রসই কৃষ্ণ-স্বরূপ। শরীর

নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই তুমি অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।"

—জৈঃ ধঃ ২৮শ অঃ

২১। হরিনাম-বিক্রয়ী কি অপরাধী নহে?

"জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্যান্য অনেক উপায় আছে ; তাহাই অবলম্বন করিয়া সে-কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। * * হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়। একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।"

—'টহল', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৮

২২। ধামাপরাধিগণের চেষ্টা, পরিচয় ও পরিণাম কিরূপ?

"কতকগুলি লোক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এবং ঈর্ষা-বশতঃ শ্রীমায়াপুরের উন্নতি-সাধনের নানাপ্রকার ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতেছিলেন। তাঁহারা সেই ধামের উন্নতি দেখিয়া সম্প্রতি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দুই একজন নিতান্ত ঈর্ষা-পরবশ হইয়া এখনও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পত্রিকায় দুই এক কথা বলিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও অতি শীঘ্র দমন করিবেন, সন্দেহ নাই। * * * আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের যাথার্থ্য গোপন করিয়া কতকগুলি লোক কনক-কামিনী সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিল। যে-মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ সকল কলির চেলা নানা আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাঁহার সত্য—অজেয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির চেলাদিগের মুখে কালিচূণ পড়িয়াছে ;

ভক্ত-জগৎ আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং নিজে নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। কলির কি খেলা! অমাবস্যাকে পূর্ণিমা বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল! কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য্য চিনিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে তাহাদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে। এখন সর্ব্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণি পীঠ।"

—'নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা', সঃ তোঃ ৮।১

——ঃঃ০ঃঃ——

পঞ্চসপ্ততিতম বৈভব

বৈষ্ণব-নিন্দা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শুদ্ধবৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে আসিলে কি কর্ত্তব্য? বৈষ্ণব-নিন্দক গুরুব্রুবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

"বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত-পক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৪

২। বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে কি অসুবিধা হয়?

"সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩। সাধুনিন্দা সর্ব্বাধম অপরাধ কেন?

"যে-সকল সাধু একমাত্র নামের আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদ্ অপরাধ হয়: কেন না, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই

'সর্ব্বোত্তম সাধু' বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৪। সাধুনিন্দার ফলে কি হয় ?

"সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে কখনও নাম-তত্ত্বের উদয় হইবে না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

৫। ছয়প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ কি কি ও তদনুষ্ঠাতার ফল কি ?

"যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয়, তাহার পক্ষে এই ছয়টি গর্হিত আচার তাহার পতনের কারণ হয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

৬। বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণে কি ফল হয় ?

"যে-স্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

৭। শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন নিন্দা হইতে পারে কি ?

"যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই ; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের প্রতি মিথ্যা অপবাদই আরোপ করিবেন॥"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

৮। দুষ্টলোকগণ বৈষ্ণবের কি কি কথা লইয়া বিদ্বেষের সহিত নিন্দা করিয়া থাকে ?

"বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোকে বিদ্বেষ-পূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্ট লোকের এক প্রকারে আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষ-সমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

৯। বৈষ্ণবের চরিত্র আলোচনায় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বনীয়া ?

"বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্ব্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব-দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৩

১০। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত বৈষ্ণবের পূর্ব্বতন, কাদাচিৎক ও নষ্ট-প্রায়-দোষ আলোচ্য কি ?

"নিসর্গপ্রায় যে-সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন-দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

১১। বৈষ্ণবের কোন্ কোন্ দোষ সমালোচনা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া থাকে ?

"দৈবোৎপন্ন দোষের সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূল-কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার (প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন) দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হয়, তাহাতে নাম-স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম-স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

১২। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত পরচর্চ্চা কি বাঞ্ছনীয়া ?

"সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য—তিন প্রকার ; যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

১৩। সাধু-মহিম-জ্ঞাপনার্থ অসাধুর চরিত্র আলোচনা করিলে কি বৈষ্ণবনিন্দা হয় ?

"শিষ্য গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল-কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু-বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদ আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্ম্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধু-নিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

——::✱::——

ষট্‌সপ্ততিতম বৈভব

মনোধর্ম্ম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। বদ্ধজীবের ধ্যান মনের ধর্ম্ম কেন ?

"ধ্যান—মনের ধর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২। আত্মা, জগৎ ও মুক্তি-সম্বন্ধে মনোধর্ম্মীর ধারণা কিরূপ ?

"কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে ; সংসারের উন্নতিরূপ ধর্ম্ম-আচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চ-গতি হইবে—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই জড়-জগৎ নরবুদ্ধি দ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরমানন্দ-ধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে—এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্ত্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না ; যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এসকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৩। জড়-নিঃস্বার্থবাদ কি আকাশকুসুম-কল্পনা নহে ?

"নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর নামে (Mirabeau) ভন্ হল্‌বাক্ (Von Halbach) 'সিস্টেম্ অব্ নেচার্' (System of Nature) নামক যে গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে নিঃস্বার্থ-পরতাই নাই ; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। আমরাও দেখিতেছি যে, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজ-সুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে অন্য

স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ-লাভের জন্য নিজ-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৪। সয়তানের পৃথগ্ অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত কি?

"'সয়তান' বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিদ্যা-তত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।"

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

সপ্তসপ্ততিতম বৈভব

মায়াবাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। মায়াবাদী কাহারা ?

"মায়াবাদী—সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা মায়া লইয়া বিবাদ উঠায়, ব্রহ্মকে মায়ার অতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়া-নিৰ্ম্মিত,—এরূপ বলে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করে এবং মুক্তি হইলে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হয়,—এরূপ শিক্ষা দেয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৭।২৯

২। অদ্বৈতবাদ কি বেদের সার্ব্বদেশিক মত ? অদ্বৈতবাদের জন্মভূমি কোন্‌টী ?

"বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটি পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ, ৩০ সূঃ

৩। মায়াবাদিগণ বৌদ্ধ অপেক্ষাও নিন্দনীয় কেন ?

"বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর

নিন্দনীয় ; কেন না, শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৬।১৬৮

৪। মায়াবাদীর ভাষ্য কি ব্যাসসূত্রের বিরুদ্ধ নহে ?

“ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময়-বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৯

৫। জীবসত্তা কি ব্রহ্মবিবর্ত্ত হইতে পারে ?

“জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু ; জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই ; কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্তভ্রমেই এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত-জ্ঞান—এই দুইটী বিবর্ত্তের বৈদিক উদাহরণ। এই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকেই ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটি উদাহরণ জীবের সত্তা সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহে যে আত্ম-বুদ্ধি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান।”

—চৈঃ শিঃ ১১৬

৬। মায়াবাদী কিরূপে কৃষ্ণাপরাধী ?

“যিনি মায়াবাদী, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপরাধী। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা—মায়িক। ‘মায়িক’ শব্দের অর্থ মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে, শুদ্ধতত্ত্ব—নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, কার্য্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন ; শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, বা চৈতন্য ও রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি—জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন এবং রাম-কৃষ্ণাদির বিলাসও জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মদোষে বা গুণে

জড় শরীর পাইতে বাধ্য হন। কিন্তু চৈতন্য নিজ-ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়ার আশ্রয় হইতেই হয়। যে-পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান-লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও চৈতন্য —এইমাত্র জপ করিবেন, তখন আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানের প্রয়োজন হয় না। মায়াবাদী সুতরাং রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। এই জন্যই মায়াবাদী—কৃষ্ণ-অপরাধী।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি'? সঃ তোঃ ৫।১২

৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণকীর্ত্তন কি নামাপরাধ নহে?

"মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে শুদ্ধভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়। কেন না, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধই সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়; তাহা কেবল সাত্ত্বিকভাবাভাস প্রতিবিম্ব-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি'? সঃ তোঃ ৫।১২

৮। মায়াবাদী-ভাষ্য ও বিচারাদি ভক্তমাত্রেরই অশ্রাব্য কেন?

"যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শঙ্করভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার; এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা; জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞান-কল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান'—ইত্যাদি বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।৭৮-৭৯

৯। নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের মূল কোথায়?

"অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত-পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃতপূজা দুই প্রকার—অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃত-ধর্ম্মকে ভগবজ্জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবদ্বুদ্ধি।

প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌমমূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন ; প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাব-সকলকে ব্রহ্ম বোধ করেন—ইঁহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন ।"

—'উপসংহার', কৃঃ সং

১০। জড়-তর্কনিষ্ঠা অতিজ্ঞানের ফল কি ?

"অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ, উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। জ্ঞানকে অতিক্রম করত যুক্তি তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না ; এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে, এই অতিজ্ঞানজনিত চেষ্টা দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।"

—'উপসংহার', কৃঃ সং

১১। থিয়সফিষ্ট্-মত কি অদ্বৈতবাদের প্রকারান্তর নহে ?

"আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট্ মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত।" —চৈঃ শিঃ ৫।৩

১২। নাস্তিকতা ও নির্ব্বাণবাদ কি চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ নহে ?

"সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি (জীব) যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণ-বাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐসকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

১৩। অতিজ্ঞান বা অভেদবাদ কি সদ্‌যুক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে?

"সদ্‌যুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্ন-লিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্মনির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে, কল্পনা করিতে হয়; কেন না, তিনি এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীনতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্বে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ-নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয় এবং ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ পদার্থ 'নিত্য' হইলে আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ ঘটে না।"

—'উপসংহার', কৃঃ সং

——::০::——

অষ্ট-সপ্ততিতম বৈভব

পৌত্তলিকতা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। উপাসনাকাণ্ডে মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় কি ?

"ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই, সত্য ; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না।"

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

২। মোস্লেম শাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধ চিন্ময়রূপ কি অস্বীকৃত হইয়াছে ?

"শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ-কাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তিরই নিষেধ ; শুদ্ধ মুজর্‌রদি মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন ; অন্যান্য রসের ভাবসকল অবগুণ্ঠিত ছিল।

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৩। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারা ?

"অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ্ (Jove), স্যাটার্ণ (Saturn) প্রভৃতি গ্রহের পূজক গ্রীসদেশীয় ব্যক্তিগণ—প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কিরূপ ?

"জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-ভাবকে যখন 'ঈশ্বর' বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়-শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৫। কাহারা তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক ?

"চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি,

গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তি সকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক-মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চোপাসনা' বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কি ?

"যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৭। পঞ্চমশ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারা ?

"যাঁহারা জীবকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা—পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও পৌত্তলিকতায় ভেদ কি ?

"শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই 'পৌত্তলিকতা' অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ।"

—কৃঃ সং ৬।১২

———::❋::———

উনাশীতিতম বৈভব

সমন্বয়বাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। পূর্ব্বমহাজন-মত-অবহেলাকারী কি কপটী নহে ?

"সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥"

—'উপদেশ',—১৭ কঃ কঃ

২। সমন্বয়বাদিগণের জল্পনা কল্পনা কিরূপ ? নবগৌরাঙ্গবাদীরা কিরূপে দমিত হইল ?

"যিনি চারিশত বর্ষপূর্ব্বে কেবল বৈষ্ণবমতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বমত-সামঞ্জস্যকারী একপ্রকার মত প্রচার করিলেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে বিশ্ব-প্রেম স্থান পায় না। সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদিত হয়। * * বিগত বৎসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন। কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন ; বাকি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈতৃক ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরাঙ্গ প্রকাশের যত্ন পাইতেছেন, তবে ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কি খেলা ! কলি যতই মস্তক উত্তোলন করে, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদ্গর আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দেন।"

—'নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা', সসজ্জিনী সঃ তোঃ ৮।১

৩। প্রকৃত পরমহংস কাঁহারা এবং তাঁহাদের আচরণ কিরূপ ?

"অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। যে-সকল

লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে 'সমন্বয়যোগী' বলিয়া জানেন, যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন ; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহারসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। ভিন্ন ভিন্ন আচার ও সাধনা দৃষ্ট হয় কেন ?

"যাঁহার যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্র-বাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। 'সমশীলা ভজন্তি বৈ'—এই ন্যায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেবভাব, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্যবস্তু এক বই দুই নহে।"

—'শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।৩

৫। নিরপেক্ষতা কি ভক্তিধর্ম্ম ? তদ্দ্বারা কি সদ্বস্তুনিষ্ঠা প্রকাশ পায় ?

"নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্ব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে ? যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল, তবে ভালমন্দের বিচার কি ? মুড়িমিশ্রি তবে একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধনভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিস্পৃহ পরমহংস—এ দু'য়ের ভেদ কি ? তাহা হইলে অতৎ ও তৎ দুইই এক ! অতএব সদ্বস্তুনিষ্ঠাই—শ্রেয়ঃ, অসন্নিষ্ঠাই—দোষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না ; বরং সৎসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

—সমালোচনা সঃ তোঃ ২।৬

——::o::——

অশীতিতম বৈভব

সভ্যতা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ কি ?

"সভ্যতা-শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

২। বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ কি ?

"ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম—সভ্যতা (?)।"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

৩। ধূর্ত্ত লোক কিরূপে সভ্যতা রক্ষা করে ?

"ধূর্ত্ত-লোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

৪। তুচ্ছ সভ্যতার জন্য ভক্তিধন হারান উচিত কি ?

"ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
'বাতুলতা' বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ?"

—'অনুতাপলক্ষণ উপলব্ধি', ২, কঃ কঃ

৫। কলিকালের সভ্যতা কি পাপাচারমাত্র নহে ?

"লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য ! * * * মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচারমাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে 'সভ্যতা' বলে, তাহা কলিকালেরই সভ্যতা !"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

——:ঃ০ঃ:——

একাশীতিতম বৈভব

রাজনীতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। বর্ত্তমান রাজশাসন হরিভজনের অনুকূল নয় কি ?

"আমাদের বর্ত্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ও নিরুদ্বিগ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনবলে আমরা যেন নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের আস্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।"

—'মঙ্গলাচরণ', সঃ তোঃ ৪।১

২। ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে ?

"ইংরাজ বাঙ্গালীর পরস্পর সৌহার্দ্দই স্বাভাবিক। ইংরাজ মহাশয়গণ আর্য্যসন্তান এবং ভারতবাসিগণও আর্য্যসন্তান, অতএব ইংরাজ মহাশয়েরা এবং ভারতবাসিগণ সম্পর্কে পরস্পরের ভ্রাতা। স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ কোথায় গেল ? ইংরাজেরা আমাদের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন বলিয়া স্বাভাবিক বৃত্তি কি জন্য লুপ্ত হইবে ? ভারতবাসিগণ সম্পর্কে—জ্যেষ্ঠ, ইংরাজেরা—কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন কর্ম্মক্ষম হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়সে বৃদ্ধ, সুতরাং বলহীন হইয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে কনিষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। ইহাতে দোষ কি ? আমরাও যখন যৌবনাবস্থায় ছিলাম, তখন আমরা অন্যান্য জাতিসকলের উপর প্রভুতা করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্য-বশতঃ অক্ষম, অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব—ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে ? কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সেই পরমানন্দময় হরিচরণসুধা সেবন করিব,—ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে ? সর্ব্বপ্রকার উৎপাত হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমাদের আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের নিরর্থক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; আমরা

গৃহে বসিয়া হরিনাম করিব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক দুরূহ কার্য্য করিতে করিতে যদিও কোন সময়ে বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমরা জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মানুসারে তাহা সহ্য করত কনিষ্ঠের প্রতি মিষ্ট বাক্য ও শিষ্টাচরণের দ্বারা তাহার আনন্দ বিধান করত ভক্তিভাজন হইব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐসকল দুরূহ কার্য্যসম্বন্ধে অর্থাভাব হইলে সাধ্যমত অর্থ-সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। একান্নবর্ত্তী শিষ্ট গৃহস্থদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যেরূপ স্নেহকার্য্য, তাহাই আমরা আচরণ করিব ; কোন প্রকারেই বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিব না। হে স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণ ! আমি উপদেশ করিতেছি— তোমারা এইরূপ আচরণ কর।"

—'আশীর্ব্বচন', সঃ তোঃ ২।৫

৩। দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে বিরোধ থাকিলে মনুষ্যজীবনে সুখশান্তির সম্ভাবনা আছে কি ?

"বহুগুণভূষিত বলবীর্য্যশালী ইংরাজ মহাশয়দিগকে ও অস্মদ্দেশ-জাত ভ্রাতৃবর্গকে আমি বলিতেছি,—"ভাই-সকল ! বিরোধ পরিত্যাগ কর ; বিরোধে কিছুমাত্র সুখ নাই। বিরোধ ত্যাগ করিলে আমার চিরপরিচিতা শান্তিদেবী তোমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। সুখই সকলের অন্বেষণীয় ; শান্তিদেবীর আশ্রয়ে সুখ লাভ কর। আদৌ মানববৃন্দ সকলেই সকলের ভ্রাতা। পরমপিতা পরমেশ্বর তোমাদের পরস্পর-বিরোধে সন্তুষ্ট হন না। তোমরা সকলেই শরীরী। শরীর-সম্বন্ধী নানাবিধ অভাব, পীড়া ও দুর্ঘটনার দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত। পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিলে কথঞ্চিৎ দুঃখ নাশ হইতে পারে। পরস্পরের সাহায্যে অভাবনিবৃত্তি ও একত্র পরিশ্রমে দৈব উৎপাত-সকলের অনেকটা প্রতিবিধান হয়। এমত অবস্থায় যদি পরস্পর বিরোধ করা যায়, তবে দুঃখনিবৃত্তির কিছুমাত্র আশা আর থাকে না ; সুখ এই নশ্বর জগৎকে একেবারে পরিত্যাগ করে। অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ ! তোমরা হিংসা, দ্বেষ ও মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক পরস্পর প্রীতি কর।"

—'আশীর্ব্বচন', সঃ তোঃ ২।৫

৪। যুদ্ধাদি-বিরত হইয়াও ভারতবাসিগণের পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারে কি?

"বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টৃ-স্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপ যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে?

"রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সেই সমুদায় —অধর্ম্ম ও জগন্নাশজনক কার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়-যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

——::*::——

দ্ব্যশীতিতম বৈভব

সমাজনীতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। বর্ণাশ্রমবিধি আদরণীয় কেন ?

"উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য্য—'পরমার্থ', যাহার অন্যতম নাম—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি।"

—কৃঃ সং ৫।৭

২। বদ্ধাবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিলে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি ?

"যাঁহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্ব-উৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না ; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ।"

—'মনুষ্য-সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম—প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৩। বর্ণধর্ম্ম ব্যতীত কোনও সভ্যসমাজ চলিতে পারে কি ?

"ইউরোপে যাহারা বণিক্‌স্বভাব, তাহারা বাণিজ্যই ভালবাসে এবং বাণিজ্য-দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে ; যাহারা ক্ষত্রস্বভাব, তাহারা 'মিলিটারী লাইন্' বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা শূদ্র-স্বভাব, তাহারা সামান্য সেবা-কার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি

ক্রিয়াতে বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৪। বর্ণবিধানের প্রকৃষ্ট উন্নতির পূর্ব্বে কিরূপ সমাজ-নীতি প্রচলিত থাকে?

"বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান-সকল যে-পর্য্যন্ত না প্রস্তুত হইয়াছিল, সে-পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা-প্রভৃতির দ্বারা জলযাত্রা-কার্য্য যেমত-নির্ব্বাহিত হইত, সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ বর্ণবিধান প্রকৃষ্ট-রূপে যে দেশে যে-পর্য্যন্ত-না চালিত হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সেই দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণ-বিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। বৈষ্ণব-সমাজ ও অবৈষ্ণব-সমাজে ভেদ কি?

"বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেশ্যই ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম। ইতর সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ-কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ-কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং কেহ-কেহ জীবের অস্তিত্বনাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতির অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি—এক, কিন্তু প্রকৃতি—ভিন্ন।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

৬। কি কি বিধি অবলম্বনে ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়?

"বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি-ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

(৩) বর্ণনির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ পনর বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতা-মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

(৫) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না?—এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

(৬) যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যে অধম বর্ণ উহার জন্যই উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আরও দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

(৭) দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা হইবে।

(৮) প্রতি-গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

(৯) এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট্ই বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক।

(১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি-সংস্কার

ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।”

—‘মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম’, সঃ তোঃ ২।৭

৭। সমাজ কয় প্রকার? জীব কি কখনও সমাজ শূন্য হইতে পারে?

“কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে ‘বৈষ্ণব’ বলা যায় না; এরূপ সিদ্ধান্ত একটি ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ি-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন-সময়েই সমাজ-শূন্য হয় না,—জীবের স্বভাবই সামাজিক; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতরজীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণবজীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতরজীবের ইতর-সমাজ। এস্থলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোন প্রকার ভেদ নাই।”

—‘মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রথম প্রবন্ধ’, সঃ তোঃ ২।৭

৮। কিরূপ সমাজধর্ম্ম ভারতবর্ষের উপযোগী? সহসা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হওয়া উচিত কি?

“দুই দিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে; চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য—সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যবংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্য-সন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া আমরা নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধসমাজ, জৈনসমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান

সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারত-ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না; বৌদ্ধসমাজ ও জৈনসমাজ পর্ব্বত-গুহার মধ্যে লুক্কায়িত হইল, দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ কেবল ম্লেচ্ছানু-গত্যে ব্রত হইল, ব্রাহ্মসমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল—তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে—কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

——ঃঃoঃঃ——

ত্র্যশীতিতম বৈভব

জীবের অধিকার ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভক্তের যোগ্যতা-লাভের মূলে কি ?

"কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন ।।
জ্ঞানকর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয় ।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ।।"

—নঃ ভাঃ তঃ ৫

২। জীবের ধাম দর্শনের অধিকার কখন হয় ?

"জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ ।
জীবচক্ষুঃ করে ধাম-শোভা দরশন ।।"

—নঃ ভাঃ তঃ ৬.

৩। জড়েন্দ্রিয়গণ কি ধামসেবার যোগ্য ?

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ ।
চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আস্বাদন ।।
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে ।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে ।।"

—নঃ ভাঃ তঃ ৪.

৪। অধিকার বিচার না করিয়া অপ্রাকৃত লীলা-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য কি ?

"দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার ।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তা-হার ।।
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া ।।"

—'রসকীর্ত্তন', কঃ কঃ

৫। ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে অধিকারী কে ?

"বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পারমাথিক উন্নতি নয়। পারমাথিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাব দ্বারা অর্জ্জনীয়। কোন নির্ব্বোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে। কোন সর্ব্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক পশুভাবান্বিত ও ঈশ্বরপ্রসাদবিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা, ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধনুর্দ্ধর (মহাধুরন্ধর) একদিকে মদ-গর্ব্বে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে, আর নিতান্ত মূর্খ ও বলবুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৫ম পঃ

৬। অভক্তের পক্ষে ভক্তচরিত্র আলোচনীয় কি ?

"যাঁহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ধের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান-শ্রবণের ন্যায় অভক্তগণের পক্ষে ভক্ত-চরিত্রের অনুশীলন বিফল।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

৭। কিরূপ ব্রাহ্মণের কিরূপ বেদে অধিকার ?

"ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার এবং পারমাথিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার।।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। পরমার্থচেষ্টা উদিত না হইলে জীবের কোন্ নীতি অবলম্বনীয়া ?

"যে-পর্য্যন্ত জীবের পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্ম জীবনের অন্য উপায় কি ?"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৯। স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কোন্ আশ্রমে অধিকার ?

"স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমল-শ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৪

১০। সাধক স্ত্রীপুরুষগণের ভজনস্থান সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ?

"বাহ্য-দেহগত স্ত্রী-পুরুষগণ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রী-লোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক; কেন না, একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রীপুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

——ঃঃ*ঃঃ——

চতুরশীতিতম বৈভব

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। সহস্র-সাধনেও ফল-লাভ হয় না কেন ?

"যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না।"

—'অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

২। কপটিগণের চরিত্র কিরূপ ? সাধুগণ স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করেন কি ?

"বৈষ্ণবসঙ্গালাপবিমুখদিগের বিষ্ণুভক্তিদূষিত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বাহ্য ভূষণমাত্র ; সৎসঙ্গ-স্পৃহা-রাহিত্য ও শ্রীহীনতাই লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করে, এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম ; কেন না, ইহারা ব্যতীতও সদ্বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর, গম্ভীর ও শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা তাহাদের কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন, এরূপ নয় ; কিন্তু তাঁহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্যতিরস্কারকারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারম্ভই কর্ত্তব্য। ইহাই বিদিতব্য।"

—অঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৩। কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় কেন ?

"কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন ; অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নামই 'ভক্তি'। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না ; যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্যই যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়। যোগি-গণ কোন স্থলে

জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবসর পান না, তাঁহারাও অভক্ত মধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৪। দাম্ভিক জ্ঞানী কি কৃষ্ণভক্তি স্বীকার করেন?

"জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন,—'আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না;—এই ত ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণই ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না; তাঁহারা জ্ঞানের ও যুক্তির বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন; ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানীমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তিনি সিদ্ধি-কালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৫। কিরূপ গুরু পরিত্যাজ্য?

"গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয় ; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনিও পরিত্যাজ্য হইতে পারেন : একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেষী হইতে পারেন ; —এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৬। দুষ্টগুরু কি বর্জ্জনীয় নহে ?

"যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন, অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট-গুরু, তাঁহাকে অবশ্যই বর্জ্জন করিবে।"

—কৃঃ সং ৮।১৪

——ঃঃ*ঃঃ——

পঞ্চাশীতিতম বৈভব

ভক্ত্যানুকূল্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভক্তির অনুকূল বিষয়ের প্রতি শুদ্ধভক্তের সঙ্কল্প কিরূপ ?

"তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥"

—শঃ

২। ভজনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল কি ?

"শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি,
প্রেম-লতিকার মূল ॥"

—শঃ

৩। ভজনানুকূল বস্তুতে শুদ্ধ ভাগবতের কিরূপ দর্শন হয় ?

"যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহে হতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥"

—শঃ

৪। ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল আশ্রমের বিচার কিরূপ ?

"নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই ; কেন না, গৃহ নামানুশীলনের অনুকূল হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার নামানুশীলনের প্রতিকূল হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।"

—'নামবলে পাপবুদ্ধি', হঃ চিঃ

৫। নামভজনকারীর আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বিচার কিরূপ ?

"নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক,—এই অনন্যভাব আশ্রয় করিবেন।"

—'কৃষ্ণদাস্য', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। ভগবন্নিবেদিত তুলসী-চন্দনাদি ধারণ ভক্তির অনুকূল কেন ?

"তুলস্যাদির আঘ্রাণের দ্বারা লাম্পট্য-বৃত্তির উত্তেজকরূপ অপর তীব্র গন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধ-দ্রব্যের লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ্ ঘটে। কর্ম্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলেপিত করত মূঢ়গণ স্ত্রীলাম্পট্য, আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল গন্ধযুক্ত তুলসী চন্দনকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন, উভয়ই হইতে পারে।"

—তঃ সূঃ, ৩৫ সূঃ

৭। বিষয়সমূহকে অনুকূল করিবার কৌশল কি ?

"বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না।"

—গীঃ রঃ, রঃ ভাঃ, ৩।৩৪

৮। তত্ত্ববিচার ভক্তির দৃঢ়তা সাধনের অনুকূল কেন ? তত্ত্ব-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের স্বরূপ কি হইতে পারে ?

"ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গুবৈরাগ্য ও বন্ধ্যা-তর্কের পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক, তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল অনুরাগ অর্পণ করাও সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাগ-বাহুল্যপ্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন, তাঁহাদিগকে নিতান্তমুক্ত, অথবা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৯। গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার কিরূপে হয়? কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত-বিধানে পিতৃলোককে পিণ্ডাদি দান কি ভক্তির অনুকূল,—না প্রতিকূল?

"শ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্ব্বক সেই প্রসাদপিণ্ড পিতৃলোককে দান করা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থ ভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত **স্মার্ত্তক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব গেল।**"

—জৈঃ ধঃ, ৭ম অঃ

১০। শরণাগত ভক্ত কি কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করেন? তাঁহার পক্ষে কি বিধি ভক্তির অনুকূল?

"শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎপূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণ-পূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১১। বৈষ্ণব গৃহস্থের পক্ষে কি অসবর্ণ বিবাহাদি বা চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবহার ত্যাগই ভক্তির অনুকূল?

"গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য্য হন, অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য হন, তবে বিবাহ-ক্রিয়া তাঁহার সবর্ণের মধ্যে করাই উচিত; কেন না, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। **চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবহার-ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নয়।** বৈষ্ণবের পক্ষে **যাহা ভক্তির অনুকূল** হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ ধঃ, ৬ষ্ঠ অঃ

১২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের ভক্ত্যনুকূল সদ্বৃত্তি কি?

"গৃহত্যাগী ব্যক্তির মাধুকরী ভিক্ষা এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ব-বর্ণাশ্রম-বিধি-সম্মত বৃত্তি,—ইহাই সদ্বৃত্তি।"

—পীঃ বৃঃ ৩

১৩। সাত্ত্বিক আহার কি হরিভজনের অনুকূল? কেবল সাত্ত্বিক আহারে ফলোদয় হয় না কেন?

"আদৌ সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব' শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহারসকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। 'ব্যবহার'-শব্দ দ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্ত্রী-সঙ্গ-পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা ও অহিংসা প্রভৃতি এবং যম ও নিয়ম-গত সমুদায়ই 'ব্যবহার'-শব্দের অন্তর্গত। **আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও মানব যে-পর্য্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে, সে পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক্ উন্নতি কিরূপে হয়?** যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে মাসাধিক **সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন** করিয়া দেখুন, অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ক্রুটী হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।"

—'মৎস্য-মাংস-ভোজন', সঃ তোঃ ২।৮

১৪। ভক্তের বর্ণাশ্রমলক্ষণ কর্ম্ম কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয়?

"জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে-কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া 'ভক্তি'তে পরিগণিত হয়। সে সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে **স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত** করেন। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ** কেবল **লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্ম আচরণ** করেন। **নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া স্বীকার** করেন।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৭

১৫। গীতায় কিরূপ কর্ম্মের প্ররোচনা আছে?

"কর্ম্মের নামই জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কর্ম্ম—ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে এবং যে কর্ম্ম—ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিবে।"

—চৈঃ শিঃ, ২।২

১৬। ভক্ত ও কর্ম্মীর কর্ম্মাচরণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

"তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর ; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তির অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই, আমরা অনুরাগী। আমরা এইমাত্র বলি যে, সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসাম্মুখ্য স্বীকার করুক। কর্ম্ম সকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ, তাহার দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক। ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশেই কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, তুমি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব। কোন সময়ে বিরক্তিক্রমে আমার কর্ম্মচেষ্টা খর্ব্ব হয়। তাহাও কোন অবস্থায় তোমার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-লাভের সদৃশ। তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ—তোমার পক্ষে কর্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি-সাধন-ক্ষেত্র। তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহির্ম্মুখ বলিয়া জানি ; যেহেতু তুমি কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর না। তোমার নাম—সেশ্বরনৈতিক বা কর্ম্মী, কিন্তু আমার নাম—ভক্ত।"

—চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

১৭। ক্ষমা শ্লাঘ্যা কেন ?

"ক্ষমা—ভক্তির অনুকূল।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯১

১৮। ভক্ত্যনুকূল বিশ্বাস কি ?

"ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক—এই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯৩

১৯। দারিদ্র্য ভক্তের নিকট হরিসেবা ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের পক্ষে অনুকূল কেন ?

"দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিয়াছেন

যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে-ক্রমে হরণ করি ; কেন না, তাহা হইলে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখ-দুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে ; তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭৭

২০। হরিব্রতাদির অনুষ্ঠানে কি হয় ?

"জয়ন্তীব্রত, একাদশী ও ঊর্জ্জার পালনাদি-অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭৪

২১। 'উৎসাহ' কি ?

"আদরের সহিত অনুশীলনই 'উৎসাহ'।"

—পীঃ পঃ বৃঃ ৩

২২। উৎসাহ ভজনের অনুকূল কেন ?

"যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নাম-ভজনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং **উৎসাহই সকল ভজনের সহায়।** ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি-অল্প দিনে অনিষ্ঠতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে।"

—'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

২৩। উৎসাহহীন শ্রদ্ধা কি কার্য্যকরী ?

" 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহ-হীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করে, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না।"

—'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

২৪। বদ্ধজীবের উন্নতির উপায় কি ?

"সাধু ও মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা-জনিত জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিলাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়।"

—'নিশ্চয়', সঃ তোঃ ১১।৪

২৫। বিষয়কথা কি ভক্তির আনুকূল্য করিতে পারে ?

"জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য-অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নহে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৬। ধৈর্য্য কাহাকে বলে ? ষড়্‌বেগকে কি ভজনের অনুকূল করা যায় ?

"ছয়প্রকার বেগ দমন করার নামই 'ধৈর্য্য'। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে তাহা-দিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৭। কিরূপ ধৈর্য্য হরিভজনের অনুকূল ?

"সাধন সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়। **কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দৃঢ়তা পূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না।** এইপ্রকার ধৈর্য্য ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৮। কিরূপ আহার ভজনের অনুকূল ?

"যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৯। ব্যবহার ও পরমার্থ কিরূপে ভজনানুকূল হয় ?

"ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩০। যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ভজনানুকূল কেন ?

"জীবনের সমস্ত-ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন-মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে ; আবার আবশ্যক-মত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে ন্যূনতা হইবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩১। হরিভজনের অনুকূল সংসার বা কৃষ্ণসংসার কিরূপ ?

"কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনের জন্যই বিবাহ ; কৃষ্ণসেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা ; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; কৃষ্ণের জীবসকলের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব। এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের' —এই বোধে দেহরক্ষা, গেহরক্ষা ও সমাজ রক্ষা করিবে—ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩২। সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রত-সমুদায় পালন করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। পরন্তু বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য-সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়েন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৩৩। চাতুর্ম্মাস্যব্রত ভক্তির অনুকূল কেন ?

"দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চাতুর্ম্মাস-ব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই-সেই দ্রব্য ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৩৪। কিরূপ বিচারে গৃহে বাস ও গৃহত্যাগ করা কর্ত্তব্য ?

"ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয় ; বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে গৃহ যখন ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীস্বরূপদামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচারক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৫। গৃহস্থ-বৈষ্ণব কি উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিবেন ?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন ; কোন পাপের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৬। সদ্‌বৃত্তিজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কাহার অনুসরণ করিবেন ?

"সদ্‌বৃত্তি কি, ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৭। বিষয়বন্ধন কিরূপে ক্ষয় হয় ?

"কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং ক্রমশঃ বিষয়বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৩৮। চক্ষুর্দ্বারা ভগবদনুশীলন কিরূপে হয় ?

"চক্ষুকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, ভগবল্লীলাস্থানের বিবিধ শোভাদর্শন এবং লীলাপ্রতিকৃতি ইত্যাদি দর্শন-ব্রতই একমাত্র উপায়। যাহা কিছু চক্ষুর বিষয়ভূত হয়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করাই মূল প্রয়োজন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৩৯। কর্ণদ্বারা কিরূপে ভক্তির অনুশীলন হয়?

"কর্ণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে হরিকথা, ভক্তকথা ও হরিসম্বন্ধিনী বিষয়কথার শ্রবণব্রতই একমাত্র উপায়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪০। নাসিকাকে কিভাবে ভক্তির অনুকূল করা যায়।

"ঘ্রাণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসী, পুষ্প-চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ-ব্রতই একমাত্র উপায়। যে কিছু গন্ধ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করা উচিত।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪১। জিহ্বাকে ভক্তির অনুকূল করা যায় কিরূপে?

"রসনাকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ও ভক্ত-প্রসাদ-সেবনব্রতই একমাত্র উপায়। প্রসাদ-সেবার সময় ভোগসুখ মনে হয় না, কেবল জীবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনসুখই মনে পড়ে। প্রসাদ-সেবায় স্বীয় ভোগসুখ মনে করিলে আর আনুকূল্যভাব থাকে না।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪২। শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তদ্দ্বারা কি করা উচিত?

"হস্তপদাদি-শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তত্তৎ শরীর-দ্বারা ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র উপায়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪৩। পারমার্থিক নাম ও উপাধি কি ভক্তির অনুকূল নহে?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার সময়ে "রত্নবাহু" "কবিকর্ণপূর" "প্রেমনিধি" প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্ত্তী ভক্তগণও "ভাগবতভূষণ", "গীতাভূষণ" প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ৪।১

৪৪। ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে মহাজনের চিত্তের কিরূপ অবস্থা হয়?

"ভজনের অনুকূল বিষয়ে মহানুভবের চিত্তটি পুষ্পের ন্যায় কোমল; ভজনানুকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত আর্দ্র হয়। ভজনের প্রতিকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়; সে সমুদায় তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।"

—'বৈষ্ণবস্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৪৫। কথা, গীত, কাব্যাদি কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয়?

"ব্যবহারিক কথালাপ, গীত ও কাব্যাদি কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিতে পারিলে আনুকূল্যের সিদ্ধি হয়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৭

৪৬। হরিভজনের উপদেশকালে পরচর্চ্চা কি ভক্তির প্রতিকূল?

"গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৭। হরিভক্তিসাধক প্রজল্প কি অনিষ্টকর?

"সমস্ত মহাজন হরিভক্তিসাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৮। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে পরালোচনা দোষাবহ নহে?

"সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য তিন প্রকার। যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা

করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনাটি শুভ ; জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত এবং নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাও গুণ বই দোষ নয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

৪৯। কর্ম্মকে কিরূপভাবে অনুষ্ঠান করিলে ভক্তিযোগ হয় ?

"কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবনরক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব শারীর কর্ম্মসকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৭

৫০। বিষয়কে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হয় না ?

"'বিষয়-ভোগ' বলিয়া বিষয়কে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু 'ভগবৎপ্রসাদ' বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৭

৫১। কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তি কিরূপ জীবন যাপন করিবেন ?

"এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি।
শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা
তাহে হব অনুরাগী।"

—'প্রার্থনা' (লালসাময়ী) ৬ কঃ কঃ

——::০::——

ষড়শীতিতম বৈভব

পঞ্চসংস্কার ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। তাপ-সংস্কারের সার্থকতা কি ?

"লব্ধতাপ জীব গুরুদেবের পরীক্ষা-সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুচক্রাদির তাপ দ্বারা অঙ্কিত করেন এবং শরীর থাকা পর্য্যন্ত সেই অঙ্ক ধারণ করিবার বিধান করেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

২। যাগ বা পূজাবিধির উদ্দেশ্য কি ?

"দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদায় কার্য্য দ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেব-পূজা পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম—যাগ। শালগ্রামপূজায় ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমার্থকার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহসেবা-পদ্ধতিই—'বৈষ্ণব-যাগ'। সংসারে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে, অথচ সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহ-যাত্রার নির্ব্বাহ হইবে না ;—অতএব ভক্তি-পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য অর্চ্চনবিধি দ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করাই মন্ত্রোপদিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসারসমুদ্র হইতে সম্যগ্ উদ্ধার করেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৩। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-ধারণের আবশ্যকতা কি ?

"উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের অন্য নাম—উর্দ্ধ্বগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ! এত বৈরাগ্য! এত স্বসুখত্যাগ! এত রিপুনির্য্যাতন! এ সমুদায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়—যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরিমন্দির

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নামই জীবের উর্দ্ধ্বগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নামই 'তাপ ও পুণ্ড্র'। বদ্ধজীবের এই অলঙ্কার দুইটি অত্যন্ত আবশ্যক। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শূন্য শরীর—শবতুল্য ; উহা দৃষ্ট হইলে অনুতাপদ্বারা স্নাত হওয়া কর্ত্তব্য। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শূন্য মন কেবল মাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র-বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-বিষয়ের আলোচনা করে। হে তপ্ত জীব ! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণকরত পরম বৈষ্ণবধামের অভিমুখী হও। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ কর।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষাগ্রহণ-লীলার দ্বারা কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

"শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ি-পরিব্রাজকচূড়ামণি-শ্রীমদীশ্বরপুরীসকাশাদ্ দীক্ষা গ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরুপদাশ্রয়রূপং কর্ত্তব্যং শিক্ষয়ামাস।"

—শ্রীশিঃ, সঃ তোঃ ৮

৫। দীক্ষাগ্রহণ-বিধি সাধারণ সাধকের পক্ষে পরিত্যাজ্য কি ?

"জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষাপ্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্যবিধি। কোন সিদ্ধব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে উদারহণস্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। ধ্রুব-মহাশয় এই পার্থিব-শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন ; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন ? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন,

তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ বিধি লঙ্ঘন করা কখনও উচিত হয় না।”

—‘তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৬। শ্রীগুরুদেব কখন শিষ্যকে ভক্তিসূচক নাম প্রদান করেন ?

“যে সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিভক্তি-সম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সঃ তোঃ ২।১

——ঃঃ০ঃঃ——

সপ্তাশীতিতম বৈভব

দৈব-বর্ণাশ্রম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমবিধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা বিধেয় কি?

'শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে-মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি-আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন,—এই চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত ও সামাজিক চেষ্টা-বিশেষ।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

২। অবৈধ বর্ণাশ্রম-বিধানই কি ভারতীয় আর্য্যজাতির পতনের কারণ নহে?

"আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা যে কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে, এমত নয়; কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল-সংস্থাপনে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৩। কাহাদের শাসনে সমাজনিষ্ঠ বিধির চরমোন্নতি হইয়াছিল?

"ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল,—ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।১

৪। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা উচিত কি?

"বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ

জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করাই কর্ত্তব্য।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৫। কি কি গুণরহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহে?

"শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুত-ভক্তি ও সত্য যে ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায় না।"

—'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

৬। প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি কিরূপ আশ্রম স্বীকার করেন?

"গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থাশ্রমই হউক বা সন্ন্যাসই হউক, যে-আশ্রমকে তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়াই তিনি ভজন করিবেন এবং যে আশ্রমকে প্রতিকূল দেখিবেন, তাহাকে তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৭। ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ কাহাকে বলে?

"যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ-তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা নবদ্বীপ ধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' বলে। এ আশ্রম কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।১৩০

৮। গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসীর বেষ গ্রহণ করা উচিত কি? ঐরূপ আশ্রম-সাঙ্কর্য্যের ফল কি?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মস্তক মুণ্ডন ও কৌপীন ধারণ করিয়া স্বগৃহে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাঁহাদের এরূপ আশ্রমসাঙ্কর্য্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এরূপ লিঙ্গ-গ্রহণের দ্বারা কি লাভ

হইবে ?—কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফল ভোগ করিবেন।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ, ২।৭

৯। জাতিভেদ স্বীকার না করিলেই কি পরমার্থ হয় ?

"যখন দেখা যাইতেছে যে, জাতি কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন জাতিবিচারে যে দোষ ব্রাহ্মেরা দেখাইয়া থাকেন, সে কেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৭ম প্রঃ

১০। ভারতে কখন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় আরম্ভ হয় ?

"বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেকদিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কাল-ক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা স্বার্থবশতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয়বর্ণ-মধ্যে যে কলহবীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণ-ব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদিশাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে, উচ্চবর্ণ-প্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করত ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয় তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবতী হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

১১। ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ কি কি ?

"ব্রহ্মস্বভাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়-সকল যুদ্ধে অপারক হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত

কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্র-চর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

১২। ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবনতির কারণ কি?

"ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

১৩। পরমার্থ কি বর্ণধর্ম্মসাপেক্ষ?

"সাংসারিক ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে; তাহাতে পরমার্থধর্ম্মের সংশ্রব নাই। **পরমার্থধর্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ।**"

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৭

১৪। ভারতীয় আর্য্যজাতির অস্তিত্ব কোন্ কারণে এখনও লুপ্ত হয় নাই?

"রোমজাতি ও গ্রীক্‌জাতি কোন-সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতিলক্ষণরহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করত ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে; এমত কি, তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীকজাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখেন। কেন? কেবল বর্ণাশ্রমবিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছ-হত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ, ২।৩

১৫। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য কি?

"কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন, শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণ-বিধি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৫।১৪৩

১৬। বৃত্তিগত বর্ণনির্ণয়ের সার্থকতা আছে কি? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি?

"মানুষের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাব-অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রায় কেহ চতুর হইতে পারেন না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার—ঈশ্বর ও বিদ্যা যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; শৌর্য্য ও রাজ্য-শাসন যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম, তাঁহারা বৈশ্য এবং ত্রিবর্ণের সেবা-মাত্রই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা শূদ্র। নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে ও অবস্থাক্রমে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন-নির্ব্বাহের দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধন করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ৮।৫৮

১৭। বর্ণাশ্রম-বিধি-সংরক্ষণে ভগবদবতার ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হইতে পারেন কি?

"আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম,—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ইচ্ছাময়, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ইচ্ছা হইলেই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অবতীর্ণ হই; যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই; আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জগদ্ব্যাপারনির্ব্বাহক বিধিসকল অনাদি, কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে; সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না; অতএব আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্ম-

গ্লানির নিবৃত্তি করি ; এই ভারতভূমিতেই যে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয় ; আমি (শ্রীকৃষ্ণ) দেবতির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হই ; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না ; সেই-সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি ; কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন-করণার্থ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অধিকতর যত্ন করি। অতএব, যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী বলিয়া জানিবে।"

—গীঃ বিঃ ভাঃ ৪।৭

১৮। ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের তারতম্য কি ?

"ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল।"

—'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

১৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আসক্ত থাকিলে ভজনোন্নতি হয় কি ?

"অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব ও প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন ; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

২০। ভারতভূমিতেই সকল রমণীয় অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন কেন ?

"যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা

ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না।"

—রঃ ভাঃ ৪।৭

২১। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার সমীচীন?

"ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

২২। ব্রাহ্মণ কয় প্রকার? বৈষ্ণবত্বলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানটি কি?

"ব্রাহ্মণ দুই প্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধন। * * * পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিতে পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

২৩। স্বভাবসিদ্ধ ও জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কিরূপ মর্য্যাদা আবশ্যক?

"ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদিসম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

২৪। সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ কখন বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে?

"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধানস্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

২৫। কেবল জাতিনিমিত্ত কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা কি শাস্ত্র-সম্মত?

"জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না; কেবল ব্যবহারিক সঙ্গ প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান শমেত্যাদি-বিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানুসারে 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ ৪৪ সূঃ

২৬। বর্ণাশ্রমবিধি-নিষেধ বা কোনপ্রকার উচ্চাবচ অবস্থান্তরহেতু বৈষ্ণবের হরিভজনের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি?

"শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না; এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কুচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়া-সমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন, একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন, তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন, একই কথা।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

——ঃঃ*ঃঃ——

অষ্টাশীতিতম বৈভব

বৈষ্ণব-সদাচার ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কিরূপ লক্ষণান্বিত সাধুর সঙ্গ ও সেবা করা কর্ত্তব্য ?

"বাহ্যলিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রীতি-লক্ষণ অন্বেষণ করত সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণবদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য।"

—কৃঃ সং ৮।১৭

২। বৈষ্ণবমাত্রের কর্ত্তব্য কি ? বৈরাগ্য কি চেষ্টাদ্বারা উৎপাদন করিতে হয় ?

"বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্ব পাপ, ক্ষয়াবশিষ্ট, ক্ষয়োন্মুখ পাপ বা দৈবাৎ আপন-পাপে দোষ দৃষ্টি করিবে না। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ বৈষ্ণব অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্র-ভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত হরিনাম-রসের সাধন করিবেন। যখন কৃষ্ণরুচি সফল হইবে বিষয়রুচি সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজে-কাজেই অভাব-সঙ্কোচরূপ একপ্রকার সহজ বৈরাগ্যভাবের উদয় হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

৩। বৈষ্ণবদিগের গুণসকল কিভাবে কীর্ত্তনীয় ?

"বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্যাদি অপ্রকাশ্য ; সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গুণসকল কীর্ত্তন করিবে।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ', ৩০-৩১, সঃ তোঃ ৭।৩

৪। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সম্মুখে কিভাবে বসা অনুচিত ?

"ভগবান্ বিষ্ণুর বা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের নিকটে পদ বিস্তার করিয়া বসিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—১৪, সঃ তোঃ ৭।৩

৫। বৈষ্ণবের নিকটে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা কর্ত্তব্য কি ?

"বৈষ্ণবদিগের নিকটে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিন্দা করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—৪২, সঃ তোঃ ৭।৪

৬। সাধক নিজেকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবেন কি?

"আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—৩৫, সঃ তোঃ ৭।৪

৭। কৃপা করিবার ছলে ধর্ম্মধ্বজী ও মায়াবাদীর সঙ্গ করা দূষণীয় নহে কি ?

"যাহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া শঠতা আশ্রয় করত ধর্ম্মধ্বজী বা যোষিৎসঙ্গী হয় কিংবা মায়াবাদাদি দুষ্ট-মত আশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, কোন মতেই তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না ; তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলে তাহাদের সঙ্গ করিয়া অনেকে অবশেষে অধঃপতিত হন।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৮। বিষয়ীদিগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্ত্তব্য কি ?

"কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী ন'ন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন ; তাঁহাদের সঙ্গ ও সর্ব্বদা পরিহার্য্য।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৯। গৃহস্থ বৈষ্ণব কিরূপ ব্যক্তির গৃহে প্রসাদ পাইবেন ?

"গৃহস্থ বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ অন্ন পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১০। মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার ভেদ কি স্মর্ত্তব্য নহে ?

"মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১১। অসৎসঙ্গসত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তিলাভের আশা আছে কি?

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১২। কোন্‌টি বৈষ্ণবের প্রধান আচার?

"অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গী ও অভক্ত। স্ত্রীভক্তের পক্ষে পুরুষসঙ্গীকে 'অসৎ' বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও বৈধসম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষ—এই দুই প্রকার যোষিৎসঙ্গী।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৩। প্রতি হরিবাসরে কোন্ বিষয়টি বিশেষ চিন্তনীয়?

"প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎ-সঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবে।"

—'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

১৪। বৈষ্ণবাচার কিরূপে রক্ষিত হয়?

"অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার—অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।"

—'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

১৫। কোন্ বিচারে বৈষ্ণবের সম্মাননা কর্ত্তব্য?

"যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী গৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

১৬। ত্যাগী ভক্তের অধিকার কিরূপ?

"গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার—আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্ব-জীবে পূর্ণ দয়া, অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ জন্য অভাবকালে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্ম্মুখ-সঙ্গে তুচ্ছ-জ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা এবং জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরহিততা।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

উননবতিতম বৈভব

যুক্তবৈরাগ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। যুক্তবৈরাগ্যাচরণ কিরূপে হয় ?

"অশ্বকে বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু তল্লক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য—ইহাই যুক্ত-বৈরাগ্য ; ইহার দ্বারাই ভজনের উপকার।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

২। যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে ?

"যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে ; অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্যচেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে,—ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৩। কাহার অনুপাতে শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায় ?

"ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত (শুদ্ধভাবে উদিত) হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্য বাড়িতে থাকিবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

৪। যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারের তাৎপর্য্য কি ?

" 'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর'—এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

৫। জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি আত্মার কি কি কার্য্য সাধন করে ?

"ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেস্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে ভক্তির অভাব ; সুতরাং তাহাকে

'কপটভক্তি' বলিতে হইবে। **বৈরাগ্যে—আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধজ্ঞানে—আত্মার পুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ায়—ক্ষুন্নিবৃত্তি।"**

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১১৭

৬। কোন্ ভাবটি যুক্তবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা ?

"কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজন প্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এই প্রকার ভাবই যুক্ত-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।"

—'প্রয়োজনবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২১

নবতিতম বৈভব

দৈন্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভজনকারিমাত্রের কোন্ ভাবটি অত্যাবশ্যক ?

"সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই।"

—'ভক্ত্যানুকূল্য-বিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ২৫।৮৯

২। কিরূপ ভক্তিকার্য্যকে দৈন্য বলে ?

"আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব—এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্য।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। কিরূপ ভক্তি প্রবলা হইলে অন্বয়ানুশীলনে উন্নতি হয় ?

"দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব-ভাবের আবির্ভাবে উহারা (ভারবাহিত্বরূপ 'ধেনুকাসুর' ও স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-রূপ 'প্রলম্বাসুর') ক্ষণেকেই (ক্ষণমধ্যেই) নষ্ট হয়। তাহা হইলেই ক্রমশঃ অন্বয় অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবতঃ গূঢ় এবং সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

৪। কিরূপ বিচারে যথার্থ দৈন্য প্রকাশ পায় ?

"আমি চিন্ময় জীব, নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমি দণ্ডের (দণ্ড প্রাপ্তির) উপযুক্ত, পাত্র। কৃপাময় কৃষ্ণের নিত্য-দাস হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয়-বিস্মৃতিবশতঃই আমার কর্ম্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ ! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে ? আমি সকল অপেক্ষা হীন, দীন ও অকিঞ্চন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৫। দৈন্যময় ভক্তজীবনে নিজ বলভরসার কোন দাম্ভিকতা থাকে কি ?

"কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই ॥
ভরসা আমার মাত্র—করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা—বেদের বিচার ॥"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী)—২, কঃ কঃ

৬। শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা সহজ নহে কি ?

"বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন ॥
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী ॥"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী)—৩, কঃ কঃ

৭। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের নিকট শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা কিরূপ ?

"শ্রীরূপগোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া ॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়া'য়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয় ॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে ॥"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী) ১-৪, কঃ কঃ

৮। আত্মমঙ্গলেচ্ছুর বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট কিরূপ নিষ্কপট দৈন্য আবশ্যক ?

"গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী) ১-১ কঃ কঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

একনবতিতম বৈভব

সহিষ্ণুতা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সহিষ্ণু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি ?

"কেহ যদি তোমাকে অতিবাদ করে, তবে তাহা সহ্য করিবে ; কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও প্রতি বৈর সাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। **কৃষ্ণসেবার কাম—অপ্রাকৃত, তাহার নামই—'প্রেম'।** ইন্দ্রিয়সেবার কাম—প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান ; তাহা অবশ্যই ত্যাগ করিবে।"

—'কলি', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

২। ভিন্ন প্রণালীতে অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শন কি স্বধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ ?

"যাঁহারা ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৩। কাম্যভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি কি সহিষ্ণু হইতে পারে ?

"যাহাদের কাম্যভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না ; কেবল বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়রাগ অতি অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৪। নামকীর্ত্তনকারীর সহিষ্ণুতা কিরূপ হইবে ?

"বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন।।"

—'শিক্ষাষ্টক',—৩, গীঃ

৫। 'তরু হইতেও সহিষ্ণু' কথা দ্বারা কিরূপ দয়া সূচিত হয় ?

"তরোরপি সহিষ্ণুনা ইতিবাক্যেন তরুঃ সংছেদকস্যাপি ছায়া-ফলদানেনোপকরোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃতাং নির্ম্মৎসরতা-লঙ্কৃতং দয়ারূপং দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি।"

—শ্রীশিঃ,—সঃ ভাঃ ৩

৬। ধৈর্য্যহীনের হরিভজন হয় কি ?

"ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই ধীর। ধৈর্য্যগুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা অধীর, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্যগুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

——ঃঃ০ঃঃ——

দ্বিনবতিতম বৈভব

অমানিত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। অমানী কিরূপে হওয়া যায় ?

" 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী'—এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না—আমি আপনাকে দীন, হীন, অকিঞ্চন ও তৃণাধিক সুনীচ বলিয়া জানিব।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২। কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী কিরূপে দীন হইবেন ?

"তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার॥"

—'শিক্ষাষ্টক', ৩ গী

৩। নিজকে কিরূপে অমানী করা যায় ?

"আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

৪। দেহধারী মানব নিজকে কিরূপ জ্ঞান করিবে ?

"মানবদেহ—কেবল কারাগার মাত্র। ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ, অতএব ইহাতে যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা যার, ততদিনই মানব তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন।"

—তঃ সূঃ ২৩ সূঃ

৫। বিরূপগ্রস্তের পক্ষে তৃণাধিক সুনীচ হওয়া কি সঙ্গত নহে ?

"তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানো ন ন্যায়বিরুদ্ধঃ কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানো ন সুন্দর ইতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

৬। 'অমানী' শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

"'অমানিনা' শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপং তৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টম্। বদ্ধজীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধযোগৈশ্বর্য্য-ভোগৈশ্বর্য্য-ধনরূপ-জাতিবর্ণ-বলপ্রতিষ্ঠাধিকারেত্যাদিজনিতো যদভিমানো তন্মিথ্যা—জীবস্বরূপবিরোধ-ধর্ম্মত্বাৎ; তত্তদভিমানশূন্যতা হি মিথ্যাভিমান শূন্যতা। এবম্ভূতমিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্ব্বদা সত্যপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্তনীয়ম্। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কার-শূন্যঃ, বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈকচিত্তো ভক্তঃ কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তয়তি।"

— শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

——::০::——

ত্রিনবতিতম বৈভব

মানদত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'মানদ'-শব্দের অর্থ কি ?

" 'মানদ'-শব্দেন যথাযোগ্যং সর্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থ-লক্ষণম্। সর্ব্বান্ জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বিষতি প্রতি-দ্বিষতি বা ; মধুরবাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সর্ব্বান্ তোষয়তি।"

—শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৩

২। যথাযোগ্য সম্মানদান বলিতে কি বুঝায় ?

"বৈষ্ণবেরই সম্মান ; বৈষ্ণবসন্তান যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তিতারতম্যক্রমেই সম্মানের তারতম্য ; আর বৈষ্ণবসন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্যমধ্যেই গণনা করিবে, বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে ; যিনি বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। নিজকে গুরুবুদ্ধি করা কি মানদ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে ?

"নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র ॥"

—'প্রার্থনা লালসাময়ী' ৮, কঃ কঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

চতুর্নবতিতম বৈভব

ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। একান্তভক্তের বিশ্বাসটি কি ?

"কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্য দ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,—একান্তভক্ত এইমাত্র বিশ্বাস করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

২। ব্যবহারিক দুঃখ উপস্থিত হইলে নামাশ্রিত ভক্ত কি করেন ?

"ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়।
অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায় ॥
নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লবমতি হঞা।
গোবিন্দশরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া ॥

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন

৩। পরা মুক্তি ও পরা ভক্তি কি পৃথক্-তত্ত্ব ?

"মুক্তি ও পরা ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং যাঁহারা ভেদ দৃষ্টি করেন, তাঁহারা তদুভয়ের মধ্যে কোনটিকেই উপলব্ধি করেন নাই,—ইহাই প্রতীত হয়।" —তঃ সূঃ, ১৯ সূঃ

৪। ঐকান্তিকগণ কোন্-কোন্ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন ?

"একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয় ; প্রায়শঃ তাঁহারা ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

৫। নামসাধকের কোন্ বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক ?

"যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটি বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ়ভাব বা পরাকাষ্ঠা ; ইহাকে 'নির্ব্বন্ধ' বলা যায়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৬। 'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ কি ?

" 'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায়

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে একগ্রন্থ হয়। একগ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে একলক্ষ নামের নির্ব্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিলকাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্ব্বমহাজনগণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

৭। ব্যবধানদোষ কি পরিত্যাজ্য নহে ?

"নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক,—নামগ্রহণসময়ে যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৫

৮। নামগ্রহণকালে সাধকের কিরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত ?

"নাম গ্রহণ করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে প্রিয়া যেরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৬

৯। নামাশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ম্মজ্ঞানসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করণীয় কি ?

"যাঁহারা নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম-জ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয় ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৭

১০। ঐকান্তিক নামাশ্রিত ব্যক্তির আচার-বিচার কিরূপ ?

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি চিত্তপ্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই পাপ হয়। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণসেবা-মূলক বৈষ্ণবসংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া পরস্ত্রীসংগ্রহ, প্রয়োজন-অধিক অর্থ সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাতৎপরতা, বঞ্চনা ও চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম্ম আর করেন না; কৃষ্ণ-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন; সুতরাং পরপীড়ন ও নির্যাতনরূপ

ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন,—ক্রোধ সে স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতায় পরিণত হয় ; কৃষ্ণরসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থসঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না ; মোহকে চিদ্‌রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলাসৌন্দর্য্য ও বৈষ্ণবচরিত্রে মোহিত হন ; ধনজন ও জড় সুখাদিতে মোহপ্রাপ্ত হন না ;—অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ বা নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না ; মদকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে নিযুক্ত করিয়া জাতিমদ, ধনমদ. রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। **মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরহিংসা দ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন একেবারে ত্যাগ করেন।** এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখনও কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে ; তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তেই প্রশমিত হয়।”

—‘নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ’, সঃ তোঃ ৮।৯

১১। মতবাদের কপটতাশ্রিত নামসাধকব্রুব ব্যক্তিগণ কি প্রেম লাভ করেন ?

“যেরূপ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও রোগী ফল প্রাপ্ত হয়, সেরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নাম-ফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতানুরূপ যে ফল দিবার শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, প্রেমাদি উচ্চ ফল আর দেন না।”

—‘ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।২৪

১২। প্রকৃত ব্রজবাস কিরূপ ?

“অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জনবাসই ‘ব্রজবাস’। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে। সমস্ত দেহযাত্রা যাহাতে বিরোধী না হয়—এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সেবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে।”

—জৈঃ ধঃ ৪০শ অঃ

পঞ্চনবতিতম বৈভব

রাগাত্মিকা ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। রাগাত্মিকা ভক্তি কাহাকে বলে ?

"বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয়-প্রেমাকারে 'রাগ' হয়। সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে, তদ্রূপ এস্থলে বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে এবং চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বলা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায় ; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। * * কৃষ্ণলীলায় লোভই রাগাত্মিক ভক্তিতে ক্রিয়া করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

২। রাগাত্মিকা ভক্তির স্থিতি কোথায় ?

"ব্রজবাসিভক্তজনের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নামই রাগানুগা ভক্তি।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবন প্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ' ; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (সেই রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন। ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২২।১৪৫, ১৪৬-১৫০

——::*::——

ষষ্ণবতিতম বৈভব

রাগানুগা ভক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। রাগময়ী ভক্তির অধিকারী কে ?

"বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপাদন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপাদন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠাই প্রবলা; ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

২। সাধন কত প্রকার ও তাহার প্রণালী কি ?

"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা সাধনভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয় প্রকারকে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টিপ্রকার করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে, সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধা। রাগানুগা সাধনভক্তি (প্রধানতঃ) কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণসেবা।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৩। আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি কি ?

"লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, তরলতা যেমন উত্তাপের গুণ, দহন যেমন অগ্নির শক্তি, সঙ্কল্প যেমন মনের ধর্ম্ম, তত্তৎকার্য্যোপযোগিতা যেমন দ্রব্যগণের স্বভাব, পরমেশ্বরে অনুরাগই সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্তাবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি নির্ম্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়।"

—তঃ সূঃ, ১৭ সূঃ

৪। বিষয়ানুরাগ ও পরানুরাগে পার্থক্য কি ?

"শরীরী জীবগণের বিষয়ানুরাগই পরানুরাগের বিকার। ঐ বৃত্তি নিরুপাধি হইলে 'পরানুরাগ' হয়; কিন্তু উপাধি প্রাপ্ত হইলে ঐ ঐ উপাধিতে তাহা বিকৃতরূপে পরিণত হয়।"

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

৫। উপাধিভেদে অনুরাগের নাম ও ক্রিয়া কি?

"অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধি-ভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে 'লোভ' বলা যায়, স্ত্রীসৌন্দর্য্যে অনুরাগ জন্মিলে 'লাম্পট্য' বলা যায়, দুঃখিলোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে 'দয়া' কহা যায়; ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি প্রদত্ত হইলে 'স্নেহ' হয়, উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে 'কৃতজ্ঞতা' হয়, আনুকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে 'প্রীতি' হয়, প্রাতিকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে 'দ্বেষ' হয়। এই প্রকার একটি বৃত্তিই নানা বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বহুত্বই ইহার উপাধি। মুক্তজীবের সহিত ইহা নিরুপাধি অবস্থায় অবস্থিতি করে; তথাপি কেবল একই অবস্থায় অবস্থিতি করে,—এমত নহে; কিন্তু ঐ নির্ম্মল অনুরাগের অনন্ত পরিমাণে উন্নতি স্বীকার করা যায়, ইহাই ইহার শ্রেয়স্করতা।"

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

৬। কাহারা যথার্থ বিশুদ্ধ ভজনপরায়ণ?

"ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয়। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৭। রাগানুগা ভক্তির অধিকারী কে?

"যাঁহার আত্মায় রাগতত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্র-শাসনমতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরিভজনে শাস্ত্রশাসনের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন

না, কিন্তু তাঁহার আত্মায় হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদিত হইয়াছে, তিনিই রাগানুগ ভজনের অধিকারী।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৮। রাগময়ী উৎকণ্ঠা কিরূপ ?

"প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, তুহুঁ পদাম্বুজ-স্ফূর্ত্তি,
সেই দুহুঁজন দরশন।
এ জন্মে কি হবে মন, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন॥"

—'কার্পণ্য পঞ্জিকা' ৩২ গীঃ মাঃ

৯। রাগানুগা ভক্তির মূল কি ?

"রুচিমূলা হি রাগানুগা ভক্তিঃ।"

"ব্রজবাসীদিগের সেবানুকরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির মূল।"

—আঃ সূঃ ১১৬

১০। রূপানুগ ভজনে রসজ্ঞান প্রয়োজনীয় কেন ?

"রূপানুগ তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর,
রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দ রস, সর্ব্বতত্ত্ব যাঁর বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্বধন॥"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ'—৬, গীঃ মাঃ

১১। বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির মধ্যে তারতম্য কি ?

"বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতিশীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম সুসাধনে, রুচি হয় যাঁর মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায়॥"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ'—৫, গীঃ মাঃ

১২। রাগানুগ সাধকগণের ভগবদনুশীলন কত প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি কি ?

প্রকার	বিবরণ
(১) চিদ্গত অনুশীলন	(১) প্রীতি ও (২) সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানুভূতি
(২) মনোগত অনুশীলন	(১) স্মরণ, (২) ধারণা, (৩) ধ্যান, (৪) ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, (৫) সমাধি, (৬) সম্বন্ধতত্ত্ববিচার, (৭) অনুতাপ, (৮) যম ও (৯) চিত্তশুদ্ধি
(৩) দেহগত অনুশীলন	(১) নিয়ম, (২) পরিচর্য্যা, (৩) ভগবদ্ভাগবতের দর্শন-স্পর্শন, (৪) বন্দন, (৫) শ্রবণ, (৬) হৃষীকার্পণ, (৭) সাত্ত্বিক বিকার ও (৮) ভগবদ্দাস্যভাব
(৪) বাগ্গত অনুশীলন	(১) স্তুতি, (২) পাঠ, (৩) কীর্ত্তন, (৪) অধ্যাপন, (৫) প্রার্থনা ও (৬) প্রচার
(৫) সম্বন্ধগত অনুশীলন	(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) কান্ত ; সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুইপ্রকার—অর্থাৎ ভগবদ্‌প্রবৃত্তি ও ভগবজ্জনগত প্রবৃত্তি
(৬) সমাজগত অনুশীলন	(১) বর্ণ—মানবগণের স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তা-বিভাগ। (২) আশ্রম—মানবগণের অবস্থান অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ—গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, (৩) সভা, (৪) সাধারণ উৎসবসমূহ ও (৫) যজ্ঞাদি কর্ম্ম।
(৭) বিষয়গত অনুশীলন	চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাববিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্যকাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকা-যন্ত্রবৎ)— (ক) চক্ষুর বিষয়—শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি। (খ) কর্ণের বিষয়—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা ও কথা ইত্যাদি।

প্রকার	বিবরণ
	(গ) নাসিকার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য।
	(ঘ) রসনার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয়-গ্রহণ-সঙ্কল্প ও কীর্ত্তন।
	(ঙ) স্পর্শের বিষয়—তীর্থবায়ু, পবিত্রজল, বৈষ্ণব শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী-সঙ্গাদি।
	(চ) কাল—হরিবাসর ও পর্ব্বদিন ইত্যাদি
	(ছ) দেশ—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি

—কৃঃ সং 'উপসংহার'

১৩। রাগানুগ ভক্তের কৃষ্ণসেবারীতি কিরূপ ?

"রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্য-অনুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২২।১৫৪

১৪। রাগানুগ-ভজনকারীর ইষ্টবিষয়িণী সেবা, ব্যবহার, লীলা-চেষ্টা, পদ্ধতি ও ভাব কিরূপ হইবে ?

"বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে যেরূপ 'সেবার ব্যবস্থা' আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস'-স্তোত্রে যেরূপ 'ব্যবহার' লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে; 'বিশাখানন্দাদি-স্তোত্রে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলাচেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে; 'মনঃশিক্ষা'য় যে পদ্ধতি দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে এবং 'স্বনিয়মে' যে 'ভাব' প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে।

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

——::*::——

সপ্তনবতিতম বৈভব

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার গুরুত্ব কতদূর ? তদুপদিষ্ট তত্ত্ব-সকল কি উপায়ে শিক্ষণীয় ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি—গূঢ় ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব,—একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আজকাল অনেকেই আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল প্রবন্ধ সেইরূপ পাঠ করিলে হইবে না। এই সকল শিক্ষাই বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব ;—শ্রদ্ধা-সহকারে বিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক, অন্যান্য সাধুগণের সহিত সমালোচনাপূর্ব্বক ধীরে-ধীরে পাঠ করিলেই এইসকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-সার কি কি আকারে ব্যক্ত হইয়াছে ?

"শ্রীগৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎ উপদেশ এই যে, বেদশাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ হইয়া জীবগণকে নয়টী প্রমেয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রমেয়গুলি এইরূপ—১। এই বিশ্বে শ্রীহরি একমাত্র পরমতত্ত্ব, ২। তিনি সর্ব্ব-শক্তিবিশিষ্ট, ৩। তিনি রসসমুদ্র, ৪। তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবগণ, ৫। কতকগুলি জীব প্রকৃতি-কবলিত, ৬। কতকগুলি জীব ভাব-বলে প্রকৃতি হইতে মুক্ত, ৭। এই চিদচিদ্ বিশ্ব সমস্তই শ্রীহরির ভেদাভেদ-প্রকাশ, ৮। শুদ্ধভক্তিই সাধন ও ৯। শ্রীহরিপ্রেমই সাধ্য-বস্তু।"

—গৌঃ সমঃ স্তোঃ ৭৫

৩। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু গর্হণ করিয়াছেন কেন ?

"অচিন্ত্য-ভেদাভেদই ভক্তিসিদ্ধান্ত। ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই —(১) ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং (২) রসাভাস অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, কিন্তু রস নয়। এই দুই প্রকার বস্তু হইতে বৈষ্ণব-দিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য ; কেননা, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ

বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয় ; রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে সহজিয়া, বাউল ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১০।১১৩.

৪। মহাপ্রভু কি কোনরূপ দুর্নীতিকে অনুমোদন করেন ?

"Mahaprabhu tells us that a man should earn money in a right way and sincere dealings with others and their masters ; but should not immorally gain it. When Gopinath Patnaik, one of the brothers of Ramananda Rai was being punished by the Raja of Orissa for immoral gains, Sri Chaitanya warned all who attended upon him to be moral in their worldly dealings."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & precepts.*

৫। মহাপ্রভু স্বীয় আচরণ দ্বারা গৃহস্থের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

"In His own early life He has taught the *grihasthas* to give all sorts of help to the needy and the helpless, and has shown that it is necessary, for one who has power to do it, to help the education of the people specially the Brahmins who are expected to study the higher subjects of human knowledge."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts.*

৬। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার ও শিক্ষায় কোন ত্রুটি আছে কি ?

"Sri Chaitanya as a teacher has taught man both by precepts and by His holy life. There is scarcely a spot in His life which may be made the subject of criticism. His *Sanyas*, his severity to junior-Haridas and such like other acts have been questioned as wrong by certain persons, but as far as we understand, we think, as all other independent

men would think, that those men have been led by a hasty conclusion or partyspirit.''

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts.*

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্‌টিকে বেদান্ত-ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ?

''মহাপ্রভু বলেন—একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য ; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষদ্‌গুলিতে জাজ্জ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে ; "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ভাগবতেও সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'পরিণাম-বাদে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন'—এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল এবং পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব।"

—চৈঃ শিঃ ১১৫

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব কি ?

''শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষামূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে ; তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনা-ক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্য বিধান অবশ্যই করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ১১২

৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরম-শিক্ষা কি ?

"শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরভক্তিরূপ প্রেম লাভ ও জড়োদিত হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন—ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।"

—চৈঃ শিঃ ১১৩

অষ্টনবতিতম বৈভব

জীবের প্রতি উক্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। মানবের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাথমিক উপদেশ কি ?

"মনুষ্যদেহ—দুর্লভ ইহার একদিনও যেন অপব্যয়িত না হয়।"

—সহজিয়া মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন ?

"এই জগতে ধর্ম্মাধনাপেক্ষা ধন নাই। শরীর—ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। আমাদের পরম দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া এই জগৎকে যে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন, তাহা সাধু-গুরুর নিকট সংগ্রহ করিবে। জগতের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। যত্ন করিয়া তাহা আলোচনা করিবে। লোককে বিদ্যা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিষ্পাপ জীবনে ধর্ম্মের সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ও আপনার নিজজনকে প্রতিপালন করিবে; কিন্তু কোন সময়েই কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।" —ঠাকুরের আত্মচরিত

৩। কৃষ্ণভক্ত কি প্লেগকে ভয় করেন ?

"এই যে প্লেগকে এত ভয় করিতেছ, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই! প্লেগে কি করিতে পারে ? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্তি করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে ? যদি ভাল চাও, প্লেগ হইতেও একটি শিক্ষা কর। কল্য যদি প্লেগে ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই, তোমার এত সুখ-সম্পদ্ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বৃথাকাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটি কোটি প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরদুঃখকাতর ব্যক্তিগণকে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন ?

"জগতে সকল-জীবের সম্মান করুন, সকল জীবের দুঃখ-নিবারণের জন্য যত্ন করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সার-গর্ভ উপদেশ কখনও ভুলিবেন না।"

—'শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১১।৩

৫। জীবের এ জগতে আসা সার্থক হয় কখন ?

"কৃষ্ণ নিত্য-সুত যার, শোক কভু নাহি তার,
অনিত্য আসক্তি সর্ব্বনাশ।
আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্যতত্ত্বে করহ বিলাস।।"

—'শোকশাতন'—২, গীঃ মাঃ

৬। সুমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমার্থ-পথিকের কি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ?

"সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন,
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ।।"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ উপলব্ধি'—৩, কঃ কঃ

৭। শ্রীল ঠাকুর অচিরস্থায়ি-মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ?

"তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই; যে কয়েকদিন আছে,

তাহাও নানা বিঘ্নে পরিপূর্ণ। অতএব, ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক।"

—'সিদ্ধপ্রেমরস-মধুরিমা', ২০।৩

৮। জাত্যভিমানিগণের প্রতি ঠাকুরের কি উক্তি ?

"সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ লয়ে'
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্॥"

—'উপদেশ'—৯, কঃ কঃ

৯। ফল্গুবৈরাগী ও প্রতিষ্ঠাকামীর প্রতি ঠাকুরের কি উপদেশ ?

"তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধুকৃপা তোমার সম্বল॥"

—'উপদেশ'—১৩, কঃ কঃ

১০। জড়াসক্তের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি কি ?

"তব শুদ্ধসত্তা তাই, এ জড়জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার।
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার॥"

—'উপদেশ'—১, কঃ কঃ

১১। বৈষ্ণবাভিমানীর প্রতি ঠাকুরের কিরূপ উপদেশ ?

"বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও॥"

—'উপদেশ'—১৩, কঃ কঃ

১২। মহাজনপথ-অবহেলাকারী দাম্ভিকের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সদুপদেশ কি ?

"'ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি' ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে' তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
'কপট' বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায় ॥"

—'উপদেশ'—১৭, কঃ কঃ

১৩। লোকদেখান প্রেমিকের প্রতি ঠাকুরের উক্তি কি ?

"মুখে বল 'প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥"

—'উপদেশ'—১৮, কঃ কঃ

১৪। আসুরিক ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থ ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

"ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজমনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥
মরণ-সময় তা'রা, হইয়া উপায়-হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল।"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ-উপলব্ধি'—১, কঃ কঃ

১৫। বৃথা সংসারভারবহনকারীর প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি ?

"গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম ॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে ॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন ॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—৪, কঃ কঃ

১৬। দেহাত্মবাদীর প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

"শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে ॥
যে দেহের এই গতি, তার অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত ॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—৪, কঃ কঃ

১৭। নিত্যানন্দলাভেচ্ছুর প্রতি ঠাকুরের ভজনানুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে কিরূপ উপদেশ ?

"যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত. গুরুপাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি'
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দ রস
অনুভবি'। মায়াভোগে তোমার পতন!"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

১৮। জাড্যপরায়ণের প্রতি ঠাকুরের কি উপদেশ ?

"আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই !
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

১৯। সাধকের ভবিষ্যদাশা ও স্বরূপের বৃত্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি কি ?

"For thee thy Sire on High has kept
A store of bliss above,
To end of time, thou art Oh ! His
Who wants but purest love."

—Saragrahi Vaishnava.

২০। মনুষ্য স্বীয় জীবন-রহস্যভেদে অসমর্থ হইলে অন্তর হইতে কে তাহার অমরত্বের সন্ধান দেয় ?

"Man's life to him a problem dark !
A screen both left and right !
No soul hath come to tell us what
Exists beyond our sight !!
But then a voice, how deep and soft,
Within ourselves is left :—
Man ! Man ! thou art immortal soul !
Thee Death can never melt !!"

—Saragrahi Vaishnava.

২১। শ্রীল ঠাকুর শ্রেয়ঃপথের পথিককে কিরূপ দৃঢ় হইতে বলিয়াছেন ?

"Maintain thy post in spirit world
As firmly as you can,

Let never matter push thee down,
O stand heroic man !"

—*Saragrahi Vaishnava.*

২২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি ?

"বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেরূপ যত্ন-সহকারে সদ্‌গুরুর নিকট পাঠ করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাগ্রন্থখানি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) পাঠ করিবেন।"

—'প্রবোধন'—অঃ প্রঃ ভাঃ, সঃ ৩।১১

২৩। সদ্‌গ্রন্থ-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

"যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থকবাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৪। আধ্যক্ষিক গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি ঠাকুরের সদুপদেশটি কি ?

"কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না ; সাধুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এই সকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। 'নিগ্রন্থ' শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদিগকে গ্রন্থাতীত বলিয়াছেন ; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটি রহস্য।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

২৫। ঠাকুর কর্ত্তৃক কলিভীত ভজনকারিগণের প্রতি কোন্ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ?

"সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধ-ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশানুসারে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।"

—'বৈষ্ণব-সেবা' সঃ তোঃ ৬।১

২৬। ঠাকুর সাধকগণকে কিরূপ দৃঢ় ও সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন ?

"তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসদ্‌ব্যক্তি বঞ্চিতই করুক, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে থুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হ'ও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে।"

—'সাধনভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১২।৫

২৭। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অকপট সেবককে কিরূপ আশ্বাস দিয়াছেন?

"করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।"

—'মনুষ্য সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

২৮। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যলীলা-দর্শনলালসা ও কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ বিশ্ববাসীকে আহ্বান কিরূপ?

"যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-তরঙ্গে
রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্র যেমতি
পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ
গিরিচূড়া জলবেগে, কেন সে সময়ে
না জন্মিনু ভাগ্যহীন নরাধম আমি?
নারিলাম আস্বাদিতে সে প্রেমলহরী!!
কেন আমি না রহিনু সে অপূর্ব্বকালে
সেবিতে চৈতন্য-পদ? কেন না হইনু
রূপ-সনাতন-দাস? কেন না বহিনু
রঘুনাথের করঙ্গ? রামানন্দ সনে
কেন না ফিরিনু আমি চক্রতীর্থ-মাঝে?

কেন না দেখিনু সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ?
কাশীবাসী দণ্ডিপতি প্রকাশ আনন্দ
সরস্বতী সঙ্গী সহ কুতর্ক ছাড়িয়া
ভক্তিরূপী পরানন্দ লভিল যেকালে
প্রভুস্থানে, কেনে আমি না চাকিনু হায়
সে তর্কতরঙ্গসুধা হরিভক্তিপূর্ণ ?
এহেন বাঞ্ছিত পদ যদিও দুর্লভ,
তবুও হ'তাম ধন্য যদি সে সময়ে
জন্মিতাম বিপ্রকুলে তর্ককাণ্ডী হয়ে,
তা হলে জীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমা লক্ষি' ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ,
লইতেন দণ্ড দিয়া এহেন পাষণ্ডে
পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,
হরিনামে শুধিবারে এ দুষ্ট হৃদয় !!
আহা ! চিৎচক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,
প্রভু যবে, বৈষ্ণব-বেষ্টিত, সিঞ্চিতেন প্রাণ
হরিনামামৃত দানে এদগ্ধ সংসারে,
কত যে বাড়িত প্রেম সঙ্গিগণ-মনে
সুনির্ম্মল ! দীর্ঘবাহু উত্তোলন করি ;
জাগাইয়া জীবগণে মোহনিদ্রা হতে
বলিতেন—লহ সবে ভবৌষধি, প্রেম
পিয়া নিরবধি হও অমৃতস্বরূপ !!
যূথে যূথে শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ
বিষয়-দনুজ-ভয়ে মাগিত আশ্রয়
প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম করিতেন দান !!
প্রেমানন্দ বিলিম্পনে হৃদ্রোগ ঘুচিত !!!

চৈতন্যের দাস আমি ! জীব প্রভু মম
কর্ণধার ভবার্ণবে । তাঁহার বিধানে
আহ্বানি' তোমারে আমি হরিনাম লতে ।
কর্ম্মকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি'
এস, জীব ! প্রিয় সখে ! চৈতন্যের প্রেম
অন্তর ভরিয়া লহ ! ঘুচিবে হুতাশ !
কলিমল-বদ্ধভাব ! পাইবে স্বপদ
শান্তিরস ! আচরিবে জীবের স্বভাব
কৃষ্ণপ্রেম ! মহাভাব অনন্ত হইবে !
বৈষ্ণবদাস কেদারনাথ সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার ।
মতিহারী, ফাল্গুন ১২৭৬ ; ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০

—'বৈষ্ণব-নিমন্ত্রণ' সঃ তোঃ ১৯।২

——::*::——

একোন-শততম বৈভব

নানা কথা ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জীবের ক্রমোন্নতির ভিত্তি কি?

"স্বীয়-স্বীয়-অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়।"

—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য', সঃ তোঃ ১০।৬

২। নিজে শ্রীনাম গ্রহণ ও প্রচার করা ব্যতীত ভক্তিধর্ম্মে অপর জীবের শ্রদ্ধা উদিত করা যায় কি?

"যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, * * * দুর্গত-জীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।"

—'নববর্ষ আর্ত্তি-নিবেদন', সঃ তোঃ ১৫।১

৩। শ্রী, সুখ-দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্খ, পন্থা-উৎপথ, স্বর্গ-নরক, গৃহ, আঢ্য-দরিদ্র, কৃপণ, ঈশ ও অনীশ কাহাকে বলে?

"নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নামই—'শ্রী'; সুখ-দুঃখ বিনাশের নামই—'সুখ'; কামসুখাপেক্ষার নামই—'দুঃখ'; বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই—'পণ্ডিত'; যাঁহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই—'মূর্খ';

কৃষ্ণের নিগম বা আজ্ঞাই-'পন্থা'; চিত্তবিক্ষেপই—'উৎপথ', সত্ত্ব-গুণোদয়ই—'স্বর্গ'; তমো-গুণ-বৃদ্ধির 'নামই—'নরক'; কৃষ্ণই একমাত্র বন্ধু ও গুরু; মনুষ্য-শরীরই—'গৃহ'; গুণাঢ্য ব্যক্তিই—'আঢ্য'; অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই—'দরিদ্র; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই—'কৃপণ'; যিনি গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণসমূহে অনাসক্ত, তিনিই—'ঈশ'; যিনি প্রাকৃত গুণ-সঙ্গী, তিনিই—অনীশ।"

—'প্রমাণনির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।৪৪-৪৭

৪। শুভাশুভ ফলের জন্য অদৃষ্ট দায়ী কি ?

"সময় যতক্ষণ মন্দ থাকে, ততক্ষণ কোন সুবিধা দেখা যায় না; সময় ভাল হইলে সকল দিক্ প্রসন্ন হয়।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৫। 'এঁচড়ে পাকা' কাহাকে বলে ?

"আজকাল এই একটি রোগ হইয়াছে যে, একটু 'ক' 'খ' লিখিতে পারিলেই অনায়াসে অজাতশমশ্রু বালকগণ গুরুর ন্যায় উপদেশ করিতে থাকে,—ইহাদিগকেই 'এঁচড়ে-পাকা' বলে।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।৪

৬। নব্যপাণ্ডিত্যের লক্ষণ কিরূপ ?

"প্রাচীন-মতের প্রতি আক্রমণ করাই আজকাল পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।"

—'নূতন পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪।২

৭। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যে প্রভেদ কি ? যুবকগণ সাধারণতঃ কোন্‌টির পক্ষপাতী ?

"বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য—ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদিগের যত বাগাড়ম্বর, তত পাণ্ডিত্য নাই; ভারত-ক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

৮। কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় কি ?

"কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, দন্ত নাই, চুল সকলই পাকিয়াছে, কিন্তু চুলে কলপ দিয়া এবং রূপার দাঁত বাঁধাইয়া বালকের ন্যায় বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। সে-সকল বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল-কারণ বলা যায় না।"

—'মর্কট বৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৯। ধারণা, অনুভূতি ও যুক্তি কাহাকে বলে ?

"বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটি অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থান দান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে ; এই বৃত্তিকে 'ধারণা' বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাব-নিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প-সাধনার দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করত ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে ; ঐ বিচারকে 'যুক্তি' কহা যায়। এই সমুদয় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়-মূলক বলা যায়।"

—তঃ সূঃ, ১৬ সূঃ

১০। শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি কাহাকে বলে ?

"যুক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়, তাহা—নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিক-বৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে 'মিশ্রযুক্তি' বলে ; তাহা দুইপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ; তাহার অন্যতম নামই 'তর্ক'—ইহাই নিন্দনীয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৮

১১। জড় তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পক্ষে চিত্তত্ত্বের মীমাংসক হওয়ার দাম্ভিকতা পোষণ করা উচিত কি ?

"অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ-প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য

জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

১২। কোন্ কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ মর্ম্মোদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছেন ?

"Men of brilliant thoughts have passed by the work (the *Bhagabat*) in quest of truth and philosophy, but the prejudice which they imbibed from its useless readers and their conduct prevented them from making a candid investigation."

—The Bhagabat : Its Philosophy ; Its Ethics and Its Theology.

১৩। কিরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত ?

"In fact, most readers are mere repositories of facts and statements made by other people. But this is not study. The student is to read the facts with a view to create, and not with the object of fruitless retention. Students like satellites should reflect whatever light they receive from authors and not imprison the facts and thoughts just as the Magistrates imprison the convicts in the jail !"

—The Bhagabat ; Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৪। মহাজনগণের বাণী রহস্যাবৃত থাকে কেন এবং উহা কখন সহজবোধ্য হয় ?

"The expressions of all great men are nice but somewhat mysterious—when understood, they bring the truth nearest to the heart, otherwise they remain mere letters that "kill". The reason of the mystery is that men, advanced in their inward approach to Deity, are in the habit of receiving reve-

lations which are but mysteries to those that are behind them."

—*'To Love God' (Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871)*

১৫। জড়জগৎ চিজ্জগতের কোন ইঙ্গিত দেয় কি ?

"The outward appearance of Nature is nothing more than a sure index of its spiritual face. * * * *Matter is the dictionary of spirit* and *material pictures are* but the *shadows of the spiritual affairs* which our material eye carries back to our spiritual perception."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

১৬। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মে পণ্ডিত ও মূর্খের সমান অধিকার হইলেও তাহাদের ভজন-প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য আছে কি ?

"The religion preached by Mahaprabhu is universal and not exclusive. The most learned and the most ignorant are both entitled to embrace it. The learned people will accept it with a knowledge of *Sambandhatatwa* as explained in the categories. The ignorant have the same privilege by simply uttering the name of the Deity and mixing in the company of pure Vaishnavas."

—*Chaitanya Mahaprabhu ; His Life and Precepts.*

১৭। অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য কি কথায় বুঝাইবার বস্তু ?

"অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যসমূহ বিচার করিবার বিষয় নয়,—আস্বাদন করিবার বিষয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সেই অপূর্ব্ব আস্বাদন উদিত হয় নাই, তাঁহারা কেবল কথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

১৮। স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবসকল কি নিম্নাধিকারীর বোধগম্য ?

"স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনও কখনও দর্শনানুসারে স্তবাদিতে ভগবানের বর্ণন

করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে তাহা সংক্ষিপ্ত হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে তাহা প্রকাশ পায়। সে-সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই।"

—জৈঃ ধঃ ৪০তম অঃ

১৯। জনসাধারণ অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকের সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিতে অসমর্থ কেন?

"অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না; অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২০। ত্রিশূলের স্বরূপ কি?

"জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই—'ত্রিশূল'।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

২১। চিত্রপট-দর্শন বা বিশ্বকৌশল-দর্শনটি কি?

"শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল-দর্শনের নামই—চিত্রপট-দর্শন। মায়িক বিশ্বটি চিদ্বিশ্বের হেয় প্রতিভাত ছবি—ইহা যাঁহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন, বলা যায়।"

—কৃঃ সং ৯।১৭

২২। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে কাহার কর্তৃত্ব ও বিলাস-ভাব বিরাজিত?

"জড়-কর্তৃক অথবা শুষ্ক চৈতন্য-কর্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল-বিভাগের দ্বারা মানবজাতির বাস-স্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্য বিভাগের দ্বারা সৌরজগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থাপনের দ্বারা কালাকাল-নিরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদিত হইতে পারে?

পরমেশ্বরের বিলাস-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।"

—তঃ সূঃ ৬ সূঃ

২৩। ঈশ্বরবিশ্বাস কি মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম নহে ?

"ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস-সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত-সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। ভক্তি-পোষক ধর্ম্ম-মাত্রে অল্প-বিস্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হয় না কি ?

"জগতে যত প্রকার ভক্তিপোষক ধর্ম্ম আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মে কিয়ৎপরিমাণে বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হইবে।"

—'খৃষ্ট-হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয়' সঃ তোঃ ২।৬

২৫। বৈষ্ণব ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

"চার্ব্বাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব ; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ 'হিন্দু' নহেন, কিন্তু সর্ব্বলোক-নমস্কৃত 'বৈষ্ণব'। বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বজাতিকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন।"

—'সোমপ্রকাশ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।১০-১১

২৬। বৈষ্ণবতত্ত্বাবধারণে কিরূপ বুদ্ধি প্রয়োজন ?

"বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা—স্থূলবুদ্ধি।"

—কৃঃ সং ৮।২০

২৭। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যাঁহারা কেবল বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, তাহাদের পরিণতি কি হয় ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত-উন্নত-গর্ভ থাকায় যাঁহারা বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন।"

—কৃঃ সং ৮।২০

২৮। শাস্ত্রোপদিষ্ট উদ্দিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট বিষয় কাহাকে বলে ?

"শাস্ত্রসমূহের দুইপ্রকার বিষয়—অর্থাৎ 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ও 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। যে-বিষয়টী যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার 'উদ্দিষ্ট' বিষয়; (আর) যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম—'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়।"

—গীঃ—রঃ রঃ ভাঃ ২।৪৫

২৯। বৈধ ও রাগানুগ ভক্তের স্ব-স্ব অধিকার লঙ্ঘন করা উচিত কি ?

"বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানুগের জন্য ব্যবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে 'কামারের দই পাতা'র ন্যায় তাঁহার ব্যবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগানুগ ভক্ত বৈধদিগের অনুষ্ঠেয় কোন বিধির নিন্দা করিলে যেরূপ অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রাচার্য্যের বিধি নির্ম্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া উঠে।"

—'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

৩০। মহাজনপদাবলী ও পদকর্তৃগণের মহিমা-প্রচারার্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কি উপদেশ ও অনুরোধ ছিল ?

"আমরা রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীশ বাবুকে অনুনয়-পূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক বৈষ্ণবকীর্ত্তনের একখানি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবদিগকে যেন বিশেষ সুখী করেন। ঐগ্রন্থে সমস্ত রাগ-রাগিণী' তাল-মান ও কীর্ত্তনের সুর সমস্ত বিচারিত হইবে এবং রেণেটী, গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের

আচার্য্যদিগের জীবনী এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণের সময় ও বিবরণ যতদূর পারেন, সংগ্রহ করিবেন ॥”

—‘পদরত্নাবলী’, সঃ তোঃ ২।৭

৩১। শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভবিষ্যৎ অন্তরায় বা তিনটী দোষ কি কি ?

“স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ (শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ) স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্‌ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।”

—‘শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১১

৩২। মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের প্রতিরোধ সহজসাধ্য কি ? মিথ্যা-শ্রিতজনগণের উদ্যমেরও ভাল দিক্ আছে কি ?

“সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময় ; এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়া-জনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা ; কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।”

—‘বিগত বর্ষের আলোচনা’, স-সজ্জিনী সঃ তোঃ ৮।১

৩৩। ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে যে-কোন প্রকারেই মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি ?

“আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-

শরীরের বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস-ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজন করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগত-বীর্য্য হইতেছেন।"

—'মৎস্য-মাংস-ভোজন', সঃ তোঃ ২৷৮

৩৪। স্বার্থই কি স্বাভাবিক নহে ?

"যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ ; যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই—স্বভাব ; নিঃস্বার্থ-নিতান্ত অস্বাভাবিক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ৯৷১২

৩৫। বিষয়ত্যাগের পরামর্শ কেবল কাল্পনিক নহে কি ?

"বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, সুতরাং বিষয়-ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০৷৭

৩৬। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ স্থগিত করিতে হইলে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

"গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয় ; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ২৷২

৩৭। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি চিরকাল থাকিতে পারে কি ?

"স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথায় থাকিবে? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ —এরূপ নিত্যভাবে আছে, এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সেস্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ অকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

৩৮। নীতিশাস্ত্রের মূল ও উদ্দেশ্য কি? পার্থিব নীতি কত প্রকার?

"সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহায় নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষ খর্ব্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার যথা, রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penal code), বণিক্-নীতি (Law of trade), প্রয়োজন-বিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শারীর-নীতি (Rules of health), সংসার-নীতি (Socialism), জীবন-নীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশ-জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক-জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম-মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে

তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশাও নাই।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩৯। স্বীয় আচার্য্যের মত স্থাপন করিতে যাইয়া বিদেশে বিবাদ সৃষ্টি করা উচিত কি?

"নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিষ্ঠালাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়; তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। গৌতমাশ্রম কোথায়? ঐ স্থানের উন্নতিকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি করিয়াছিলেন?

"গোদনা গৌতমাশ্রম। তথায় অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন। গৌতমের আশ্রম হইলে (তাহা) কাজে কাজেই ন্যায় শাস্ত্রের জন্মস্থান। সেই স্থানটি উন্নত হয় এবং তথায় একটি ন্যায়শাস্ত্রের টোল হয়,—এই মানসে ছাপরায় একটি সভা করিয়া 'গৌতম স্পিচ্' বলিয়া একটি বক্তৃতা করিলাম।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে কিরূপ আনন্দ অনুভব করেন?

"বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্তের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন তিনি গর্গ-সংহিতা পড়িতেছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি দেখিয়া আমার মনস্তুষ্টি হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুরী-যাত্রা-বৃত্তান্ত কিরূপ?

"আমি পুরীতে যাইতে বাসনা প্রকাশ করিলাম * * * * এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া পুরী যাইবার অভিপ্রায়ে

কলিকাতায় গেলাম। * * * চারি দিনে পুরী পৌঁছিলাম। ভদ্রকে একরাত্র, বালেশ্বরে একরাত্র ও কটকে একরাত্র ছিলাম।''

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৩। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরিতে কি কি দর্শন করিলেন ?

"আমি ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানে আমার পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্র ও আর কয়েকজন পণ্ডিত পুরী হইতে আসিয়া জুটিলেন। অপরাহ্নে খণ্ডগিরি দেখিলাম। খণ্ডগিরি বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে গৃহশ্রেণী অতি সুন্দর।''

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৪। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখন ব্রজমণ্ডলে গমন করেন ? তথায় কোন্ কোন্ স্থান ও মহাত্মার দর্শন এবং কি কি কার্য্য করেন ?

"১৮৮১ সালে শ্রাবণ মাসে তীর্থ ভ্রমণে গেলাম। * * * * রাধামোহন বাবু কালাকুঞ্জে লইয়া গেলেন। * * * আমি কএকদিন ব্রজে সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম। লালাবাবুর কুঞ্জ হইতে অনেক ভাল প্রসাদ আসিল। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন-দর্শন হইল। গোপীনাথের বাটীতে ভেট লইয়া বিবাদ হইল। রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ সেবন। তথায় নিম্বাদিত্যের দশশ্লোকী পাইলাম। অলক্ষ্যে নীলমণি গোস্বামীর পাঠ শ্রবণ হইয়া গেল। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম। পাল্কী করিয়া রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন দর্শন করিলাম। তথায় কঞ্জঝড়ের দৌরাত্ম্য অনুভব করিলাম, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বৃন্দাবনে আসিয়া পুনরায় দর্শনাদি করিলাম। * * * বৃন্দাবন হইতে মথুরা দিয়া লক্ষ্ণৌ গেলাম। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাসায় থাকিয়া সহর ভ্রমণ হইল। তথা হইতে ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যা গমন হইল। পাণ্ডার দৌরাত্ম্য-ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফৈজাবাদ আসিয়া বাঙ্গালী একটি বাবুর বাসায় অবস্থান করিলাম। পরদিন গোপ্রতার ঘাটে স্নানাদি হইল। সেই দিবসেই

কাশী গমন হইল। কাশীতে তিনু বাবুর বাটীতে অবস্থান হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৫। শ্রীল ঠাকুর কখন শ্রীরামপুর, মেমারি, কুলীন-গ্রাম ও সপ্তগ্রাম দর্শন করেন?

"আমি শ্রীরামপুরে থাকি। রাধিকা, কমল ও বিমল শ্রীরামপুরে পড়ে। ১৮৮৫ সালেই আমি রাধিকা, কমল, বিমল এবং প্রভু মেমারি ও কুলীনগ্রামে যাই। তাহার পর সপ্তগ্রাম দর্শন হয়।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৬। শ্রীল ঠাকুর কখন বাঘ্‌নাপাড়া, কাল্‌না, জান্নগর, প্যারিগঞ্জ, দেনুড়, ইন্দ্রার্কপুর, কক্ষশালী, পূর্ব্বস্থলী, কুলিয়া, নবদ্বীপ, আম্‌লাজোড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন?

"১৮৯০, ২৬শে মার্চ শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় গিয়া তাম্বুতে থাকি। তথায় স্কুল পরিদর্শন ও কাছারির কার্য্য করি। শ্রীবলদেব দর্শন ও প্রসাদ-সেবন। ৩০শে তারিখে কালনায় ফিরিয়া গেলাম। ৩১শে মার্চ জান্নগর হইতে পারুল গ্রাম গিয়াছিলাম। * * ৯ এপ্রিল প্যারিগঞ্জের নকুল ব্রহ্মচারীর পাট দর্শন করিলাম। * * ২৩শে এপ্রিল কাইগ্রাম গমন। ২৫শে দেনুড়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট দর্শন করি। * * ১৮ই মে গোদ্রুম গেলাম, কমলের সঙ্গে পদব্রজে ইন্দ্রার্কপুরে গঙ্গাপার হইয়া কক্ষশালী ও চুপি দিয়া পূর্ব্বস্থলী থানায় গিয়া আহারাদি করি। পরদিন পদব্রজে নবদ্বীপ কুলিয়ায় গিয়া জগন্নাথদাস বাবাজীকে ভজন কুটিতে দর্শন করি। * * * ১৭ই জুন পুনরায় বর্দ্ধমান যাই। ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে আমলাজোড়ায় গমন। গোপালপুরে ও আমলাজোড়ায় বক্তৃতা।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৭। শ্রীভক্তিবিনোদ বৃন্দাবনের কোন্ কোন্ বনাদি দর্শন করেন?

"১৮৯২ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করি। সেই দিন আমলাজোড়া। মহেন্দ্র বাবুকে

বড় যত্নে পাল্কী করিয়া ক্ষেত্রবাবুদের বাড়ীতে লইলাম। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত হরিবাসর। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯শে ফাল্গুন গিধৌড়। ৩০শে বকসর। ১লা চৈত্র এলাহাবাদ উমানাথের বাটীতে। ৬ই চৈত্র এলাহাবাদ হইতে এটওয়া। ৮ই চৈত্র হট্রাস। তথায় পকেট হইতে টাকার সহিত মানিব্যাগ খোয়া গেল। ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবনে। ১১ই চৈত্র বিল্ববন হইয়া ভাণ্ডীরবন দেখিয়া মাঠগ্রামে অবস্থিতি। ১২ই চৈত্র মান-সরোবর। ১৩ই, ১৪ই শ্রীবৃন্দাবন। ১৫ই মথুরা। ১৬ই গোকুল দর্শন। ১৭ই মধুবন, মুহলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড, তালবন, বলদেব-কুণ্ড, কুমুদবন, (ভোজন) শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন গমন। ১৮ই রাধাকুণ্ড হইয়া গিরি-গোবর্দ্ধন। ২০শে এক্কায় শ্রীবৃন্দাবন।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৮। বিভু-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ কিরূপ ?

"আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্ ॥"

—দঃ কৌঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

শততম বৈভব

আশীর্বচন ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। শ্রীভক্তিবিনোদ নববর্ষে কি কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ?

"নববর্ষ তুমি জয়যুক্ত হও, শ্রীশ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর, ভগবদ্ভক্তিগ্রন্থ সকল প্রকাশ কর, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর, জীবসকলকে এরূপ প্রবৃত্তি দেও যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধনামপরায়ণ হন।"

—'নববর্ষ', সঃ তোঃ ৬।১

২। শ্রীভক্তিবিনোদ জ্ঞানিগণকে কিরূপ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন ?

"ভাই ! অগ্রসর হও, চিন্মাত্র-প্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর, তথা পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ড-ব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদের সর্ব্বজীবের প্রতি আদেশ কি ?

"হে ভ্রাতৃবর্গ ! নিরপেক্ষতা বিষয়-সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিত্য স্বরূপ লাভ কর। সাধনভক্তিদ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা নির্গুণ প্রেমভক্তি লাভ কর ; ঈশ্বর বা পরমাত্মাদি সাম্বন্ধিক স্বরূপ অতিক্রম করত নিত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রীতিসূত্রে লাভ কর।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

——ঃঃ০ঃঃ——

প্রয়োজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একাধিক-শততম বৈভব

প্রয়োজনতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'প্রয়োজন' কাহাকে বলে ?

" 'আমি কে ? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবদ্বস্তুই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ?'—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি ? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে-রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—'প্রয়োজন'।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৭।১৪৬

২। প্রকৃত প্রয়োজন কি ?

"সুখই প্রয়োজন বটে. কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয়-আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।"

—'প্রয়োজন-বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২

৩। একমাত্র মঙ্গলময় প্রয়োজন কি ?

"তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভ-কর্ম্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়-

শেচষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।"

—'প্রয়োজন বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।১১

৪। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কিরূপ?

" 'আমি কৃষ্ণদাস'— এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে-সমস্তই কামবাঞ্ছা।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৪।১৬৫-১৬৮

৫। জীবাত্মার স্বাভাবিক ভজন কি?

"জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৪।১৯৭

৬। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত-জনের ভজন-চাতুর্য্য কি?

"অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নাম-আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

—পীঃ পঃ বৃঃ ১১, সঃ তোঃ ৯।১১

———::০::———

দ্ব্যধিক-শততম বৈভব

চতুর্ব্বর্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। স্বর্গাদি-সুখেচ্ছায় উপবাস-ব্রতাদি-পালনের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় কি ?

"ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে
উর্ণনাভ-সম কর্ম্মজাল ॥
উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়ঃক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া-অপার।
মরিলাম নিজ-দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার ॥"

—'অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৩, কঃ কঃ

২। 'কাম' ও 'প্রেম' কি স্বরূপতঃ এক ?

"কাম-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥"

—'উপদেশ' ১৮, কঃ কঃ

৩। কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য জীবের সর্ব্বনাশকর কেন ?

"কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।

এ'দিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার ।।"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৪। সাযুজ্যমুক্তি নিরর্থক কেন ?

"ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই : জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোনপ্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না।"

—কৃঃ সং ৮।২৩

৫। সাযুজ্যমুক্তি শ্লাঘ্যা নহে কেন ?

"যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায় ?"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৬। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্হ কেন ?

"সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরম ফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বরসাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ-গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনা-দোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ।' 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।' এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে 'পুরুষার্থ-পুণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি'—এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়স্থলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই

যে, (যোগ-পন্থায়) সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কারযোগ্য ফল হইল।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।২৬৯

৭। সাযুজ্য-মুক্তি-সুখ হইতে ভক্তি-সুখের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠত্ব কেন ?

“সাযুজ্য-মুক্তিসুখ সর্ব্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস—মাধুরীভর, সুতরাং তদুভয়প্রকার সুখই সর্ব্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অবিতর্ক্য।”

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

——ঃঃ✱ঃঃ——

ত্র্যধিক-শততম বৈভব

স্থায়িভাব-রতি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। 'স্থায়িভাব' কি ?

"অন্য সকল ভাবকে নিজ-বশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে অনন্য-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ী ভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেম-প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে ; যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থায় রতিত্ব-দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, অতএব স্থায়িভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২। 'রতি' কাহাকে বলে ? তাহা কয় প্রকার ?

"রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম—সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব—তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প-অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি বদ্ধজীবের মনো-বৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়াও স্বয়ং চিদ্ব্যাপার, অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্য-তত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে **সাধনাভিনিবেশজ** রতিই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। **প্রসাদজ** রতি বিরলোদয়। সাধনাভি-নিবেশজ রতি আবার বৈধ-সাধনজ ও রাগানুগা-সাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৩। অনিত্য ও নিত্য-রতি কি ?

"জড়দেহে যে রতি আছে, সে রতি চিতানলে দগ্ধ হয়, আত্মার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার আছে, তাহা অতি তুচ্ছ; কেন না, দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি, তিনি আত্মা, তাঁহার একটি নিত্য-দেহ আছে। সেই নিত্য-দেহে সকল-জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড়-দেহের চেষ্টা-সকলকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি কর। যেমত জড়ীয় স্ত্রী-দেহের রতি উৎকটভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য-স্ত্রী-দেহের অপ্রাকৃত-রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত কর। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা, তাহাকেই 'রতি' বলি। **অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের যে স্বাভাবিকী কৃষ্ণলালসা,** তাহাই জীবের **নিত্য-রতি।"**

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৪। রসবিচারশূন্য ব্যক্তিগণের যে ভাবের উদ্দীপনা, তাহার মূল কোথায়?

"রসবিচারশূন্য হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন, তত্ত্বজ্ঞানাভাবে তাহাকেই চিন্তাগত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, এবাদৎ, পূজা, প্রার্থনা (prayer) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে-সময়ে উপাসক পূজা, প্রার্থনা (prayer) বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্যুৎগতির ন্যায় একটী ভাব তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতির কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়িরূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। ভাই, সে ভাবটি কি? তাহা কি জড়ের ধর্ম্ম,—না চিন্তার ধর্ম্ম,—না জড়-বিপরীত ধর্ম্ম? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ কর, জড়ে কোথাও সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ (electricity) বা চুম্বক (Magnetism) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও সে ভাব

নাই। জড়-বিপরীত চিন্তাতে ত' কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল ? তোমরা গম্ভীররূপে বিচার করিয়া দেখ, জড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধসত্তা হইতেই সেই ভাব উচ্ছ্বলিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

৫। রতি কি হৈতুক-মনোবৃত্তি-বিশেষ ?

"রতি একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহার হেতু নাই, বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। * * * রতি প্রেমের বীজ ; শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত কর।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৬। জাতরতি পুরুষের লক্ষণ কি ?

"অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৭। স্থায়িভাব-রতি ও রসোদয়ের ক্রম কি ?

"যতই অনর্থ বিগত হয়, ততই উন্নত-সোপান অতিক্রম করিতে করিতে নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আসক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব স্থায়ী হইয়া রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৮। ভাবাপন-দশায় সাধকের কি অভিমান ?

"ভাবাপন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়া সিদ্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৯। আত্মরতিই কি অভয়দায়িনী নহে ?

"যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়।।"

—'অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

১০। ইহজন্মে সাধন-ব্যতীত শুদ্ধ-রতির উদয় দৃষ্ট হইলে কি বুঝিতে হইবে।

"কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধ রতির উদয় হইতে দেখা যায়। সে-সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১১। জাতরতি-পুরুষে যদি আচার-ব্যবহারের বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, তবে কি তাঁহাকে অসূয়া করিতে হইবে ?

"জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ন্যায় লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি কৃতার্থ ; তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দ্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষনীয় নয় ; বিধি-প্রসক্ত নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১২। মুক্তিকামী ও ভুক্তিকামী ব্যক্তিতে কি রতির উদয় সম্ভব ?

"রতি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তি-সমূহে যে-সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে-সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভাসকেই 'রতি' বলিয়া থাকে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১৩। মায়াবাদী ও চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর বাহ্য বিকারাদি কি অপ্রাকৃত-ভাবোত্থ সাত্ত্বিক বিকার ?

"* * * বাবাজীর যদি নিরপেক্ষত্ব সত্ত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধন্য। কিন্তু বিচার-পূর্ব্বক যদি ভাব-লক্ষণ-সকল স্বীকার করেন,

তাহা হইলে বুঝিবেন—সে ভাবসমূহ যথার্থ ভাব নয়, সে-সকল কেবল ভাবাভাসমাত্র। 'ভাব'-সম্বন্ধে বিশুদ্ধপ্রেমাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন—

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্ন বীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধ্যোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া-রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ ॥

রত্যাভাস দুইপ্রকার—প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। রত্যাভাসমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার রতি-লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহাতে নির্ব্বোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু যথার্থ রতির আস্বাদকগণ তাহা চিনিতে পারেন।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

১৪। সাধন-ভক্তির ভাবাবস্থা প্রাপ্তিতে কি ফলোদয় হয়?

"সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৮

১৫। শান্তিরতি কিরূপে প্রকটিতা হয়?

"জীবের শুদ্ধা রতি অনেকদিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠতা ও বিস্তৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সে-সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়গত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-রতি হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৬। শান্তরতির বিষয় ও আশ্রয় কি?

"উপাস্য-বস্তু নির্ব্বিশেষ (Undistinguishable) নয়, কিন্তু সবিশেষ (Personal), এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধি-বুদ্ধিকে 'শম' বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে,

সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে 'শান্তি রতি' বলি। শান্ত জীবই শান্তিরতির আশ্রয়। সবিশেষ (Personal God) ভগবান্ই সেই রতির বিষয়। শান্ত জীব ভগবত্তত্ত্বে জড়-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিৎসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিৎ সবিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

১৭। 'দাস্য'-রতি কোন্ সময় উদিত হয় ?

"রতিতে অনন্য মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীত-রতি হয়। তখন ভগবান্‌কে 'প্রভু' বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার 'নিত্যদাস' বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্যরতি দুই প্রকার—সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। সম্ভ্রমগত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, গৌরবগত-দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিঙ্করসকল—সম্ভ্রমগত দাস্যের আশ্রয়। পুত্রসকল—গৌরবগত দাস্যের আশ্রয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৮। দাস্যরতির স্বরূপ কি ?

"দাস্যগত রসে স্থায়িভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া 'প্রেম' হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়-যুক্ত স্থায়িভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৯। সম্ভ্রম-প্রীতি' কি ?

"কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্রীত' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আলম্বন।"

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

২০। সখ্যরসে স্থায়িভাব কি ?

"সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে স্থায়িভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান, স্নেহ, রাগ কিছু কিছু থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২১। সখ্য হইতে বাৎসল্য-রতির উৎকর্ষ কি?

"বৎসল-রসে বিশ্রম্ভ পরিপাক-অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল। রাগও থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২২। শৃঙ্গারের স্থায়িভাব কি পর্য্যন্ত পুষ্ট হয়?

"শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রম্ভ ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়িভাব যে প্রিয়তা নামা রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২৩। মুক্তিকামিগণের পুলকাশ্রু প্রভৃতি বিকার কোথা হইতে জাত?

"যে-সকল লোক মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু, তাহা **রত্যাভাস** হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস হইতে যে-সকল বিকার হয়, সে-সমুদায় সত্ত্বাভাস-জনিত।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

——::✱::——

চতুরধিক-শততম বৈভব

রসতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। রসোদয় কি ?

"ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিষ্কারই রসোদয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২। রসতত্ত্ব কি প্রাকৃত ?

"রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত ; তাহাতে জড়দেহের স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৫।৩

৩। রসোদ্ভাবনের ক্ষেত্র কি ?

"জীবের সিদ্ধ-দেহেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য ; কোনক্রমে এই জড়-বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৪। রস কয় প্রকার ? তত্তদ্‌রসের উৎপত্তিস্থান কি ?

"রস তিনপ্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস। পার্থিব-রস (মিষ্টাদি)—ষড়্‌বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু-খর্জ্জুরাদিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাবিত হয়। বৈকুণ্ঠ-রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৮ম প্রঃ

৫। পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-রসে পার্থক্য কি ?

"আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। **বৈকুণ্ঠরসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক।** এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত ; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব-রস হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই

বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠরসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুইপ্রকার রস বৈকুণ্ঠরসোদ্দেশক না হইলে নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

—প্রেঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

৬। ভাব ও রসে পার্থক্য কি ?

"ভাব এক-একটি ছবির ন্যায়; রস একখানি চিত্রপট-স্বরূপ—যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। কয়েকটি ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদয় করায়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

৭। অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রস-তরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্র-ধারার বৈশিষ্ট্য কি ?

"শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ—চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্বশ্লোক-রচনা দ্বারা শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরা-রাজ্য প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্র নাথকে এই ভাবে ডাকিবেন—* * কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হওয়ায় তিনি তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—'হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে

দীন-জন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই-জন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্রপুরী—শৃঙ্গার-রসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরী—তাঁহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহার মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাঁহার শাখা-প্রশাখা।"

—অঃ প্রঃ ভা ম ৪।১৯৭

৮। ত্যাগী ও ভোগি-সম্প্রদায় কি অপ্রাকৃত মধুর-রসের অধিকারী?

"নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী; আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ-ধর্ম্ম দুরূহ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় ৭।৭

৯। রসের অধিকারী কাহারা?

"ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে রসকে 'সাধন' বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১০। কেহ কি কাহাকেও রস শিক্ষা দিতে পারেন?

"রস সাধনাঙ্গ নয়; অতএব যদি বলেন,—'আইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই', সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১১। রসতত্ত্ব কি জ্ঞানের বিষয়?

"রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন, তাহা হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১২। যুক্তিদ্বারা কি রসতত্ত্বের উপলব্ধি হয় ?

"কেবল যুক্তি দ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। যুক্তি দ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৩। জীব কি রসের নায়ক বা বিষয় হইতে পারে ?

"গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্ত্তব্য। **যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রস আস্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন।** শঠ, ধূর্ত্ত, কুটীনাটী-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৪। অপ্রাকৃত-রসের উর্দ্ধগতি ও তৎপ্রতিবিম্বিত রসের নিম্ন-গতির সীমা কি ?

"রস—নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমানন্দস্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস উর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৫। রস ও রস-বিরোধের উদাহরণ কি ?

"উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিংবা জড়বিপরীত নির্ব্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়; সেই সকল ক্রিয়া সর্ব্বদা নীরস।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

১৬। রসের ক্রম-বিকাশ কোথায় দৃষ্ট হয় ?

"পরতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ-ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ-ভাব অনুপাদেয়। সবিশেষ-ভাবের যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭ ও জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

১৭। অপ্রাকৃত পারকীয় রস কি ?

"নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুষ্কতা হইয়া পড়ে। লীলারামতার দিকে যত টানা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। **কৃষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না।**"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৮। অপ্রাকৃত-পারকীয় রসের উপাদেয়ত্ব কেন ?

"গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পারকীয় রস আস্বাদন করেন, সে রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রসাস্বাদকে জগতে আনিবার জন্য স্বীয় গোলোক-রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে ? তিনি ত' প্রাকৃত নায়ক ন'ন ? অতএব তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আস্বাদন করিয়া সর্ব্বোত্তম রস-লাভের যোগ্য হইত ?"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৯। ব্রজের পারকীয় রস অনিন্দনীয় ও অপ্রাকৃত কেন ?

"ব্রজলীলায় অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোকুলের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয়-নিন্দা স্থান পায় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২০। অপ্রাকৃত পারকীয়-রস শুদ্ধ কেন ?

"শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয় ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ;

পরদার-ভাবটি—যোগমায়াকৃত, সুতরাং অবশ্যই কোন শুদ্ধতত্ত্ব-মূলক।”

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২১। রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা কোথায় ?

“স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ ‘পরোঢ়া’ অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় ‘ঔপপত্য’-অভিমান স্বীকার-পূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন।”

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২২। লীলারস-আস্বাদনের সহিত ব্রজে গোলোক-দর্শন সম্ভবপর কি ?

“পূতনা-বধ হইতে আরম্ভ হইয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত অসুরবধ-লীলা। সেই সকল লীলা ব্যতিরেকরূপে ব্রজে এবং নির্গুণ গোলোক-লীলায় অভিমান-মাত্র-স্বরূপে আছে। বস্তুতঃ তাহারা তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেক-লীলাপাঠে রসিক ভক্ত শুদ্ধ ভাবযুক্ত হইয়া অন্য লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে গোলোক দর্শন পাইবেন।”

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২৩। কতদিন পর্য্যন্ত মহারসে নিমজ্জন সম্ভব নহে ?

“ব্যতিরেক অনুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়া যায় না।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২৪। গোলোকে ও গোকুলে রসের আশ্রয়াভিমানের তারতম্য কি ?

“বাৎসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই,—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান-মাত্র ; যথা—

'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ' ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতের প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়,—এইমাত্র ভেদ। বৎসল-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে,—না আছে গোকুলে।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২৫। অসৎসাম্প্রদায়িকগণে রসের ব্যভিচার কিরূপ ?

"কোন কোন উপসম্প্রদায়ে চিদ্‌রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত-বিপথ-গমন-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২৬। কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা কিরূপে লক্ষিত হয় ?

"কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ় রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজন-দীক্ষা দেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

২৭। শান্তরসের বিষয় ও আশ্রয় কে ? শান্তি-রতির প্রধান সেবক কাহারা ?

"আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি-রতিই স্থায়িভাব। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশস্বরূপানু-ভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন—চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বিভূতা, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত

বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্তপুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্ত-পুরুষ। সনক-সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসিবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্ত্তি-মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্ঘন-মূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নতা হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা বিষয়-বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় নাই,—এইরূপ তাপস-সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন।”

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

২৮। শান্ত-ভক্তের স্বরূপ কি? শান্তরতির বিভাব, অনুভাবাদি কি?

“শান্ত-ভক্তের কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না। মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ-নিবন্ধন ভাব-বিশেষ। অতএব শান্ত-ভক্তের রতি অসম্পর্কতা-বশতঃ শুদ্ধ অবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, আত্মারাম-শিরোমণি, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভু—এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট হরিই শান্তি-রতির আলম্বন অর্থাৎ বিষয়। ঐ রতির আশ্রয় যে জীব, তিনি হয় আত্মারাম বা তাপস। সমস্ত গুণবর্জ্জিত, অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ, চিদ্ঘন কোন মুকুন্দনামা বস্তুর সাক্ষাৎ করণশীল রতিই ইহার স্থায়িভাব। প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ; বিবিক্ত-স্থানে স্থিতি; অন্তর্বৃত্তিবিশেষের স্ফূর্ত্তি; তত্ত্ববিচার; বিদ্যাশক্তির প্রভাব; বিশ্বরূপ-দর্শন; তত্ত্ববিদ্ভক্তজনের সংসর্গ; ব্রহ্ম-সূত্র অর্থাৎ সমবিদ্যদিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রার্থ-বিচার—এই সকল শান্তরসের উদ্দীপন বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। নাসিকাগ্র-দর্শন; অবধূত-চেষ্টা; গমন-সময়ে চারিহাত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত; অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীস্পর্শরূপ জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শন; ভগবদ্‌বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষ-রহিততা; ভক্তগণের সামান্য সম্মান; অত্যন্ত সংসারধ্বংসরূপ সিদ্ধির প্রতি আদর; লিঙ্গ ও স্থূল শরীরদ্বয়ে অনাবেশের সহিত স্থিতিরূপ জীবন্মুক্তির বহুমানন; নিরপেক্ষতা; নির্ম্মমতা; নিরহঙ্কারিতা ও

মৌন ইত্যাদি ক্রিয়া-সমূহই শান্তি-রতির অনুভাব। প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব শান্ত-ভক্তের হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার শরীরগত অভিমান-শূন্যতা-বশতঃ ঐ সকল সাত্ত্বিক-ভাব কেবল ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখন কখন জ্বলিতবৎ প্রকাশিত হয়। কখনই দীপ্ত বা উদ্দীপ্ত হয় না; শান্ত-রসে নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাব-সকল কখন কখন লক্ষিত হয়। এবম্ভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া শান্তরস রস-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

২৯। কোন্ সময় প্রীতভক্তিরস প্রকাশিত হয়?

"ব্রজলীলারূপ চিদ্‌রস-বর্ণনে শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না; যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ এক স্বরূপগত নয়। এতন্নিবন্ধন মমতাশূন্য। জীবের বহুভাগ্যক্রমে ভগবৎস্বরূপে মমতা জন্মে। সেই মমতা জন্মিলেই শুদ্ধা রতি প্রেমরূপে পুষ্ট হয়। তখন প্রীত-ভক্তিরস প্রকাশিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৩০। বৈষ্ণব-সাহিত্যের শান্তরস কিরূপ?

"You must love God with all thy heart; your heart now runs to other things than God, but you must, as you train a bad horse, make your feelings run to the loving God. This is one of the four principles of worship or what they call in *Vaishnava* Literature, *Shanta Rasa*."

— 'To Love God" Journal of Tajpur 25th Aug., 1871

৩১। প্রীতভক্তিরস ও দাস্যরসের বৈশিষ্ট্য কি?

"প্রীত-ভক্তি-রসকে অনেকে দাস্য-রস বলেন। কিন্তু প্রীত-ভক্তি-রস দুইপ্রকার—সম্ভ্রমগত প্রীতরস ও গৌরবগত প্রীতরস। সম্ভ্রমগতপ্রীত-রসকেই 'দাস্য' বলা যায়। গৌরবগত প্রীত-রসকে গৌরব-প্রীত-ভক্তি-রস বলা যায়,—দাস্য বলা যায় না।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩২। দাস্য প্রীতি কি পর্য্যন্ত উন্নত হয় ?

"দাস্য-প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩৩। দাস্য-রস কি ?

"You must love God with all your mind *i. e.* when you perceive, conceive, remember, imagine and reason, you must not allow yourself to be a dry thinker but must love. Love alone can soften the dryness of the intellect, you must develop the intellect on all good and holy things by means of love of truth, spiritual beauty and harmony. This is the second phase of *Vaishnava* development which passes by the name of *Dasya Rasa.*"

—*"To Love God" Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871*

৩৪। 'বিশ্রম্ভ' কাহাকে বলে ?

"যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রম্ভ বলা যায়। তাহাকেই সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাস বলা হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৫। প্রণয়ের গাঢ়তার ক্রম কি ?

"প্রণয়ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত সখ্যরতিতে বৃদ্ধি লাভ করে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৬। 'প্রণয়' কাহাকে বলে ?

"সম্ভ্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সম্ভ্রম-গন্ধে স্পৃষ্ট না হয়, তখন তাহাকে 'প্রণয়' বলা যায়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৭। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি ব্রজবাসীর বিচ্ছেদ আছে ?

"প্রকট-লীলার অনুসারে সখ্যরসে 'বিরহ' বর্ণিত হয়; কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৮। বাৎসল্য-রসের উৎকর্ষ কি ?

"কৃষ্ণরতির অপ্রতীতিস্থলে প্রীতরসের অপুষ্টতা হয়। সেরূপ স্থলে সখ্যরতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটীই বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৩৯। বলদেব, যুধিষ্ঠির, আহুকাদির স্ব-স্ব রসবৈশিষ্ট্য কি ?

"বলদেবের সখ্যপ্রীতিও—বাৎসল্যরস-সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-দাস্য সখ্যের দ্বারা অন্বিত। আহুক প্রভৃতির দাস্য—বাৎসল্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ অভীরদিগের বাৎসল্য—সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য—দাস্য-মিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্য—সখ্যমিশ্রিত। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণনপ্তৃদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাবমিশ্রতা লক্ষিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৪০। বৈষ্ণবগণের সখ্যরস কি ?

"You must love God with thy soul also, *i. e.* you must perceive yourself in spiritual communication with the Deity and receive Holy Revelations in your sublimest hours of worship. This is called the *Sakha Rasa* of the *Vaishnavas,*—the soul approaching the Deity in holy and fearless service."

—"To Love God", Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871

৪১। মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীরূপানুপ-ভজনের পরমপাদেয়ত্ব কেন ?

"পঞ্চ মুখ্য-মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী॥
গৌণ-রস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত,
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্ট করে।
শ্রীরূপের অনুগত ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তার কেবল মধুরে॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ', গীঃ মাঃ

৪২। কৃষ্ণভক্তিরসে গৌণরস-সমূহও উপাদেয় হয় কিরূপে ?

"কৃষ্ণভক্তিরসে সাতপ্রকার গৌণরসও উপাদেয়, যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তিরসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রস-সমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ না হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে, হাস, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা—ইহারা কি প্রকারে অমৃত-স্বরূপ, অশোক-স্বরূপ, অভয়-স্বরূপ, অক্ষোভ-স্বরূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে ? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে ! উত্তর এই যে, **পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক, জড়দুঃখমূলক নয়।**"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৩। রসের মূল, হেতু, কার্য্য ও সহায়াদি কি কি ?

"স্থায়িভাবই—রসের মূল। বিভাব—রসের হেতু। অনুভাব—রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক-ভাবও রসের কার্য্যবিশেষ। সঞ্চারি বা ব্যভিচারি-ভাব-সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি-ভাবসমূহ স্থায়ি-ভাবকে স্বাদ্যত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৪। রসাভাসের লক্ষণ কি ?

"সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত 'রসাভাস' বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৫। 'রসাভাস' কাহাকে বলে ? উহার বিচিত্রতা কি ?

"রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে 'রসাভাস' বলা যায়। **উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে** রসাভাসকে **উপরস, অনুরস** ও **অপরস** বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৬। উপরসের হেতু কি ?

"স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদি দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়িবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য, মনোভাববৈরূপ্য উপরসের হেতু।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৭। 'অনুরস' কি ? উহার উদাহরণ কি ?

"কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমন কক্‌খটী-নৃত্যে গোপদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয়. তদ্রূপ। কোন প্রকার দূর-সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এস্থলে অনুরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৮। 'অপরস' কি ? উহার দৃষ্টান্ত কি ?

"কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি 'অপরস'। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা অপরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৯। শান্তাদি-রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা কি কি ?

"শান্তরসের মিত্র—দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত রস। অদ্ভুত-রস আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের মিত্র। শান্ত রসের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। দাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর রস ; আর তাহার শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস। সখ্য রসের মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর-রস। সখ্যরসের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। বৎসল-রসের মিত্র—হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস।" বৎসলের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্ররস। মধুর রসের মিত্র—হাস্য ও সখ্য-রস। মধুরের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। হাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, মধুর ও বৎসল-রস। হাস্যরসের শত্রু—করুণ ও ভয়ানক-রস। অদ্ভুতরসের মিত্র—বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য

ও মধুর রস। অদ্‌ভুত-রসের শত্রু—হাস্য, সখ্য, দাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস। বীর-রসের মিত্র—অদ্‌ভুতরস। বীর-রসের শত্রু—ভয়ানক রস। কাহারও মতে, শান্তও বীর-রসের শত্রু। করুণ-রসের মিত্র—রৌদ্ররস ও বৎসল রস। করুণরসের শত্রু—বীর-রস, হাস্যরস, সম্ভোগ নামক শৃঙ্গার-রস ও অদ্‌ভুতরস। রৌদ্ররসের মিত্র—করুণরস ও বীর-রস। রৌদ্ররসের শত্রু—হাস্যরস, শৃঙ্গার-রস ও ভয়ানকরস। ভয়ানকরসের মিত্র—বীভৎসরস ও করুণরস। ভয়ানক-রসের শত্রু—বীররস, শৃঙ্গার-রস, হাস্যরস ও রৌদ্ররস। বীভৎসরসের মিত্র—শান্তরস, হাস্যরস ও দাস্যরস। বীভৎসরসের শত্রু—শৃঙ্গার-রস ও সখ্যরস। আর সকল—পরস্পর তটস্থ।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৫০। ব্রজগোপীগণের পরোঢ়াত্ব-অভিমানের রহস্য কি ?

"মায়া-কল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয়-মাত্র—পরদারত্ব নাই, তথাপি পরোঢ়াত্ব-অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্ল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ ভয়জনিত অপূর্ব্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

৫১। শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব কি অশ্লীলতা-দুষ্ট ও ঘৃণ্য নহে ?

"নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত-রসচিন্তায় আনা যায়, তাহাকে একটি 'কুসংস্কার' বলি। সেই কুসংস্কারপরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত রসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয় ?"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

৫২। পারকীয়-রসাশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমিক কিরূপে বিধির সম্মান করেন ?

"যেমত কোন স্ত্রী নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যে আদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরাও পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের এবং ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য-সম্মান করত ভিতরে-ভিতরে রাগানুশীলনদ্বারা পারকীয় রস আশ্রয় করিয়া থাকেন।"

—কৃঃ সং ৮।১০

৫৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে অপ্রাকৃত-রসের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কি ?

"পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত-বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎ-কুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতি-পূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপি-পতি হনুমানের দাস্যরসের উদয় হয়, ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মোজেস্-নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ-নামক ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করত ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রচারক যীশু-নামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুর-রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয় ; বদ্ধজীব-হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ ; কেন না উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল সহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া

উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউম্যান্ নামক এক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎপরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুর-রসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদিত হয়, তাহা অনেক দিন পরে পশ্চিমদেশসকলে ব্যাপ্ত হয়; অতএব মধুর-রসের জগতে সম্যক্ প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ-সকলে আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ-তত্ত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চাত্ত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয়।"

—'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

৫৪। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের দ্বারা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা রস-তত্ত্বের বিস্তারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

"বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বে ঐসকল প্রচার করেন। মহাপ্রভুর দাদা-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রথমেই মধুর-রস-প্রচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পত্তন করেন; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে উন্নত করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ রস-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ ঐ রসের তাত্ত্বিক আস্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সে-সময়ে সামাজিক হয় নাই। জয়দেব কেন, স্বয়ং **শ্রীমদ্ভাগবতই মধুর-রসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার। কিন্তু সেই রসভাণ্ডার খুলিয়া সাধারণকে ঐ রস-পান শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বে আর কে করাইয়াছিলেন?**

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

৫৫। প্রেমরস কি তর্কের বিষয়?

"প্রেমরস—দুগ্ধসমুদ্রতুল্য, তাহাতে বিতর্করূপ গো-মূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৫৬। বিপ্রলম্ভ-রসের বৈশিষ্ট্য কি ?

"বিপ্রলম্ভের অর্থ—বিরহ বা বিয়োগ। * * * রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহের দ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না"

—জৈঃ ধঃ ৩৭শ অঃ

৫৭। চিন্ময়দেহে স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-ভাব কোন্ কোন্ রসে কিরূপ প্রকাশিত ?

"জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময়শরীর—স্বতন্ত্র শুদ্ধকাম-ময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃবাৎসল্য—স্ত্রীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্যে—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধ স্ত্রীরূপা এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৫৮। প্রপঞ্চগত রস কি নিত্য ও বাস্তব ?

"যে রস প্রপঞ্চগত, জড়কাব্যে প্রকাশিত,
পরম-রসের অসম্মূর্ত্তি।
অসম্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকায় জল-স্ফূর্ত্তি।"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ' ৬, গীঃ মাঃ

৫৯। অপ্রাকৃত রসের বিকাশ ও বিলোপের সহায়ক কি ?

"রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রাকৃত জীবন সর্ব্বদা জড়-রসময়। চিদ্‌রস ভাবভক্ত-জীবনে বিদ্যুৎ-প্রভাব ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ। সদ্‌গুরু লাভ-ক্রমে ও সাধুসঙ্গ-বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গাভাবে এবং নাস্তিক্যময় উপদেশ ও নির্ব্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুন্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুন্ঠিত, অত্যন্ত কুন্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।" —চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

৬০। যীশু-প্রচারিত বাৎসল্য-রসের ক্রমবিকশের প্রথম সোপান কি ?

"Jesus proceeds to tell us 'You must love man as thy brother.' From this is inferred *the fourth phase of love* which is a feeling that all men are brothers and God is their common Father. This is *Batsalya Rasa* in its first stage of development."

—'To Love God' Journal of Tajpur 25th Aug. 1871.

৬১। নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-মতে রস-বিচারের বৈশিষ্ট্য কি ? গৌড়ীয়-ভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

"ভজন-পূর্ব্বে নিম্বার্ক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয়-মতে—পারকীয় রসই সর্ব্ব-প্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর।"

—'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

৬২। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্থলবিশেষে স্বকীয়-ভজনের উপদেশ দিলেন কেন ? তিনি কি নিজে ঐ মতের উপাসক ?

"শ্রীজীবের নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব-গন্ধ ছিল। * * এই কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন-রুচিপ্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি 'লোচনরোচনী'-গত তদীয় শ্লোকে সে-কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৬৩। চিজ্জগতে মধুর রসের স্থান কোথায় ?

"চিদ্ব্যাপার একটী রহস্য-মণি ; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটী সেই মণিগণ-মধ্যে কৌস্তুভ-বিশেষ।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

৬৪। অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবাসগত বিরহ আছে কি ?

"কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকট-লীলা-অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহ নাই। সম্ভোগই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

——ঃঃ০ঃঃ——

পঞ্চাধিক-শততম বৈভব

প্রেম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। প্রেমের স্বরূপ কি ?

"দৃঢ়মমতাশয়াত্মিকা প্রীতিঃ প্রেমা ॥

প্রীতি দৃঢ় মমতাতিশয়রূপিণী হইলে 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয় ॥"

আঃ সূ ৮৭

২। প্রেমের বিস্তার-ক্রম কি ? প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদির স্বরূপ কি ?

"রতি সর্ব্বাতিক্রমী সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থা নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ব্ববিস্মরণকারিণী শক্তিবিশিষ্টা। বিরুদ্ধ-ভাবদ্বারা অভেদ্য-রূপে দৃঢ়া হইলে 'প্রেম'-নাম পায়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। * * * পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপ-দীপন-লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমাই 'স্নেহ'। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ। মদীয়ত্বাতিশয়-রূপ স্নেহই মধুস্নেহ। রতির আকার দুইটী অর্থাৎ 'তাঁহার আমি'—এই ভাবনাময়ী রতি এবং 'তিনি আমার'—এই ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে 'আমি তাঁহার'—এই ভাবটী চন্দ্রাবলীর স্নেহ। মধুস্নেহে 'তিনি আমার' এই ভাবটী শ্রীরাধার মধুস্নেহ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কোটিল্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক 'মান' হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মান দুই প্রকার। অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই 'রাগ'। নীলিমা ও রক্তিমা-ভেদে রাগ দুইপ্রকার। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ ভাবান্তর। যে রাগ স্বয়ং নব-নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে

প্রতিক্ষণে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'। ইহাতে বশিত্বভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসা হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণস্ফূর্তি করায়। **বিপ্রলম্ভই প্রেমবৈচিত্ত্য।** যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্যদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই 'ভাব' বা 'মহাভাব' হন।"
—চৈঃ শিঃ ৭।৭

৩। প্রীতির-স্বরূপ ও কার্য্য কি ?

"প্রীতি অশেষ তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণে সর্ব্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণ-তত্ত্বের জনাকর্ষণ-বিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম ; শ্যামরূপ চিদ্‌ঘনানন্দসর্ব্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক ; গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণগুণদ্বারা সম্পূর্ণ এবং নিত্যলীলা-রসাঢ্য। এই নাম রূপ-গুণ-লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার শ্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৪। সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য-বস্তু কি ? তাহা কয় প্রকার ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মতে কেবল প্রেমই—সর্ব্বোত্তম ফল। ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ-ভেদে প্রেমও দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল ; ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৫। কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি ?

"প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগা-ভক্তির সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। বিধি-মার্গীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।"

শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৬। প্রেমের লক্ষণ ও প্রেমের বাধক কি ?

"**তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ।** সেই প্রেমই ভক্তির ফল।

মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর-ফল-মাত্র। তদবস্থায় **আত্মারামতা প্রেমের বাধক** বলিয়া সাধুগণের মতে অতি হেয়।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৭। প্রেমিকের প্রার্থনা কি?

"শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অরুণ-বর্ণ পাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্যজ প্রেম দিনে-দিনে বৃদ্ধি হউক; শুদ্ধবৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক; প্রভুর গুণসাগরে আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমার প্রীতি থাকুক; আশ্রিত-জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণোন্মুখ স্বীয় আত্মায় আমার এরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয়।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৮। সর্ব্বাগ্র বস্তু কি?

"বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণই মহাজন। তাঁহাদের প্রতি প্রীতিই প্রার্থনীয়। স্বীয় আত্মাই ক্ষেত্র; তথায় প্রীতি আরোপণীয়া। হৃদয়ে প্রীতিকে অবরোধ করুন। কৃষ্ণই জগতের একমাত্র ধন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকটস্থিত ব্যক্তিবিশেষ। প্রেম বা প্রীতিই সর্ব্বাগ্র বস্তু; প্রীতি অপেক্ষা আর কিছুই নাই।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৯। অসংখ্য বেদ-শাখার মধ্যে কোন্ শাখা গৌরসুন্দরের প্রিয়? তাঁহার ফল কি?

"এই বেদশাস্ত্র শাখা-সহস্র-সম্পন্ন। ইহার মধ্যে একটী মাত্র প্রভুর প্রিয়। সেই শাখার নাম কৃষ্ণভক্তি-শাখা; প্রীতিই সেই শাখার সৎফল; তাহা হইতে এই ভূতলে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। সেই প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু।"

—অঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১০। মহাপ্রভুর একমাত্র অস্ত্র কি?

"প্রীতি বা প্রেমাই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রের যদি উদয়

হয়, তবে সর্ব্ববিঘ্ন দূর হইয়া সকলেই সুখী হইবেন ; জীবচিত্ত আর ভব-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না।”

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১১। প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু হইলে ইতরানুরাগ উপস্থিত হয় কেন ?

“যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞান-বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেম কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।”

—তঃ সূঃ ৪ সূঃ

১২। প্রেম ও মোক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী ? প্রেমভক্তের জীবন কিরূপ ?

“জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ কিছুই নাই। মোক্ষ—প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষনিক তত্ত্ববিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে ‘মোক্ষ’ একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়। সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বিধি লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুন্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৬।১

১৩। ভক্তির অবান্তর ও মুখ্য ফল কি ?

“জীবাত্মা ভক্তি-বলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নহে। মুক্ত পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্য ফল।”

—‘লৌল্য,’ সঃ তোঃ ১০।১১

১৪। বিশ্বপ্রেম ও আত্মপ্রেমের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি ?

“বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মায় ও আত্মায় যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ।”

—‘প্রীতি’, সঃ তোঃ ৮।৯

১৫। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কি প্রেমোদয় সম্ভব নহে ?

"প্রেম একটি পরমশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মফলকবিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্‌গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ এবং অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীব-হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্য্যকর।"

—'ভজন প্রণালী,' হঃ চিঃ

১৬। কৃষ্ণপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে পার্থক্য কি ?

"সমুদায়ের মূলেই বিশুদ্ধ প্রেম। অনৈতিক জীব ঐ প্রেমকে বিকৃতভাবে জড়ীর অবস্থায় রাখে। পাশ্চাত্ত্য নৈতিক পণ্ডিত কোঁৎ (বা কম্‌টি ?) তাহাকে একটু নিঃস্বার্থ-বিধিবদ্ধ করিয়া বিশ্বময় করিতে উপদেশ করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সিদ্ধ জীবের শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের আলোচনা শিক্ষা দিয়াছেন। জড়মূলক কোঁৎ ঐ প্রেমের জড়শুদ্ধ বিকারকে লৈঙ্গিক অবস্থায় বিস্তৃত করিতে বলেন। কোঁৎএর উপদেশে জীবের মঙ্গল নাই, কেবল লৌহ-শৃঙ্খল-ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিবার বিধি দেখা যায়। মহাপ্রভু জীবের শৃঙ্খল দূর করিয়া বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করিতে জীবকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা শিক্ষা দিয়াছেন।"

—'পদরত্নাবলী, সঃ তোঃ ২।৯

১৭। কৃষ্ণপ্রেমের অচিন্ত্য-প্রভাব কি ?

"কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, উহা সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৮। কৃষ্ণের নিত্যরাস কি ? প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয় কি ?

"বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র-জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্‌বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র-গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও

গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছ, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। * * চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য; জীবসমূহ— তাঁহার লীলা-পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ ভাবে তাঁহার নিকটস্থ এবং সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।"

—'প্রীতি,' সঃ তোঃ ৮।৭

১৯। শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ কি?

"আকর্ষ (magnet) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য অবস্থায় যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২০। কৃষ্ণপ্রীতি ও জড়-প্রীতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি?

"বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম—জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২১। প্রপঞ্চগত জীবের কি সম্ভোগরস আস্বাদনীয় নহে?

"মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তি-জীবানাং পূর্ব্বরাগাদিময়ো বিপ্রলম্ভ এব আস্বাদনীয়ঃ।"

—সঃ ভাঃ ৭

২২। ভক্তিরসাস্বাদক প্রেমিকগণ কৃষ্ণনামসেবাসুখাপেক্ষা অন্য কোনও বস্তুর আদর করেন কি?

শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাম্—

"যোগ-শ্রুত্যুপপত্তি-নির্জনবন-ধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামল-ধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ॥

ভাষ্যম্। ভক্তিরসাস্বাদকানাং মোক্ষসুখাদপি শ্রীভগবন্নাম-সেবন-সুখাধিক্যং দর্শয়ন্ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রিয়শিষ্য-শ্রীমদীশ্বরপুরীমহোদয়েন সিদ্ধান্তিতং পরমরহস্যং যোগ্যশ্রুত্যুপপত্তি ইত্যাদিনাহ। যোগ আসন-প্রাণায়ামাদ্যষ্টাঙ্গঃ। শ্রুত্যুপপত্তিঃ ঔপনিষদং ব্রহ্মজ্ঞানম্। নির্জ্জনবন বানপ্রস্থসাধনং। ধ্যানম্—অরূপস্য ব্রহ্মণঃ কল্পিতরূপ-চিন্তনম্। অধ্ব—তীর্থাটনং। এতৈঃ সম্ভাবিতং স্বস্বরূপানুভবং তত্ত্ব সাযুজ্যং বা। তত্ত ভয়শূন্যং। তৎ প্রতিপদ্য, প্রাপ্য দ্বিজা বর্ণাশ্রমাভিমানিনঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঃ মুক্তা ভবন্তু। কিন্তু বর্ণাশ্রমাভিমানরহিতানাং শ্রীকৃষ্ণনামসেবকানাম্ অস্মাকং লক্ষাবধি জন্মাস্তু ॥"

—'ভাবাবলী'

২৩। দ্বিবিধ চিন্ময় অবস্থা কি কি? স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি ও বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি?

"চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। 'মদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড় কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা প্রাকৃত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষীক, নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করত সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থায় অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্ব-প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই—এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্ব কথঞ্চিদুদয় হইলে স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়; কিন্তু বস্তুতঃ হয় না। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত হইলে

বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়। স্বরূপ-অবস্থিতিতে 'সাধনা' আছে। সেই সময় চিন্ময় কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম—সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।১৩৭-১৩৮

২৪। সর্ব্বসাধ্যসার কি? শুদ্ধভক্তির প্রথমাবস্থা কি?

"প্রেমভক্তিই সর্ব্বসাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্তভক্তিরূপে প্রতীত; তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি থাকে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৮।৬৮

২৫। অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সর্ব্বসুখশিরোমণি কেন?

"সুখ লাগি সর্ব্বজীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে, যোগ করে সংসার ভিতরে॥
সুখ-লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখলাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়॥
সুখ-লাগি কামিনী-কনক-পাছে ধায়।
সুখ-লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়॥
সুখ-লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব-মধ্যেতে ডুবে মরে॥
নিত্যানন্দ বলে ডাকি' দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া॥
সুখ-লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব॥
কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা॥
যে সুখ আমি ত' দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম॥"

—নঃ ধাঃ ১ম অঃ

২৬। শুদ্ধ আত্মার প্রণয়ভাব বা মহাভাবাদি কি জড়গত অবিদ্যার বিকার ?

"জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্ব্বমেতদনাময়ম্।
বিকারাশ্চিদ্গতাঃ শশ্বৎ কদাপি নো জড়ান্বিতাঃ ।।
বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ধাম্নি বিলাসা নির্ব্বিকারকাঃ।
আনন্দাব্ধিতরঙ্গাস্তে সদা দোষবিবর্জ্জিতাঃ ।।

কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃতাবস্থায় প্রণয়ভাব, মহাভাব প্রভৃতি যে-সকল অবস্থার বিচার করা যায়, তাহা কেবল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ মত-সম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়-বিকার-সকল জড়গত-অবিদ্যার বিকার নয়, কিন্তু চিদ্গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধ চিদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠে যে সকল বিলাস আছে, সে-সমুদায়ই সর্ব্বদোষ-রহিত আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ; তাহাদিগের প্রতি 'বিকার'-শব্দ প্রযুক্ত হয় না।"

—কৃঃ সং ১।১১-১২

২৭। প্রেম-মন্দির কোথায় অবস্থিত ?

"কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় চৌদ্দলোকময় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।"

—নিয়মাগ্রহ, সঃ তোঃ ১০।১০

২৮। প্রেমারুরুক্ষুগণকে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে নিজ-গণে আহ্বান করিয়াছেন ?

"হে প্রেমারুরুক্ষু সাধক-ভক্তগণ! আপনারা বৈধভক্তির দ্বারা

লব্ধ ভাবমার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দ্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ স্তরের ঊর্দ্ধ্ব ভাগে লিঙ্গ-জগতের হরধাম-রূপ চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ্বগামী হউন। বিরজা-রূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় দুইটী স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ দুই স্তরই ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চ স্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর স্তরে গিয়া শ্রীগোপীদেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-দেহ অবলম্বন করত **শ্রীমতী রাধিকার যূথে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ-পূর্ব্বক শ্রীরূপ মঞ্জরীর কৃপায়** নিজ-হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়িভাবকে রসাবস্থায় উন্নত করুন। **নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন** করত কৃতকৃতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্ত্তমান অধিকার-বিচার ও জড়দেহে যুক্তবৈরাগ্য এবং নিরন্তর নামরসপানে সর্ব্বোত্তম অধিকার লাভ করুন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

২৯। 'প্রেমারুরুক্ষু' ও 'প্রেমারূঢ়ে'র তারতম্য কি?

"প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাপ্ত হন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ **প্রেমারুরুক্ষু-অবস্থা** এবং **প্রেমারূঢ় অবস্থা**। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ড-কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। * * * আরুরুক্ষু-অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩০। 'প্রেমারূঢ়' কাহারা?

"সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র **প্রেমারূঢ়** বা **সহজ পরমহংস** হন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩১। শুদ্ধ চেতন ব্যতীত প্রীতিধর্ম্ম অন্যত্র আছে কি? জড়-জগতে কি প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই? জড়ে আকর্ষণ ও গতি কোথা হইতে আসিল?

"বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি-মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং তথায় নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই, প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত-ধর্ম্মানুসারে পরমাণু-সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়; আবার স্থূল বস্তু-সকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।"

—'প্রীতি', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৯

৩২। প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত কি?

"প্রেমবিলাস-তত্ত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে—অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নাম—**বিপ্রলম্ভ,** তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ **বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগ-অভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তি।** রায় রামানন্দ নিজ-কৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে করিতে মহাপ্রভু স্বীয় ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটী বিচ্ছেদ-কালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং **বিপ্রলম্ভ-দশায় সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।**"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৮।১৯১-১৯৩

৩৩। বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি কিরূপ?

"প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়-মহাভাবরূপ সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগের উদয় হয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১৯৪

——ঃঃ০ঃঃ——

ষড়ধিক-শততম বৈভব

সমাধি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জ্ঞানী ও সাত্বতগণের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে পার্থক্য কি ?

"সমাধি দুইপ্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে-কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ-সমাধিকে 'নির্ব্বিকল্প' ও কূট-সমাধিকে "সবিকল্প-সমাধি" বলিয়া থাকেন। আত্মা—চিদ্বস্তু ; অতএব স্বপ্রকাশতা, পরপ্রকাশতা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশ-স্বভাব-দ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পর-প্রকাশধর্ম্ম-দ্বারা আত্মেতর সকল-বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বধর্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ-সমাধি যে নির্ব্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আত্মার বিষয়-বোধ-কার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই।"

—কৃঃ সং ৯।২

২। সহজ-সমাধির-বিভিন্ন উপলব্ধির স্তর কি কি ?

"আত্মা যখন সহজ-সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্ম-বোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা-বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়-বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্যবোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর-সম্বন্ধ-বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ-বোধ, অষ্টমে তদ্গত অবিকৃত-কাল-বোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত্ব-বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য-লীলা-বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তি-বোধ, দ্বাদশে আশ্রয়-শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতি-বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপ-ভ্রম-বোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণ-রূপ আশ্রয়ানুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত-

জনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্ব-স্বরূপ পুনঃ-প্রাপ্তি-বোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়।"

—কৃঃ সং ৯।৫

৩। আচার্য্যগণের হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি কিরূপে সাধিত হয়?

"সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ ॥
কিন্ত মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্ ॥"

—কৃঃ সং ১।২-৩

———

সপ্তাধিক-শততম বৈভব

স্বরূপসিদ্ধি-বস্তুসিদ্ধি ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভক্তগণের মুক্তি কয়প্রকার ও তাহাদের স্বরূপ কি?

"ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার—অর্থাৎ 'স্বরূপ-মুক্তি' ও 'বস্তু-মুক্তি'। যাঁহারা ভজন-বলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, আবার দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৮ম পঃ

২। আপন-দশা ও স্বরূপসিদ্ধি কখন হয়?

"নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্য-লীলা-সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ ও চিদ্বিলাসগত-লীলার স্ফূর্ত্তি কখন হয়?

"তখন (ভাবাপন-দশায়) স্ব-স্বরূপে ক্ষণে-ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপ-গত রাধা-কৃষ্ণ সেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমত কি, অনেকক্ষণ ব্রজধাম-দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত লীলার স্ফূর্ত্তি হয়।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

৪। আসক্তির অবস্থা অতীত হইলেও কখন জীবের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে?

"আসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্য্যন্ত জড়-সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এ জড়-সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যতদিন বিঘ্ন আছে, ততদিন জীব বস্তু-সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত-রতি হইলেই রস-লাভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৫। স্বরূপসিদ্ধি কি? তাহার সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কি সম্বন্ধ?

"অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপবোধই—"স্বরূপসিদ্ধি"। ইহার নামই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেমপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৬। দ্বিবিধ ভক্তিসিদ্ধিতে কি অবস্থা লাভ হয়?

"ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি। **স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন** এবং **বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল দর্শন** হয়।"

—ব্রঃ সং, ৫।২

৭। কর্ম্মের চরম ফল কি?

"নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল; অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম-কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে।"

—'প্রমাণনির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।২৪

৮। 'বস্তুসিদ্ধি' কাহাকে বলে?

"কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৯। নিত্যলীলায় প্রবেশটি কি?

"এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছাক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া

পড়িবে। পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদিত হইয়া চিদ্ধামে যুগলসেবা করিতে থাকে।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

১০। বস্তুসিদ্ধি-লাভে কি প্রপঞ্চে অবস্থান সম্ভব ?

"বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃত জগতে আর থাকা যায় না ; ভক্ত তখন অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন।"

—'প্রয়োজনবিচার', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২৪

১১। সিদ্ধিতে মহাভাগবতের দর্শন কি ?

"(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণকোলাহল॥"

—'সিদ্ধিলালসা'—১, গীঃ মাঃ

১২। শ্রীরাধাগতপ্রাণ প্রেমিক ভক্তের কিরূপ বিপ্রলম্ভ হয় ?

"রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয়॥"

—'সিদ্ধিলালসা'—১০, গীঃ মাঃ

১৩। আশ্রয়তত্ত্বানুগ সেবকের চিত্তবৃত্তি কি ?

"শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি।
যুগল-মিলন, সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি।"

—'সিদ্ধিলালসা'—১০, গীঃ মাঃ

১৪। আশ্রয়তত্ত্বের পক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের বিচার কি ?

"রাধা-পক্ষ ছাড়ি, যে জন সে জন,
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমিত রাধিকা- পক্ষপাতী সদা
কভু নাহি হেরি তা'কে ॥"
—'সিদ্ধিলালসা'—৯, গীঃ মাঃ

১৫। স্বারসিকী সিদ্ধির স্বরূপ কি?

"স্বারসিকী সিদ্ধি ব্রজগোপী-ধন,
পরমচঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নিৰ্ব্বিশেষ-জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি ॥
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী।
যখন যে-সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধাচরণে ধনি ॥"
—'সিদ্ধিলালসা'—৬, গীঃ মাঃ

১৬। শ্রীরূপানুগের সংসিদ্ধি-লালসা কিরূপ?

"কবে বা এ-দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূৰ্ব্ব স্মৃতি পরিহরি' ॥"
—'সিদ্ধিলালসা'—৮, গীঃ মাঃ

১৭। শ্রীরাধানুগার সেবার স্বরূপ কি?

"তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা রাধিকার দাস্য-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।"
—জৈঃ ধঃ, ৩৯তম অঃ

১৮। ব্রজে গোপগৃহে জন্মটি কি? এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচারের সামঞ্জস্য ও বৈশিষ্ট্য কি?

"কোন কোন ভক্তলেখক স্বরূপসিদ্ধিকে সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে **দ্বিজত্বলাভ** বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা **আপন দশা**। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'স্বরূপসিদ্ধি' হইতে 'বস্তু-সিদ্ধি' হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

১৯। শুদ্ধভক্তের শ্রীধামপ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা কিরূপ?

"(কবে) ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব চরণ- রেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত বেশ॥"

—'সিদ্ধি-লালসা'—১, গীঃ মাঃ

২০। শুদ্ধভক্ত কি গৌড়বন ও ব্রজবনে ভেদ দেখেন? শ্রীরাধাদাস্য কখন লাভ হয়?

"(কবে) গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজ-বাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥"

—'সিদ্ধিলালসা'—১, গীঃ মাঃ

——::*::——

অষ্টাধিক-শততম বৈভব

বিশ্বমঙ্গল ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। জগতের প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হইবে ? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক বিশ্বমঙ্গল-কামনা কি ধারণাতীত নহে ?

"সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবাত্মনিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত ; এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে,—ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী গতি। সেই অনন্তরূপি-পরমেশ্বরের প্রতি **সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপা-বলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, মধ্যমাধিকারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।"**

—'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

২। বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিসংকীর্ত্তন-প্রচার ও শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পূরণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না কি ?

"আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক্ হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল 'জয়

শ্রীশচীনন্দন কী জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপর দিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি. এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে!

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়,' সঃ তোঃ ৪।৩

৩। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও সজ্জন-বৃন্দকে বিশ্বের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচারে আহ্বান করেন নাই?

"হে শুদ্ধভক্তবৃন্দ! শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগজ্জীবের পরম ধন। যে-সকল ধর্ম্ম আজকাল ধূমধামের সহিত দেশে-দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই-সমস্ত ধর্ম্ম কুণ্ঠিত হইয়া নিজ-নিজ-দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরম-ধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন **সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন**। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গভক্ত-ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধনামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎপাবন হরিনামকে প্রচার করুন।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামহট্টের কার্য্য কিভাবে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন এবং উহার কিরূপ ভবিষ্যৎসাফল্য কামনা করিয়াছিলেন?

"শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্-নবদ্বীপধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রই ঐ হাটের মূল স্থান। তথায় কতিপয় শুদ্ধহরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন।

* * * যাঁহারা কোন গণ্ডগ্রামে বা নগরে এক একটি প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করত নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের 'দোকানদার' বা 'বিপণিপতি'। যাঁহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের নামই 'পসারী' বা 'ব্রাজকবিপণী'। গোদ্রুম-কল্পাটবীতে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। * * * জগজ্জনতারণ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপ্রভু বোধ হয়, পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের এরূপ আশা হইতেছে যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আম্লেচ্ছ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৫। বিশ্বের সর্ব্বত্র যে হরিনাম সংকীর্ত্তনই জয়যুক্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ?

"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলকই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। * * * আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্ব্বটি অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশঃ দূর হইবে এবং অবশেষে শুদ্ধনামের জয়-পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। অদূর ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যধর্ম্মই যে জগদ্ব্যাপী হইবে, তাহার লক্ষণ কি?

"বৈষ্ণব মহোদয়গণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, নোয়াখালি জেলায় একজন মুসলমান বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা-ব্যক্তি অনেক সুকৃতির বলে এরূপ সদ্গতি লাভ করিলেন। আশা করি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত যবন ও ম্লেচ্ছমণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম শীঘ্রই

অঙ্গীকার করিবেন। খোল করতাল ও কীর্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে **অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।**"

—সঃ তোঃ ২।৯ বাং ১২২৩ 'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার'

৭। অচিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সুলক্ষণ সূচিত হইতেছে কি ?

"অদ্বিতীয় শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে যে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ান্‌গণ খোলকরতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান্ পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণবকৃপায়ই যে সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যা'দের দেখ্‌লে নয়ন ঝুরে তারা দু-ভাই এসেছে"—এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খৃষ্টানগণ প্রকারান্তরে সংকীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও কীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্‌বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না, কেননা কোন ঘটনাই একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে।"

—'নিত্যধর্ম্মসূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

৮। কোন্ ধর্ম্মে পরস্পর বিশুদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর ?

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন **সকল বর্ণ,** সকল জাতি, **সর্ব্বদেশের মনুষ্য**

একত্র হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীব-সমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

৯। শ্রীভক্তিবিনোদ বিশ্বমঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি আবেদন জানাইয়াছেন?

"Oh God! Reveal Thy most valuable truths to all so that your own may not be numbered with the fanatics and the crazed and that the whole of man-kind may be admitted as 'your own'."

—'To Love God" Journal of Tajpur 25th Aug. 1871

১০। পরমেশ্বর প্রাপ্তপ্রেমজীবন ভক্তকে কিভাবে আহ্বান করেন?

"এই (রস-) ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি; তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। * * * তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি-ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

—চৈঃ শিঃ, উপসংহার

——::*::——

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া

কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া

বিনোদের সেই সে বৈভব"